হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র।

"মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?"

পবিত্র হিন্দুত্ব সাধন।

কেন?

তবে শুনুন।

মূল্য কত?

এখন বিনামূল্যে।

সময়ান্তে?

পরার্দ্ধ মুদ্রা।

মূল্য এত কেন?

এতৎ হিন্দু বিজ্ঞান সূত্রং।*

শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায়, ওরফে বি. এন. রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩০৯।

* প্রথম সংস্করণ বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে মূল্য গৃহীত ব। প্রথম হইতে পাঁচ সংখ্যা একত্রে কাগজে মূল্য ১।০ দেড় টাকা, ঐ বাঁধাই দুই টাকা।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গপত্র।

যিনি ষষ্টি বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছেন, যাঁহার রাজত্বকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছি এবং যাঁহার রাজত্বকালে হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র লিখিয়া সমাপন করিলাম, সেই পরমারাধ্যা মাতা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার চরণ-কমলে আমার বহু যত্নের ধন হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র বা আত্মতত্ত্ব অশেষ ভক্তি সহকারে উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত—শ্রী বি. এন. রায়

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

(১ম সংস্করণ, ৫ম সংখ্যা)

ভাই ভারত-সন্তানগণ! ঘোরতর ব্যবহার বিপ্লবের ফলে একদিন জন্মভূমির ক্রোড় হইতে অপসৃত হইয়া স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। অপসৃত হইবার কারণ বর্ণনা করিতে হইলে লোকে পাগল মনে করিত, সুতরাং বেদনা হ্রাসের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি পাইত। পরে কোন আকস্মিক ঘটনায় আত্মতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে প্রকার কুলটা স্ত্রী সহস্র গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও আপন গুপ্তপ্রণয়ীর চিন্তা পরিত্যাগ করে না, আত্মতত্ত্ব প্রকাশের চিন্তাও আমার পক্ষে সেই প্রকার হইয়াছিল। সংসারে নানা প্রকারে লিপ্ত হইয়াও নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছি। উপার্জ্জনের সময় কেবল ঘোর দুশ্চিন্তায় বিনষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বরের অনুকম্পায় আত্মতত্ত্বের অভীপ্সিত সমালোচনা এত দিনে শেষ হইল। এখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও আর আক্ষেপ নাই। যে কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহা আমার শিক্ষার তুলনায় অনেকাংশে গুরুতর বিধায় মস্তিষ্ক বিশেষরূপে ক্ষয়ের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর চিন্তা করিবার সাধ্য নাই। আত্মতত্ত্বের যে অংশ এখনও অপরিষ্কার আছে, ভরসা করি, দেশস্থ কৃতবিদ্যসম্প্রদায় উহা অনায়াসেই পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন। দেশের শ্যামা, পাপিয়া, কোকিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বি. এন. রায়ের সহিত মিশিয়া এই সময়ে আপন আপন মধুর তানে ঝঙ্কার দিলে বড়ই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিষয় হইত। সে যাহা হউক, যে দুঃখে ভারত দগ্ধ হইতেছে, আমিও যে তজ্জন্য দগ্ধ হইতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আমার অন্তরস্থ দুঃখগুলির মধ্যে কোন না কোনটী ভারতে ব্যাপক এই বিশ্বাসে ভারতের অধঃপতন

সম্বন্ধে অন্তরের ধারণা প্রকাশ করিয়াছি। ভারতসন্তানগণ! সত্য বা কেবল প্রলাপ বকিয়াছি? হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র প্রথমে বিনামূল্যে বিতরিত, কিন্তু সময়ান্তে মূল্য পরার্দ্ধ মুদ্রা। ভাই সকল! বি. এন. রায় অর্দ্ধচন্দ্র কিম্বা প্রকৃত পক্ষেই পরার্দ্ধ মুদ্রা পাইবার যোগ্য? দীর্ঘকাল উদাসীনতার দরুণ, আত্মপরিবারের আনন্দ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হই নাই সত্য, কিন্তু ভারতের জন্য কি উপার্জ্জন করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয় বটে। উনবিংশ শতাব্দীর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ! হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের মূল্য কত?

বর্ত্তমান কালস্রোতে আমাদিগের ভ্রাতাদের ভ্রাতৃত্ব সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। বরং সূর্য্য পশ্চিম দিক্ হইতে উদয় সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আমাদের পুনরায় প্রকৃত সৌভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন সন্দেহস্থল। কাযে কাযেই আর আত্মরক্ষার উপায় নাই। যদিও ৺কালীনাথ রায় মহাশয়ের পুণ্যবলে আরও কিছুদিন পরিবারের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা নাই, তথাপি দুই দিন অগ্রে বা পশ্চাৎ দায়াদবৃন্দের নেংটীর পূজা ব্যতীত পরিত্রাণ নাই। আমরা কোনরূপে কাল কাটাইয়া চলিলাম, কিন্তু পরকাল নষ্ট অর্থাৎ আত্মজদিগের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা বিনষ্ট হইল। কোন প্রকার শিক্ষার বলেই ভ্রাতৃবৃন্দ আপন আপন বাহাদুরীর সীমা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু এখনও সাবধান হইতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। হায় রে, রাজাসাহী বিভাগে সুপরিচিত পোতাজিয়া রায়-পাড়ার রায় পরিবারের জএন্ট শিথিল হইয়াছে, এককালে ছিন্ন হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হইতে আর বিলম্ব নাই। দেহের যে প্রকার অবসন্ন দশা উপস্থিত, তাহাতে আর অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই। ভিখারীর দশা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেও ভিক্ষা করিতে এখনও লজ্জা হয়। যে অগ্নিতে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়াছে, উহার প্রকৃত নিবৃত্তির সূত্রপাত বা পিতৃব্যের পদানুসরণ ব্যতীত এই দগ্ধ প্রাণ শীতল হইবার আশা নাই।

কিন্তু আমি গৃহস্থ, সন্ন্যাসী নহি। ভাই ভারতসন্তানগণ! তোমাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা এই যে, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, এই গাঁজেল ভ্রাতার পোষ্য ও পরিবারবৃন্দের প্রতি ভবিষ্যতে দয়া প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিলে সকলে কৃপাদৃষ্টি করিও।

হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র ৫ম সংখ্যা ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। ঘটনার চক্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হইতে দীর্ঘকাল বিলম্ব হইল। আমার বর্ত্তমান ঠিকানা,—গ্রাম চিথলিয়া, পোষ্ট মিরপুর (E. B. S. R.), জেলা নদিয়া।

গ্রন্থকার

শ্রীবিশ্বনিন্দুক পাগলা।

বিজ্ঞাপন।

(১ম সংস্করণ, ২য় সংখ্যা)

পাঠক গাঁজা, ভাঙ্গ সমাধা হইল, হুইস্কি বাকি থাকে কেন? আত্মজ্ঞান যাহার সম্পত্তি সে আত্মরক্ষায় অসমর্থ কেন? ভাই রে, কেহ কি শুনিতে চাও? উঃ! ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে "প্রকাণ্ড পশু"। উহার বধ সাধন ব্যতীত আমাদের কখনও মঙ্গল নাই। এক কথায় বলিতে জানি না, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, "প্রকাণ্ড পশু"। একা সাধ্য নাই, আইস ভাই সকলে মিলিয়া সেই সঙ্কট-হারিণী ভারতেশ্বরী মাতা ভিক্টোরিয়াকে জানাই। ভাই আর বিলম্ব কেন?

বিজ্ঞাপন।

(১ম সংস্করণ, ৩য় সংখ্যা)

পাঠক মহোদয়গণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন এই যে হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্রের ১ম সংখ্যা প্রকাশ কালে যে ভাবে অন্যান্য সংখ্যা প্রকাশ

করিতে ইচ্ছা ছিল, মহামেলা উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছে। ২য় সংখ্যায় সারাংশ মাত্র লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছি, গতিকেই অনেক কথা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এ যাত্রায়ও সংক্ষেপে ধর্ম্মনীতির উপসংহার করিলাম। ঈশ্বর জীবিত রাখিলে ভবিষ্যতে বিস্তার করিবার আশা থাকিল। আগামীতে রাজনীতি আলোচ্য হইবেক।

হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র

বা

আত্ম-তত্ত্ব।

ভাদ্র, ১ম সংখ্যা ১২৯০ সাল।

ভূমিকা।

পুরাকালে ভারতবর্ষে তত্ত্বার্থিগণ গুরুতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব এই তিনটী বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করিতেন। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে গুরুতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্বের শিক্ষা ও অনুসন্ধান প্রণালী অনেকাংশে লোপ হইলেও এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, কিন্তু আত্মতত্ত্বের শিক্ষা ও অনুসন্ধান প্রণালীর এক প্রকার লোপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা আছে তাহাও অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়া [illegible] দ্বিতীয় সংখ্যা
গণের আনন্দ, উপচার প্রভৃতি সহ, শক্তি উপাসন [illegible] বতীগঞ্জ বাজারে
প্রবেশ এবং বৈষ্ণবগণের শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা [illegible] উক্ত টাউন শাল-
কামবিষয়ক ক্রিয়া, গীত, আচার, অনুষ্ঠান বা [illegible] নির্ম্মিত বাসাবাটীতে এবং
দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমস্তই আত্ম-ত [illegible] বাসাবাটীতে অবস্থান কালে লিখিত
আত্মতত্ত্ব-শিক্ষা ব্যতীত পূবম [illegible]

বিষয় এই যে, শিক্ষা দূরে থাকুক, সেই সুমহদ্বিজ্ঞান প্রায় প্রলয়-পয়োধি-জলে বিসর্জ্জিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কামতত্ত্ব আত্ম-তত্ত্বের প্রধান শাখা। প্রাচীনগণ অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং উৎসাহ দানের সঙ্গে সঙ্গে কামতত্ত্ব বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু নব্য সম্প্রদায় উহা সন্ধান্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করেন। নব্য-সম্প্রদায়ে যদিও বা দুই একজন পাওয়া যায়, তাঁহারাও বায়সভীত পেচকের ন্যায় প্রকাশ্য জনালোকে বাহির না হইয়া বিরল কক্ষে বসিয়া কখন কখনও দুই একটী গান গাহিয়া বা উপদেশ দিয়া থাকেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়! কামতত্ত্ব শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া কি দোষ? কামতত্ত্ব সমাজের মূলতত্ত্ব, ভালবাসার আদি তত্ত্ব এবং জীবের অবশ্য জ্ঞাতব্য একটী বিশেষ তত্ত্ব। কামতত্ত্ব বা কাম বিজ্ঞান সমাজে শিক্ষা প্রথা প্রচলিত থাকা কি দোষ? মনুষ্য হইতে পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি সমস্ত জীব, লঘু, গুরু, বৃদ্ধ, বালক, ভদ্র, অভদ্র, ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত প্রত্যেকে যে তত্ত্বে আবদ্ধ; ইংরেজ, বাঙ্গালী, ককেশীয়, ইউরেশীয়, মোগল, আর্ম্মানী, হিন্দুস্থানী, তাতার, তুরকী, চীন, নিগ্রো, মালয়, মার্কিণ, সেলভনিক, ইরানিক, টিউটনিক প্রভৃতি যে তত্ত্বে আবদ্ধ ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, জ্ঞানীর তাহা আলোচনা করা কি দোষ? প্রাচীনগণ যে বিজ্ঞান সতত শিক্ষা, দীক্ষা আরাধনা, উপাসনা, আলোচনা উপদেশ এবং অশেষ প্রকারে প্রমাণ পরীক্ষাদি করিতেন, বর্ত্তমান সুসভ্য উনবিংশ শতাব্দীতে সেই সুমহদ্বিজ্ঞানের আলোচনা রহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কে এই তত্ত্বের উদ্দেশ কর না বা কয়জন মনুষ্য! কে না দেখিতে পাও? হায়! সাক্ষাতে, গোপনে, নানা উপায়ে ইহ সংসারের প্রত্যেক মানব যে তত্ত্বের বর্ত্তমান শতাব্দীর জ্ঞানিগণ তাহার সমুচিত য়ুনিভারসিটী, শিক্ষা ও সামাজিক

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে গ্রন্থকারের মন্তব্য।

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা পর্য্যন্ত একত্রে পুনরায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। সংখ্যাগুলি সময়ে সময়ে প্রকাশ জন্য প্রথম সংস্করণ বহু পাঠকের একত্রে দেখা ঘটে নাই। এখন সেই অসুবিধা দূর হইল। ভারতে যে শোচনীয় লোম-হর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, ভরসা করি, দেশ ও বিদেশের ন্যায়নিষ্ঠ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণ অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকের কোন কোন অংশ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সংস্কারকালে পুস্তক লিখিবার কাল অন্তরে স্থির রাখিয়া, আমাকে সংস্কার কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছে। পারিবারিক ইতিহাসের অংশেই অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল সর্ব্বজন সমক্ষে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম। ইহা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের দিন। ভাই পাঠক! ইউনিভারসিটীর পরীক্ষায় কোন দিন আসন গ্রহণ করি নাই; একজন সিদ্ধপুরুষও নহি। অপিচ, এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের একজন সার্টিফিকেট হোল্ডার, মাদৃশ ক্ষুদ্রের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক প্রত্যাশা করা অন্যায়।

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র প্রথম সংখ্যা চিথলিয়া মাতুলালয়ে, দ্বিতীয় সংখ্যা চণ্ডীপুর শ্বশুরালয়ে, তৃতীয় সংখ্যা পাবনা টাউন পার্ব্বতীগঞ্জ বাজারে মৃত কালীচরণ সাহার ভাড়াটিয়া বাটীতে, চতুর্থ সংখ্যা উক্ত টাউন শালগাড়িয়া নূতন বাজার রোডের ধারে মৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাসাবাটীতে এবং পঞ্চম সংখ্যা মাতুলগ্রামে বর্ত্তমান বাসাবাটীতে অবস্থান কালে লিখিত

হইয়াছে। বিধাতার লীলা বুঝা ভার, পুস্তকের কোন দুই সংখ্যা এক স্থান হইতে লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয় সংস্করণ হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র অল্প পরিমাণে বিতরণ সম্ভাবনা থাকিলেও সমস্ত বিতরিত হইবে না। প্রকৃত পক্ষে উহা মূল্যবান্ এবং আদরণীয় পদার্থ কি না? পরীক্ষার জন্য বিক্রয় করা হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে গাঁজা, ভাঙ্গ প্রভৃতি অংশগুলি অনেকে উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু যোগযুক্ত তন্ময় অবস্থায় যাহা লিখিত হইয়াছে, যোগবিহীন অবস্থায় তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র পঞ্চম সংখ্যা কোন কোন অংশে পুনরাবৃত্তি দোষে কলুষিত, কিন্তু ভাই পাঠক, চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ কালেই কৈফিয়ৎ লিখিয়াছি যে "হুইস্কিতে ডোজের পর ডোজ চাই" নতুবা ভারত আনন্দময় হইবে না। কেবল দুইটী মাত্র ডোজ ঢালিয়াছি, আর কয় ডোজে ভারত আনন্দময় হইতে পারে, বুঝিতে অক্ষম। মনে মনে বড় আশা ছিল যে, দেশের শ্যামা, পাপিয়া, কোকিল প্রভৃতি এই ক্ষুদ্রের সহিত মিলিয়া ও মিশিয়া আপন আপন মধুর তানে ঝঙ্কার দিবেন বা ভারতের জন্য সুধা ঢালিতে আরম্ভ করিবেন। আমিও যথেষ্ট সাহায্যলাভ করিয়া শতাব্দীর পথ নিমেষমধ্যে অগ্রসর হইব; হায় রে, হতভাগ্যের সেই আশা দুরাশায় পরিণত হইল। ভগবান্ দুই কলম লিখিবার শক্তি সকল ব্যক্তিকে প্রদান করেন নাই। দেশস্থ লেখক সম্প্রদায়! শক্তির অপব্যবহার না করিয়া এই ক্ষুদ্রের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিলে বড়ই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিষয় হইত। আপনাদের কৃপা হইলে, ভরসা করি, অল্পকালমধ্যেই অকূল সাগরে কূল দেখা যাইত। আপনাদের সাহায্য ব্যতীত জীবনের মহাব্রত পূর্ণ হইবার আশা সুদূরপরাহত। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলে একবার কৃপাকটাক্ষ করুন।

কেহ কেহ বলেন যে, আমি বৃটিশসিংহের নিন্দনীয় দোষ ব্যতীত

প্রশংসার যোগ্য কিছুই দেখিতে পাই নাই। কিন্তু উহা নিতান্তই ভ্রম। আমি মুক্তকণ্ঠে এবং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে বারম্বার স্বীকার করিতেছি যে, বৃটিশ সিংহ যে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন, কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলেই মাদৃশ লোকে হিন্দু-বিজ্ঞান সূত্র রচনা এবং মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সর্ব্ব-জন সমক্ষে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দনীয় বিষয় বর্ণনায় ভারতের বিশেষ স্বার্থ আছে জন্যই নিন্দনীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছি। ভগবান্ ভারতেশ্বরের মঙ্গল করুন। দেশীয় সংবাদ বা সাময়িক পত্র সমূহে সময়ে সময়ে হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের সমালোচনা প্রকাশ হইয়াছে। যে পত্রে যাহাই প্রকাশ হইয়া থাকুক, আমাকে প্রদান করিতে সক্ষম হইলে মূল্য দিতে সম্মত আছি। দ্বিতীয় সংস্করণের যে কোন সমালোচনাও ঐ রূপে গৃহীত হইবে। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের সমালোচনা সংগ্রহই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র কেবল মসল্লা বাঁধা কাগজে পরিণত অথবা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ইহা সময়ে অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবে। কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে যাহা অনুমান হয়, তাহাতে আমি জীবিত থাকিতে উহার কোন আদর সম্ভাবনা নাই। আমাকে দগ্ধ-হৃদয়ে সংসার হইতে অপসৃত হইতেই হইবে। ইহা বুঝি বা বিধা-তার অভিপ্রায়। কিন্তু ভাই সকল, সাংসারিক নানা সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, অন্তরের প্রকৃত ঐকান্তিকতা সহ পরিশ্রম করিয়াছি। ভারত কখনও বর্ব্বরের জাতি নহে। ভগবৎকৃপায় একদিন সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং কঠোর সাধনাবলে নররূপী দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া, ব্যবহারশাস্ত্রের বর্ত্তমান আসুরিক ভাব বিলোপ পূর্ব্বক ন্যায়ানু-মোদিত সংস্কার করিয়া সত্য এবং শান্তিপথে অগ্রসর হইবে। অথবা প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র এককালে দগ্ধ করিয়া, রাজার দেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্রাবলম্বনে নূতন সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। বর্ত্তমান দাবাগ্নি

নির্ব্বাণ হইবে, আর থাকিবে না। ভাই ভারত! তোমার অবজ্ঞা জন্য আক্ষেপ নাই। তুমি শ্রদ্ধা কর বা না কর; কণ্ঠে শ্বাস থাকিতে যথাসাধ্য তোমার হিতচিন্তায় বিরত হইব না। কিন্তু ভাই সকল, মনে মনে বিশেষ ভয় ও আক্ষেপ এই হয় যে, বি. এন. রায়, পাগলার অস্তিত্ব সংসার হইতে হঠাৎ বিলুপ্ত হইলে, সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিলেও বুঝি বা শতাব্দী পিছাইয়া পড়। ঐ কাল মধ্যেই কবির মহাবাক্য "ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে" যদি ফলিয়া যায়! অহো! তাই কি বিধাতার ইচ্ছা?

হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র-লেখকের একটী অঙ্ক অভিনয় এবং চিরপোষিত আশা পূর্ণ হইতে বাকী আছে। মর্ম্মব্যথা রাজেশ্বরের কর্ণগোচর জন্য বিহিত পথে এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। যে সময়ে পঞ্চম সংখ্যা যন্ত্রস্থ এবং হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র ভারত মাতা ভিক্টোরিয়ার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতেছি, তখন বড় আশা ছিল যে, মুদ্রাঙ্কন সমাধা হইলে পাঁচ সংখ্যা একত্রে বাঁধাইয়া আর দুই চারি ফোঁটা অশ্রুবিন্দু সহ, সেই দয়াময়ীর চরণযুগলে উপহার দিব। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। বিতরণ বাদে প্রথম হইতে চতুর্থ সংখ্যার অবশিষ্ট খণ্ডগুলি, গৃহদাহে পঞ্চম সংখ্যা প্রেস হইতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই ভস্মীভূত হইল। পুস্তকের পুনর্মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইল, কিন্তু উহা সমাধার পূর্ব্বেই রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া জন্মের মত ফাঁকি দিয়া পরলোকে গমন করিলেন। মস্তকে বজ্রাঘাত হইল অথবা আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! দয়াময়ীর চিত্ত দ্রব করিয়া "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এই মহতী কামনা সিদ্ধির আশা সমূলে বিনষ্ট হইল। হায় রে, হতভাগ্যের বাতাসেই দয়ার সাগর শুষ্ক হইল!

পাবনা টাউনে বয়স্য এবং প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যমোহন নিয়োগী বি. এল. মহাশয়ের বাসায় একদিন হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রে, আলোচিত ভার-

তের দুরদৃষ্টের কথাগুলি রাজ্যেশ্বরের কর্ণগোচর করা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। নানাবিধ আলোচনা কালে উক্ত মহাশয় আমাকে বলেন যে, বর্ত্তমানকালে নিষ্কাম সাধুর অস্তিত্ব কেবল মুখে, কার্য্যতায় বড় বেশী নাই। কেবল বেগার ও অনুরোধে আপনার অভীপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যদি রীতিমত ফি (fee) দিয়া মন্তব্য বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে সঙ্কলন ও মুদ্রাঙ্কন করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে রাজ্যেশ্বর ও মহামহিম রাজপুরুষদিগের নিকট প্রেরণের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে। বয়স্য ও প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় এল. এম. এস. মহাশয়ের বাসায় সময়ান্তরে উল্লিখিত বিষয়ে পুনঃ প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত দুর্গাকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ অধিকারী এম. এ. বি. এল. মহাশয়দ্বয় বলেন যে ফি (fee) না দিলে কার্য্যোদ্ধারের আশা প্রকৃত পক্ষেই কম। যদি আপনি উহাতে সম্মত হন, আমরা সমস্ত পাবনা বারের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিব এবং যদ্দ্বারা সার সঙ্কলন পূর্ব্বক আবেদন লিখাইলে সুবিধাজনক হইতে পারে, কমিটীতে পরামর্শ করিয়া স্থিরতর করিব। অনেকে পরিশ্রম যদিও করিব, তথাপি ফি দ্বারা আবদ্ধ একটী বিশেষ লোক চাই, নতুবা কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে।

আমি ফি (fee) দিতে স্বীকার হইলেও পুস্তক মুদ্রিত না থাকায় এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নাই। পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় এখন সুসময় উপস্থিত হইল। পাবনা বারে আমার দুইটী ভ্রাতা উকীল, সুতরাং পাবনা উকীল মহালে আমিও সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার পাইয়া থাকি। পাবনা বারের সাহায্যে কোন আবেদন লিখিত হইলে আমার পক্ষে যোগ দেওয়া যে প্রকার সুবিধাজনক অন্যত্র কুত্রাপি তদ্রূপ নহে। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রে আলোচিত ভারতের দুর্দ্দশার কথা রাজ্যেশ্বরের কর্ণগোচর করা সম্বন্ধে পাবনা বারের সম্মান রক্ষার্থে কত টাকা ফি (fee) দেওয়া উচিত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। সে যাহা হউক, অত্র

বিজ্ঞাপন দ্বারা একশত টাকা দিতে স্বীকার হইলাম। সকলে অযোগ্য বিবেচনা করিলে বেশী দিতেও আপত্তি নাই ; পাবনা বার দয়া করিয়া ভার গ্রহণ করিলেই আশ্বস্ত হইতে পারি। তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে ভিক্ষা এই যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিলে কৃতার্থম্মন্য এবং চিরবাধিত হই। পাবনা বারের যোগ্যতার উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। বঙ্গের মহামান্য হাইকোর্ট বারে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান জাতীয় অনেকানেক মহামহিম মহাত্মা বিরাজ করিতেছেন। উপস্থিত দুর্দ্দিনে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পল্লীবাসীর প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ করিবেন কি ?

হিন্দুজাতি বহুবিপ্লবে বিধ্বস্ত হইয়াও পুনরায় স্থিতিশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। কোন না কোন মহাপুরুষ ভারতে অবতার হইয়া পতনোন্মুখ হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। ম্লেচ্ছ সংঘর্ষে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত, উহা হইতে রক্ষার জন্য কৈ কোন মহাপুরুষ ত এপর্য্যন্ত দেখা দিলেন না। বিধাতার ইচ্ছা বুঝি এখনও পূর্ণ হয় নাই। হায় রে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে ভারত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে, কে বুঝাইয়া দিবে ? চিরদিন মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য অপেক্ষা মৃত্যুভবন আশ্রয় করাও ভাল। ভাই ভারত, তোমাদের জন্য যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, সাধ্যানুসারে সম্পাদনের চেষ্টার ক্রটী করি নাই। যদি তোমাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে না পার তবে নিরুপায় এবং আমার আর কোন সাধ্য নাই।

মর্ম্মব্যথা ভারত-সম্রাটের কর্ণগোচর করা উপলক্ষে সমগ্র হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের ইংরেজী অনুবাদ ব্যতীত, অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত হইলে আমার চিত্ত প্রকৃত পক্ষে সন্তুষ্ট হইবে না। পাবনা বার এবং অন্যান্যের পরামর্শে যদি উহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, অপিচ যদি প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া দরবার করাও আবশ্যক বিবেচনা হয় ; উহার ব্যয়ভার বহন বর্ত্তমান অবস্থানুসারে আমার পক্ষে অসাধ্য। এদিকে উপযুক্ত চেষ্টা

ব্যতীত, কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। জ্ঞানরাজ ও ধনরাজদিগের সাহায্য ভিন্ন অভীষ্টসিদ্ধির আশা নাই। অগত্যা বাধ্য হইয়া ভারতের জ্ঞানরাজ ও ধনরাজদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করিতেছি। যাঁহার যাহা ইচ্ছা সাহায্য দিয়া বাধিত করুন। যে পীড়ার চিকিৎসা জন্য বি. এন. রায় লালায়িত, উহা কেবল বি. এন. রায়ের পীড়া নহে; সমস্ত ভারতভূমিই উহাদ্বারা আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত। যদি অদ্যাপি কেহ কিছু বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, ভারতের ঘোর দুরদৃষ্টের কথা সন্দেহ নাই।

ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট যুবরাজভাবে যে সময়ে কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, প্রিন্সেপ্ ঘাটে এবং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে তাঁহার রূপ দুইবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। সে এক দিন আর এ এক দিন। এখন দেখা ঘটিলে নেত্রাসারে চরণযুগল ধৌত করিয়া ভারতের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতে পারিতাম। স্বার্থের জন্য রাজার নিকট আবেদন দোষের কথা নহে। মনুষ্যজাতি বড়ই স্বার্থপর। স্বার্থ সাধনকালে বহুলোকের ন্যায়ান্যায় বোধ থাকে না। মনুষ্যের অন্যায় স্বার্থপরতা প্রবৃত্তি রাজশাসনে নিবৃত্তি অসম্ভব জানিয়াও, দেশবিদেশে মহীপালগণ আইন, আদালত প্রভৃতি নানা উপায়ে অন্যায় স্বার্থপরদিগকে সর্ব্বদা দমনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। পৃথিবীপতিগণ প্রজার ন্যায়ানুগত স্বার্থরক্ষায় যত্ন করেন জন্যই রাজকর দেয়। প্রজার ন্যায়ানুগত স্বার্থরক্ষায় যে রাজার দৃষ্টি নাই, তিনি রাজন্যসমাজে রাজকর গ্রহণে অনধিকারী রূপে পরিগণিত। দেশ বিশেষে কোন কোন রাজা বাউণ্টি (Bounty) দিয়াও প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভারতের স্বার্থে ভারতেশ্বরের পূর্ণ দৃষ্টি নাই, উহা সম্পূর্ণই আমাদের ভাঙ্গা কপালের দোষ।

সৌভাগ্যবতী ভিক্টোরিয়ার অধিকারকালে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত একটী

দোষ জন্মিয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জীবের পুরুষ অর্দ্ধ খণ্ড এবং প্রকৃতি অর্দ্ধ খণ্ড, উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ণত্ব সম্পাদন করে। যুগলের কেহ মৃত হইলে যাহার অর্দ্ধেক শরীর মৃত তাহার পূর্ণতা কোথায়? রাজশরীর যুগলমূর্ত্তি না হইলে সিংহাসনের ত্রুটী থাকিয়া যায়। মাতা ভিক্টোরিয়ার অধিকারের শেষভাগে, উল্লিখিত শাস্ত্র-সম্মত দোষ জন্মিয়াছিল। মাতৃরূপা ডেনিশ রাজদুহিতা সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা আলেক্জেন্দ্রা মহাশয়া আমাদের নবীন সম্রাট্ শ্রীল শ্রীযুক্ত সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের বামে যুগলরূপে উপবেশন করিয়া তাঁহার পূর্ণত্ব সম্পাদন করিতেছেন। পূর্ণের নিকট বিহিত পথে চেষ্টা হইলে আমাদের আশা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

পিতঃ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুর! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি। লেখকরূপে জীবনে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, সমস্তই মাতা ভিক্টো-রিয়ার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়াছি। তোমার পাদপদ্মে কিছু উৎসর্গ করিতে না পারিলে মনের ক্ষোভ থাকিয়া যায়। ভগবান্ জীবিত রাখিলে এ ক্ষোভ রাখিব না। হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র বা আত্মতত্ত্ব মধ্যে মধ্যে সমাপ্ত হইল বলিয়া প্রকাশ করি সত্য বটে, কিন্তু শত সহস্র গ্রন্থকার জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিলেও যে আত্মতত্ত্ব সমালোচনা সমাপ্ত হয় না বা হইতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে তাহার আবার সমাপ্ত কি? অতএব আত্মতত্ত্বের আরও একটী সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তোমার পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। পূর্ব্বপ্রকাশিত সংখ্যাগুলি থিওরেটিক্যাল্ (Theoretical) ব্যতীত প্র্যাক্টিক্যাল্ হিন্দুত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। প্র্যাক্টিক্যাল্ (Practical) হিন্দুত্ব বুঝাইবার জন্য পুস্তকের আরও একটী অধ্যায় বৃদ্ধি করিব। যদি দৈবাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হই, আমার হস্তলিপির অনুসন্ধান করিলে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। উহা দ্বারা মানবজাতির বিশেষ উপকার সম্ভাবনা।

সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুর! তুমি সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই আশ্বাস দিয়াছ যে, "আমি ভারতের উন্নতি করিব।" ভারতের উন্নতি তোমার অন্তরের কামনা হইলে কেনই বা উন্নতি না হইবে? অবনতির কারণ পরিত্যক্ত না হইলে উন্নতি হইতে পারে না। এই ক্ষুদ্রের রচিত হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র, ভারতের অবনতির কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে যদি তোমার অণুমাত্রও সহায়তা করে, তাহা হইলে সার্থক পরিশ্রম করিয়াছি! পিতা হে, শত শত নদী সরোবর থাকিলেও কেবল ধারাজলেই চাতকের পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ধারাজলমাতৃভাষা বাঙ্গালার বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অন্তরের পিপাসা মিটাইয়াছি। হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র বঙ্গভাষায় রচিত। যদি উহার ইংরেজী অনুবাদে কৃতকার্য্য হই, পাদপদ্মে উপহার দিব। রাজরাজেশ্বর, আপাততঃ প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিতেছি!

উপসংহারে যাহার রাজপ্রতিনিধিত্বকালে হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, সেই মাননীয় ও মহামহিম পিতা শ্রীযুক্ত কার্জ্জন বাহাদুরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি। পিতা হে! ভিক্টোরিয়া তোমাকে আপন প্রতিনিধি বা আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তিনি ফাঁকি দিয়া জন্মের মত পলাইয়াছেন বটে, কিন্তু তুমি এখনও পলায়ন করিতে পার নাই; ভারতের রক্ষাকর্ত্তা রূপেই বিরাজ করিতেছ। পিতঃ! যেন অগ্নিময় বজ্র-গোলক মস্তক ভেদ করিয়াছে; সলৌহ সুতীক্ষ্ণ বাইওনেট বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং উদরে প্রবেশ করিয়া নাড়ীভুঁড়ী বাহির করিয়াছে; অথবা ফাঁসিরজ্জু গলদেশে পরিধান করিয়া শূন্যে ঝুলিতেছি, অথচ কচ্ছপসদৃশ প্রাণ কোনরূপেই বহির্গত হইতেছে না। জ্বলন্ত অগ্নিতে অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি যেন সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেছে। ঈদৃশ যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। পিতা হে, রক্ষা কর। জ্ঞান লোপের

পূর্ব্বে আত্মহত্যা করা হিন্দু সন্তানের পক্ষে অসাধ্য। মুণ্ডচ্ছেদন ব্যতীত উল্লিখিত যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতির উপায় দেখি না। যদি তোমার নিকট পরিত্রাণের অন্য উপায় না থাকে এবং রক্ষা করিতে না পার, তবে দয়া করিয়া তোমার প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে মদীয় মস্তকটী ছেদন পূর্ব্বক মহাতাপে শান্তি প্রদান এবং পরিত্রাতা নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। পশুরাজ, তোমার সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা ও নখরের ভয়ে ভারতের অন্য কোন জীব উল্লিখিত কার্য্যে সাহসী হইবে না। সুতরাং স্বয়ং তোমাকেই উক্ত কার্য্য করিতে হইতেছে। পিতা হে, পরিত্রাণ কর।'

যদি বল, তোমাদের তাপ নিবৃত্তি জন্য কোর্ট আছে, মোটা মোটা বেতনে বিচারক সমূহ নিযুক্ত আছেন; আবেদন কর, শান্তি পাইবে। কিন্তু পিতা হে, কোর্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধেই আমার আবেদন তোমার কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন নিষ্কৃতির অন্য উপায় নাই। রাজপ্রতিনিধি! তোমার কোর্ট, লেজিসলেচার এবং অন্যান্য মহামহিম রাজপুরুষগণ সকলেই ভ্রান্তির দশায় পতিত হইয়াছেন। যদি বল, সকলে ভ্রান্ত আর বি. এন. রায় সত্য বুঝিয়াছে, ইহা গাঞ্জকার শক্তি বা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। কার্জ্জন! তুমিও একজন লেখক, লেখকের অন্তরের স্বাধীনতা তোমার ধারণা আছে। ক্ষুদ্র হইলেও শাক্তসন্তান বি. এন. রায়ের বুক দমিয়া যাইবে না। ভারতের কোর্ট, লেজিস্‌লেচার ও অন্যান্য রাজপুরুষদিগের সহিত মহামহিম অধিরাজবৃন্দের পাগলামি রহস্য বর্ণনা উদ্দেশ্যেই বিশ্বনিন্দুক বি. এন. রায় লেখনী ধারণ করিয়াছে। বৃটিশসিংহ, বিচারক ত তুমি। একবার করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি, পাগল কে? তুমি কিম্বা আমি। যদি ন্যায় বিচার কর, সত্য অবশ্যই নির্ণয় হইবে। হায় রে, অভাগা ভারত লক্ষ্যহীন পাগলের ন্যায় আর কতকাল ঘুরিয়া বেড়াইবে

এই পাগলার মস্তক ওজন করা ইচ্ছা থাকিলে, মল্লিখিত "A joint stock without shareholder's council, the ruin is inevitable." এই ইংরেজী বাক্যটী রাজাদেশে ভারতের গণ্য, মান্য ও উন্নত প্রত্যেক প্রাচীন হিন্দু বা মুসলমান পরিবারের দ্বারদেশে লিখাইয়া দাও। অচিরে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং কে পাগল এই কঠিন সমস্যারও সম্পূর্ণ solution বা মীমাংসা হইবে। অন্যথা জীবিত অবস্থায় ওজন বা মীমাংসা আর কিছুই হইল না।

কার্জ্জন। তর্কস্থলে যাহাই বলি না কেন, আমার মাথাটী কিন্তু আর নাই; ভস্মে পরিণত হইয়াছে। মস্তকের ন্যায় একটী পদার্থ গলদেশে সংলগ্ন দেখিয়া অনেকে সময়ে সময়ে মস্তকের অস্তিত্বে ভ্রম করেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানে যাহাকে মস্তক বলে, তাহা বহুকাল হইল বিনষ্ট হইয়াছে। বঙ্গের বরেন্দ্রভূমি বা বর্ত্তমান রাজসাহীবিভাগ আমার জননী জন্মভূমি। সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ভূমির ক্রোড়ে বাস করিতে কি আমার সাধ যায় না? কিন্তু মাতা আমাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়াছেন। যদিও মধ্যভাগে একবার অঙ্কপার্শ্বে যাইতে সাহস করিয়াছিলাম, কিন্তু মাতা পুনর্ব্বার দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। হায় রে, প্রায় বিংশতি বৎসরকাল নির্ব্বাসিতের ন্যায় সমস্ত পরিবারের সহিত কেবল বনে বনেই ভ্রমণ করিতেছি। রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিও বিংশতি বৎসর অন্তে মুক্তি পায়। কিন্তু আমার বুঝি চির-নির্ব্বাসন, এ জন্মে আর মুক্তি নাই! এ হেন দুর্দ্দশায় পতিত হইলে, কোন্ ব্যক্তির মস্তক দেহে থাকিতে পারে? মস্তক আর আমার দেহে নাই। দেহ কবন্ধবৎ পৃথিবীতে শুধুই কেবল ধেই ধেই নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মস্তক দেহের সহিত সংলগ্ন থাকা হেতুই যন্ত্রণায় জীবন্ত দগ্ধ হইতেছি। সত্য বুঝিতে হইলে যাহা নাই, তাহার জন্য যন্ত্রণাভোগ আর উপস্থিত বৃদ্ধ ও অবসন্ন দশায় ভাল

লাগে না। ভারতেশ্বর আমার মুণ্ডটী দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলে, যে যাহাই বলুক, আমি কিন্তু পরিত্রাণ পাইতাম।

কার্জ্জন বাহাদুর! আমার পৌত্র ও দৌহিত্রাদি জন্মিয়াছে। তাহারা এখন বাটীর অঙ্গনে ধেই ধেই নৃত্য করিয়া বেড়ায় ও নানা মিষ্ট কথা বলে। তৃতীয় পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সুখোল্লাসে নৃত্য করিব সে আশা আর নাই। আমার অস্থি দগ্ধ হইয়াই শেষ হইলে পরিতাপের বিশেষ কারণ ছিল না। আমাদের কালকর্ত্তন প্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুত্র পৌত্রাদির আনন্দময় নৃত্য অচিরে বিনষ্ট হইবে। তাহারা 'হা অন্ন, হা অন্ন' রবে নানা কষ্টভোগের পর, ইহ সংসার হইতে অপসৃত হইবে, ইহাও কি প্রাণে সহ্য হয়? মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু একচেটিয়া নিরানন্দময় অবসন্ন দশায় কাল যাপন করিবে কেন? ইংরেজরাজ! ইয়ুরোপীয়-দিগের ন্যায় সন্তানসন্ততির উপর মমতা আমাদিগেরও আছে। পৃথিবীতে গৃহস্থ কোন্ ব্যক্তি পুত্র ও কলত্রাদির সহিত সুখে এবং স্বচ্ছন্দে বাস করিতে ইচ্ছা না করে? ভারতীয় প্রজা অলস, কর্ম্মে অনাসক্ত, সুতরাং কষ্ট পায় ইত্যাদি অলীক বর্ণনা যিনিই করুন, কর্ত্তিত স্থানে লবণ প্রক্ষেপের ন্যায় বিশেষ কষ্টদায়ক। বৃটিশসিংহ! যে যাহাই বলুক, administration এর দোষেই যে ভারতের কর্ম্মকাণ্ড লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্মমূল বিনষ্ট হইলে অনাসক্তি স্বতঃসিদ্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ভারতেশ্বর! যে অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি, তোমার পূর্ব্বাধিকারী-দিগের দোষেই উহা প্রজ্জলিত হইয়াছে। সম্প্রতি তুমিই উহার ফুৎকার-দাতা। রিপোর্ট, রিজলিউসন আদিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ, ভারতের শান্তি ও উন্নতি যাহা প্রচার করেন, তাহার কোন মূল্য নাই। অন্নপূর্ণার আবাস-ভূমি নিরন্নে পরিণত হইয়াছে। বৃটিশসিংহ! তোমার প্রজা সংখ্যা বহু-

কোটী, কিন্তু আমার রক্ষাকর্ত্তা তুমি একাই কার্জ্জন, অন্তরের ব্যথা তুমি ভিন্ন আর কাহাকে বলিব ? নিন্দুকত্ব ব্রতাবলম্বন করিয়াছি, মৃত্যুকালও নিকটবর্ত্তী ; ভীরুতা প্রকাশে কোন লাভ নাই। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, সাহস এবং তোমার ন্যায়পরতার উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি। ভারতে British administration failure। যদি অবিচারে কোন দণ্ড হয়। পিতা হে, রক্ষা করিও। কার্জ্জন! বৃটিশ শাসনে শান্তি-সলিল আছে, অগ্নির উত্তাপও আছে। অগ্নির উত্তাপে শান্তি-সলিল শুষ্ক হইয়া অস্থি পর্য্যন্ত জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জএণ্টষ্টক সিস্টেমমূলক ধনাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত, সেই দেশের অধিপতিগণ যদি অংশীদার সভার আনুগত্য রক্ষার পরিবর্ত্তে বিনষ্টের সহায়তা করেন, তাহা হইলে নিন্দুকের লেখনী সেই ভূপতিকে কখনও প্রশংসা-পত্র দিতে পারে না। সবিশেষ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হয়, হিন্দুবিজ্ঞান-সূত্রের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করুন।

ভারতেশ্বর! যে সময়ে বোম্বাইএর নাটু ভ্রাতাদ্বয় রাজার খেয়ালে বিধ্বস্ত, পণ্ডিত শ্রীমদ্বাল গঙ্গাধর তিলক কারাগারে নিক্ষিপ্ত, জীবিত লেখককুল নানা আশঙ্কায় সঙ্কুচিত, কেহ কেহ বা রাজকর্তৃক নিপীড়িত এবং সিডিশন আইন বজ্র নির্ঘোষে ভারতে আপনা প্রবল প্রতাপ প্রচার ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই কঠিন সময়েই হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উহার শেষভাগে ভিক্টোরিয়াকে বলিয়াছিলাম "তোমার ভারতমাতা নামে ধিক্" আরও বলিয়াছিলাম যে "স্যালিশবারি, হ্যামিলটন প্রভৃতি মহামহিম বৃদ্ধরাজপুরুষদিগকে ধিক্, ধিক্ হাউস্ অব্ লর্ডস্ এবং হাউস্ অব্ কমন্স প্রভৃতিকে, ধিক্ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্র, পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের স্বাধীন, করদ ও মিত্ররাজবৃন্দকেও ধিক্" ইত্যাদি। ভারতের যাবতীয় অধিরাজবৃন্দের দোষেই ভারত দগ্ধ হইতেছে,

কেবল একা বৃটিশসিংহই দোষী নহেন। তবে সিংহের মস্তক ভারতে যে পরিমাণ উচ্চ, ভগবানের বিচারে সেই পরিমাণে দোষী নির্ণীত হইবেন সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পশুরাজ এ পর্য্যন্ত আমার প্রতি কোন প্রকার ভ্রূকুটী প্রকাশ করেন নাই। রাজকীয় জুলুমে পতিত হইয়া আমাকে হাঁফাইতে হয় নাই। জীবন-ব্যাপী পরিশ্রমে যথাসাধ্য শাসনের দোষ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু হায়! সমস্তই বঙ্গভাষায় লিখিত, সুতরাং ইংরেজী অনুবাদ ব্যতীত প্রধান রাজপুরুষদিগের হৃদয়ঙ্গম করা সাধ্য নাই।

রাজপুরুষগণ আত্মনিন্দা শ্রবণে অভিলাষ করেন না, সুবিধা হইলে নিন্দুকের প্লীহা ফাটাইতেও আপত্তি নাই। কিন্তু যাহা নিন্দনীয় তাহা আচরিত হইলে নিন্দুকের মুখ কি প্রকারে বন্ধ হইতে পারে? নিন্দুককে কেবল ভাষার চাতুর্য্য অবলম্বন করিতে হয় বৈ ত নয়। সর্ব্বদা সঙ্কুচিত ভাবে সত্য গোপনের চেষ্টা করিলে সত্য কি কখনও ছাপা থাকে? দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, ভারতবাসী সর্ব্বত্রই 'হা অন্ন, হা অন্ন' রবে রোরুদ্যমান। প্লেগ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সর্ব্বত্রই ভীষণ আক্রমণ! হায় রে, যাহারা ঘোর অন্নচিন্তায় দুর্ব্বল, রক্তহীন এবং অন্তঃসারশূন্য, ব্যাধিই বা তাহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ না করিবে কেন? এ দিকে দেশমধ্যে দস্যু ও তস্করাদির উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইহার কোনটীই উৎকৃষ্ট administration এর পরিচায়ক নহে। পিতঃ কার্জ্জন! বিজ্ঞান-সূত্র সংগ্রহের সূত্রপাত হইতে অখণ্ড ভারতকে আমার লম্বোদরের ভিতরে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শত শত রিপোর্ট বা কমিশন ইত্যাদিতে যাহা জানা সম্ভব, একমাত্র হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের ইংরেজী অনুবাদ হইলে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে ভারতের দুর্দ্দশার প্রকৃততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা অণুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। প্রজার হৃদয়ভেদী যন্ত্রণার কথা রাজার শ্রবণ অকর্ত্তব্য নহে। এই ন্যায়াব-

লম্বন করিয়াই হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের ইংরেজী অনুবাদে সাহায্য দাও। তোমার একা দয়া হইলে, শাক্তসন্তানকে নেংটী পরিধান এবং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপূর্ব্বক অপমান সহ্য করিতে হয় না। তোমার অনুগ্রহ-ভিক্ষা অপমানের কথা নহে। বাবা গো, ভিক্ষা দাও, একবার কৃপাকটাক্ষ কর। যদি সঙ্কুচিত বা পরাঙ্মুখ হও, বিশেষ নিন্দার বিষয়, এবং ইহাও নিশ্চয় বলিতেছি যে, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর উল্লিখিত নিন্দা ও মহাকলঙ্কের দায় হইতে তোমার অব্যাহতি নাই।

অভীষ্ট সিদ্ধির একটী সহজ ও সুপন্থা ছিল। পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় মহাশয় বিশ ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিলে বিংশতি বৎসরের চেষ্টায় যে ফল পাই নাই, অনায়াসে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যাইতে পারিত। বিংশতি ঘণ্টা দূরে থাকুক উহার সিকি কাল আমাদিগের ruin (বিনাশ) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেও মর্ম্মবেদনার সংক্ষিপ্তসার তোমাকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। অনুবাদের অপেক্ষা করিতে হয় না। যিনি রাজসাহী বিভাগে একজন বিশেষ আইনজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত, তিনি কিছু বুঝেন না ইহা বলা সাধ্য নাই। যাঁহাকে তোমার নিকটে বা সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ আবশ্যক হইলে অযোগ্য মনে হয় না; যিনি হাউস্ অব্ লর্ডস, হাউস্ অব্ কমন্স বা হাউস্ অব্ পার্লিয়ামেণ্ট প্রভৃতিতে কোন দরবারের জন্য প্রেরিত হইলে ভীত, সঙ্কুচিত এবং পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন; তিনি নীরব ও নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন। কালস্রোতে শরীর ভাসাইয়া দিয়াছেন। এ দুঃখ কে বুঝিবে? দাদা মহাশয়ের জীবন নানা কারণে পদ্মপত্রস্থ জীবনের ন্যায় সর্ব্বদাই টলমল করিতেছে। টলিয়া যাইবার পূর্ব্বে, যদি কনিষ্ঠের কৃতকার্য্যের উপসংহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কালে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিত

যে, তিনি জীবনে একটী উৎকৃষ্ট অঙ্ক অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। পাবনাবাবের যোগ্যতার উপর যদিও নির্ভর করিতেছি, তথাপি উক্ত বারে শ্রীযুক্ত দাদা মহাশয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে স্বতঃসিদ্ধ নানা আশঙ্কার উদয় হইত। কনিষ্ঠের অভিনয় সমাধা হইয়াছে, এখন যদি জ্যেষ্ঠের অভিনয়ে কোন ত্রুটী হয়, তজ্জন্য বিদ্বৎসমাজে তিনিই দায়ী হইবেন, সন্দেহ নাই। ভাগ্যগুণে কি ফল ফলিবে বলিতে পারি না। ভগবান্ যে জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার চেষ্টাতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিব।

কার্জ্জন বাহাদুর! তোমার রাজত্বকালেই প্র্যাক্‌টিক্যাল হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটী সংখ্যা বা অধ্যায় লিখিতে আরম্ভ করিব। যদি কৃতকার্য্য হই, কার্জ্জন রাজত্বের একটী বিশেষ ঘটনা প্রতিপন্ন হইবেক। যদিও ধর্ম্মপিপাসু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিবিড় জঙ্গল ও পর্ব্বত-গুহা প্রভৃতির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান অথবা মহর্ষি ও মহাজন বিরচিত নানা শাস্ত্র গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই নির্ণয় করিতে হইবে; তথাপি কল্কী বাহাদুরের যত্ন এককালে অকর্ম্মণ্য সিদ্ধান্ত হইবে না। বহুদিন পরে আবার শিবদুর্গার ভোগ লাগাইব। তাঁহাদের কৃপায় যদি পুনরায় যোগমগ্ন হইতে পারি, ভারত আনন্দময় হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভোলানাথের কল্কী সহজে অপমানিত হইবে না; আশুতোষের তুষ্টি এবং দয়া হইলে, ভারতের degeneration (ডিজেনারেশন্) বিনষ্ট হইয়া অবিলম্বেই regeneration (রিজেনারেশন্) এর সূত্রপাত হইতে পারে। যদি অন্তরে স্ফূর্ত্তি থাকিত, ভারতকে অবসন্ন দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিতাম। কিন্তু কেবল কণ্ঠে শ্বাস আছে বৈ ত নয়। স্ফূর্ত্তির অস্তিত্ব আর কোথায়? পিতঃ, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছ, বর্ত্তমান ভারতবাসীর ন্যায়, মলিন, স্ফূর্ত্তিহীন এবং হতভাগা জাতি কভু কি দেখিয়াছ? কিন্তু ভারত জ্ঞান জগতের

আদিগুরু, পতনকালেও পৃথিবীর মহাগুরু, আত্মজ্ঞান যে জাতির জাতীয় সম্পত্তি, সে জাতি সংসারে অতুলনীয়। ভারতকে মহাপতন হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলে বিশেষ প্রশংসার বিষয়। তোমার কৃপাদৃষ্টি না হইলে আমাদের মরণই মঙ্গল।

কার্জ্জন! মুসলমান শাস্ত্রের একটী বিশেষ উপদেশ এই যে "এক-খান কম্বলে পাঁচ জন ফকিরের স্থান হয়, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে দুই জন রাজার স্থান হইতে পারে না।" যে দিন ইয়ুরোপখণ্ডে পাণ্ডিত্যাভিমানী কয়েকজন ব্যবস্থাপক, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দুই, চারি বা ততোঽধিক পুত্রের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আচরণ পূর্ব্বক বিশেষ অদূর-দর্শিতার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং ল অব্ প্রাইম্ জেনিচার মহা-বিক্রমে চলিতে আরম্ভ করিল। দুইটী দূরে থাকুক, যে দিন দেশমধ্যে দলে দলে রাজা ও মহারাজাদিগের সৃষ্টি আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে পৃথিবীর শান্তিসম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। উল্লিখিত রাজা ও মহারাজাদিগের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফলে ধরিত্রীতে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, অতীতসাক্ষী ইতিহাস চিরদিন সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাচীন আমেরিকাবাসী প্রায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সাগর-গর্ভস্থ বহুসংখ্যক দ্বীপ-বাসীরও অনুরূপ অবস্থা ঘটনা হইয়াছে। আসিয়া, আফরিকা বা ধরিত্রীর অবশিষ্টাংশের অধিবাসিগণও মহাতাপে দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আসিয়া, আফরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য যে যে স্থানে হিন্দু বা মহম্মদীয় ল প্রভৃতির ন্যায় জএণ্ট ষ্টক সিষ্টেম মূলক জাতীয় ধনাধিকার-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে; সেই সেই দেশের অধিরাজবৃন্দ যদি আপন আপন দেশপ্রচলিত ধনাধিকার-ব্যবস্থার কালোচিত সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত দেশ সমূহ রক্ষা হইতে পারিত। মাননীয় ও মহামহিম তুর্ক সম্রাট সা-এ-রুম খলিফা শ্রীল

শ্রীযুক্ত সুলতান আবদুল হামিদ খাঁ বাহাদুর অগ্রণী হইয়া চেষ্টা করিলে মহাপ্রলয়ের হস্ত হইতে বহুসংখ্যক মুসলমানকে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু হায়, তিনিও কালস্রোতে শরীর ভাসাইয়া নীরব এবং নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

পৃথিবীতে জএন্টষ্টক সিস্‌টেম মূলক জাতীয় ধনাধিকার-ব্যবস্থা সমূহ সংস্কারের কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গতিকেই ল অব্ প্রাইম জেনিচারের পূজক ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে ধরিত্রীর সর্ব্বস্থান ক্রমে ক্রমে নিহিলিষ্ট, আনার্কিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতির জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিবে। পরিশেষে যাহাদের মাহাত্ম্যবলে সংসারের অশান্তি দূর হইয়া শান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোন মহাপুরুষ অবতার হইবেন। তাঁহার প্রতিভার নিকট সকলেই অবনতমস্তক হইবে। তিনি অশান্তির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ল অব্ প্রাইম জেনিচার ধ্বংস পূর্ব্বক হিন্দু বা মহম্মদীয় ল প্রভৃতির ন্যায় কোন ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবজাতিকে উহার অধীন করিবেন। এইরূপে লোকে যখন পুনরায় প্রাকৃতিক ন্যায় ও নিয়মের অনুসরণ করিবে, সংসারে তখন প্রকৃত শান্তির সূত্রপাত হইবে। এখন লোকে যাহাকে শান্তি বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা সম্পূর্ণই ভ্রম।

কার্জ্জন বাহাদুর! জীবন্তদহন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তোমার অশিক্ষিত, পরিতপ্ত, পল্লীবাসী ক্ষুদ্র প্রজা বি. এন. রায় যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে, যদি তাহার কোন অংশ কটু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; নিজগুণে ক্ষমা করিও, বিনীতভাবে ইহাই প্রার্থনা। ঈশ্বরানুগ্রহে তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালেই যদি ভারতের মুক্তির সূত্রপাত হয়, যে অত্যল্পকাল অবশিষ্ট আছে তন্মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তি অসম্ভব। তোমার নিকট কাতরকণ্ঠে বারম্বার ভিক্ষা এই যে স্বদেশে গিয়াও আমাদের প্রতি

দয়া প্রকাশ করিতে ভুলিও না, আর আমাদের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরকে বলিও যে, যদি এখনও ভারতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে বহু কোটী প্রজা সমূলে বিনষ্ট হইল। অপিচ, ইহাও জ্ঞাপন করিও যে, যদি জগতের কোন বিচারকর্ত্তা থাকেন, তবে সিংহ হইলেও প্রজার উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অভিসম্পাতের ফল তাঁহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। মহীপাল! তোমাকে প্রণাম পূর্ব্বক আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

ভাই ভারতসন্তানগণ! হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের ভাষা ইউনিভার্সিটীর কোন পরীক্ষায় পাস বা উপাধিধারী বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না এরূপ কঠিন নহে। যদি কোন ব্যক্তির প্রকৃত পক্ষেই মূল বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সাধ্য না থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু যাঁহারা সবিশেষ বুঝিয়াও নিশ্চেষ্ট ও নীরবে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শত বার ধিক্। ভাই সকল, আমাদিগের নবীন সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের অভিষেকোপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থের পাদদেশে দিল্লী মহানগরীতে ইংরেজ রাজত্বের দ্বিতীয় মহা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হইতেছে। ভারতের রাজন্যবর্গ অল্পকালমধ্যেই একত্রে সম্মিলিত হইবেন। এবম্বিধ শুভ সম্মিলন সর্ব্বদা ঘটনা হয় না। উল্লিখিত সময়ে স্বদেশহিতৈষিগণ যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ব্যবহারশাস্ত্রের সংঘর্ষজনিত ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের ভীষণ দাবদাহবৃত্তান্ত, সুর ও লয় ঠিক করিয়া কাতরকণ্ঠে গাইতে সক্ষম হন, ভারতের শুভাদৃষ্ট পুনরায় উদয় হইতে পারে। নেত্রাসারে রাজন্য সমাজের চরণ ধৌত করিয়া আমাদের রক্ষার জন্য কৃপা ভিক্ষা করা সম্বন্ধে বিশেষ সুসময় উপস্থিত হইতেছে। ভারতের অধিরাজবৃন্দ পাষাণ নহেন, দ্রব হইলেও হইতে পারেন। প্রজার প্রতি দয়া এবং পুত্রবৎ বাৎসল্য ভাবের উদয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। মাদৃশ স্ফূর্ত্তিহীন, ভগ্নপঞ্জর, শুষ্কমস্তিষ্ক, ইউনি-

ভার্নিটীর পাস বা উপাধিবিহীন ব্যক্তির চেষ্টার উপর নির্ভর করিলে অভীপ্সিত ফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। শিক্ষিত ভারত! তোমার যত্ন ব্যতীত সুর ও লয় ঠিক করিয়া আসরে অবতীর্ণ হওয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কার্য্য নহে। সকলে বি. এন. রায় পাগলার কাতর আহ্বানে উপেক্ষা এবং তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিলে নিরুপায়। হায় রে, ভারতে প্রকৃত নিষ্কাম সাধুর অস্তিত্ব কি আর নাই? ভাই ভারত! একবার চৈতন্য হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হও।

অপর একটী কথা। দ্বিতীয় সংস্করণে বংশ-বিবরণ ছাপা হইবার পর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় দাদা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা-সুন্দরী দাসীর বিবাহ আমার মধ্যম মাতুল মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সহিত, আমার চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রমুখী দাসীর বিবাহ ধরমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নদিয়াবিনোদ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হেমচন্দ্র চৌধুরীর সহিত এবং শ্রীমান্ ঈশানচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীমান্ যতীশচন্দ্র রায়ের বিবাহ, কলিকাতা, দমদমা শ্রীনগর villa প্রবাসী শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শিশিরকুমারী দাসীর সহিত হইয়াছে। অপর শ্রীমান্ তারানাথ রায় সাহাজাদপুর বেঞ্চে অনারারী মাজিষ্ট্রেটের পদে ও শ্রীমান্ কুমুদনাথ রায় খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় অস্থায়িরূপে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছে; আর শ্রীমান্ রাখালদাস ও কুমুদনাথ রায় ভ্রাতাদ্বয় এবং মৎপুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ রায় এই তিনজনের তিনটী পুত্রসন্তান এবং তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লমুখী দাসীর একটী কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভ্রম সংশোধন। দ্বিতীয় সংস্করণে ৫ সংখ্যার ৫৭ পৃষ্ঠার (*) নক্ষত্র চিহ্নটী চতুর্থ পংক্তিতে না বসিয়া প্রথম পংক্তি দাড়ি চিহ্নের পর বসিবে।

নানা প্রকার সভার সভ্যগণ! কাম-বিজ্ঞান রক্ষার জন্য শিক্ষা ও সামাজিক ফণ্ডের কিছু ধন ব্যয় হওয়া কি দোষ? যখন কোন ব্যক্তি কোন কামিনীর সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ হয়, তখন তাহার সর্প, ব্যাঘ্র, জল, জঙ্গল প্রভৃতি কোন পদার্থেরই ভয় থাকে না। তখন রাজা, সমাজ, বন্ধুর শাসন, জগতের ধিক্কার ইত্যাদি একত্র হইলেও তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না। কামতত্ত্বে জীবের অসীম স্বাধীনতা। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে এবং প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে পারে বা দিতেছে; অথচ বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞ দলের অধিকাংশ ব্যক্তিই কামতত্ত্বানুসন্ধান জন্য মুহূর্ত্তও ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হন। এই গভীর রহস্যের মর্ম্ম কি? ভাই ভারতবাসি! তোমরা জ্ঞাত আছ যে, শাক্তগণ সংযুক্ত শিবলিঙ্গ এবং গৌরিপীঠ সম্মুখে রাখিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যান করে; ভৈরবী চক্রে বসিয়া আনন্দ ও উপচার প্রভৃতি সহ শক্তি উপাসনা করে এবং বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার মান, বিরহ, প্রণয়, কলহ ইত্যাদি যথা তথা গান করে, এই গূঢ়তম বিষয়ের তাৎপর্য্য কি? মান, বিরহ, প্রণয়, কলহ প্রভৃতির দায়ে কয়জন ছাড়া? ঐ দায় উদ্ধার জন্য, গৃহের শান্তির জন্য, উক্ত বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করা কি উচিত নয়? প্রাচীনেরা যথারীতি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, আমরা প্রায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সম্বন্ধে তাঁহারাই পশু ছিলেন কি আমরাই পশু হইয়াছি? দেশস্থ কৃতবিদ্য সম্প্রদায়! ইহা এবং অন্যান্য কতকগুলি বিষয় বুঝাইবার জন্য, আত্মতত্ত্ব, এবং উহার প্রধান অঙ্গ, কামতত্ত্ব ও কামবিজ্ঞান বিষয়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নানা কারণ বশতঃ এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারি নাই, কাল গৌণ হইয়া যায় দেখিয়া ক্রমশঃ ফর্ম্মা ফর্ম্মা করিয়া বাঙ্গালার কোন প্রেস হইতে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। ইহা প্রাচীন আত্মতত্ত্ব নহে, আমার আত্মা এ জীবনে যে সমস্ত তত্ত্ব

সংগ্রহ করিয়াছে তাহাই মাত্র। কেবল গ্রন্থ মধ্যে প্রাচীন আত্মতত্ত্বের একটি বিশেষ সমালোচনা থাকিবে। আত্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-বংশ ও আত্ম-জীবন-বৃত্তান্তও প্রকাশ করিব। পুস্তকের নাম হিন্দুবিজ্ঞান-সূত্র রাখিলাম। মনুষ্য মাত্রের একটী জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা প্রতীত সমস্ত পদার্থের ভাব পর্য্যালোচনা করে; পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা কিছু নির্ণয় করে তৎসমস্তই যে ভ্রম ইহা কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না, সুতরাং আমার প্রত্যেক বাক্যই যে ভ্রম ইহা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। আমার অতীত ত্রিংশ বর্ষ এবং এই কয়েক মাস পৃথিবীতে বাস করিয়া যাহা দেখিয়াছি, যাহা শিক্ষা বা শ্রবণ করিয়াছি, এবং পুস্তক প্রকাশ কাল পর্য্যন্ত যাহা দেখিব, শিক্ষা বা শ্রবণ করিব, তদ্দ্বারা অভিলষিত বিষয়ে নিজের যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে বা হইবে, তদ্দ্বারা পুস্তক খানি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ ও সংস্কার করিয়া প্রকাশ করিব। দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বে ভাবগত কাহারও কোন সংস্কার স্বীকার করিব না। পুস্তকের ভাবগত অন্যের সংস্কার স্বীকার করিতে হইলে, প্রকৃত আত্মতত্ত্ব লিখা হয় না। দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বে সাধারণে ইহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পাইবেন না, কেবল হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি কতকগুলি কৃতবিদ্য লোক এবং পরিচিত বন্ধু বান্ধবকে বিনা মূল্যে উপহার দিব। প্রথম সংস্করণে কতকগুলি মহাত্মার মত পাইব, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থ প্রচার মনুষ্যের অমঙ্গলকর বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা হইলে আর দ্বিতীয় সংস্করণ করিব না। জগতে সৃষ্টি রক্ষার মূলীভূত কামতত্ত্ব। যে বিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যেক জীবে আলোচনা করিতেছে, তাহা আলোচনা করা দোষ, এবম্বিধ কুসংস্কার যে পাঠকের থাকে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রথম অনুষ্ঠানেই এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বাধিত হইব। কামবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আদি বা শৃঙ্গার রস বিষয়ক কতকগুলি কথা ও ভাব সন্নিবেশিত হইতে পারে, প্রচলিত সভ্যতা ও ভদ্রতা বিগর্হিত উল্লিখিত আচরণ

জন্য বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কুরুচির সাহায্য জন্য আত্মতত্ত্বের জন্ম হইতেছে না। এদিকে আবশ্যকীয় কোন রস বা ভাবও ত্যাগ করা যাইতে পারে না। ইহা সুরুচি বা কুরুচির সম্বন্ধে সুদর্শন স্বরূপ তাহা সভ্য ও সুধী মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রমাণ ও পরীক্ষা প্রার্থনা।

আত্মতত্ত্বের কিয়দংশ লিখা হইলে পর, আত্মশাসনের জয়ধ্বনি ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। আত্মশাসন উপলক্ষে দেশীয় কৃতবিদ্যদল আপন আপন চিন্তাশীলতার পরিচয় দিবেন, উল্লিখিত সেইদিন উপলক্ষে, এই হিন্দুবিজ্ঞানসূত্রই আমি পল্লিবাসী শাক্ত সন্তান ভারত-ভ্রাতাকে উপহার দিতেছি। এখন যদি ইহা শাক্ত শক্তির পরিচায়ক হয়, নির্ব্বীর্য্য ভারত শরীরে সামান্য শক্তিও প্রদান করে, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব। আহা ভারতের কি শুভদিন! আত্মশাসনের ভার বা আপন দুঃখবিমোচনের ভার আপন হস্তে পাইতেছেন। অনেকে মনে করিতেছেন, ভারত আপনার শাসন আপনি করিতে পারে, এ পরিমাণ শিক্ষা ও সভ্যতা তাহার নাই। প্রমাণ ও পরীক্ষা না হইতে অগ্রে সিদ্ধান্ত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না, যাহার দায়, তাহার শিরে কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইলে কার্য্যের দুর্গতি বশতঃ অপরের নিন্দনীয় হইতে হয় না।

মন "কেন ভুলে রোলি গেল দিন সে তারাপদ।" মাতঃ আদ্যাশক্তি দীর্ঘকাল অন্তে তোমার নাম স্মরণ করিয়া একজন নবীন বাঙ্গালী সন্তান ভারতের হিতার্থ লুপ্তপ্রায় আত্মতত্ত্ব উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, অভীষ্ট কি সিদ্ধ হবে না? দয়া কি করিবে না? জগতের অনেক পাপী, তোমার ঐ পবিত্র মধুর নাম স্মরণ পূর্ব্বক তরিয়া গিয়াছে, আমিও তরিব মা, তোমার ঐ নামের জোরে ভারতও তরিবে মা, মাতঃ! তোমার দুঃখী সন্তানকেঁ কোলে করিয়া তুলে

লও, আর সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতে পারি না। মাতঃ ভারতের মঙ্গল কর, যেন দীন দাসের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, দীন সন্তানকে রক্ষা কর।

"তারিণী তার গো তারা তার মা তরঙ্গে"।
বিষম সঙ্কট শিবে তরা মা আতঙ্কে॥
তারিতে পার মা তারা ভব নিস্তারিণী।
রক্ষ দুর্গে দয়াময়ী দয়া-বিস্তারিণী॥
পতিতে না তার যদি পতিত-তারিণী।
রটিবে কলঙ্ক নামে কলুষ হারিণী॥
ছিল, বাস, আশা, যাহা ভাঙ্গিল সকল।
দিবি কি না দাসে মাতা চরণ-কমল?
গাইব মা আত্মতত্ত্ব শিব-সিমন্তিনী।
পাষাণ গলে মা যেন পাষাণ-নন্দিনী॥
দেহি শক্তি আদ্যাশক্তি এ শাক্ত তনয়ে।
শিব-শক্তি গুণ গান করি গো অভয়ে॥
শতাব্দী উনিশে মাতঃ তব গুণ গানে।
মাতাইতে বাঞ্ছা মম ভারত সন্তানে॥
সফল হইবে কিনা জান কুণ্ডলিনী।
নরকে উদ্ধার কর নরক তারিণী॥
ভারত কালিমা মুখ হবে কি বারণ?
তোমা বিনে গতি নাই লই মা শরণ॥
পাপে তাপে পুড়ি সদা কলুষনাশিনী।
ভক্তে মুক্তি দেহি দুর্গে মুক্তিপ্রদায়িনী॥
তপ জপ নাহি জানি কালী নাম সার।
দুর্গমে দুস্তরে দুর্গে তার এই বার॥

কালী কালী মহাকালী সদ্যোমাংস বলি প্রিয়ে।
ইমং পশুং বলিং দদ্মি প্রগৃহাণ দিগম্বরী॥
মহিষঘ্নী মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী।
আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবী নমস্তুতে॥
শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী।
হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডে সর্ব্বতঃ পাতু চণ্ডিকে॥
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি, ধনং দেহি সদা গৃহে।
পুত্রান্ দেহি মহামায়ে সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥

পাঠক সত্য সত্যই কি পিতঃ রীপণ আমাদিগকে স্বশক্তি প্রকাশ করিবার অধিকার দিতেছেন, ভারতে পুনরায় শক্তির পূজা, আহা! চমৎকার সুখ-স্বপ্ন বটে, ভারত একবার জাগ্রত হও। তুমি শক্তি, সাধ্য, ধন বিজয় আদি চাও, একবার শাক্তধর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর: বাঙ্গালীর মহোৎসব দুর্গোৎসবে শাক্তগণ যে পশুবধ করিয়া থাকেন, পাঠা হাড়কাঠে পড়িয়া ভ্যা ভ্যা করিতেছে, শাক্ত তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন; বলিদান সমাধা হইল। সকলে আনন্দিত এবং ঐ যে নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য, জগতের একটি সূক্ষ্মভাব দেখাইবার জন্য, আত্মতত্ত্বে ক্রমশঃ প্রকাশ্য ভাব অতি সংক্ষেপে জানাইবার জন্য, শাক্তের বাচ্চা জগতের সম্মুখে একটা পশুবধ বৃত্তান্ত অবতারণা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

পশুবধ।

"প্রাতঃ সময়ে জাগ রে হৃদয়, স্মর ব্রহ্মে ভব-তারণে," আহা কি মধুর রবে জাগিলাম, একবার ব্রহ্মগুণ গান করি।

"ডাক রে সবে পরম ব্রহ্মে মনের হরিষে যতনে।
জগত কারণ, জগত জীবন, ভবভয়-বারণে।

সৃজন-কারণ, পালন, তারণ,
বিঘ্ন-বিনাশন, পতিত পাবন,
সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ, ভয় কি বল শমনে ?
যাঁহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান, গাও রে মন তাঁর গুণ গান,
কাম ক্রোধ, লোভ মান, অভিমান, অঞ্জলি দাও তাঁর চরণে ॥”

পরমাত্মন! তোমার ঐ শিবসুন্দর ম্লেচ্ছত্ব-হারক, কুসংস্কারনাশক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র তারক, পবিত্র মধুর নামটী জগতে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হউক। সংসারে পাপে তাপে জড়িত হইলে, ঐ নামই জীবের একমাত্র মুক্তির হেতু। হে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা পরমেশ্বর! যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা করিবার করিয়াছ, সেই মোটা সোটা নামের, সেই দয়াময় নামের, তোমার সেই পবিত্র মধুর শান্তিদাতা নামের ফল দেখা বাকি নাই, বুঝিতে ও চিনিতে বাকি নাই। যাহাই হউক এখন মানস-সরসী-সলিলে প্রস্ফুটিত প্রেম সরসিজদলে অধিষ্ঠান করত ভক্ত দাসের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। প্রভো! সদয় ও সন্নিকট হও। তোমার পবিত্র সহবাসে একবার অভীষ্ট সিদ্ধি করি।

দয়াল নাথ! শাক্তের বাপ্পা, কিঞ্চিৎ টং হয়ে একবার মন খুলে মনের গোটা কত কথা বলি। যাঁহার চটিতে ইচ্ছা থাকে চটুন্। বাপে বেটায় কথা ভয় কি? কাকে ভয়? কিসের ভয়? কোন ভয় নাই। প্রভো মদ খাই; বার ছিলম গাঁজা টেনে খক্ করে কাশি না; বেশ্যা ও কুলটা প্রভৃতিকে দেখিয়া ছমাসের পথ তফাত দিয়া হাঁটি না; ব্যভিচারকে আর কুৎসিৎ মনে করিতে পারি না; নরকে ভ্রমণ করা অভ্যাস আছে। তাই বলে কি দয়া কর্‌বে না? তুমিও ঘৃণা কর্‌বে, তা হলে তোমার দয়াময় নামের সার্থকতা কি? বাবা গো! তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর তারকব্রহ্ম হয়ে পড়েছ, কিন্তু একটী ভুল এখনও আছে; মাতাল, কামুক প্রভৃতি ভাবুক দলের সহিত, সংসারের প্রকৃত

রসিকদলের সহিত, তোমার কোন বিশেষ সহানুভূতি নাই। তুমি নন্দের কানু সাজিতে জান না, বা "সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি সম্বিত পানে, বৃষোপরি আরোহণ ভ্রমণ শ্মশানে," সেই দিগম্বর মোহন বেশে শ্মশান-মরুভূমিতে বেড়াইতে জান না, কাজে কাজেই পসার কম। মাতাল, কামুকদল সমাজ হইতে বাছিয়া ফেলিলে "ঠক বাছিতে গাঁ উজোর"—অথচ তোমার বর্ত্তমান প্রচারকগণ সে দিকে নয়ন মুদিত করিয়া আছেন, কাজেই পসার কম। নবীন ভারত তোমাকে উল্লিখিত দলের সহিত মিশাইতে চেষ্টা করে নাই, তাই তোমার এত দুর্দ্দশা। যদি প্রচারক-গণ তোমাকে উল্লিখিত দলের সহিত মিশাইতে চেষ্টা করিত, তা হলে অন্যত্র না হয়, তোমার ঐ পবিত্র মধুর নামটী এত দিনে সমস্ত ভারতে একচেটে আধিপত্য বিস্তার করিত। প্রভো! একটী ডোজ বা এক ছিলম গাজা খাবে কি? যদি ভক্তের প্রীতি উপহার গ্রহণ না কর তবে তুমি বড় বেরসিক, রসিক বেরসিকের সঙ্গে কখনও মিশিতে পারে না। যদি বেরসিক হও তবে তোমার সঙ্গে মিশিতে চাহি না। করুণাময়! "সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি সম্বিত পানে। বৃষোপরি আরোহণ ভ্রমণ শ্মশানে।" তোমার সেই দিগম্বর মোহনবেশে ঢুলু ঢুলু আঁখিতে শ্মশানে মশানে ভ্রমণের ফল কিম্বা গোপীমোহন, নবনীত চোর সাজে সাজিয়া ব্যভিচার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন ও উপকার আদি বুঝাইয়া দাও, পসার বাড়িবে, নতুবা প্রভো! তোমারই অমঙ্গল। পতিত-পাবন! তুমি যদি শ্মশানে মশানে ভ্রমণ না করিলে, তবে তোমার দুঃখী, অধম ও পতিত সন্তানের দুর্দ্দশা কিরূপে দেখিবে? তাহারা যে হৃদয়ের মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করে তাহা কিরূপে শুনিবে? দয়াল! তুমি কি নরকে গিয়া নারকীদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে ঘৃণা কর? যদি কেহ এ কথা বলে বিশ্বাস করিতে পারি না, একটী দৃষ্টান্ত দেখাইব সত্য বিষয় সপ্রমাণ হউক ;—

বঙ্গবাসী ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। উহার বয়স অতি অল্প ছিল, যাত্রার দলে থাকিত, ভাল গান গাইতে পারিত। বধের দিবস বধ্য রঙ্গভূমির সম্মুখে বহুসংখ্যক দর্শক দাঁড়াইয়া আছে; সৈন্যগণ সশস্ত্র ফাঁসিকাষ্ঠের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; ইতিমধ্যে জেলখানার ভিতরে একটা ভয়ানক কোলাহল উঠিল। দর্শকগণের চিত্ত সেই দিকেই ধাবিত হইল। দৃশ্য নেপথ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনা হইতেই রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী সুযোগ পাইয়া পলাইয়াছেন, কোথায় যাইবেন, সেই সৈন্যবেষ্টিত বধ্যভূমিতেই উপস্থিত। পশ্চাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোট, বড়, বহু সংখ্যক এক্জিকিউটিভ রাজকিঙ্কর দল। পলাইবার পথ নাই, যে কোন দিকে দৌড়িল এবং হঠাৎ একটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে বাবাজী উল্লিখিত রাজকিঙ্করদল কর্ত্তৃক ধৃত হইল। ধরিলেন কে? জেলার উচ্চপদের একজন বীরদেহ শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষ। ধরিয়াই সাঙ্গুষ্ঠ অঙ্কুশীকৃত মুষ্টির দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। একজন সৈনিক বলিয়া উঠিল "হুজুর ঐসা, ওর কিস্ ওয়াস্তে"। হুজুর থামিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন "জগদীশ রাজ্ঞীকে রক্ষা কর। অদ্য তাঁহার একটা দাস যথাবিহিতরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে।" একজন হিন্দু সৈনিক কহিয়া উঠিল, তিথি ছাড়িয়া যায় যজ্ঞস্থলে চলুন, সকলে পশু লইয়া যজ্ঞাগারে চলিলেন। যেন শেষ স্নান সমাধান্তে উৎসর্গ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পশু যজ্ঞাগার হইতে পলাইয়াছিল, শাক্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সেই পশুকে, সেই অসুরকে, সেই দানবকে সেই রাক্ষসকে যজ্ঞার্থে উৎসর্গ জন্য স্ববলে পুনরায় ধরিয়া লইয়া চলিল। যজ্ঞার্থে জীবন উৎসর্গ হইতে যাইতেছে, আর নিস্তার নাই বুঝিতে পারিয়া সেই পশু, সেই ভিখারী, সেই কাঙ্গাল, সেই দীনহীন জগন্মাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক একবার "ভ্যা" করিযা ডাকিল, "ভ্যাভ্যা" করিয়া ডাকিল, আবার ডাকিল

"ভ্যা"। সে ভ্যা, ভ্যাভ্যা, আবার ভ্যা কি শুনিবে? শুনিলে শরীর লোমাঞ্চ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পাষাণ গলিয়া যায়, বাহ্যজগতের সংজ্ঞা ক্ষণকালের জন্য লুপ্ত হয়। পাঠা গগনভেদী, হৃদয়ের মর্ম্মভেদী, উচ্চতার রবে গাইল,—"এই সময় তারা তোমায় নিবেদন করে রাখি। অকৃতী অধম সন্তানে অন্তিমে দিওনা ফাঁকি॥" পশুবর কোন রাগ বা রাগিণীতে কোন গ্রাম হইতে গানটি আদায় করিয়াছিল তাহা সেই জানে। গীতটী টপ্পা, ধ্রুপদ বা খেয়াল কিছুই বলিতে পারি না, কি তাহা সেই পশুই জানে, কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, আসল মালের জন্য আসল সুরে গান, দীনতারিণীর জন্য প্রকৃত দীনের পবিত্র মধুর ডাক। যে গানে বিষ্ণু দ্রব হইয়াছিলেন এ সে গান নয়, ইহার স্বরলিপি কোন সঙ্গীতবিৎ করেন নাই; প্রোফেসর মওলাবক্স, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রভৃতি এ গান গাইতে জানেন না; ইহার বিশুদ্ধ ভাব কোন কবির কল্পনায় পাওয়া যায় না; বাল্মিকী, হোমর, সেক্সপিয়র প্রভৃতি এমন গান গাইতে পারেন নাই; হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কেহই এ গান গাইতে জানেন না; বেঙ্গল, ন্যাসন্যাল বা করিন্থিয়ান থিয়েটারে এ গান গীত হয় না; মতি রায়, লোকা ধোপা, বা গোবিন্দ অধিকারী এ গান গাইতে জানে না; মন্দিরে গির্জ্জায় বা জুম্মাগৃহে এ গান গীত হয় না; গোলাপী, হরিদাসী যাদুমনী, মিস্ ভগবতীর কণ্ঠগীতেও এরূপ মাধুর্য্য নাই, কোথাও নাই। এ যথার্থ আর্ত্তের আর্ত্তনাদ, দীনতারিণীর জন্য প্রকৃত দীনের পবিত্র মধুর ডাক। শিবসুন্দর, তারিণী ত্রৈলোক্য-তারিণী, গড বা আল্লাল্লা হো, সর্ব্বৈকমাত্রাদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বর বল দেখি, সেই করুণস্বর, স্বর্গে, ভেস্তে, কৈলাসে, গোলকে, বৈকুণ্ঠে, প্যারাডাইজে বা তোমার অন্য আবাসস্থলে গিয়া তোমার শ্রবণাকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল কি না? প্রভো! সেই সময়ে তুমি কি নিদ্রিত বা উল্লিখিত মশানে, মহাশ্মশানে কিম্বা ভাবুক মন মুগ্ধ কারী সেই

মরুভূমিতে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত ছিলা সত্য বল দেখি ? নাথ ! পাতকী ডাকিলে তুমি কি শ্মশানে মশানে মরুভূমিতে যাইতে ঘৃণা কর ? তবে তোমার পতিতপাবন নাম কি জন্য ? যেখানে শ্মশান, যেখানে মশান, যেখানে মরুভূমি সেই খানেই পাপীর বাস, সেই খানেই যথার্থ আর্ত্তের আর্ত্তনাদ, সুতরাং তুমিও সেইখানে। সেই পশুবধ কালে যে কেহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, দিব্যচক্ষে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিয়াছে। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কেহ অস্বীকার করে, সে নিতান্ত মূর্খ বা ঘোর নাস্তিক। এক্সিকিউটিভ রাজকিঙ্করদল বধ্য পশু লইয়া নেপথ্যে গমন করিলে পর, নাট্যশালা নানাজনের নানাভাবের সমালোচনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। জল্লাদরূপী খণ্ডাইতে পুরামাত্রায় এক্কা টানিয়া ঢুলু ঢুলু করিতেছিল, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত প্রাক্কালে পশুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া আসিল, কান্দিস্ কেন, ভয় কি ? "তাঁর দয়ায় ঘুচবে রে তোর এই বিপদ ঘোর। টুক্ করিয়া প্রাণ লইব ভয় নাই রে তোর॥" যথাবিধি উৎসর্গ ক্রিয়া সমাধান্তে যাজ্ঞিক দল পাঁঠা লইয়া হাড়কাঠের নিকট উপনীত হইলেন। এই সময় পাঁঠা কি করিতেছে, পূর্ব্ববৎ উচ্চতার স্বরে ব্রহ্মময়ীকে ডাকিতেছে "এই সময় তারা তোমায় নিবেদন করে রাখি। অকৃতী অধম সন্তানে অন্তিমে দিও না ফাঁকি॥" যে পর্য্যন্ত কণ্ঠরোধ না হইল, বারম্বার ডাকিল এবং গাইল। ইংরেজগণ "গড সেভ দি কুইন" মুসলমানগণ "আল্লাল্লা হো," এবং শাক্তগণ গাইল "জয় কালী মায়িকী জয়" জগদীশ সেই দীনহীন পাতকীকে তুমি যে উদ্ধার করিয়াছ তাহাতে সংশয় মাত্র নাই। বধ সমাধা হইল, সব ভাই মিলিয়া একবার গাইল "জয় মাঃ ভিক্টোরিয়ার জয়"।*

* পাঠকবর্গ যাঁহারা পশুবধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বা উক্ত পক্ষ সমর্থন করিলেন, চর্ম্মনেত্রে পশুবধ ক্রিয়া বর্ণন করিলেন, তাঁহাদিগকে অস্মদ্দেশে শাক্ত কহে। যাঁহারা

নাথ! বেশ্যালয় ও সুধার আধার ভাঁটিখানা প্রভৃতি ক্ষুদ্র শ্মশানের কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, কেবল ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে, যেখানে নরক, সেইখানে নারকীদের বাস, সেইখানেই যথার্থ আর্ত্তের আর্ত্তনাদ সুতরাং তুমিও সেইখানে। আহা! ভারতের সেই সুদিন কি পুনরায় উদয় হইবে যে, সুধাপানে মদ-বিহ্বল সাধুগণ শ্মশানে শবোপরি উপবেশন বা সেই দিনতারিণীর নাম সংযোগ করত জগতের ভাব পর্য্যালোচনা করিবে। দীনতারিণি! তোমার পূজামাহাত্ম্য বর্ণনা করিব, শাক্তগণ যে অনুদিন শাক্ত ধর্ম্মে বীতানুরাগ হইতেছেন, তাহা কি নিবারণ হইবে না? মাতঃ ভারত রক্ষা কর।

তাতঃ, মাতঃ মহাদেব শিব শম্ভো! তোমার মাতাল সন্তান ব্যতীত মন খুলে রসিকের মত আলাপ চলে না, সুতরাং প্রকৃত রসিকের মনও টলে না। মাতালের ন্যায় সরল ও ব্যাকুল অন্তরে তোমাকে কে ডাকিতে পারে? মাতালের ন্যায় অকপট প্রার্থনা ও উপাসনা করে কাহার সাধ্য। যখন মাতালের মত্ত মন-মধুকর তোমার পাদপদ্ম সুধাপানে প্রবৃত্ত হয়, তখন এ জগতে কে তাহার ন্যায় মধুর রসাস্বাদ করিয়া থাকে, মাতালের ন্যায় অহঙ্কার এ জগতে কাহার? তোমাকে উড়িয়ে দিয়ে পলমধ্যে স্বয়ং পরম-ব্রহ্ম হয়ে বসতে পারে, অন্যে কোন্ ছার। আত্মতত্ত্ব লিখিব মনের

বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিলেন, রঙ্গভূমি হইতে ছুটিয়া পলাইলেন; সেই দণ্ডে ডোর ও কৌপীন পরিধান করিয়া বাহ্য সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব কহে। ইহাই শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণের সংক্ষেপে পরিচয়। বৈষ্ণবগণ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বীজমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বৈরাগ্য সাধন করেন এবং শাক্তগণ "জিঘাংসন্তং জিঘাংসিয়াৎ" এই বীজমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐশ্বর্য্য সাধন করেন। কর্ত্তব্যানুরোধে ন্যায়ানুগত হিংসা ব্যতীত, শাক্ত ধর্ম্ম মতে অন্যায় হিংসা নিষিদ্ধ। শাক্ত ধর্ম্ম যাজন করিলে শক্তি, সাধ্য ধন বিজয় ইত্যাদি লাভ হয়।

ইচ্ছা, এ গ্রন্থ তোমার গৌরব প্রকাশের জন্য নহে, মনুষ্যের আত্মাভিমান প্রকাশ জন্য। তোমাকে ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, আর জ্বালাতন করিও না, মান থাকিতে সত্বরে বিদায়ের চেষ্টা দেখ। তুমি ছাপা, তিলক বা ভস্মলেপনের পক্ষপাতী নও, অন্তরের ধন, অন্তর দেখিয়া থাক—অন্তর দেখিয়া যাহা বিচার হয় করিও। দীননাথ কিছুকাল দাঁড়াও হে!

"দীননাথের চাইতে হবে।
এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে।
যদি পাষাণে বীজ না হলো অঙ্কুর,
তবে জগজ্জনে বলবে কেন কাঙ্গালের ঠাকুর॥
যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল,
তবে নাম দয়াময় বলবে কেহে ভকত-বৎসল
তোমায় মনে হলে, পাষাণ গলে,
(ওরূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে॥"

আরও

"(আমি) রোলেম তোমার নামে পড়ে।
এখন যা কর মা কৃপা করে॥
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে তরে।
যাব অনায়াসে চরণ পাশে আমিও ঐ নামের জোরে॥
হৃদি ফুলের পত্রে পত্রে, লিখিব ঐ নাম ভক্তি ভরে
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, ভবের চিন্তা যাবে দূরে॥"

সর্ব্বশক্তিমান্ বল দেখি, সেই মহাশক্তি সম্পন্ন কল্কি অবতার ভারতের ভূ-ভার হরণ জন্য কতদিনে প্রাদুর্ভূত হইবে? ভারত আর সহিতে পারে না, লোভ-হিংসা-পূর্ণ হইয়া প্রায় অধিবাসী মাত্র, ভারত শ্মশান, মশান, মরুভূমি হইল বলিয়া একবাক্যে আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর্ত্ত ভারতের

রোদনধ্বনি কি তোমার কর্ণে যায় না? দয়া কি হয় না? বারেক সদয় হও। শ্মশান ভারত-ভূমিতে অবতার হইয়া অবিলম্বে প্রজার তাপ হরণ কর।

প্রভো! তোমার জ্বালায় আত্মতত্ত্ব লিখা ভার হইল, চার্ব্বাকের অহঙ্কার টানিয়া আনিতে হইল, আমি তোমাকে ছাড়িতে চাই, তুমি ছাড়িতে চাও না, তোমার কথায় থাকিলে উদ্দেশ্য নষ্ট হয়, বাবা ভোলা-নাথ! শীঘ্র বিদায় হও। মহাকাল ভৈরব! আমি বহুকাল হইল তোমার প্রীতির জন্য, নবগ্রাম সমুদ্ভূত এক ছিলিম ত্বরিতানন্দদায়িনী, তোমার ঐ জটার মত খাসা সুন্দর চেপ্টি কলিটী প্রস্তুত করে রেখেছি, এস বাবা তোমার চরণে ফট স্বাহা করি, হর হর মহাদেব শিবশম্ভো, শম্ভুজটা ইতি ফট স্বাহা। বেশ বাবা, বেশ বাবা, খুব বাবা, বাবা কিন্তু আচ্ছা গাঁজেল, বম্ বম্ মহাদেব। "ভজন পূজন সাধন বিনা। আমার গাঁজা ভিজবে কিনা।"

"অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, প্রণমি চরণে তব, প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি, শুভ মতি দাও হে, এই বরদান ভগবান মাগি;
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু, অন্তরে বাহিরে, ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীনবৎসল তুমি তার নিজ সেবকে, তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।
বিষয় মহার্ণবে মগন হয়ে ডাকি হে, দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো।
তব কৃপা যে লভে কি ভয় ভব সঙ্কটে; কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো।"

দেবাদিদেব ত্রাহি মাং শরণাগতং। যে সুন্দর কলিটী ছিল তাতে আবার যে তিন কাট আঠার টিপ, বাবার নামে নিবেদন কিন্তু দাসই ত সব একবার প্রসাদ গ্রহণ করি, বম্ বম্ ভোলানাথ, এক, দুই, সাড়ে তিন, খুব হয়েছে বাবা, ওভার ডোজ হয়ে পড়েছে। গাঁজার কল্কিতে স্বয়ং কল্কি অবতার হয়ে পড়েছি, এখন আমার নিকট জগৎ তুচ্ছ, তুমিও তুচ্ছ, পিতঃ অপরাধ লইও না।

রে ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষসরূপি, কল্পনাপ্রিয় প্রতারক দল, তোদের দ্বারা সংসারের কি অনিষ্টই না সংসাধিত হইয়াছে। উপজীবিকাবলম্বনের কি অন্যপথ ছিল না ? মিথ্যা কতকগুলি বেদবিধি সৃজন করিয়া, আপনারা পালন করিয়া এবং পৃথিবীর নিরীহ, নির্ব্বোধ, বহুসংখ্যক লোককে পালন করিতে শিখাইয়া, মনুষ্যের উন্নতির মূলে তোরা কি ভয়ানক কুঠারাঘাত করিয়াছিস্। রে বর্ব্বরদল ! বাস্তবিক মিথ্যা, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি কতকগুলি কুসংস্কার বিশেষরূপে আত্মায় চিত্রিত করিয়া দিয়া, তোরাই মনুষ্য সমাজের অর্দ্ধেকের বেশী লোককে গুলিখোরের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে শিখাইয়াছিস্। তাহারা যে সময় নষ্ট করে তাহার কি কোন মূল্য নাই ? যে সময় ভোগ্য, ভোজ্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ এবং উপভোগাদি জন্য ব্যয়িত হইবে তাহাই গুলিখোরের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে অতিবাহিত হইতেছে, হায় ! কি পরিতাপের বিষয়। রে কল্পনা-প্রিয় ধূর্ত্ত রাক্ষসদল, তোরা বলিয়া থাকিস্ যে ঈশ্বর আছেন, যদি আছেন, তবে বৈরাগীর বাচ্ছা বাঁচিল না কেন ? আহা সেই পশুবধ যাহার আত্মায় চিত্রিত আছে, তাহার কি আরও সংশয় আছে যে ঈশ্বর আছেন। আহা ! সেই ভাবোদ্দীপক অভিনয়টী আলোচনা করিয়া বল দেখি ঈশ্বর আছেন কি না ? পশুবর দুর্গোৎসবে ছেদিত পশুর ন্যায় ছট্‌ফট্ হস্তপদাদি কম্পিত করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল, শেষ সময় পর্য্যন্ত দর্শকবৃন্দ দাঁড়াইয়া দেখিল, ঈশ্বর আসি-লেন না। রে প্রতারকদল ! ঈশ্বর সেই সময়ে কোথায় ছিলেন ? চৈতন্য হয় নাই, ক্রন্দন শুনেন নাই, থাকিলে ভক্তের বিশ্বাস জন্য সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখা দিতেন। ভাই মনুষ্য ! সত্য সুখ-প্রদায়ক, পুরুষার্থের একমাত্র রক্ষক, আত্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরমতত্ত্ব সমালোচনায় কোন ফল নাই। মনুষ্যের অন্তে কিছুই নাই, মাটীর শরীর মাটীতে মিশিলে কোন দিন কিছু থাকে না, থাকিবেও না। পরজন্মে সুখী হইব বিশ্বাসে

যে ব্যক্তি এ জন্ম ভোগ-সুখাদি করে না, তাহার ন্যায় বোকা জগৎ-সংসারে কোথায়ও নাই। যতদূর পার সকলে ভোগ সুখে প্রবৃত্ত হও। আনন্দ রক্ষা কর।

আশুতোষ! আগেই ত বলেছি, মান থাকিতে বিদায় হও। তা শুন্‌লে না এখন গাজার ঝোঁকে কত কি বলে ফেলেছি, পিতঃ অপরাধ লইও না। শাক্তগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে চার্ব্বাকের অহঙ্কারের পূজা না করিয়া পারে না, না হয়, তাহাই দেখাইয়াছি, তাই বলে কি ক্রুদ্ধ হয়েছ? শাক্তগণ সাহঙ্কার বটে, কিন্তু নাস্তিক নহে, পিতা ক্ষমা কর, বারেক সদয় হও। প্রভো! তুমি দ্বৈত না অদ্বৈত? তুমি বা অহং ব্রহ্ম? পৃথক কোন পদার্থ আছ, বা জীবাত্মা পর্য্যন্তই শেষ, সংশয় বুঝাইয়া দাও। যদি তুমি থাক, তবে বিশ্ব-সংসার তোমার লীলা খেলা। যতদিন তোমার লীলাখেলার অভিলাষ চরিতার্থ না হইতেছে ততদিন জীবে এই গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবে কি না সন্দেহ। মনুষ্যের সে আশা বৃথা, আদিতে বিশ্বাসই সার কথা, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। প্রভো! জয় বিজয়ের অভিশাপ সময়ে কবি গুরু বাল্মীকির কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া, তুমিই উপদেশ দিয়াছ, জীব পাপে তাপে দগ্ধ হইয়া তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে সাত জন্মে (বহুকালে) মুক্তি পায়; আর সাহঙ্কারে আত্মযত্নে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিলে তিন জন্মে (অল্পকালে) মুক্তি পায়; সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া কে কঠিন পথে যাইতে ইচ্ছা করে? মনুষ্যের দুঃখ, দুঃখ-মূল, দুঃখনিবারণোপায়, দুঃখ-নিবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি বুঝিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সাধ্য আছে, এ অবস্থায় "ধন নাই, ধন দাও", "মান নাই, মান দাও" ইত্যাদি রূপে প্রত্যেক কথায় যদি তোমাকেই এক্তীং দিয়া, স্বয়ং নিশ্চিন্ত থাকিল, তবে তাহাদের মনুষ্যত্ব কি জন্য দিয়াছ? কর্ত্তা আছেন, সকল করিতে পারেন ও করিবেন বিবেচনায় কর্ম্মচারিগণের অলস ও অকর্ম্মণ্য ভাবে কাল যাপন করা কোন

রূপেই বিচার-সঙ্গত নহে। পিতঃ তুমি কর্ত্তা, আমরা কর্ম্মচারী, প্রত্যেক কার্য্যে একটাং দিয়া বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে ক্লেশ দিতে চাই না। জন্মাবধি দুঃখ ভোগ করা বাকি নাই, এপর্য্যন্ত দুঃখ নাশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তদ্দ্বারা যথাসাধ্য সংসারের এবং আপনার দুঃখ হরণ করিব। সংসারের দুঃখ হরণ সম্বন্ধে যে যত্ন করে তাহার সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাক, আমার সম্বন্ধেও তাহাই বিধান করিও। শাক্তের বাচ্চা সাহঙ্কার, বৈষ্ণবের ন্যায় নিরহঙ্কারের পূজা করিতে চাই না; যাহার আত্মাভিমান নাই সে মনুষ্যাকার মাংসপিণ্ড-নির্ব্বিশেষ, পিতঃ শাক্তাভিমান রক্ষা করিও। কাঙ্গালশরণ! তোমাকে কল্পনায় আনিলাম, দূর করিলাম, আবার আনিলাম, কিন্তু দীনের ভাগ্যে সেই দিন কবে হবে।

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে॥
(সে দিন কবে বা হবে) (দীন জনের ভাগ্যে)
জ্ঞান অনন্ত রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে।
অবাক হইয়া অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে॥
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে;
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি করে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণ-সখা, সফল করিব জীবনে;
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গভোগ জীবনে।

(সশরীর)

শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর;

তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ-আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ;
আমি নিশি দিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে;
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
(সে দিন কবে হবে হে)"

দয়াল! সংলগ্ন বা অসংলগ্ন হউক, পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত বা সন্তুষ্ট হউন, মধ্যে মধ্যে যেন দেখা পাই।

"শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং।
হে হরিহরী হর দুষ্কৃতি ভারং" ॥*

* পাঠক গণ্ডা গণ্ডা ঈশ্বর থাকা আমার বিশ্বাস নাই। দেশ মধ্যে যতগুলি নাম যাহা ঈশ্বরের উদ্দেশ হইয়া থাকে, প্রত্যেকে পরমাত্মার সহিত অভেদে একার্থবোধক বিশ্বাস করিয়া অত্র গ্রন্থে সম্বোধন আদি করিলাম। যাবনিক নাম ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞ হিন্দুসন্তানগণ চটিবেন না। সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং। সত্যমেব জয়তে।"

মহামেলা উপলক্ষে আত্মতত্ত্বের সারাংশ

আত্মজ্ঞান-রত্ন

ভারত-গৌরব রক্ষার্থে উপহার দিলাম।

Ye learned philosophers of the age ! kindly examine, what a dying and fallen nation can yet teach.

THE AUTHOR,
Potazia, District Pabna.

হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র

বা

আত্মতত্ত্ব।

মাঘ, ২য় সংখ্যা, ১২৯০ সাল।

রাগিণী ভৈরবী,—তাল ঝাঁপতাল।

"মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত,
তোমারই রচিত ছন্দঃ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হ'য়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহার লাগি;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।"

মহাদেব, বিশ্বনাথ সিদ্ধি কর পান।
ঘুচাই মনের দুঃখ সিদ্ধি করি' পান॥
কল্কিতে হ'য়েছে দাস কল্কি অবতার।
সিদ্ধি পানে হ'ল এবে সিদ্ধি অবতার॥

সন্বিত করেছি পান সিদ্ধি দাতা হব।
বল দেখি পিতা কিনা চরণ পাইব?
অন্তর শ্মশানে আসি হও হে উদয়।
পাই যদি পিতা তোরে কাকে তবে ভয়?
চরণ স্মরিয়া আমি দিয়াছি সাঁতার।
ভবার্ণবে ভোলানাথ করিও উদ্ধার॥

লেখক যে উদ্দেশ্যে যাহা লিখুন না কেন, পাঠকের স্বভাব এই যে, আপন আপন মনের ভাবের সহিত ঐক্য করিয়া অর্থ যোজনা করিয়া লয়। আরও জ্ঞানশাস্ত্র পদ্মবন স্বরূপ, মধুকর প্রবেশ করিয়া মধুপানাশায় মৃদু ঝঙ্কার দিয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ান; কিন্তু নাগরাজ প্রবেশ করিলে কোথায় মণ্ডুক পাইবেন, অনুসন্ধান করিতেই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পাঠক বৃন্দ, আপনারা আত্মতত্ত্বের কে কি অর্থ যোজনা করিবেন অথবা মধু কি মণ্ডুক অন্বেষণ করিবেন জানি না। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিবেন। কামতত্ত্ব কথাটা সমাজে কিছু বেশী সকিং (shocking) হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানী তোমাদের এই অন্যায সক (shock) লাগা উচিত কি?

জ্ঞান।

যদ্দ্বারা পদার্থের বিদিত ভাবের বৈপরীত্য সম্পাদন করিতে পারা যায়, তাহাকে জ্ঞান কহে। যথা চূর্ণ, কাষ্ঠ, ইষ্টক প্রভৃতি মিলিত হইয়া অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, চূর্ণ কাষ্ঠাদি যে ভাবে ছিল, সেই বিদিত ভাবের বৈপরীত্য সম্পাদিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অট্টালিকাত্বই কি জ্ঞান? বস্তুতঃ তাহা নহে। মনুষ্য যে উপায় দ্বারা চূর্ণ কাষ্ঠাদি হইতে অট্টালিকাত্ব সম্পাদন করিয়াছে, তাহাই জ্ঞান শব্দে

বাচ্য। কার্পাস হইতে তন্তু এবং তন্তু হইতে বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্তু ও কার্পাসের বিদিত ভাবের বৈপরীত্য সম্পাদিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তন্তুত্ব বা বস্ত্রত্বই কি জ্ঞান? বস্তুতঃ তাহা নহে, মনুষ্য যে উপায় দ্বারা কার্পাস হইতে তন্তুত্ব এবং তন্তুত্ব হইতে বস্ত্রত্ব সম্পাদন করিয়াছে, তাহাই জ্ঞান শব্দে বাচ্য। জ্ঞান সংসারে কোন্ প্রয়োজন সাধন করে? উত্তর এই যে বিশেষ কিছু সংযোগ বা বিভাগ করিয়া পদার্থের বিদিত ভাবের বৈপরীত্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ পদার্থের ভাবের বৈপরীত্য বা পরিবর্ত্তন সাধনই জ্ঞানের প্রধান প্রয়োজন এবং উপযোগিতা। চৈতন্য, নানক, শঙ্কর, শাক্যসিংহ বা ঈশা, মুসা, লুথর ও মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা কি করিয়াছেন? সংসারের বিশেষ কোন ভাবের বৈপরীত্য সম্পাদনে যত্ন বা বৈপরীত্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানিগণ কি করিতেছেন? তাঁহারাও পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ ভাবের বৈপরীত্য বা পরিবর্ত্তন সম্পাদনের জন্য যত্ন করিতেছেন। ভবিষ্যতেও জ্ঞানিগণ উহাই করিবেন। অতএব পদার্থের বিদিত ভাবের বৈপরীত্য বা পরিবর্ত্তন সম্পাদনই জ্ঞানের কার্য্য।

জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ভ্রমা ও প্রমা। পদার্থের প্রকৃত ভাবের অপলাপ দর্শন অর্থাৎ যাহা যাহা নহে, তাহাকে তাহাই বলিয়া যে বোধ, তাহাকে ভ্রমাজ্ঞান কহে। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান অথবা অন্ধকার রজনীতে বায়ুভরে দোলায়মান গুল্মাদি দর্শনে পৈশাচিক পদার্থের অঙ্গ সঞ্চালন অনুমান ইত্যাদি ভ্রমাজ্ঞানের দৃষ্টান্ত। যে জ্ঞান ভ্রমবিবর্জ্জিত তাহাকে প্রমাজ্ঞান কহে। যথা পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া নির্ম্মল আকাশে আলোক সুধা বিতরণ করিতেছে। প্রমা শব্দ হইতে জাত প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিলে আলোচিত পদার্থের যাথার্থ্যের ভাগ উপলব্ধি হয়, এজন্য ভ্রম পদার্থের পূর্ব্বে প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ

করিতে পারা যায় না। প্রথম অবস্থায় মনুষ্যের আত্মায় বিশুদ্ধ প্রমাজ্ঞান পাওয়া যায় না। উহা অহঙ্কাররূপে অবস্থিতি করে। আমি যাহা বুঝি তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আমার সমান ধনী বা বিদ্বান পৃথিবীতে কেহ নাই, ইত্যাদি অভিমানকে অহঙ্কার কহে। আমি যাহা বুঝি তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে, ভ্রম থাকিলে তাহা কখনই প্রমাজ্ঞান বলিয়া বাচা হইতে পারে না। আবার আমি যাহা বুঝি তাহাতে প্রমেয় কিছুই নাই ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। এজন্য সেই বিকৃতি-ভাবাপন্ন জ্ঞানকে অহঙ্কার, অথবা অহঙ্কারকে জ্ঞানের বিকৃতি কহে। অধ্যবসায় বুদ্ধি বা জ্ঞানের ধর্ম্ম; এবং অভিমান অহঙ্কারের ধর্ম্ম। সংস্কৃত "অহং" (আমি) শব্দ হইতে অহঙ্কার শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। দুইটী অহঙ্কার জ্ঞানযুদ্ধ উপস্থিত করিলে আত্মমত পোষণ এবং পরমত খণ্ডন অভিলাষে যথাসাধ্য যুক্তি ও প্রমাণ দিতে আরম্ভ করেন। পরস্পরের বৈপরীত্যবাদরূপ জ্ঞানযুদ্ধ হইতে ভ্রম দূর হইয়া সেই ক্ষেত্রে প্রমাজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রমাজ্ঞান আলোক, এবং ভ্রমাজ্ঞান অন্ধকারস্বরূপ। আলোক প্রভাবে অন্ধকারের অস্তিত্ব কখনই থাকিতে পারে না বা থাকে না। প্রমাজ্ঞান আবির্ভাব হইলেই ভ্রমাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রমাজ্ঞানের আবির্ভাব সত্ত্বেও আত্মাভিমান লোপাশঙ্কায় বিবাদিদ্বয় মধ্যে কেহ পরাজয় নিশ্চয় হইলেও অস্বীকার করিতে পারেন কিন্তু তৃতীয় পক্ষ ব্যক্তি কাহার জয় বা পরাজয় নিশ্চয় করিয়া অনায়াসে প্রমেয় বিষয় অবধারণ করিয়া থাকেন। আত্মা মোহান্ধকারে অভিভূত হইলে অহঙ্কার বিকৃতিভাবাপন্ন হইয়া ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ উপস্থিত হইলে আত্মায় জ্ঞানের আলোক একবারেই পতিত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তিও ক্রোধ-পরবশ হইয়া পশুবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। ক্রোধ কর্ম্ম সাধনের বিশেষ বাধক। এজন্য উহার বেগ রোধ অভ্যাস করা সকলেরই উচিত। যদিও এক অহঙ্কার হইতেই

ক্রোধ ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্ঞান আবির্ভাব কালে অহঙ্কারের ভ্রম ভাগ এবং ক্রোধ আবির্ভাব কালে প্রমেয় ভাগ শূন্য হয়।

পদার্থ।

প্রমা-প্রতীতির বিষয়কে * পদার্থ কহে। যথা দ্রব্য, গুণ, বৃক্ষ, লতা, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি। † পদার্থ নিত্য এবং অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। যে পদার্থের কখনও বিকৃতি বা বৈপরীত্য হয় না তাহাকে নিত্য এবং যাহার বিকৃতি বা বৈপরীত্য হইয়া থাকে তাহাকে অনিত্য পদার্থ কহে। পদার্থ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ছয়টীই ভাব-পদার্থ। উহাদের ভাবের ভিন্নতাই অভাব শব্দে বাচ্য। এস্থলে জাতি ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনায় কেবল জাতি পদার্থের বিবরণ দেওয়া হইল।

* কেহ কেহ বলেন মনুষ্য ভ্রমের অধীন, তৎকর্তৃক প্রমেয় বিষয় নির্ণীত হইতে পারে না। অদ্য যে বিষয় কোন দার্শনিক প্রমেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, অন্য দার্শনিক কল্য তাহা ভ্রম প্রমাণ করিতেছেন। অতএব প্রমা প্রতীতির বিষয় এবংবিধ লক্ষণ করা অন্যায়। আস্তিক সম্প্রদায় ঈশ্বরের জ্ঞান বিষয়তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে স্বীকার করিয়া লক্ষণকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু নাস্তিক উহা কখন স্বীকার করিতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে, অপ্রমেয় বিষয় প্রমাণ পরীক্ষা করিতে হইলেই ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রমেয় বিষয়ে কখনই হয় না। অশেষবিধ প্রমাণ পরীক্ষা করিলেও যে জ্ঞানে ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না, তাহাকেই প্রমা জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায়। ব্যভিচার সাহায্যে প্রমা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। উহাই ব্যভিচার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান প্রয়োজন ও উপকার।

† পাঠকবর্গ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি পদার্থের দৃষ্টান্তস্থলে দেখিয়া চমকিত হইবেন না, কারণ বঙ্গ-বিদ্যালয় সমূহে যে পদার্থবিদ্যা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাতে পদার্থ লক্ষণ নাই, অথবা যাঁহারা পদার্থ শব্দের স্রষ্টা তাঁহারা যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা উহাতে দৃষ্ট হয় না। আমি অনুবাদকগণের ভ্রমের বশবর্ত্তী না হইয়া প্রাচীন মতের অনুসরণ করিলাম।

জাতি।

"যে পদার্থ নিত্য এবং অনেক ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে জাতি বা সামান্য কহে। জাতি দুই প্রকার পর ও অপর অর্থাৎ সামান্য জাতি ও বিশেষ জাতি। যে জাতি অধিক দেশে থাকে সেই পর বা ব্যাপক আর অল্প দেশস্থিত জাতি অপর বা ব্যাপ্য। যে জাতি এক জাতি অপেক্ষা ব্যাপক অন্য জাতি অপেক্ষা ব্যাপ্য হয়, তাহাকে পর ও অপর উভয়ই বলা যায়।"

চিত্র।

প্রদর্শিত চিত্রে (ক) চিহ্নিত জাতি সর্ব্বাপেক্ষা পর ও ব্যাপক। খ, গ ও ঘ চিহ্নিত জাতি উহা হইতে ব্যাপ্য। খ চিহ্নিত জাতি নিম্নস্থ গ ও ঘ চিহ্নিত জাতি এবং গ চিহ্নিত জাতি নিম্নস্থ ঘ চিহ্নিত জাতি অপেক্ষা পর ও ব্যাপক।
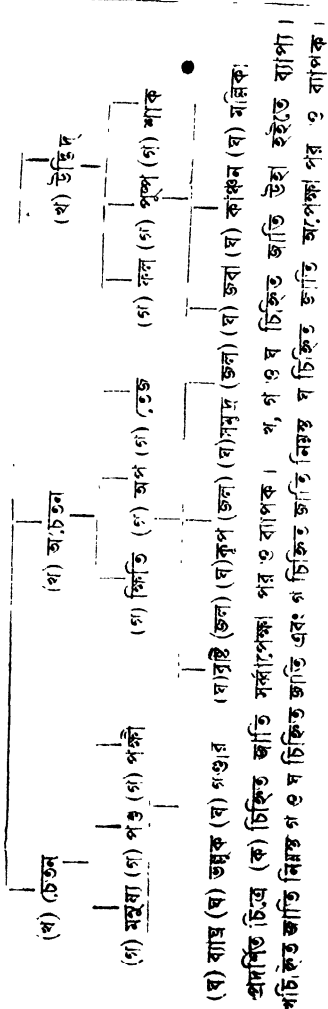
ঘ চিহ্নিত জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অপর ও ব্যাপ্য। খ ও গ চিহ্নিত জাতি পর ও অপর এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। চেতন জাতি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও গণ্ডার; অচেতন জাতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, বৃষ্টি (জল), কূপ (জল) ও সমুদ্র (জল); উদ্ভিদ জাতি ফল, পুষ্প, শাক, জবা, কাঞ্চন ও মল্লিকা জাতি অপেক্ষা পর ও ব্যাপক। মনুষ্য হইতে গণ্ডার, ক্ষিতি হইতে সমুদ্র (জল) এবং ফল হইতে মল্লিকা পর্যান্ত জাতি যথাক্রমে চেতন, অচেতন এবং উদ্ভিদ জাতিরই অন্তর্গত। আবার পশুজাতি ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও গণ্ডার; অপ্‌জাতি বৃষ্টি (জল), কূপ (জল) ও সমুদ্র (জল) এবং পুষ্প-জাতি জবা, কাঞ্চন ও মল্লিকা জাতি অপেক্ষা পর ও ব্যাপক। পশুজাতি ব্যাঘ্রাদি জাতি অপেক্ষা ব্যাপক, কিন্তু চেতন ও (ক) চিহ্নিত জাতি অপেক্ষা ব্যাপ্য। এজন্য পর ও অপর উভয়ই হইল। প্রদর্শিত চিত্রে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, পশু, অপ ও পুষ্পজাতি পর অপর এতদুভয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। পদার্থের পরত্বই ব্রহ্মত্ব-পদ বাচ্য। (ক) চিহ্নিত জাতি চেতনাদি হইতে, চেতন জাতি মনুষ্যাদি হইতে এবং পশুজাতি ব্যাঘ্রাদি জাতি হইতে পর বা ব্রহ্ম। পর শব্দ পরমব্রহ্মের বিশেষণরূপে ব্যবহার রীতি থাকিলেও আমার বিবেচনায় পরাৎপর শব্দই পরমব্রহ্মের বিশেষণ-রূপে ব্যবহার হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর কি পদার্থ কে বলিতে পারে? পদার্থের জাতি বিভাগ না থাকিলে, বুঝিবার এবং বুঝাইবার বিলক্ষণ অসু-বিধা হইত। বিবেচনা করুন কেহ প্রশ্ন করিলেন, আপনার বাসস্থল কোথায়? আপনি উত্তর করিলেন, যে স্থলে বা পৃথিবীতে। আপনি যদিও সত্য কথাই বলিলেন, তথাপি উল্লিখিত উত্তর দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তা আপ-নার বাসস্থলের কোন পরিচয় পাইলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু আপনার বসতি পল্লী ও প্রদেশের নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দিলে হয়ত সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। আবার ইউরোপ-প্রবাসীর, তদ্দেশবাসীকে আপনার বাস-স্থলের পরিচয় দিতে হইলে, কেবল বসতি পল্লী ও প্রদেশের নাম উল্লেখ

করিলে যথেষ্ট হইবে না, সেখানে স্বদেশের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করিতে হইবে। পৃথিবী স্থল, মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ, পল্লী ও মহল্লা ইত্যাদি জাতিতে বিভক্ত না থাকিলে পরিচয় প্রদান এক প্রকার অসম্ভব হইত।

"যে পদার্থ যাহাতে থাকে সেই পদার্থ তাহার ধর্ম্ম হয়।" যথা বুদ্ধি আত্মার ধর্ম্ম, দাহ অগ্নির ধর্ম্ম, শোণিত-প্রবাহ দেহের ধর্ম্ম, কোন কুল বা পরিবারে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, দুর্গোৎসব উক্ত কুল বা পরিবারের ধর্ম্ম ইত্যাদি। (এতদ্ব্যতীত জীবাত্মার গুণ বিশেষকে ধর্ম্ম কহে। ঐ সম্বন্ধে পরে বলিব।) "দুই, তিন বা বহু ব্যক্তিতে যে ধর্ম্ম থাকে তাহা উহাদিগের সমান ধর্ম্ম বা সাধর্ম্ম্য শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যে পদার্থ যাহাতে না থাকে, সেই পদার্থকে তাহার বৈধর্ম্ম্য বা বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কহা যায়।" যথা দাহ অগ্নির ধর্ম্ম, কিন্তু জলের বৈধর্ম্ম্য। যে কোন সাধর্ম্ম্য অন্যের বৈধর্ম্ম্য তাহাই অবলম্বন করিয়া দার্শনিকগণ পদার্থের জাতি বিভাগ করিয়া থাকেন। যথা চিকিৎসা সাধর্ম্ম্য দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎগণ চিকিৎসক জাতি, আকরে উৎপাদন সাধর্ম্ম্য দ্বারা ধাতুদ্রব্য সকল আকরিক জাতি। অন্যের বৈধর্ম্ম্য ব্যতীত জাতির পরিচয় অসম্ভব হইয়া উঠে। যেমন বৃদ্ধত্ব সাধর্ম্ম্য দ্বারা মনুষ্যের জাতি বিভাগ করিতে হইলে গো অশ্বাদিতে বৃদ্ধত্ব ধর্ম্ম থাকায় মনুষ্যজাতির পরিচয় অসম্ভব হয়।

পাঠকবৃন্দ, আত্মতত্ত্বের প্রথম সংখ্যায় একটী পশুবধ অবতারণা করিয়াছি। মহামায়ার নাম স্মরণ করতঃ আত্মজ্ঞান অমোঘ অসি বা যে সুদর্শন গ্রহণ করিলে পশুবধ কখনই ব্যর্থ হয় না, তাহাই অবলম্বন করিয়া আরও একটি পশুবধ করিতেছি। শ্রবণ করুন।

"আমায় দাও মা চরণ তরী।
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি॥
সাহস করে, আপন জোরে, ভবনীরে
ধরলেম পাড়ি,

এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে
কূল কিনারা নাহি হেরি।
শুনেছি মা লোকের মুখে
বিমুখ নাহি হয় ভিখারী,
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই
কূলে লও মা কোলে করি॥"
"আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব জগদীশ্বরি॥"

পশুবধ।

সুদৃশ্য কোন ভবনের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া গমনকালে অবশ্যই আমাদের মনে উদয় হয় যে, ভবনটী কোন না কোন পুরুষের উপভোগ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। উহা সেই কর্ত্তৃরূপ আশ্রয় এবং কতকগুলি আশ্রিতের লীলা-ভূমি তখন কি এ কথা আমাদের মনে উদয় হয় না যে, বিবিধ পদার্থ পরিপূর্ণ বিশ্বভবন কোন না কোন মহাপুরুষের উপভোগ জন্য সৃষ্ট হই-য়াছে? উহা সেই কর্ত্তৃরূপ আশ্রয় এবং বহুসংখ্যক আশ্রিতের লীলা-ভূমি? বর্ষাকালে আবিল নদীসলিলের এক ঘট জল লইয়া জল ও ক্ষিত্যংশ অনায়াসে পরীক্ষা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সমস্ত নদীর জল এককালে পরীক্ষা করা অসাধ্য। ব্যাপ্য পদার্থের অনুশীলন সহজে হইতে পারে, কিন্তু ব্যাপক পদার্থের অনুশীলন অপেক্ষাকৃত কঠিন; স্থল বিশেষে বুদ্ধির আয়ত্ত করাই অসাধ্য হইয়া উঠে। ব্যাপক বিশ্বভবন কোন্ মহাপুরুষের উপভোগ জন্য সৃষ্ট, বা কোন্ আশ্রয় ও আশ্রিতের লীলাভূমি বিষয়টি অনুশীলন করা বড় কঠিন। যেমন ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি বর্ণমালা অগ্রে শিক্ষা করিয়া পরে দর্শন, পুরাণাদি অধ্যয়ন করিতে

হয়, সেইরূপ বিশ্বভবন কাহার বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের দেহ ভবন কাহার উপভোগ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, বা কোন্ আশ্রয় ও আশ্রিতের লীলাভূমি বিশেষরূপে জানা উচিত।

কাহার জন্য আমার এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে? উহা কাহার অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য? কাহার প্রতিকূলেই বা দণ্ডায়মান হইতে পারে না? কেই বা দেহার্জ্জিত যত্নের ফল উপভোগ করে এবং উহা কাহার আশ্রিত? দেহ কি রাজাজ্ঞা পালনের জন্য? রাজ প্রতিকূলে কি উহা দণ্ডায়মান হইতে পারে না? রাজাই কি দেহার্জ্জিত যত্নের ফল উপভোগ করেন এবং উহা কি রাজারই আশ্রিত? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে রুশ সম্রাট একজন সামান্য প্রজার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, বা দুরন্ত শের আলীর ছুরিকা ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মেওর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, ভারতে হাহাকার উপস্থিত করিত না। তবে প্রণয়িনী যাহার প্রণয়ে আবদ্ধ, যাহার ভালবাসায় মুগ্ধ, দেহ কি তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? দেহ কি তাহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন বা প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না? প্রণয়িনীই কি দেহার্জ্জিত যত্নের ফল উপভোগ করে এবং দেহ কি তাহারই আশ্রিত? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে নবীন ও এলোকেশী লইয়া দেশ মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত না। তবে কি দেহ সন্তান সন্ততি বা সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে যে তাহাও নহে। আমার এই দেহ রাজা, সমাজ, স্ত্রী পুত্রাদি যাহারই জন্য সৃষ্ট মনে করি না কেন, বস্তুতঃ উহা তাহাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, অভ্যন্তর হইতে যিনি "আমার দেহ" এই সম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকায় দেহাভ্যন্তর হইতে অহং (আমি) এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, দেহ তাঁহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। মানবদেহের উপর কর্ত্তৃত্ব কে করে?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে যেন তিনিই অভ্যন্তর হইতে বলেন অহং (আমি)।

যে পদার্থের অস্তিত্ব জন্য অহং এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে প্রাচীনেরা আত্মা নাম দ্বারা তাহার উদ্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই দেহের উপর কর্ত্তা; দেহ তাঁহারই অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য এবং কখনই প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না; দেহার্জ্জিত যত্নের ফল তিনিই উপভোগ করেন এবং দেহ সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই আশ্রিত। অহং শব্দ উচ্চারণ দ্বারা উল্লিখিতরূপে কর্ত্তৃ পরিচয় হইলেই মনুষ্য আত্মতত্ত্ব শিক্ষার প্রথম সোপানে পদার্পণ করে। আত্মা অহঙ্কাররূপে দেহে বাস করে উহা পুরুষ বা চৈতন্য পদবাচ্য। দেহভবন অহঙ্কাররূপ সেইকর্ত্তা এবং জ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদি কতকগুলি অনুচরের লীলাভূমি। আত্মা যে পর্য্যন্ত দেহে বাস করেন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সেই পর্য্যন্ত স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম। তিনি না থাকিলে হস্ত কখন লেখনী ধারণ করিয়া হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র লিখিতে পারিত না, আবার ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত আত্মা স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তিনি চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত দর্শন বা কর্ণের সাহায্য ব্যতীত শ্রবণ করিতে পারেন না, অতএব দেখা যাইতেছে যে আত্মা কর্ম্মের মূল, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার যন্ত্র বা অনুচর স্বরূপ।

এখন বিবেচ্য এই যে, আত্মা কি দৈহিক পরমাণু হইতে ভিন্ন নিত্য কোন শ্রেণীর পদার্থ অথবা দৈহিক পরমাণুর সংযোগাদি হইতে অনিত্য চৈতন্য জন্মিয়া আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশ বিদেশে সহস্র সহস্র চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উল্লিখিত বিষয়ে প্রমাণ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু আত্মা কি পদার্থ কেহই এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। যদি ভবিষ্যতে কোন মহাত্মা নির্ণয় করিতে সক্ষম হন,

হয়, সেইরূপ বিশ্বভবন কাহার বুঝিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের দেহ ভবন কাহার উপভোগ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, বা কোন্ আশ্রয় ও আশ্রিতের লীলাভূমি বিশেষরূপে জানা উচিত।

কাহার জন্য আমার এই দেহের সৃষ্টি হইয়াছে? উহা কাহার অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য? কাহার প্রতিকূলেই বা দণ্ডায়মান হইতে পারে না? কেই বা দেহার্জ্জিত যত্নের ফল উপভোগ করে এবং উহা কাহার আশ্রিত? দেহ কি রাজাজ্ঞা পালনের জন্য? রাজ প্রতিকূলে কি উহা দণ্ডায়মান হইতে পারে না? রাজাই কি দেহার্জ্জিত যত্নের ফল উপভোগ করেন এবং উহা কি রাজারই আশ্রিত? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে রুশ সম্রাট একজন সামান্য প্রজার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, বা দুরন্ত শের আলীর ছুরিকা ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মেওর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, ভারতে হাহাকার উপস্থিত করিত না। তবে প্রণয়িনী যাহার প্রণয়ে আবদ্ধ, যাহার ভালবাসায় মুগ্ধ, দেহ কি তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? দেহ কি তাহার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন বা প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না? প্রণয়িনীই কি দেহার্জ্জিত যত্নের ফল উপভোগ করে এবং দেহ কি তাহারই আশ্রিত? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে নবীন ও এলোকেশী লইয়া দেশ মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত না। তবে কি দেহ সন্তান সন্ততি বা সমাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে যে তাহাও নহে। আমার এই দেহ রাজা, সমাজ, স্ত্রী পুত্রাদি যাহারই জন্য সৃষ্ট মনে করি না কেন, বস্তুতঃ উহা তাহাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, অভ্যন্তর হইতে যিনি "আমার দেহ" এই সম্বন্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের অস্তিত্ব থাকায় দেহাভ্যন্তর হইতে অহং (আমি) এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, দেহ তাঁহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। মানবদেহের উপর কর্ত্তৃত্ব কে করে?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে যেন তিনিই অভ্যন্তর হইতে বলেন অহং (আমি)।

যে পদার্থের অস্তিত্ব জন্য অহং এই বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে প্রাচীনেরা আত্মা নাম দ্বারা তাহার উদ্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই দেহের উপর কর্ত্তা; দেহ তাঁহারই অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য এবং কখনই প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না; দেহার্জ্জিত যত্নের ফল তিনিই উপভোগ করেন এবং দেহ সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই আশ্রিত। অহং শব্দ উচ্চারণ দ্বারা উল্লিখিতরূপে কর্ত্তৃ পরিচয় হইলেই মনুষ্য আত্মতত্ত্ব শিক্ষার প্রথম সোপানে পদার্পণ করে। আত্মা অহঙ্কাররূপে দেহে বাস করে উহা পুরুষ বা চৈতন্য পদবাচ্য। দেহভবন অহঙ্কাররূপ সেইকর্ত্তা এবং জ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদি কতকগুলি অনুচরের লীলাভূমি। আত্মা যে পর্য্যন্ত দেহে বাস করেন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সেই পর্য্যন্ত স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম। তিনি না থাকিলে হস্ত কখন লেখনী ধারণ করিয়া হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র লিখিতে পারিত না, আবার ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত আত্মা স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তিনি চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত দর্শন বা কর্ণের সাহায্য ব্যতীত শ্রবণ করিতে পারেন না, অতএব দেখা যাইতেছে যে আত্মা কর্ম্মের মূল, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি উহার যন্ত্র বা অনুচর স্বরূপ।

এখন বিবেচ্য এই যে, আত্মা কি দৈহিক পরমাণু হইতে ভিন্ন নিত্য কোন শ্রেণীর পদার্থ অথবা দৈহিক পরমাণুর সংযোগাদি হইতে অনিত্য চৈতন্য জন্মিয়া আত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত দেশ বিদেশে সহস্র সহস্র চিন্তাশীল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উল্লিখিত বিষয়ে প্রমাণ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু আত্মা কি পদার্থ কেহই এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। যদি ভবিষ্যতে কোন মহাত্মা নির্ণয় করিতে সক্ষম হন,

কাম, কামনা বা ইচ্ছা কহে। কামই জীবের সর্ব্ব প্রধান গুণ। উহা সাধিত হইলে আনন্দ এবং বিনাশ হইলে নিরানন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কামের উল্লিখিত বিশুদ্ধ ভাব গ্রহণ না করিয়া কেবল প্রণয়ি-যুগলের সম্মিলনই কাম পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে, সে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল ভক্ষণ করে। কাম-প্রবৃত্তি এবং আনন্দ পদার্থ জননেন্দ্রিয়ের অনুগত জন্য প্রণয়ি-সম্মিলন কিছু নয় এবংবিধ কুসংস্কার থাকাও অন্যায়। জীব বাহ্য যে কোন বিষয়ে কামনা করে, তন্মধ্যে পুরুষের প্রকৃতির প্রতি এবং প্রকৃতির পুরুষের প্রতি কামনাই শ্রেষ্ঠ। উপরে কামের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার ভাব ব্যাপক। প্রণয়িযুগলের সম্মিলন উহার ব্যাপ্যাংশ মাত্র। কেবল আনন্দ বা নিরানন্দ প্রদান করে এরূপ পদার্থ জগতে বিরল। প্রায় সকল পদার্থই আনন্দ ও নিরানন্দ দ্বিভাবে মিশ্রিত। যে সকল পদার্থ হইতে প্রথমে আনন্দ কিন্তু পরক্ষণেই নিরানন্দ উপস্থিত হয়, প্রথমে আনন্দ বলিয়া ভ্রান্তি হইলেও সেই সমস্ত বিষকুম্ভ পয়োমুখ পদার্থকে নিরানন্দ এবং যে সমস্ত পদার্থ হইতে প্রথমে নিরানন্দ কিন্তু পরক্ষণেই আনন্দ উপস্থিত হয়, প্রথমে নিরানন্দ বলিয়া ভ্রান্তি হইলেও সেই সমস্ত অমৃত কুম্ভ বিষমুখ পদার্থকে দার্শনিকগণ আনন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কামের সম্পূর্ণ নাশ জন্য জীবাত্মার পূর্ণ নিরানন্দ উপস্থিত হইলে, তিনি দেহ পরিত্যাগ করেন বা সেই চৈতন্যের অভাব হয়। যদি কেহ আপত্তি করেন যে দীন, কৃশ, মলিন, বৃক্ষতলে, নিপতিত, মল মূত্রাদিতে জড়িত, ঐ যে বৃদ্ধকে দেখিতেছি, পূর্ব্বে উহার বহু পরিবার এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল; কালের কুচক্রে সমস্তই অস্ত হইয়াছে, কেবল ভিক্ষাই জীবনের অবলম্বন হইয়াছে; ভিক্ষায় সাধ্য নাই, আশ্রয় স্থান নাই, অধিকন্তু ব্যাধিপীড়িত অবস্থায় বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে, আহা! ঐ যে আবার মৃতজ্ঞানে শৃগাল শকুনি দেহাংশ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, বৃদ্ধের তো

আনন্দের লেশ মাত্র নাই, কিন্তু কিজন্য জীব এপর্য্যন্ত দেহে আছে? এই আপত্তির খণ্ডন এই যে যদিও বৃদ্ধের বাহ্য আনন্দ নিবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু রস রক্তাদি ধাতু বা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত ও আভ্যন্তরিক কামনা সাধিত হইতেছে, সুতরাং আনন্দের উৎপত্তি হইতেছে, জীবাত্মাও দেহে আছেন। কিন্তু যখন ধাত্বেন্দ্রিয়াদি কর্ত্তৃক আভ্যন্তরিক কামনা সাধিত হইবে না, আনন্দের উৎপত্তি আর থাকিবে না, তখন সেই পুরুষাভিমান দেহ পরিত্যাগ করেন ও করিবেন। অথবা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে দেহ সহ জীবের সম্বন্ধ নষ্ট হইলে ধাত্বেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াও বিনষ্ট হয়। ইহাই আত্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে মৃত্যুর প্রকারান্তর বর্ণনা।

জীব এবং দেহসহ সংযোগ, সমবায় ও পরম্পরা সম্বন্ধে অবস্থিত পদার্থসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা কাম্য ও অকাম্য। যাহা আনন্দপ্রদ তাহাকে কাম্য এবং যাহা নিরানন্দপ্রদ তাহাকে অকাম্য কহে। যাহারা অদ্বৈতবাদী তাহারা এস্থলে স্বীকার না করিয়া পারে না যে, পরমাত্মার সম্বন্ধে অকাম্য কোন পদার্থ নাই, কারণ মানবদেহে থাকিয়া মল মূত্রাদি যাহা তিনি অকাম্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছেন, আবার ক্রিমিদেহে থাকিয়া তাহাই কাম্যরূপে গ্রহণ করিতেছেন, অতএব জগতে সমস্তই তাঁহার কাম্য। কাম্যের সংযোগ ও অকাম্যের বিভাগ হইয়া যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বিহিত ক্রিয়া এবং অকাম্যের সংযোগ ও কাম্যের বিভাগ হইয়া যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাকে অবিহিত বা প্রতিষেধক ক্রিয়া কহে। জীবাত্মার যে গুণ বিহিত ক্রিয়াসাধ্য তাহাকে ধর্ম্ম এবং যে গুণ প্রতিষেধক ক্রিয়াসাধ্য তাহাকে অধর্ম্ম কহে। প্রতিষেধক ক্রিয়াদ্বারা ধর্ম্ম এবং বিহিত ক্রিয়া দ্বারা অধর্ম্ম নষ্ট হয়। দেহের ধর্ম্ম এবং দেহসহ সংযোগ, সমবায় ও পরম্পরা সম্বন্ধে অবস্থিত পদার্থের ধর্ম্মের সহিত জীবাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণ দূর এবং নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট। দেহ এবং উল্লিখিত পদার্থের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীবাত্মার কাম বিহিত ক্রিয়া দ্বারা

সাধিত হইলে তাহাকে ধর্ম্মক্রিয়া এবং প্রতিষেধক ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইলে তাহাকে অধর্ম্ম ক্রিয়া কহে। এই সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্রিয়ার সহিত জীবাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্ম গুণ, যে পরিমাণ দূর বা নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট, উহা সেই পরিমাণে রক্ষা ও বিনষ্ট হয়। কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কামনা বিহিত ক্রিয়াদ্বারা সাধিত হইলে ভবিষ্যতে নিশ্চয় আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। আর প্রতিষেধক ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হইলে যদিও কাম সিদ্ধি জন্য প্রথমতঃ আনন্দ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই উহা নষ্ট হইয়া নিরানন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয় আনন্দ তাহাকে ধর্ম্মক্রিয়া এবং যে ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয় নিরানন্দ তাহাকে অধর্ম্ম ক্রিয়া কহে! আহার, নিদ্রা, মল মূত্রত্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীবের কামনা নিত্য অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠান জন্য তিনি ইচ্ছা না করিয়াই পারেন না, তাহাকে ধর্ম্ম বিষয় এবং বসন, ভূষণ, পরিধান বা দুর্গোৎসবাদি যে সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীবের কামনা অনিত্য অর্থাৎ যাহা তিনি অনুষ্ঠান ইচ্ছা না করিলেও পারেন তাহাকে কাম্য ধর্ম্ম বা কাম বিষয় কহে।

যে গুণ থাকায় জীবাত্মা দূরস্থ পদার্থের পরস্পর মিলন এবং সংযুক্ত পদার্থের দূর গমন সম্পাদন করিতে পারেন, তাহাকে যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগ কহে। যে গুণের সাহায্যে জীবাত্মা মাপ বা ওজন করিতে পারে, তাহাকে পরিমাণ গুণ কহে। অকাম্যের কথা দূরে থাকুক, কাম্য পদার্থও কুপরিমাণ সংযুক্ত হইলে আনন্দ নাশ করে। যাহার কুপরিমাণ গুণ প্রবল তাহাকে সাধারণে "লক্ষী ছাড়া" কহিয়া থাকে। জীবের যে গুণ থাকায় পূর্ব্বানুভূত পদার্থ সকল স্মৃতিপথে আগত হয়, তাহাকে ভাবনাখ্য-সংস্কার কহে। ভাবনাখ্য-সংস্কার (চিন্তা) স্মৃতির কারণ স্বরূপ, উহাই ব্রহ্মসাধন কাণ্ডে প্রধান গুণ। ভাবনাখ্য-সংস্কার মন ইন্দ্রিয়ের সহিত নিকট সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

জীবাত্মার যে গুণ থাকায় কর্ম্মসাধন জন্য চেষ্টা বা প্রয়াস উপস্থিত হয় তাহাকে যত্ন গুণ কহে। যত্ন ত্রিবিধ,—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবন-যোনি। "যাহার যে বস্তুতে চিকীর্ষা থাকে, তাহার সেই বস্তুতে প্রবৃত্তি জন্মে, আর যাহার যে বস্তুতে দ্বেষ থাকে, তাহার সেই বস্তুতে নিবৃত্তি জন্মে। আপন আপন জীবন রক্ষা করিবার জন্য যত্ন প্রত্যেক জীবের আছে, যে যত্নে জীবমাত্র বাঁচিয়া থাকে তাহাকে জীবন-যোনি যত্ন কহে।" যত্নই কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান গুণ। বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত যত্ন গুণের নৈকট্য সম্বন্ধ। যে কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় বিনষ্ট হউক জীবাত্মার সেই সেই শ্রেণীর যত্নও বিনষ্ট হয়। যিনি যে জন্য যত্ন করেন, তিনি তজ্জনিত আনন্দ বা নিরানন্দ ফলভোগের সম্পূর্ণ অধিকারী। যাহার যত্ন তাহার আনন্দ, ইহাই ধনাধিকার ব্যবস্থার প্রধান সূত্র।

কাম সাধনের করণ অর্থাৎ যে পদার্থ দ্বারা জীবের কামনা সাধিত হয় তাহাকে অর্থ কহে। অর্থ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা জ্ঞান ও ধন। * উভয়বিধ অর্থের পরস্পর বিশেষ বৈলক্ষণ্য এই যে, জ্ঞান ব্যয় দ্বারা বৃদ্ধি এবং ধন ব্যয় দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান মনোগ্রাহ্য এবং ধন দ্বীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ। যে ধন জীব-যত্ন-প্রসূত অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি বা সংগ্রহ জন্য জীব-যত্ন আবশ্যক করিয়াছে, তাহার বিনিময়ে মূল্য আছে এবং যে ধন প্রাকৃতিক অর্থাৎ যাহার সৃষ্টি বা সংগ্রহ জন্য জীবযত্ন আবশ্যক হয় নাই, তাহার বিনিময়ে মূল্য নাই। অনেকে ভ্রম বশতঃ কেবল মুদ্রাভিধেয় স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রখণ্ড প্রভৃতিকে ধন বলিয়া বিশ্বাস করেন বস্তুতঃ তাহা নহে; বসন, ভূষণ প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা জীবের কামনা সাধিত হইয়া থাকে তৎসমুদয়ই ধনমধ্যে গণ্য। অধ্যাত্মধনের মধ্যে শুক্রধাতুই সর্ব্বপ্রধান।

* অনেকে কেবল ধনকেই অর্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

যে পদার্থ কাম কিংবা অর্থনাশ করে তাহার উদয়ে জীবাত্মার দ্বেষ-গুণের উদয় হইয়া থাকে। কাম এবং অর্থনাশক পদার্থের প্রতি জীবের দ্বেষ স্বতঃসিদ্ধ। কামনাশক পদার্থকে, মল, দোষ বা অনর্থ কহে। জীবের জ্ঞান বা বুদ্ধিগুণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি এজন্য অত্রস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বুদ্ধি বা জ্ঞানই জ্ঞানকাণ্ডের প্রধান গুণ।

ধর্ম্মক্রিয়া হইতে সুখ এবং অধর্ম্ম ক্রিয়া হইতে দুঃখ গুণের উদয় হইয়া থাকে। জীবের সুখই আনন্দ, সুখই উন্নতি, সুখই মঙ্গল; আবার দুঃখই নিরানন্দ, দুঃখই অবনতি এবং দুঃখই অমঙ্গলস্বরূপ। সুখ ও দুঃখ ঠিক বিপরীত ভাব প্রকাশ করে।

[পাঠক পুনঃ পুনঃ সুখ দুঃখের আবৃত্তি না করিয়া দুঃখ হইতে বক্তব্য বিষয়টী অবতারণা করিলাম। বিপরীতটী আপনারা আপন জ্ঞানে বুঝিয়া লইবেন।]

দুঃখ না থাকিলে কেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিত না, কেবল দুঃখের অস্তিত্ব জন্যই উহার জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। দুঃখ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধি-দৈবিক। যে দুঃখের কর্ত্তা আমি এবং ভোক্তাও আমি, তাহাকে অধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। যথা অতি-ভোজন জন্য উদরাময়; লম্ফপ্রদান জন্য হস্ত পদাদি ভঙ্গ ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুইভাগে বিভক্ত, যথা মানস ও শারীর। কাম ক্রোধাদি রিপুবশতঃ অভীপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি নিবন্ধন যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকে মানস দুঃখ এবং মিথ্যা আহার ও বিহার ইত্যাদি জন্য শরীরস্থ দোষ প্রকুপ্ত হইয়া শরীরে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকে শারীর দুঃখ বা রোগ কহে। যে দুঃখের কর্ত্তা অন্য জীব, কিন্তু ভোক্তা আমি, তাহাকে আধি-ভৌতিক দুঃখ কহে। যথা প্রবল মনুষ্যের অত্যাচার, দংশ, মশক, শৃগাল, কুক্কুরাদির দংশন ইত্যাদি। যে দুঃখের কর্ত্তা আমি বা অন্য জীব নহে, যাহা দৈব বশতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, অথবা আধ্যা-

ত্মিক ও আধি-ভৌতিক ভিন্ন অন্য যে দুঃখ, তাহাকে আধি-দৈবিক দুঃখ কহে। যথা, মস্তকে কুলিশ পতন, ঝটিকা বা ঘূর্ণীবায়ুতে প্রপীড়িত হওন, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে দগ্ধ হওন ইত্যাদি। দুঃখ বা নিরানন্দ উপস্থিত হইলে, আত্মা তাপিত হয়, যেন কোন হুতাশন জীবকে দগ্ধ করিতে থাকে এজন্য দুঃখকে তাপ কহে। দুঃখ ত্রিবিধ জন্য উহাকে ত্রিতাপ কহা যায়। তাপের ঠিক বিপরীত ভাবকে শান্তি কহে। দুঃখই তাপ এবং সুখই শান্তি স্বরূপ হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে দুঃখ বা তাপ উপস্থিত হইবে, জীবের তাহা আচরণ করা অকর্ত্তব্য এবং যে ক্রিয়াদ্বারা ভবিষ্যতে দুঃখ বা তাপ উপস্থিত হইতেই পারে না, তাহাই আচরণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে যে কোন দুঃখ বা তাপ উপস্থিত আছে, জীবের তাহা নিবারণ জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অকর্ত্তব্য। যে দুঃখ বা তাপ অতীত হইয়াছে, কিন্তু জীব বর্ত্তমান সময় পর্যান্তও অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে, যদি তাহা সংশোধনের কোন উপায় থাকে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অকর্ত্তব্য।

উপরোক্ত কর্ত্তব্য গুলির অক্রিয়া ও অকর্ত্তব্য গুলির ক্রিয়া হইলে তাহাকে পাপ ক্রিয়া কহে এবং কর্ত্তব্যগুলির ক্রিয়া ও অকর্ত্তব্যগুলির অক্রিয়া হইলে তাহাকে পুণ্য ক্রিয়া কহে। (বর্ত্তমান কালে সমাজের অনেকে কেবল অকর্ত্তব্যের ক্রিয়াগুলিকে পাপ বলিয়া মনে করেন কিন্তু কর্ত্তব্যের অক্রিয়াগুলিও যে পাপ তাহা মনে স্থান দেন না, এবংবিধ কুসংস্কারের অন্ত হওয়া উচিত) পুণ্যকর্ম্ম এবং পুণ্য-জনক পদার্থকে পবিত্র বিষয় কহে। পবিত্র শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ। পবিত্র কর্ম্ম দ্বারা কাম সাধিত হইয়া আনন্দ ক্রমেই বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হয়। পাপকর্ম্ম এবং পাপজনক পদার্থকে হীন বিষয় কহে। হীন কর্ম্ম দ্বারা কাম নাশ হইয়া নিরানন্দের উৎপত্তি অথবা আনন্দ ক্রমেই হীনভাব প্রাপ্ত হয়। জীবমাত্র হীন বিষ-

য়কে দূষ্য জ্ঞান করে। হীনং দূষয়তি হিন্দুঃ অর্থাৎ যে হীনত্ব দূষণ করে তাহাকে হিন্দু* কহে।

যাঁহারা হীনত্ব-দূষক অর্থাৎ হীনত্ব আচরণ বা হীন বিষয় আশ্রয় করিতে দেখিলে নিন্দা বা ধিক্কার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নিন্দুক কহে। আমি পবিত্র বিষয় আশ্রয় করিয়াছি এবং আচরণ করিতেছি, মর্ম্মবোধে অক্ষম হইয়া কেহ ভ্রমজ্ঞানে নিন্দা করিলেম, তাঁহার সেই নিন্দা প্রমেয় নিন্দা নহে এবং তিনিও প্রমেয় নিন্দুক নহেন। আমি যে কোন প্রকৃত হীন বা নিন্দনীয় বিষয় আশ্রয় করিয়া আছি বা আচরণ করিয়া থাকি, যিনি সেই সত্য বিষয়গুলি উদ্‌ঘাটন করিয়া সত্য নিন্দা করিতে পারেন, তিনিই প্রমেয় নিন্দুক। গুরু-জ্ঞান ব্যতীত কেহ কাহার প্রমেয় নিন্দা করিতে সক্ষম হয় না। প্রমেয় নিন্দুকে জ্ঞানের গুরুত্ব আছে, এজন্য তিনি গুরু শব্দে বাচ্য হন। নিন্দা সংসারের যাবতীয় হীন বা নিন্দনীয় বিষয় দগ্ধ করে, উহার ন্যায় পবিত্র অগ্নি সংসারে আর নাই। পৃথিবীতে নিন্দার ন্যায় অহঙ্কারোদ্দীপক পদার্থও আর নাই। নিন্দা-প্রদীপ্ত অহঙ্কার ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধে পরিণত হইয়া প্রমাজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া থাকে। প্রমা-জ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াই জগতের মঙ্গল। প্রমেয় নিন্দুক (গুরু) সংসারের শোধক (Reformer) এবং প্রমেয় নিন্দা কর্ত্তৃক জীব পবিত্রতা লাভ করে, ইহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি।

* হিন্দু পদটী যেরূপে সাধন করা হইল তাহাতে ঈকার এবং উকার হয়, এসম্বন্ধে গুরু উপদেশ অপভ্রংশ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন নিপাতনে সিদ্ধ। অপভ্রংশ বা নিপাতনে সিদ্ধ উৎকৃষ্ট বৈয়াকরণগণ নির্ণয় করিবেন। পাণিনিয়োগগ্রহ পাঠকের সম্বন্ধে এই-মাত্র বক্তব্য যে আমি হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত গুরুবাক্যই বিশ্বাস করিয়া থাকি। পাঠক, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিত না হইলে এই জ্ঞানবীজ সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। উক্ত ধর্ম্মসভাই এই "হিন্দু" বীজ সংগ্রহের মূল।

নিন্দার ঠিক্ বিপরীত পদার্থকে প্রশংসা কহে। নিন্দা এবং প্রশংসা মধ্যে নিন্দাই মনুষ্যের সবিশেষ উপকারী। নিন্দা কর্ত্তৃক কখন অন্যের ভ্রম সংশোধন করা যায়, কখন বা আত্ম-ভ্রমই সংশোধিত হয়। অন্যের ভ্রম সংশোধন পরোপকার, এবং আত্মভ্রম সংশোধন আত্মোপকার, উভয়তই মঙ্গল। কিন্তু প্রশংসা দ্বারা প্রশংসা-যোগ্য অহঙ্কারের পূজা করিলে, তাঁহার নিকট অনেক উপকার আশা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভ্রম প্রশংসা দ্বারা মনুষ্যের অমঙ্গল বই কখনই মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে না। মনুষ্য মাত্রেই নিন্দুক, উক্ত সাধর্ম্ম্য অন্যান্য জীবের বৈধর্ম্ম্য। নিন্দুকত্ব সাধর্ম্ম্য দ্বারা মনুষ্য-জাতিকে অন্যান্য জীব হইতে ভেদ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত সাধর্ম্ম্য থাকায় মনুষ্য জীব অন্যান্য জীব অপেক্ষা গুরু।

অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিকে মুক্তি কহে। জীব হীনকর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইয়া পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, তাপ দূর হইয়া শান্তি উপস্থিত হয়। উহাকেই মুক্তি কহে। যখন জীবাত্মা হইতে সর্ব্বপ্রকারের তাপ-নিবৃত্তি হয় তাহাকে চূড়ান্ত বা নির্ব্বাণ মুক্তি কহা যায়। জীব একটী হীনত্ব পরিত্যাগ করে, একটী তাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হয়; আর একটী হীনত্ব পরিত্যাগ করে, আর একটী তাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, আনন্দ আরও কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হয়। এই-রূপে যতই হীনত্ব পরিত্যাগ করে, ততই তাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং আনন্দের ক্রমেই উন্নতি হয়। জীবানন্দের এবম্বিধ ক্রমোন্নতিকে সুসংস্কৃত বা শুভাদৃষ্ট কহে।

সৃষ্টির প্রথম হইতে এ পর্যান্ত দেশ বিদেশে যে কোন জ্ঞানী প্রাদু-র্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যাহা হীনত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহাই পরিত্যাগ এবং নিবারণ জন্য যত্ন ও উপদেশ করিয়াছেন। বর্ত্ত-মানকালে আমরা যাহা হীনত্ব বলিয়া বুঝি তাহাই পরিত্যাগ ও নিবারণ

বা হিন্দুত্ব সাধনের জন্য দম্ভ করিয়া থাকি। মনুষ্য ভবিষ্যতেও উহাই করিবে। পশু-পক্ষ্যাদি আপন আপন মত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু উহাদের সম্বন্ধে যাহা হীনত্ব তাহা পরিত্যক্ত হইলে, উহারা আনন্দ প্রকাশ করে; উহা হইতেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, হীনত্ব দূষণ করিয়া চলা বা হিন্দুত্ব সাধন করা উচিত ইহা তাহাদেরও অভিপ্রেত। হিন্দুত্ব সাধন করা উচিত এই জ্ঞান প্রত্যেক জীবের আত্মায় নিহিত আছে। প্রত্যেক জীবাত্মায় ব্যাপক হওয়ায় "হিন্দু" এই জ্ঞান-বীজকে আত্মজ্ঞান কহে। আত্মজ্ঞান-চর্চ্চা এবং সাধন হইতেই মনুষ্য আত্মজ্ঞান (যাহারা পরব্রহ্মে বিশ্বাস করে সেই ব্রহ্মাত্মার জ্ঞান) লাভ করিতে পারে। আত্মজ্ঞান জীবাত্মা হইতে কখনও বিনষ্ট হয় না; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মও বিনষ্ট হইতে পারে না। যবচূর্ণের পরিবর্ত্তে যেমন বার্লি নাম দেশ মধ্যে প্রচার হইয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ হিন্দু নামের পরিবর্ত্তে আত্মজ্ঞানের অন্য নাম প্রচার হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক হিন্দু-ধর্ম্ম কখন বিনষ্ট হইতে পারে না বা হইবে না। যদিও হীনত্ব দূষণ করিয়া চলা বা হিন্দুত্ব সাধন করা উচিত, মনুষ্য মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য, তথাপি সকলে হীনত্ব পরিত্যাগ করে না। সর্ব্বৈব হীনত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ লোক সংসারে প্রায় বিরল। এজন্য যাহারা অধিক পরিমাণে হীনত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে হিন্দু এবং যাহারা অধিক পরিমাণে হীনত্ব আশ্রয় করিয়া আছে তাহাদিগকে হীন বা ম্লেচ্ছ বলিয়া স্বীকার করা যায়।

জনকের কাম সাধনে প্রবৃত্তিই সৃষ্টির মূল। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সমস্তই জনকের কাম-সাধন প্রবৃত্তি হইতে জাত হয়। বাহ্য ভোগ্য পদার্থও জনকের কাম-সাধন প্রবৃত্তি বশতঃ সৃষ্ট হইয়া থাকে। জনকের কাম-সাধনে প্রবৃত্তি উপস্থিত হইলে, পদার্থের সহিত বিশেষ কিছু সংযোগ বা বিভাগ করেন, উল্লিখিত ক্রিয়া হইতে পদার্থের

ভাবান্তর হইয়া সৃষ্টি হয়। কামচারীই সৃষ্টি-কর্ত্তা। পদার্থ প্রথম সৃষ্টি কালে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কাম-সাধক এবং দোষ-বর্জ্জিত হয় না। নিন্দুক ক্রমে উহার দোষ অনুসন্ধান করিয়া সংস্কার করিয়া বা করাইয়া থাকেন। বিবিধ শাস্ত্রও কামচারীর কাম হইতে প্রসূত হইয়া নিন্দুক সাহায্যে সংস্কার প্রাপ্ত হয়। যথা—"যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শুদ্ধরূপ লিখনের ও কথনের জ্ঞান জন্মে তাহাকে ব্যাকরণ কহে।" ব্যাকরণশাস্ত্র-প্রণেতা উল্লিখিত কাম, কামনা বা ইচ্ছা নির্ণয় করিয়া কাম-সাধক কতকগুলি লক্ষণ সংগ্রহ করতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন; কিন্তু সংগৃহীত লক্ষণগুলি যে প্রথমেই সম্পূর্ণরূপে কাম-সাধক বা দোষবর্জ্জিত হইয়াছিল ইহা অনুমানসিদ্ধ নহে। নিন্দুক ক্রমে দূষণ দ্বারা উহার সংস্কার করিয়াছে। পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা প্রণেতা প্রথমেই যে নির্দ্দোষ পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। নিন্দুক ক্রমে উহার দূষণীয় অংশ সংস্কার করিয়াছেন। প্রমের নিন্দুক অশেষবিধ অনুসন্ধান করিয়াও যে চরিত্রে নিন্দনীয় কিছু বাহির করিতে পারেন না, সেই চরিত্রই বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সেই পুরুষই "মাহাত্মা।"

পৃথিবীতে জীবসংখ্যা অসংখ্য সুতরাং কাম এবং হীনত্ব ও পবিত্রত্ব সংখ্যাও অসংখ্য। প্রত্যেক কর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে কাম নির্ণয় করিয়া হীনত্ব এবং পবিত্রত্ব বিচার আবশ্যক। স্নানকালে শয়নের, শয়নকালে আহারের হীনত্ব ও পবিত্রত্ব বিচার অনাবশ্যক। বিপদে পতিত হইয়া উদ্ধার কামনায় জ্ঞানীর সহায়তা গ্রহণ করিলে, তিনি অগ্রে কাম অবগত হন, নতুবা হীনত্ব পবিত্রত্ব বিচার করিতে পারেন না। কাম অবগত হইলে, যে যে হীনত্ব দূষণ করিয়া চলা উচিত তাহার উপদেশ দিতে পারেন এবং দিয়া থাকেন। আমরাও প্রত্যেক কাম সাধন কালে কামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে যে হীনত্ব দূষণ করিয়া চলা উচিত তাহা বিচার করিয়া থাকি। হীনত্ব দূষণ করিয়া চলিতে পারিলেই মুক্তি হয়। মন্ত্র

শব্দের অর্থ গুপ্ত পরামর্শ। পৃথিবীতে কামসাধনের যে কোন মন্ত্র আছে "হিন্দু" এই মহামন্ত্রই তাহার মূল। আত্মজ্ঞান সমস্ত মন্ত্রের বীজ বা বীজ-মন্ত্র স্বরূপ। জ্ঞান জীবের প্রধান মন্ত্রী এবং আত্মজ্ঞান সেই মন্ত্রীর সমস্ত মন্ত্রের মূল।

জীব যে বিষয়ে কামনা করিতেছেন, তাহা সাধনের চেষ্টা না করিয়া জ্ঞান অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট হইলে সেই সময়ে মন্ত্রি-পদোচিত কার্য্য-নির্ব্বাহ না করিয়া আত্মাকে বঞ্চনা করেন। ইহাকেই আত্মবঞ্চনা দোষ কহে। স্নানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ভাবী চীন ও ফরাসী যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা, আহারে প্রবৃত্ত ব্যক্তির রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের বক্তৃতা, মলোৎসর্গ করণে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ইউক্লিডের প্রবলেম সলিউসনে চেষ্টা ইত্যাদি আত্মবঞ্চনার দৃষ্টান্ত। আত্ম-বঞ্চনা দোষ হিন্দুত্ব সাধনের ভয়ানক বাধক। উহা থাকিলে আত্মজ্ঞান শিক্ষা সত্বেও সাধন হইয়া উঠে না। আত্মবঞ্চনা উপস্থিত হইলে, অমূল্য ধন, সময় বৃথা কার্য্যে নষ্ট হয় এবং কর্ত্তব্যকার্য্যও হীনভাবে আচরিত হইয়া থাকে। আত্মবঞ্চনা অবস্থায় ম্লেচ্ছত্ব চির-সহচর। কেহ হিন্দুত্ব সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে, অগ্রে উক্ত দোষ নিবারণ করা উচিত। উক্ত দোষগ্রস্ত ব্যক্তিকে ইতর ভাষায় "তালকাণা" কহে।

আত্মজ্ঞান অন্যান্য জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য জ্ঞান দুই চারিটী ক্রিয়ার মূল, এবং দুই চারিটী জীবের আত্মায় ব্যাপক; কিন্তু আত্মজ্ঞান সমস্ত কর্ম্মের মূল এবং সমস্ত জীবের আত্মার ব্যাপক; সমস্ত কর্ম্মে এবং সমস্ত জীবে উহা ব্যাপক জন্য পরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংসারে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের সম্বন্ধে পরম জ্ঞান। সেই পরমজ্ঞান যাঁহাদের আশ্রয় এবং সেই পরমজ্ঞানই যাঁহাদের সাধন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম কহে। হিন্দু এবং ব্রাহ্ম এতদুভয়ে কোন প্রভেদ নাই। যিনি হিন্দু হইব সঙ্কল্প করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনি যে অনুদিন আনন্দময় হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দুত্ব ও ম্লেচ্ছত্ব ব্যক্তিগত ভিন্ন পুরুষ-পরম্পরাগত নহে। হিন্দুত্ব সাধন ব্যতীত কখনও সিদ্ধ হয় না।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের ভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, হিন্দুত্বই সভ্যতা, হিন্দুত্বই ভদ্রতা, হিন্দুত্বই উন্নতি। আত্মজ্ঞান আশ্রয় করাই আনন্দময় হইবার একমাত্র উপায়; মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, পিতৃপুরুষেরা আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, আমরাও করি, এবং পরপুরুষেরাও করিবেন। পিতৃপুরুষগণ সেই আত্মজ্ঞান প্রচার ও সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, আমরাও আছি, এবং পরপুরুষেরাও থাকিবেন। মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ; শঙ্করাচার্য্য, লুথর, পার্কার, রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, আপন আপন জ্ঞানে যাহা হিন্দুত্ব বুঝিয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞান প্রচার ও সাধনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ব্যাস, জৈমিনি, কপিল, কনাদ প্রভৃতি আর্য্যদার্শনিকগণ; প্লেটো, পিথাগোরস, মিল, কোমত, হ্যামিল্‌টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ; সত্যব্রত সামশ্রমী, হরিকিশোর তর্কবাগীশ, রামধন তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ; কেশব-চন্দ্র সেন (কালকবলে), শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বর্ত্তমান প্রচারকগণ আত্মজ্ঞান প্রচার এবং সাধনের উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন। মনুষ্য অবশেষে যখন বুঝিতে পারে যে, আস্তিক নাস্তিক, ক্ষুদ্র মহৎ, ছোট বড়, লম্বা বেঁটে, মোটা সরু, তুমি আমি, ইনি উনি, তিনি, এ, ও, সে সকলেই আত্মজ্ঞান প্রচার ও সাধন করিতেছে তখনই আভ্যন্তরিক পশুর ছেদন হইয়া নবজীবন লাভ করে, ইহাকেই দ্বিজত্ব বা পুনর্জন্ম প্রাপ্তি কহে।

পাঠক! অব্যর্থ, অমোঘ, সুদর্শন,

"আত্মজ্ঞান"

অসিতে "পশুবধ" সমাধা হইল।

শাক্ত কি শুধু গাঁজেল, ভাঙ্গী? কামতত্ত্ব যাহার আলোচ্য বিষয়, কখনও ব্যভিচার অঙ্গ ছাড়িতে পারে না, সুতরাং গাঁজা ভাঙ্গ ত্যাগ ক নাইতে পারে না। পাঠক! নানা রকমে নানা কথা বলেছি, ক্রুদ্ধ হইবেন না, বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা।

মহামেলা উপলক্ষে একত্রিত জগদ্বাসী !

ভাঙ্গীর উপহার আত্মজ্ঞান-রত্ন এবং পতিত ভারতের মূল্য কত ? ভাই মনুষ্য ! তুমি ;—

পবিত্র হিন্দুত্ব সাধন কর ।

খাম্বাজ আড়াঠেকা।

১

"মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

২

ভারত ভূমির তুল্য, আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর যোনি এই ভূমি, বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন, নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৭

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল, করিতে কি ভয় ?
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাদেব! উপসংহার কালে একবার এস বাবা, পিতঃ, তুমি নাকি শ্মশানে মশানে বেড়াইয়া থাক, কিন্তু কৈ? শিব হে;—

"প্রাণ আকুল হল।
না হেরিয়ে প্রভু তোমারে;
মন যে কেমন করে, প্রকাশিব কেমনে বল।
আমি সহিয়ে অনেক দুঃখ, চেয়ে আছি তব মুখ,
আশা মনে পাব পরিত্রাণ;
দুঃখ পাসরিব হে (তোমায় হেরে)
হায় সেদিন কবে হবে নাথ!
করি দয়াল নাম সংকীর্ত্তন, আনন্দে হব মগন,
প্রেমধারা নয়নে বহিবে,
তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে!
সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে,
রূপ হেরি জুড়াব নয়ন, (অপরূপ রূপ-মাধুরি হে)
অনিমেষ নয়নে।
নামামৃত পান করি, আনন্দে দিবা শর্ব্বরী
ভক্তিভাবে সেবিব চরণ,
মনের আশা পূর্ণ কর হে। (সকল পরিহরি হে)
দয়াময়! সেই বিচিত্র মূরতি,
যাহা প্রাণ ভরে কভু দেখি নাই নাথ!
বড় সাধ মনে হে; (প্রাণ ভরে হেরি)
আমি অপরাধী পাপেতে মলিন,
পাপান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে হে!
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, আশা পূর্ণ কর হে,
দেখা দিতে যে হবে;

(পাপী উদ্ধারিতে দেখা দিতে যে হবে)

তোমার অদর্শনে, বাঁচিব কেমনে,

(পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবে হে)

আর নাহি সুখ এই পাপ জীবনে।

নাথ, তোমা বিনে সকলি আঁধার হে ;

ওহে জীবনে মরণ সম, আছি নাথ চির দিন হে ;

কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে ;

আর সহেনা কাতর প্রাণে, দয়া কর দীন জনে,

দেখা দিয়ে পুরাও বাসনা ; (আর কিছু চাহি না নাথ)

এই পাপ-জীবনে কবে দেখা দিবে হে বল।”

“শঙ্কর মুরহর কুরু ভব-পারং।

হে হরি হর হর দুষ্কৃতি-ভারং॥”

হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র

বা

আত্মতত্ত্ব।

মাঘ ৩য় সংখ্যা। সন ১২৯১ সাল।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত। যথা,—সকাম ও নিষ্কাম। পাঠকবর্গ! পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা সংস্কার না জন্মিলে, সকাম ও নিষ্কামের লক্ষণ করা কঠিন। আপনাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবাত্মা কামনাসাধনশূন্য হইলে দেহে বাস করেন না, এদিকে নিষ্কাম শব্দের অর্থ (নি র্নাস্তি কামো যস্য) অর্থাৎ যাহার কামনা নাই, এ অবস্থায় জীবিত ব্যক্তির সম্বন্ধে নিষ্কাম শব্দ প্রয়োগ করাই যাইতে পারে না। যদি জীবিত কোন ব্যক্তি নিষ্কাম পদবাচ্য না হইল, তাহা হইলে অনর্থক তৎসম্বন্ধে ভেদজ্ঞাপক সকাম শব্দেরই বা ব্যবহারে প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যখন প্রাচীনেরা উল্লিখিত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়াই আত্মজ্ঞানের বিভাগ করিয়াছেন, তখন তৎপরিবর্ত্তে স্বাধীনভাবে অন্য শব্দ ব্যবহার করিতেও আমার অধিকার নাই। ব্যবহার করিলেই বা প্রাচীনতত্ত্বদর্শিগণ স্বীকার করিবেন কেন? এ জন্যই আমাকে বলিতে হইল যে, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দ্বারা সংস্কার না

জন্মিলে সকাম ও নিষ্কামের লক্ষণ করা সুকঠিন। যদি কোন লক্ষণ করা যায় তাহা নির্দ্দোষ হইতে পারে না, আবার দোষাশ্রিত লক্ষণ করিতে হইলে, দার্শনিক সম্প্রদায় একবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, সুতরাং সকাম ও নিষ্কামের কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ না করিয়া উহার ভাব যতদূর যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে অন্য প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

তত্ত্বদর্শিগণ মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কাম জীবাত্মার গুণ, জীবাত্মা বিনষ্ট না হইলে উক্ত গুণ কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রাচীনেরা কামনা নাই ইহা বুঝাইবার জন্য নিষ্কাম শব্দের প্রয়োগ করেন নাই; বোধ হয়, যাঁহারা সংসারে ব্রহ্মাত্মা ব্যতীত অন্য কোন বাহ্য পদার্থের কামনা করেন না, তাঁহারা নিষ্কাম শব্দ দ্বারা তাঁহাদিগকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আহার, নিদ্রা, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মের কামনা করে না, কেবলমাত্র ব্রহ্মাত্মার কামনা করে, এরূপ অবস্থা মনুষ্যের পক্ষে বিরল, সুতরাং উপরোক্ত নিষ্কামের ব্যাখ্যা প্রচুর নহে। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মাত্মার সংযোগ ব্যতীত অন্য বাহ্য পদার্থ সংযোগে আনন্দ লাভ করা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা বাহ্য ভোগ ও সুখ লাভের প্রবৃত্তি না করিয়া, অনুদিন নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করেন তাঁহাদিগকেই নিষ্কাম বলিয়া স্বীকার করা যায়! যাঁহাদের বাহ্য পদার্থ সংযোগে বাহ্য আনন্দ উপভোগে প্রবৃত্তি নাই, বরং উত্তরোত্তর বিরাগ প্রদর্শন করাই প্রবৃত্তি, তাঁহাদের কামও অর্থনাশক পদার্থের উদয়ে দ্বেষের উদয় হয় না, যদিও হয় তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি করেন। এতাবতা অনেকে বলেন যে, যাঁহারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম যাজন এবং বৈরাগ্য সাধন করেন তাঁহাদিগকেই নিষ্কাম বলা যায়। নিষ্কাম ভাবাপন্ন নাস্তিক সম্প্রদায় প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কামের উপরোক্ত লক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মতত্ত্ব বা বিশেষ কোন পরতত্ত্বের প্রতি ইচ্ছার স্থিরতা না জন্মিলে মনুষ্য নানাবিধ বাহ্য কামনা-সাধন প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে

পারেন না, কারণ, তাঁহারা কি অবলম্বন করিয়া কাম প্রবৃত্তির বিষম উত্তেজনা নিবারণ করিবেন? ফলতঃ, যাঁহাদের ঈশ্বর বা পরকাল প্রভৃতিতে বিশ্বাস নাই অথবা যাঁহারা বিশেষ কোন পরতত্ত্বের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নিষ্কাম ধর্ম্ম যাজন সুবিধাজনক নহে।

যাঁহাদের নানাবিধ বাহ্য কামনা-সাধনের প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাদের ভবিষ্যতে স্বার্থ-লাভের জন্য অবশ্যই আশা আছে, অতএব স্বার্থপরতা নিষ্কাম তত্ত্বের ঘোর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। নিঃস্বার্থ পরোপকার উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান ব্রত। নিষ্কাম সম্প্রদায়, কর্ম্মফল লাভের আশায় কোন কর্ম্ম করেন না। যে সমস্ত পদার্থ আহার করিলে শুক্র ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া কামশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ধন-সঞ্চয়-ইচ্ছা এবং প্রকৃতি-জাতির সহিত প্রণয় বন্ধনই সংসারের প্রধান বন্ধন, উহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম যাজনের প্রধান বাধক, এজন্য প্রকৃত নিষ্কামগণ ধন-সঞ্চয় ইচ্ছা বা বিবাহ করেন না। * লোকালয়ে বাস করিলে, সাংসারিক নানাপ্রকার মায়ায় আবদ্ধ হইতে হয়, এই জন্য উচ্চশ্রেণীর নিষ্কামগণ বাসের জন্য মনুষ্য সমাগম-শূন্য বিজন বন এবং পর্ব্বত গুহা প্রভৃতির প্রতিই সবিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, যখন অগ্র পশ্চাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কালগ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন মনুষ্যের অভিমান নিরর্থক। কয় দিনের জন্য সংসার? কিসের জন্য অভিমান? অভিমানী ব্যক্তির ন্যায় অপদার্থ জীব সংসারে আর নাই। নিষ্কাম সম্প্রদায় নিরহঙ্কার; ইহাদের মতে ঐহিক ভোগ

* যদিও কোন কোন মহাজনের মত আছে যে, যৌবনে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরের প্রজা সৃষ্টি করায় কোন দোষ নাই, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর নিষ্কামগণ এই মতের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের মতে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাবধাতে উক্ত বন্ধন ছেদন বা কাম প্রবৃত্তির সংযমের চেষ্টা অপেক্ষা প্রথম হইতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগের চেষ্টাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।

সুখে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন নিতান্তই হীনবুদ্ধির কর্ম্ম। ইঁহাদের প্রায় সমস্ত কর্ম্মই পারত্রিকের মঙ্গল জন্য। নিষ্কামগণ কর্ম্মকাণ্ডে যাহা কিছু আচরণ করেন, তন্নিবন্ধন মনুষ্যের মনোমালিন্য উপস্থিত হয় না, এজন্য হিন্দু ধর্ম্মের নিষ্কাম শাখাই প্রাচীনগণ কর্তৃক নির্ম্মল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যাঁহারা পারত্রিকের ন্যায় ঐহিক ভোগ সুখের প্রার্থনা করেন এবং বাঞ্ছকামনা সাধন বিষয়ে যাঁহাদের প্রবৃত্তিই মার্গ তাঁহাদিগকে সকাম কহে। নিষ্কামগণ সংসারের প্রধানবন্ধন বিবেচনায় প্রকৃতি-জাতি হইতে দূরে অবস্থান করেন, পক্ষান্তরে সকামগণ বলেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি জীবের দুই প্রধান শ্রেণী, প্রকৃতি-জাতির সাহায্য ও সহযোগ ব্যতীত পুরুষ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, কোন বিষয় জ্ঞান পূর্ব্বক আলোচনা করিতে হইলে পরস্পরের বিশেষ সহানুভূতি অত্যাবশ্যক, নতুবা কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি একদেশদর্শিতার পরিচয় দেওয়া ব্যতীত, সংসারের যাবতীয় ভাব কখনই উৎকৃষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইঁহাদের মতে পৃথিবীতে দাম্পত্য সম্বন্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট সম্বন্ধ আর নাই। উক্ত সম্বন্ধ সংঘটনের পূর্ব্বে মনুষ্যের সংসারাভিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেওয়া অনুচিত। সকাম সম্প্রদায় সাহঙ্কার; "জিঘাংসন্তং জিঘাংসিয়াৎ" এই তাঁহাদের বীজমন্ত্র; নিন্দা ও প্রশংসা, দণ্ড ও পুরুষকার জীবনের প্রধান ব্রত। ইঁহারা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি* আশ্রয় এবং সাধন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে স্ত্রীজাতির মান্য রক্ষা বিশেষ কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত। ইঁহারা মানীর মানচ্ছেদ এবং শিরশ্ছেদ উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

* যে গুণ থাকিলে প্রভুত্ব, প্রাধান্য, ঈশ্বরত্ব ইত্যাদি সংস্থাপিত হয়, তাহাকে ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি কহে। ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি পর্য্যায়, যথা অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামবসায়িত্ব।

সকামগণ কর্ম্মফল লাভের আশায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইঁহারা আত্মকৃত যত্নের ফল অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্যকে দান করিতে পারেন বটে, কিন্তু যেখানে স্বকৃত যত্নের যথাযোগ্য পুরস্কার নাই, কেবল বৃথা পরিশ্রম সার, সেই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহে যত্ন করা ইঁহাদের অনুমোদিত নহে। সকাম সম্প্রদায় ন্যায়ানুগত স্বার্থরক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যাঁহাদের শক্তিই উপাস্য এবং যাঁহারা পুরুষার্থের রক্ষক, তাঁহাদের পক্ষে সকাম ধর্ম্মপথই উৎকৃষ্ট, নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রণালী নির্ম্মল হইলেও উহা বীর্য্যহীন কাপুরুষের পক্ষেই বিহিত।

সকাম সম্প্রদায় মাদক দ্রব্য ব্যবহার দূষ্য জ্ঞান করেন না, কারণ মত্ততাই মনুষ্যের নিবিষ্টতা। যে যতদূর কর্ম্মে নিবিষ্ট, সে ততদূর কর্ম্ম-সাধনে তৎপর সুতরাং আনন্দময়। কিন্তু যাঁহার স্বাভাবিক মত্ততা আছে, অনর্থক মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কৃতব্যাধি সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অন্যায়। যাহার কোন ব্যাধিকর্ত্তৃক বা অন্য কারণে মত্ততা বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে, তাহার মত্ততার প্রয়োজন হইলে, মাদক দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যেমন অন্যান্য আহার্য্য পদার্থও অবিহিত পরিমাণ সেবন করিলে আনন্দ রক্ষা না হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মাদক-দ্রব্যও অবিহিত পরিমাণ সেবন করিলে আনন্দ রক্ষা না হইয়া বিনষ্ট হয়। বস্তুতঃ সকাম মতে মাদক দ্রব্যের অবিহিত পরিমাণ গ্রহণ বা নিষ্প্রয়োজনে গ্রহণ দূষণীয়, ইহা ভিন্ন মাদকদ্রব্য গ্রহণই দূষ্য নহে। নিষ্কামগণ মাতাল ও কামুকদলের সংশোধন জন্য নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য উপদেশ দিতে জানেন না, কিন্তু সকামগণ প্রবৃত্তি রক্ষা করিয়া বিহিত উপায় এবং পরিমাণ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন, এ অবস্থায় মাতাল ও কামুকদলের সংশোধন পক্ষে নিষ্কামের নীতি ও প্রণালী অপেক্ষা সকামের নীতি ও প্রণালী যে অধিক ফলপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। সকাম গুরুগণের একটী বিশেষ উপদেশ এই, যে পুরুষ যে প্রকৃতির সহিত প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া

দাম্পত্য ধর্ম্মযাজন করিতেছে, বেশ্যা বা কুলটা যে কোন অভিধানে অভিহিত হউক, তাহাদের পরস্পর দাম্পত্য ব্যবহার রক্ষা করাই উচিত। সমাজ তাহাদিগকে দম্পতি বিবেচনা না করিয়া যে কোন কুৎসিৎ নামে অভিহিত করুক না কেন, সেই ভ্রম সমাজের ব্যতীত দাম্পত্য ধর্ম্মের নহে। ভারতবর্ষীয় সকামগুরুগণ যাহাদের শুক্র ধাতুর প্রকৃতির বিকৃতি হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, বিশেষতঃ যাহাদের মূত্রত্যাগকালে ফেন উদ্গত হয় না এবং মল সলিল মধ্যে মগ্ন হইয়া যায় তাহাদিগকে সকাম ধর্ম্ম যাজনের অনধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাঠকবর্গ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়া বুঝান কঠিন, তথাপি যতদূর যাহা বুঝিতে পারিয়াছি সংক্ষেপে বলিলাম। যাহা কিছু বলিলাম তাহা সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমার মতে যাঁহারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম যাজন এবং বৈরাগ্য সাধন করেন তাঁহাদিগকে নিষ্কাম এবং যাঁহারা "জিঘাংসন্তং জিঘাংসিয়াৎ' এই মন্ত্র যাজন এবং ঐশ্বর্য্য সাধন করেন তাঁহাদিগকে সকাম কহে। ইহাই উল্লিখিত দ্বিবিধ ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক উৎকৃষ্ট লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষের সকাম ও নিষ্কাম দুইটী প্রধান শাখা, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম যথাক্রমে উহাদের প্রশাখা স্বরূপ। পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যকে সকাম বা নিষ্কাম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব এই নাম পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যের প্রতি ব্যবহার করা যাইতে পারে না। এতদ্দেশে প্রাদুর্ভূত মহাজনগণ শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম নাম দিয়া যে বিশেষ সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রণালী প্রচার এবং প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাই শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে অভিহিত। উক্ত ধর্ম্মমতের উপাসকদিগকেই শাক্ত ও বৈষ্ণব বলা যায়। ইহারা আস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত। শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে এমন অনেক নীতি আছে যে, যাহা ভিন্নদেশ প্রচলিত সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মে নাই, এবং ভিন্ন দেশ প্রচলিত সকাম ও

নিষ্কাম ধর্ম্মে সে সমস্ত নীতি আছে, হয়ত তাহার অনেক নীতি শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে নাই। যেমন শাক্ত ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীহত্যা নিষিদ্ধ, কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রীলোকেরও প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে সকাম ও নিষ্কাম নামে বিশেষ কোন ধর্ম্ম প্রচলিত নাই, যাহা আছে তাহাই শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাবিধ সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রণালী প্রচলিত আছে উহার সহিত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গবাসীর কোন সম্বন্ধ নাই। ইউক্লিডের (Postulate) স্বীকৃত বিষয়গুলির ন্যায় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কতকগুলি স্বীকৃত বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, শাক্ত ধর্ম্মানুসারে পশুবধ (পাঁঠা কাটা) বৈধ হিংসা মধ্যে গণ্য এবং বৈষ্ণবগণ বিবাহ করিয়াও নিষ্কাম শ্রেণীতে পরিগণিত ইত্যাদি।

সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন নহে, কারণ সকাম ধর্ম্মে হিংসার ব্যাপ্যত্ব ভিন্ন ব্যাপকত্ব নাই। মনুষ্যের পক্ষে সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মপথের মধ্যে কোন্ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমাজ অনুসন্ধান করিলে উভয় পথেরই যথেষ্ট পথিক দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় সকাম ধর্ম্মের মূল ন্যায়ানুগত হিংসা পরিবর্জ্জিত হইলে, সংসারে কখনই শান্তি বিরাজ করিতে পারে না। পাঠকবৃন্দ! প্রথমতঃ আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, একটী ব্যাঘ্র জনস্থানে প্রবেশ করিয়া গো, মনুষ্যাদির হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইল, আমরাও অহিংসা পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে তাহার প্রতিহিংসা না করিয়া নিবৃত্ত থাকিলাম। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে? ব্যাঘ্র অচিরে জনস্থানকে মরুভূমি করিয়া যথেচ্ছ প্রদেশে চলিয়া যাইবে। নিষ্কাম পক্ষসমর্থনকারী কোন কোন তার্কিকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহারা বলেন যে, কোন ব্যাঘ্র তোমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য তুমি তাহাকে বিনাশ করিলে, তাহাতে তোমার হিংসা করা হইল না। যদি একটী

জীবের প্রাণদণ্ডও হিংসা মধ্যে পরিগণিত না হইল, তবে যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা হিংসার অর্থ কি ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ কেহ আমার অঙ্গুরীয়কটী অপহরণ করিল, আমি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া প্রতিহিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিলাম, তখন যে সে ক্রমে ক্রমে আমার অন্যান্য দ্রব্যও অপহরণ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এবম্বিধ অবস্থা ঘটনা হইলে গৃহস্থাশ্রম রক্ষা হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম বিনষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আশ্রমও বিনষ্ট হইয়া যায়। দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি দণ্ডের ভয়ে যতদূর দমিত থাকে, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ভয়ে কখনই ততদূর থাকে না। তাহাদের জন্য দণ্ডবিধি থাকা আবশ্যক এবং সেই সমস্ত দণ্ড পরিচালনার নিমিত্ত দণ্ডবিধানকর্ত্তার অস্তিত্বও থাকা আবশ্যক।

যাঁহারা শক্তি উপাসক তাঁহাদিগকে শাক্ত কহে। শাক্তগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে বীর ও পশু সম্প্রদায়ই প্রধান। উভয় শ্রেণীর শাক্তই প্রয়োজন মতে ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির আবাস স্থান, এবং মনুষ্যের ব্যভিচার ধর্ম্ম পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিবার উৎকৃষ্ট স্থান বেশ্যা ও কুলটালয়ে ভ্রমণ ততদূর দূষ্যজ্ঞান করেন না। তাহারা বলেন যে, বেশ্যা ও কুলটালয়ে ভ্রমণ করিলেই যে আত্মপবিত্রতা নষ্ট হয় তাহা নহে, আত্মপবিত্রতা রক্ষা একটী স্বতন্ত্র কথা এবং উহা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। বীর সম্প্রদায় শত্রু কর্ত্তৃক সহস্রবার নিপীড়িত হইলেও আত্মরক্ষা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ অরক্ষণীয় কারণ ভিন্ন তাহাদের শাসন জন্য মন্ত্রণা এবং কৌশল অবলম্বন করা ব্যতীত অস্ত্র গ্রহণ করেন না। নিন্দা ও প্রশংসা এই সম্প্রদায়ের প্রধান ব্রত। ইহারা মন্ত্রগুপ্তি * ধর্ম্ম পালন করেন। বীর সম্প্রদায়

* যাঁহারা ঈসপের গল্প পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কোন সময়ে দুই জন চোর কোন বণিকের দোকানে প্রবেশ করিয়া একজন একটী ঘটী চুরি করতঃ অপরের

শঠে শঠ, কপটে কপট এবং সরলে সরল হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যে স্ত্রী যে চরিত্রের তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি মাতৃবৎ তাঁহার সহিত মাতার ন্যায়, যিনি ভগ্নীবৎ তাঁহার সহিত ভগ্নীর ন্যায়, যিনি দুহিতৃবৎ তাঁহার সহিত দুহিতার ন্যায়, যিনি রসিকা তাহার সহিত রসিকের ন্যায় ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ই মদ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ বেশ্যা ও কুলটা পর্য্যন্ত উপাসনা করেন। উল্লিখিত বেশ্যা ও কুলটা উপাসকগণ সাধারণ লম্পট দলের ন্যায় যথেচ্ছাচার নহেন; ইহাঁরা নির্ণীত কামনার বিরুদ্ধে বা অবিহিত উপায়ে কোন কর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন না। এই সম্প্রদায়ই স্ত্রী ও পুরুষের প্রণয়-সম্মিলন অর্থাৎ বাহ্য কামতত্ত্বের উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং পরীক্ষক। তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মধ্য দিয়া কোন ব্যক্তির বেগে দৌড়াইতে হইলে যেমন হঠাৎ পদস্খলন হইয়া, আত্মবিনাশ সম্ভবনা, তদ্রূপ উপরি উক্ত ব্রতাবলম্বীদিগেরও পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আত্মবিনাশ সম্ভাবনা। এস্থলে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যের সম্বন্ধে অসাধ্য ও অসম্ভব কিছুই নহে। প্রাচীন হিন্দুগণ যেমন গোখাদকদিগকে ঘৃণা করে, মুসলমানগণ যেমন শূকরখাদকদিগকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ বঙ্গীয় শাক্ত সম্প্রদায়ও অহিফেন সেবকদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, কারণ অহিফেনে মত্ততা (নিবিষ্টতা) বৃদ্ধি না করিয়া অনিবিষ্টতাই বৃদ্ধি করে।

নিকট দিয়াছিল। বণিক একটী ঘটী অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ব্যতীত এখন এ দোকানে অন্য কেহ আইসে নাই, অতএব তোমরাই আমার ঘটী চুরি করিয়াছ। তাহাতে যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল সে শপথ করিয়া বলিল, ঘটী আমার নিকট নাই; এবং উহা যাহার নিকট ছিল, সে ব্যক্তিও শপথ করিয়া বলিল, আমি ঘটী চুরি করি নাই। মন্ত্রগুপ্তি শব্দের অর্থও অবিকল এতদনুরূপ অর্থাৎ সত্যের গোপন অথচ ঠিক মিথ্যা নহে।

পশু সম্প্রদায় শত্রু শাসনের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। দণ্ড ও পুরুষকার ইঁহাদিগের প্রধান ব্রত। জনস্থানে ব্যাঘ্র, মহিষ, শূকর বা অন্য জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত হইলে, ইঁহারা নিশ্চিন্তভাবে আলয়ে বসিয়া কাল হরণ করিতে পারেন না, তাহা হইলে ইঁহাদিগের স্বধর্ম্মের অন্যথা আচরণ করা হয়। পশু সম্প্রদায়ই যজ্ঞার্থে পশুবধ করিয়া থাকেন। শরীরের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য, ধৈর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, বাত, পিত্ত, কফাদি দোষের ক্ষয় এবং অগ্নিবৃদ্ধির জন্য ইঁহারা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কতকগুলি ব্যায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। আমি শাক্ত গুরুগণের প্রমুখাৎ যেরূপ অবগত হইয়াছি, তাহাতে মহর্ষি বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণই পশ্বাচারের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শ। রামের চরিত্র, লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃভাব, হনুমান অর্থাৎ মহাবীরস্বামীর প্রভুভক্তি, রাক্ষসকুলপতি দশাননের প্রতিজ্ঞা এবং স্ত্রী জাতীর পক্ষে সীতার সতীত্ব প্রভৃতি সমস্তই পশ্বাচার ধর্ম্মের অনুকরণীয় আদর্শ। ইঁহাদিগের শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং বলবত্তা এই তিনটী গুণ আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আত্মমান্যরক্ষা, স্বদেশ হিতৈষিতা, বা পালক প্রভুর হিত সাধন প্রভৃতি কার্য্যে, শত্রুর মস্তকচ্ছেদনে অথবা আত্ম-হৃদয়-শোণিত দানে ইঁহারা অণুমাত্রও ভীত বা সঙ্কুচিত নহেন। পশ্বাচার সম্প্রদায় পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং কখনও মদ্য ব্যবহার করেন না। ইঁহারা স্বাভাবিক মত্ততার পক্ষপাতী। পশ্বাচারের সমস্ত রীতি, নীতিই দেবভাবাপন্ন এজন্য উক্ত আচারই হিন্দুশাস্ত্রে দেবতুল্য আচার বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বীর ও পশু সম্প্রদায় কখনও পরস্পরের সহানুভূতি পরিত্যাগ করেন না, কারণ পশুবল প্রয়োগ বা কেবল মন্ত্রণা ও কৌশলে সর্ব্বকার্য্য সুসিদ্ধ হয় না, এতদ্দেশে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহারা একত্র বাস করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। পাঠকবর্গ! আপনারা কৌতূহল পরবশ হইয়া

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যে সম্প্রদায়ে সমস্তই দেবভাব বিরাজমান তাঁহারা পশু এবং যে সম্প্রদায়ের মন্ত্রগুপ্তি প্রভৃতি কুটিল ভাব বিরাজমান তাঁহারা বীর নামে অভিহিত হইবার তাৎপর্য্য কি ? ইহার উত্তর এই যে শাক্ত ধর্ম্মই বীর ধর্ম্ম, তন্মধ্যে বীর সম্প্রদায় জ্ঞান বীর এবং পশুসম্প্রদায় পশুবীর। বীরসম্প্রদায় জ্ঞান মহাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শত্রু শাসনের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করেন না সুতরাং তাঁহারা জ্ঞানবীর এবং পশু সম্প্রদায় শত্রু শাসনের জন্য পশুবল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (জুতিয়ে সোজা করিয়া থাকেন) অতএব তাঁহারা পশুবীর নামে অভিহিত। শাক্ত মাত্রের শুক্র সাধন একটী প্রধান ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ক্রিয়াদ্বারা শুক্র ধাতু প্রকৃতিস্থ থাকে এবং বিকৃতি ভাবাপন্ন শুক্র প্রকৃতিস্থ হয় তাহা আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাক্ত সম্প্রদায় আস্তিক হইলেও প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরের প্রতি একটীং দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা তাঁহাদের মত নহে।

নিষ্কাম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে যৌবনে বিবাহ করিয়া ঈশ্বরের প্রজা সৃষ্টি করায় কোন দোষ নাই, তবে প্রথমেই যাহারা কাম-প্রবৃত্তির সংযম করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগে মত্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমতঃ সকামের কথঞ্চিৎ ভাব রক্ষা না করিয়া পারেন না, কিন্তু তাহা হইলেও কোন শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজা বা সমাজের আশ্রয় গ্রহণ অথবা পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করা ব্যতীত স্বয়ং কোন প্রকারের প্রতিকার কার্য্যে লিপ্ত হন না। কেহ কপোলে চপেটাঘাত করিলে অন্য কপোল ফিরাইয়া দেওয়া উচিত ইহাও এই সম্প্রদায়ের মত। বৈষ্ণবগণ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে যথাসাধ্য অহিংসা পরম ধর্ম্মের ভাব রক্ষা করিয়া চলেন, বৃদ্ধ বয়সে পত্নীকে যোগ্য পুত্র বা বিশেষ কোন আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া অথবা কাম-প্রবৃত্তির সংযম করিয়া বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। মৎস্য মাংসাদি যে সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য জীব হিংসা-

দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে অথবা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে শুক্রধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া কামশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, বৈষ্ণবের পক্ষে সেই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। হিংসা-সম্বন্ধে বৈষ্ণব গুরুগণ উপদেশ দিয়া থাকেন যে, সমাজ বা পরিবারে যে কেহ হিংস্র রাক্ষসভাব অবলম্বন করুক না কেন, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র রাক্ষস ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মাকে কখনই কলুষিত করিতে পারি না এবং ইহা কোন বৈষ্ণবেরও উচিত নহে। বৈষ্ণব মহাজনগণ মদ্যপায়ী এবং বেশ্যাভোগরসিকদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজনের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ ! শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সকাম ও নিষ্কাম শাখার প্রশাখা স্বরূপ, সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম বুঝাইতে যাহা যাহা বলিয়াছি, অন্যান্য বিষয়গুলি তদনুরূপ, অতএব বর্ণনাবাহুল্য অনাবশ্যক। হিন্দুধর্ম্ম এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যতদূর যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে একপ্রকার বলিলাম। কিন্তু প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম কি ? উহার উন্নতি এবং অধঃপতন কি রূপে হইল, সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু বলি নাই, সুতরাং এখন তাহাই কিঞ্চিৎ বলিব। ভারতবর্ষে নানা সময়ে নানাপ্রকার সকাম ও নিষ্কাম তত্ত্বোপদেশক গ্রন্থ প্রচারিত হয়, উহা অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করিলে নানাবিষয় অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম কি ? বুঝিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্র কি ? ইহাই বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। অতএব তাহাই কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পদার্থ সম্বন্ধে যখন কোন জ্ঞান প্রথম প্রমেয় বলিয়া প্রমাণ হয়, তখনই কেবল প্রমাজ্ঞান নামে অভিহিত হয়, কিন্তু উত্তরকালে উহাই স্মৃতি শব্দে বাচ্য হইয়া থাকে। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে স্মৃতিবিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তাহাকে স্মৃতিশাস্ত্র কহে। স্মৃতিশাস্ত্রের নামান্তর ধর্ম্মশাস্ত্র। সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, মনুষ্য ক্রমেই নানা পদার্থের সহিত পরিচিত

হইয়া তাহাদিগের ধর্ম্মও অনেকাংশে অবগত হইয়া উঠিল। প্রথমে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কতকগুলি প্রমেয় ভাব অপ্রমেয় রূপে এবং অপ্রমেয় ভাব প্রমেয়রূপে নির্ণীত না হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না, কিন্তু কাল সহকারে প্রমাণ ও পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া ঐ সমস্ত ভ্রম ভাবের পরিবর্ত্তন হইল এবং মনুষ্য অনেকগুলি প্রমেয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। আত্মজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মায় একরূপ নহে, আমার মতে যাহা পবিত্র, অন্যের মতে তাহা অপবিত্র, আবার যাহা অপবিত্র, হয় ত তাহাই পবিত্র, এইরূপ অন্যের মতে যাহা পবিত্রাপবিত্র, আমার মতে হয় ত তাহাই অপবিত্র এবং পবিত্র, এবম্বিধ মতপার্থক্য প্রযুক্ত প্রথমতঃ মনুষ্যের, বিশেষতঃ এতদ্দেশবাসি-গণের যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই।

এই সময়ের পরে মহাতপা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতিতেজস্বী ভগবান মনু প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি সমাজের অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যদিও আত্মজ্ঞান প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মায় নিহিত আছে, তথাপি বিচারশক্তি সকলের সমান নহে, সকলে প্রত্যেক বিষয়ের মর্ম্ম তুল্যরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং কষ্ট পায়। এতদ্ধেতু সেই দয়াশীল মহর্ষি অজ্ঞানের দুঃখ দূর করণাভিলাষে সমাজে প্রচলিত স্মৃতি এবং আপন জ্ঞানে যতদূর যাহা অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা ভৃগু এবং মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে উপদেশ করিলেন। মনুর প্রিয় শিষ্য ভৃগু তপোধন উহা একত্র লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বিবেচনা করতঃ লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। ভগবান মনু বক্তা এবং তপোধন ভৃগু লেখক, এই সমবেত পরিশ্রমের ফলই অস্মদ্দেশে মনুসংহিতা বা মানব সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ *। মনুকি অপ্রমেয় বিষয় প্রমেয় বলিয়া

* মনু সংহিতায় লিখিত আছে যে, ভগবান মনু ব্রহ্মার নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া ভৃগু ও মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত সংহিতা প্রচার সম্বন্ধে আমি সহজ বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিযুক্ত অনুমান করিলাম তাহাই লিখিলাম।

নির্দ্দেশ করেন নাই ? তিনি কি অভ্রান্ত ছিলেন ? ন্যায় বিচারে তাঁহার ভ্রম থাকা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও অতি অল্প। তিনি যে দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যবস্থা গুলি যে সেই দেশের বিশেষ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহাহউক, অনেক মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মানব সংহিতা অধ্যয়ন করিলে এবং মনুর ব্যবস্থা পালন করিলে পশুবৎ মনুষ্যও প্রকৃত মনুষ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়। মনু এতই সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবস্থাগুলিও এতই সারবান হইয়াছিল যে, সাধারণের সংস্কার জন্মিয়াছিল মনুবাক্য লঙ্ঘন করাই পাপ এবং উহার পালনই পুণ্য। মনুষ্য ভ্রমের অধীন হইলেও চক্ষুরোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তি যেমন ডাক্তার ম্যাকনামারার ব্যবস্থা অবজ্ঞা করিয়া ভায়া ইনান্দীর (জনৈক মূর্খ চিকিৎসকের) ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ মানব সংহিতা প্রকাশিত হইলে পর কেহ মনুর ব্যবস্থা অবজ্ঞা করিয়া তৎসাময়িক ভায়া ইনান্দীর তুল্য কোন লোকের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।

যিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করুন না কেন, হয়ত তাহার কতকগুলি সর্ব্ব-কালে, সর্ব্বদেশে, সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে সমান উপযোগী হয়, কিন্তু কতক-গুলি কাল, দেশ, পাত্রগত অবস্থানুসারে ভিন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত-পার্থক্য থাকাহেতু কালসহকারে অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণও এক এক খণ্ড স্মৃতি প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন। তাহার পরে অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক কতকগুলি উপস্মৃতি এবং স্মৃতিসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত স্মৃতিগুলির অন্তর্গত ব্যবস্থার কতকগুলি মনুর মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য ; কতকগুলি আংশিক ঐক্য, দুই একটী বা বিপরীত। মনুসংহিতা প্রকাশিত হইবার পরে যে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াই সম্ভব কিন্তু মনুর ব্যবস্থাগুলি এতই উৎকৃষ্ট যে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ একবাক্যে ভগ-

বান মনুকেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলি মনুর ব্যবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হইলেও কাল, দেশ, পাত্রের উপযোগী বলিয়া ভারতের স্থানে স্থানে আদৃত হইয়াছিল। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাই তাহাদিগের প্রদত্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন যুক্তি প্রদান করেন নাই, উহা অনেকাংশে প্রচলিত আইনের পদ্ধতিতে লিখিত। যদিও স্মৃতি শাস্ত্রে প্রকাশ্যভাবে কোন যুক্তি থাকা দৃষ্ট হয় না, তথাপি উহার ব্যবস্থাগুলি যে সমস্তই যুক্তি-মূলক তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে দুই এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি অর্থাৎ যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ গুরুপাতক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, যথা অমুক বা অমুক কর্ম্ম করিলে তত্তুল্য পাতক হয়। শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের এবম্বিধ ভাবে স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিবার তাৎপর্য্য কি তাহা তাঁহারাই জানিতেন অনুমানে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে কি আছে? তাহার উত্তর এই যে, মনুষ্য জীবনে যে কোন ক্রিয়া আচরণ করিয়া থাকে এবং যে কোন পদার্থের সহিত সংযোগ, সমবায় ও পরম্পরা সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া থাকে তাহার কোন্‌টী কাম্য বা অকাম্য হীন, বা পবিত্র, কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উপদেশ সকল উহাতে নিবদ্ধ আছে। মূলশাস্ত্রের বিধান এবং উল্লিখিত স্মৃতির ব্যবস্থা পালনই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম এবং যথেচ্ছাচারিতাই ম্লেচ্ছত্ব বা ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম।

প্রাচীন গুরুগণ মূল গ্রন্থ এবং স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, এবং সদ্‌গুরুর শিষ্য হইয়া আপনার পবিত্রতা এবং ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি করিতেন। যখন আপনাকে উপযুক্ত বোধ করিতেন তখন শিষ্যকেও দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিতেন। কোন ব্যক্তি শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে গুরুগণ অগ্রে তাহার প্রবৃত্তি সকাম বা নিষ্কাম, কোন পথের দিকে ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতেন। স্বয়ং সকাম, শিষ্য নিষ্কাম কিম্বা স্বয়ং নিষ্কাম,

শিষ্য সকাম প্রবৃত্তির হইলে, কদাচ তাহাকে দীক্ষা দিতেন না কারণ আত্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কেহ কোন ধর্ম্ম যাজন করিতে পারে না সুতরাং শিষ্যেরাও এবম্বিধ অবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ করিত না। পরস্পরের মত ঐক্য হইলেই দীক্ষা প্রদত্ত হইত। যে ব্যক্তি আত্মপ্রবৃত্তি সকাম বা নিষ্কাম কোন পথের দিকে নির্ণয় না করে এবং আত্মপ্রবৃত্তির বিপরীতে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় আত্মবঞ্চক কোথায়ও নাই। গুরুগণ দীক্ষা প্রদান করিয়া স্বধর্ম্মের পরিচায়ক কতিপয় চিহ্ন ধারণ করাইতেন। কারণ কেহ দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নশীল হয় না, এবং চিহ্ন ধারণ না করিলে সংশোধনের মূলীভূত নিন্দুক সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিবার পথ প্রশস্ত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি ধর্ম্মযাজনাভিলাষী সে দীক্ষা গ্রহণ বা চিহ্ন ধারণে আপত্তি করিতে পারিত না। গুরু বা শিষ্য, যে কেহ হউন না কেন, আপন কর্ত্তব্য ধর্ম্ম পালনের ব্যভিচার হইলে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি সাধন করিতে হইত, অন্যথা সমাজ হইতে পতিত হইতে হইত। পাতিত্য এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান প্রবল থাকায়, প্রাচীন কালে লোক প্রায় বিপথে ধাবিত হইতে পারিত না।

মূলশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রযুক্ত বহুসংখ্যক প্রমেয় বিষয় গুরুগণের আয়ত্ত হইত এবং নূতন কোন বিষয় উপস্থিত হইলেও তাঁহারা যত সহজে পরিণাম নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেন, অন্যে ততদূর হইত না, কাজে কাজেই লোকে গুরুবাক্যের প্রতি সবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। প্রাচীন কালে পাতিত্যের নিয়ম অতিশয় প্রবল থাকায় গুরুভাবাপন্ন মহাত্মা ব্যক্তি ব্যতীত কোন হীনকর্ম্মা লঘু ব্যক্তি গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। গুরুগণ মূল বা ধর্ম্মশাস্ত্রের কূট প্রশ্ন স্থলে যুক্তি এবং তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতেন, শাস্ত্র হইতে শিষ্যকে সকাম বা নিষ্কামের স্মৃতি ও নীতি বাছিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাঁহাদেরই কার্য্য ছিল, শিষ্যগণ গুরুকে আদর্শ করিয়া আপনাদের চরিত্র গঠন করিত। সাধা-

রণ লোক অর্থাৎ সংসারে শিক্ষা দ্বারা যাহাদের গুরুত্ব জন্মে নাই, আপনাদের ভ্রমাধিক্য এবং বিচারশক্তির অল্পতা বিলক্ষণ বুঝিত, তন্নিবন্ধন কথায় কথায় যুক্তি শাস্ত্রের অধীন হইয়া আপনাদের হঠকারিতা দেখান অপেক্ষা মহর্ষিবাক্য এবং গুরু উপদেশ পালন করাই শুভ সাধনের বিহিত উপায় বিবেচনা করিত এবং ইহা হইতেই প্রাচীন হিন্দু সমাজ অভ্যুন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতন হইয়াছে। অধঃপতনের যতগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তন্মধ্যে কতিপয় লঘুব্যক্তির গুরু পদাধিকার এবং সমাজনেতৃত্ব ভার গ্রহণ একটী প্রধান কারণ। হিন্দুত্ব ইহাঁদিগের নিকট সাধনের বিষয় নহে, প্রায়ই পৈত্রিক স্বত্ব উত্তরাধিকার করিয়া হিন্দু, শাস্ত্রাধ্যয়নের বিশেষ কোন ধার ধারেন না এবং গুরুগিরি একটী ব্যবসায় বিশেষ করিয়া তুলিয়াছেন। (পাঠক মহোদয়! প্রাচীন গুরুবংশে কোন মহাত্মা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন না, ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে)। ইঁহারা দীক্ষা প্রদান কালে শিষ্যের সকাম বা নিষ্কাম প্রবৃত্তির পরীক্ষা অণুমাত্রও প্রয়োজনীয় বোধ করেন না, যে কোন রূপে হউক দীক্ষা দিয়া দক্ষিণা স্বরূপে নিজের বার্ষিক দুই টাকা আয়ের পথ প্রশস্ত হইলেই হইল। পূর্ব্বে যে সমস্ত অপকর্ম্ম হেতু পতিত হইতে হইত, তদপেক্ষা গুরুতর অপকর্ম্ম করিয়াও ইঁহারা পাতিত্য স্বীকার করেন না। শাস্ত্রের যে অংশে আত্মসুবিধা এবং সম্মান প্রাপ্তির বিধান আছে, তজ্জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু যে কর্ম্ম এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেই সমস্ত সুবিধা এবং সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য, সে দিকে দৃষ্টি মাত্রও করেন না। যে অন্ধ সেই পথপ্রদর্শক, যে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য সেই পরম-তত্ত্বোপদেশক, ইহাই অধিকাংশ গুরুনামধারী উল্লিখিত লঘুদলের বর্ত্তমান অবস্থা। এ হেন ঘৃণিত ভাব সমাজে কতদিন প্রশ্রয় পাইতে পারে? লোকের ভক্তিকাণ্ড ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইল, অথচ গুরুকে অব-

লম্বন করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজ, গুরুভক্তি লোপের সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছাচারের স্রোত প্রবল হইয়া ধর্ম্ম এবং সমাজ উভয়ই সাগরে ভাসমান হইল। গুরুত্ব ব্যক্তিগত, যাঁহার গুরুত্ব তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যায়, আপন গুণবত্তা ব্যতীত অন্যান্য ধন সম্পত্তির ন্যায় কেহ, উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে উহাতে অধিকারী হইতে পারেন না। হায়! সমাজ কত দিনে সদ্‌-গুরুর অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করিবে?

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে শাক্ত ধর্ম্ম বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে শুক্র সাধন বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ প্রদান এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। যে জাতির প্রায় পৌনে ষোল আনা লোক প্রমেহ এবং শুক্রমেহ রোগগ্রস্ত, সেই জাতির জ্ঞানী সম্প্রদায় শুক্র সাধন বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। হায়রে! এ অবস্থায় ভবিষ্যতে বংশ রক্ষার আশা কি? আহার এবং বিহার (সম্ভোগ) দুইটীই মানব জীবনে প্রধান ধর্ম্ম। কাম্য পদার্থের আহার দ্বারা বিশুদ্ধ শুক্র সঞ্চয় হয়, এবং বিহিত উপায়ে বিহার হেতুই উহার প্রকৃতির বিকৃতি না হইয়া রক্ষা পায়। বাহ্য ধনের আয় ব্যয় দৃষ্টি অপেক্ষা শুক্র ধনের আয় ব্যয় দৃষ্টি মনুষ্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। যাহার শুক্র-ধাতু বিকৃত সেই নিস্তেজ, অলস, অকর্ম্মণ্য এবং কাপুরুষ। প্রাচীন শাক্তগণ ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন বলিয়াই পুত্রাদিকে শুক্র-সাধন বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। উহা তাঁহাদিগের নিকট ঘৃণা বা লজ্জার বিষয় ছিল না, তন্ত্রাদি শাস্ত্রই সে সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। কিন্তু হায়! সে দিন, সে কাল চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ এ বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পান না। তাঁহারা কি জানেন না যে, মনুষ্য বাহ্য কামতত্ত্বে পশ্বাদি অপেক্ষাও ঘৃণিত? উহারা যে সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে না, মনুষ্য তাহা অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতে পারে? মনুষ্য পশ্বাদি অপেক্ষাও ঘৃণিত, হায় ইহা কি লজ্জার কথা নয়? অশিক্ষিতের সঙ্গে তুলনায় শিক্ষিতের গুরুত্ব অধিক, ইহা সকলেরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা

উচিত। সে যাহা হউক, যতদিন দেশীয় জ্ঞানিগণের এবিষয়ে চৈতন্য না জন্মিতেছে, ততদিন তাঁহারা বিষম ভুল করিতেছেন।

অপর একটী কথা। বর্ত্তমান বর্ষে ধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। নবীন ব্রাহ্মদল উহার এক বিশেষ পক্ষ ছিলেন। নবীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম কি? তাহা জানি না, তবে তাঁহাদের সংসর্গ বশতঃ যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহারা নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে প্রাদুর্ভূত প্রাচীন মহর্ষি এবং মহাজনগণের মতানুসারে চলেন, কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ কি স্বদেশী কি বিদেশী, প্রাচীন কিম্বা আধুনিক, মহর্ষি ও মহাজনগণের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য মহৎ বটে, সন্দেহ নাই। নবীন ব্রাহ্মগণ যদি সম্পূর্ণ নবা মত প্রচার করিতে আরম্ভ না করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এত দিন দেশের অনেক উপকার করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক, নবীন ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব বা যে কোন নিষ্কাম সম্প্রদায় হউক, সকলেরই এক বিশেষ রোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহারা প্রাচীন কালের লোকদিগের ন্যায়, সকাম সম্প্রদায় হইতে দূরে অবস্থান না করিয়া, তাঁহাদিগকে উদরে জীর্ণ করিতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব যে দেশের সমস্ত লোক ডোর কৌপীন পরিধান ও বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে আর ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির আশ্রয় ছাড়িয়া দিবে। হায় রে! যাঁহারা সমস্ত দেশকে নেংটী পরাইবার জন্য যত্নশীল তাঁহারাই কি দেশহিতৈষী? নিষ্কাম ধর্ম্ম নির্ম্মল হইলেও যে ধর্ম্মে কেহ জুতাইয়া দিলে নীরবে থাকিতে হয়, সেই ধর্ম্মে সকলের মনোমালিন্য উপস্থিত না হউক অনেকের হইয়া থাকে। হুইস্কি ফ্লেশ ভক্ত অভিমানী সকাম সম্প্রদায়, কখনও ডাল চচ্চরির প্রিয় সখা নিরভিমানী নিষ্কাম সম্প্রদায়ের উদরে জীর্ণ হইবে না, ইতিহাস কোন দিনই এ বিষয়ে সাক্ষী দেয় নাই, কখনও দিবেও না। যদি কোন মহাত্মার ধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে চেষ্টা থাকে, তিনি যেন সকাম ও নিষ্কাম

ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা না পান, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিশ্চয়ই বিফল হইবে। বৈপরীত্য হইতেই জ্ঞান। শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মনীতির দ্বন্দ্ব ভাব হইতেই বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম-জ্ঞান পরিপক্ক ছিল, উল্লিখিত দ্বন্দ্ব ভাবের অস্তিত্ব ব্যতীত ধর্ম্মজ্ঞান কখনই পুনর্ব্বার পরিপক্ক হইবে না। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সম্বন্ধে যত্নবান, তাঁহাদের অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ করা উচিত, তাহার পরে বিশেষ সভা ও সমিতি করিয়া কাল, দেশ, পাত্রের অনুপযোগী ব্যবস্থাগুলির সংস্কার এবং নূতন পরিচিত পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা বিধান করা উচিত।

"শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং ;
হে হরি হর হর দুষ্কৃতি ভারং ॥"

হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র

বা

আত্ম-তত্ত্ব।

চৈত্র ৪র্থ সংখ্যা। সন ১২৯৩ সাল।

বঙ্গে যে সমস্ত অদ্ভুত পঞ্চানন্দ বাস করেন, তন্মধ্যে শ্রীবিশ্বনিন্দুক একজন। সময়ে সময়ে আসরে দেখা দিয়া কর্ত্তব্য সমাধানান্তে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহাকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিলে ষ্টেজের ভিতর ও বাহিরে হাসির বাহার ধরে না, সেই অদ্ভুত পঞ্চানন্দকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত দেখিয়া অনেকেই অনুমান করিতেছেন, বুঝি তাঁহার লীলা সাঙ্গ হইয়াছে। ভাই পাঠক, গাঁজা ভাঙ্গ সমাধা হইয়াছে বটে, কিন্তু হুইস্কি বাকি, ভারত এখনও আনন্দে হল হল ঢল ঢল হয় নাই। যদি সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রোগ্র্যাম ভাল করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে ইহা বলিয়া আমাকে আপাততঃ এ খেজালত পাইতে হইত না। ঈশ্বরানুগ্রহে বিশ্বনিন্দুক আজিও শ্রীবিশ্বনিন্দুক, তাঁহার লীলা সাঙ্গ বা ৺ত্ব প্রাপ্তি সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। যে হুইস্কির জন্য সর্ব্বদা মন খুঁৎ খুঁৎ করে, তাহা বা অপূর্ব্ব আনন্দ সুধা পান করাইয়া ভারতকে আনন্দ ধামে লইয়া যাইবার জন্য পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলাম। শ্রীবিশ্বনিন্দুকের

গুরুত্ব বা মর্য্যাদা কেহ বুঝিল না, এ আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। যদি চিন্তাদ্বারা ভারতের হু হু ধু ধু দুঃখ দাবদাহ নিবৃত্তির উপায় স্থির করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে কেনই বা গুরুত্ব ও মর্য্যাদা স্বীকার করিবে। বিশ্বনিন্দুক সন্তান থাকিতে ভারত মাতা দুঃখে রোরুদ্যমানা, এ আক্ষেপ রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাই না। হায়—

"কত কাল পরে বল ভারত রে
দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদয় দিলে।
পর হাতে দিয়ে ধন রত্ন সুখে
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন আনন রে
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপশিখা নগরে নগরে।
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন ভাজন শোধ শিরে।
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাত খুঁড়ে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
পুঁজি পাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পবে, কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত্ত ধনে দুর-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে
তুমি আজ্‌ও দুঃখে তুমি কাল্‌ও দুঃখে।

নিজ ভাল বুঝে পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তা৹ দিলে।
বিধি বাদ হলে পরমাদ ঘটে
পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হলে কি হতে চলিলে
অবিবেক বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুঃখ
পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।"

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

যদি কৃপাময়ীর কৃপা থাকে, তাহা হইলে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় বা ঘোর তিমিরে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। ভারতকে কখনই রসাতলে যাইতে দিব না। সকলে অনুগ্রহ করিয়া শাক্ত সন্তানের শক্তি পরীক্ষা করুন্। ঘোর নেত্রাভিষ্যন্দ বিকার উপস্থিত হইয়া ভারতবাসীর জ্ঞান-চক্ষু হইতে অনবরত রক্ত ও পুঁজ পড়িতেছিল, যে দিকে মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি থাকা উচিত, সেই অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিশক্তি বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। সমস্তই অন্ধকার বিবেচনা হইত। কোন্ দৈবাস্ত্র গ্রহে বলিতে পারি না, হিন্দুবিজ্ঞান সূত্র ৩য় সংখ্যা বা আত্মজ্ঞান প্রকাশের পর হইতে দেশীয় সংবাদ বা সমালোচক পত্রসমূহে যে প্রকার ধর্ম্মান্দোলন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যেন উপশমের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু দোষ নিবৃত্তি বা অন্ধকার এখন৹ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয় নাই। যাহা এখনও বাকি শ্রীবিশ্বনিন্দুক প্রদত্ত অঞ্জনে শীঘ্রই উপশম বা দূরীভূত হইবে, কেহ ভাবনায় অধীর বা আকুল হইবেন না। যে রক্ষা কবচ ভারত বক্ষে বাঁধিবার আশায় দীর্ঘকাল হইল, শ্মশান, মরুভূমি মহো! কেবল বনে বনেই বেড়াইতেছি, অদ্য তাহা ভারত বক্ষে ঝুলাইয়া দিয়া শাক্ত সন্তান নামের সার্থকতা সম্পাদন করিব। শাক্তগণ

ইতিপূর্ব্বে আনন্দময়ী মৃত-সঞ্জীবনী সুধা সংযোগ করতঃ মৃত্যুঞ্জয় মহামন্ত্রের সাধনা করিত। উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায় হইলেও এখনও যায় নাই। ভারত! যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয় হইতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে একবার বিশ্বনিন্দুকের মৃত-সঞ্জীবনী সুধা পান কর। ভাই সকল বিশ্বনিন্দুক কেবলই পাগল নহে।

জগত্তারিণী জগদম্বে! ভজন পূজন জানি না মা, ভক্তকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিও না, ক্রোড়ে করিয়া লজ্জা নিবারণ করিও।

ভারত সন্তানগণে করিব উদ্ধার।
সফল হবে কি শিবে এ আশা আমার॥
অকৃতী অধম আমি না জানি পূজন।
কৃপাকরি কৃপাময়ী দিও শ্রীচরণ॥
দীন তারা দীনে তার, পতিত ভারতে।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি ভারতে, জগতে॥
দৈত্যকুল অত্যাচার হয়েছে যখন।
দানবদলনি দুর্গে করেছ দলন॥
দহন করিছে সদা দুরন্ত দানব।
বুঝিতে পারি না কিসে নেত্র অন্ধ তব॥
চামুণ্ডে "প্রকাণ্ড পণ্ড" করিতে সংহার।
চায়, মাগো, রাজাপদ সন্তান তোমার॥
মাতাল তনয় করে পূজার প্রচার।
কলিতে কালিকে কুরু কলুষ সংহার॥
অকূল সংসারে তুমি তরী তরিবার।
পদ তরী দেও কিনা দেখিব এবার॥
তামস-বরণী কালী এই ভিক্ষা চাই।
তিমির-হারিণী তুমি বুঝে যেন "ভাই"॥

হর্ষহীন আর্য্য সুতে করিব উল্লাস।
সফল করিও মাগো নাই অন্য আশ॥
আছে কিবা শক্তি যদি নাহি কর দয়া।
তব দাস পাবে কি না অভয় অভয়া॥
অপূর্ব্ব আনন্দ সুধা করিব প্রদান।
হউক আনন্দময় ভারত সন্তান॥
ভারত পাতালে যায় থাকিতে মাতাল।
হও মা সদয় দাসে ঘুচুক জঞ্জাল॥
দাও দেখি দয়াময়ী দাস শিরে পদ।
পায় কিনা পায় দেখি ভারত সম্পদ॥
ঘুচাবে কি ত্বরা তারা ভারত যন্ত্রণা।
পাষাণী পাষাণ মেয়ে হউক করুণা॥

বিশ্বনিন্দুকের পাগলামি বা মাতলামিতে জগতের উপকার বা অপকার ...জ্ঞমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র কোন্ ব্যক্তির অন্তরে ...ক প্রকার ভাবের উদয় করিয়াছে বলিতে পারি না। যদিও কোন কোন ...হাত্মা উৎসাহ দিয়াছেন কিন্তু উহা যে কতিপয় ব্যক্তির বক্ষে শেল স্বরূপ ...ইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রমাণ আমি পাইয়াছি। মনের আবেগ অসহ্য ...াধে এক ব্যক্তি লেখনী মুখে খুব এক হাত ঝাল ঝাড়িয়াছেন। তিনি ...ন্দু বিজ্ঞান সূত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকারের পিতৃপুরুষ তুলিয়া ...ঙ্গিত করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই, এবং এ অভাবের দিনে বিজ্ঞান ...ত্রের কল্যাণে কি জন্য পৈতৃক অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ ...লব করিয়াছেন। ভায়ার লিপিচাতুর্য্যেই বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি ...দসীবনবিহারী, মৎস্য মাংসে অরুচি ভাবাপন্ন বৈষ্ণবকুলসম্ভূত একজন ...চূামণি। গ্রন্থের সমালোচনায় গ্রন্থকারের পিতৃপুরুষ তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে ..., এ অদ্ভুত নীতির শিক্ষাদাতা কে বুঝিতে পারিলাম না। ঈদৃশ

Churlish ব্যবহার হিন্দু সন্তানে কখনও দেখা যায় না, রে হিন্দু কুল কুলাঙ্গার এতদূর অসঙ্গত বেয়াদবি কেন? বিশ্বনিন্দুক পিতৃকুলের জল-পিণ্ডের আশা পৈতৃক মস্তক বলিদান বা পৈতৃক অর্থের শ্রাদ্ধ করে কেন? তাহা তুমি বা তোমার ন্যায় দুই একটি মূঢ় বুঝিতে না পারিলেও ঈশ্বর দয়া করিয়া যাঁহাদিগকে বুদ্ধি ও বিবেক দিয়াছেন, তাঁহারা চিরদিন বুঝিতে পারিবেন। ভায়া পুস্তকের টাইটেল পেজ, ২য় সংখ্যার দৃশ্যপট ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আত্মতত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ বা আত্ম-জ্ঞানের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে অণুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। সে দিকে মস্তক ঘূর্ণিত হয় কি না সন্দেহ, কেবল শার্দ্দুল দর্শনে ফেরুপালবৎ "ফেউ ফেউ" করিয়া বিরক্ত করিয়াছেন এবং জেঠাম সুরে "হুইস্কি, সম্বন্ধে "আর কাজ নাই" উপদেশ দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। মূঢ়ের কথায় বিশ্বনিন্দুক হুইস্কি প্রদান করিতে নিবৃত্ত হইবে এ দুরাশা কেন? নাবালকের তাড়নায় সুধাদানে নিবৃত্ত হইয়া জীবনের মহাব্রত কখনই ভঙ্গ করিতে পারি না।

পাঠকবৃন্দ শাক্ত ও বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের কোন কথা অত্র সংখ্যায় উল্লেখ করা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সুনীতি-বীরের অন্যায় আস্ফালন এবং বাক্-পটুতায় মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জ্ঞানী মাপ করিবেন, মশকের ভোঁ ভোঁ রব অসহ্য জন্য কালে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াও আবার বাল্য ভাব ধারণ করিতে হইল। গুরু ও মহাজনদিগের মতানুসারে শাক্ত ও বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব নাবালক ধর্ম্ম—পথিক দলের নাবালকী বলিয়া পরিগণিত। আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একটা নাবালকের নিতান্ত ইচ্ছা; কি করি, নিরুপায় হইয়া অগত্যা এ বৃদ্ধকালে আবার কিছু নাবালকী হাত দেখাইতে হইল।

প্রকৃত নিষ্কাম সাধুর সংখ্যা সংসারে অল্প কিন্তু নাবালক কুলের প্রসাদে দল পুষ্টির ব্যাঘাত নাই। উহাদের অস্তিত্ব জন্যই নিষ্কাম ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ সমাজে উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। যদিও পেচক-

গম্ভীর ভায়ারা গাল ফুলাইয়া আপনাদিগকে নিরভিমানী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শাক্ত সন্তান কিছুতেই টলিবার নহেন। যেহেতু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভায়াদের অভিমান ষোল কলা সম্পূর্ণ। কপোলে চপেটাঘাত করিলে সত্য সত্যই যদি কেহ পাঠার ন্যায় হইয়া আঘাত সহ্য করে, তাহাতে দ্বন্দ্বের কারণ ত কিছুই দেখিতে পাইনা। গোপনে অভিমান টুকু আছে বলিয়াই যত দ্বন্দ্ব, যত অনর্থ এবং যত গণ্ডগোল। বহুদিন গত নয়, যখন এদেশে ধর্ম্ম চর্চ্চা ছিল, তখন কতকগুলি লোক অন্তরে নিষ্কামত্ব থাকুক বা না থাকুক, বাহ্য বেশ গ্রহণে ক্রটী প্রকাশ করিত না। মুখে সর্ব্বদা কেবল কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণ কথা, গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা, তুলসীবনেই সর্ব্বদা বিচরণ, ছাপা ও তিলকে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া অপূর্ব্ব চিত্রব্যাঘ্র সাজিয়া থাকিতেন এবং সারাদিন মালা টপ্ টপ্ করিয়া নানা ফাঁদে নানা ছাঁদে, এবং নানা মতে প্রেম ও ভক্তি বিতরণ করিতেন। মর্ম্মজ্ঞ শাক্ত সন্তানগণ যখন প্রাণে অসহ্য বোধ করিতেন, তখন তাঁহারা সেই সকল নিরামিষাশী, নিঃস্বার্থ পরোপকারী, মহিমাসাগরদিগের প্রেম ও ভক্তি বিতরণাদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের স্বরূপ অভিনয় করিয়া জব্দ এবং চূড়ান্তরূপে আক্কেল শিক্ষা দিতেন। ইদানীন্তন কালে নিষ্কামদলে কতকগুলি চাঁই জুটিয়াছেন, আন্তরিক কষ্ট বা লজ্জা যে কারণেই হউক নানা ছলে ছুতায় নিষ্কামের পবিত্র বেশ ডোর কৌপীন পরিধান বা ছাপা-তিলকাদি ব্যবহারের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া ছদ্মবেশ অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতি সুচতুর ব্যক্তির পক্ষেও ইহাদিগের স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য। এই সকল লোক বা রোগ কর্ত্তৃক নিষ্কাম ধর্ম্ম যতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে, তত আর কিছুতেই নহে। নিষ্কাম গুরুদিগের নিষ্কাম ধর্ম্ম অটুট রাখিতে হইলে ছদ্মবেশীদিগকে শাসন করা উচিত। আর যদি কেহ শাসনের বশতাপন্ন না হয়,

আত্ম-শিষ্য প্রশিষ্যের সংস্কার রক্ষার অনুরোধে উঁহাদিগকে বর্জ্জন করা উচিত।

বিশ্বনিন্দুক নিষ্কাম ধ্বজ-পতাকাধারী উল্লিখিত ভণ্ড, প্রতারক, ছদ্ম-বেশী মহিমসাগরদিগের নামের উদ্দেশ, কোন্ কথায় কোন্ ছন্দে কতবড় প্রবন্ধে করিবেন, ভাবিয়া স্থির পাইতেছেন না ; কিন্তু ভাই বঙ্গবাসী কিছু দিন হইল, স্বরূপ ব্যাখ্যার সুর তুলিয়াছেন। যথা, গোঁজমোহন। আমিও বলি তথাস্তু। ৮ শারদীয় মহাপূজা দুর্গোৎসবের সময় শ্রীশ্রীদুর্গা প্রীতির জন্য দীর্ঘ শ্মশ্রুল অজরাজদিগের শুভাগমন হইয়া থাকে। তাহারা টিপ্ দিতে বড়ই মজবুৎ। কিন্তু যতই বিক্রম হউক না কেন, দাড়িটী ধরিতে পারিলেই কথাটী নাই, শুধুই কেবল ম্যা ম্যা, ঠাস্ ঠাস্ চড়াও আবার ঐ ম্যা ম্যা। শ্রীমান্ গোঁজমোহন কুলের মধ্যে এইরূপ কতক গুলি লম্বা লম্বা দাড়িবিশিষ্ট আছেন ; যখন তাঁহারা বেয়াদবির চোটে জ্বালাইতে আরম্ভ করেন তখন মনে হয়, বাম হস্তে দাড়িটী ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে গালে এক চড়, ম্যা করিতেই দ্বিতীয় একটী, তার পর যতক্ষণ চিত্তের আক্ষেপ নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ এ গালে ও গালে ঠাস্ ঠাস্ জোড়া কত বা কতকগুলি চড় দিয়া রুচি আক্কেল, এবং বিদ্যা প্রচার প্রভৃতির চরম শিক্ষা দেই। কিন্তু মাতা ভারতেশ্বরী দুকুড়ি পাঁচ আইন করিয়া ভয়ানক বাধা জন্মাইয়াছেন, সে যাহা হউক, THE গোঁজমোহন কিছু ঘাস্ খাবে কি ? একবার এস, টিপ্।

নিষ্কাম ধর্ম্ম Theoretical, অনেকের পক্ষেই উহা Practical নহে। যে সাধনা যোগী ঋষিদের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল, চাঁই ভায়ারা কিরূপে উহা অনায়াসসাধ্য করিয়া ফেলে বুঝিতে অক্ষম। হা কৃষ্ণ, হো কৃষ্ণ, হা পরমাত্মা, হো পরমেশ্বর করিয়া মিট মিটাইত স্তিমিতনেত্রের জল ও নাকের জলে এক করিয়া মিনিট ৫।৬ রুমাল ও চাদর নষ্ট করা অভ্যাস করিতে পারিলেই কি নিষ্কাম সাধুর জীবন লাভ করিতে পারা যায় ?

ভায়াদের বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বলিহারি যাই! গোঁজমোহনত্বে আস্থা না থাকা হেতুই ভারত বিষাদসাগরের অতল জলে ডুবিল। গোঁজমোহন হইতে না পারিলে বুঝি আর ধর্ম্ম হয় না? পরম পিতা পরমেশ্বর কি গোঁজমোহন কুলেরই একচেটিয়া? হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র অতি সূক্ষ্ম সূত্ররূপে প্রকাশিত হওয়ায় শাক্তগুরু ও মহাজনগণ মুক্তি ও সাধনের যে বিশেষ পথ দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্তৃতরূপে বলা ঘটিল না। বিবৃতি ব্যতীত অন্তরের সে আক্ষেপ দূর হইবার নহে। সে যাহা হউক ;—

শ্রীগোঁজমোহন হবে শাক্তের তনয়।
"নিবাইতে এ অনল বিলম্ব কি সয়॥"
তত্ত্ব কথা শুন সবে ভেবে দেখ মনে।
ভারত হয়েছে মাটী শ্রীগোঁজমোহনে॥

গোঁজমোহন কুলের প্রশ্রয় এবং আধিক্য ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের একটী মুখ্য কারণ, ভরসা করি, সহৃদয় সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

বঙ্গে চৈতন্যদেবের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রতিভাশালী নিষ্কাম মহাপুরুষ কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি সকলেরই প্রণামযোগ্য। কিন্তু সত্যানুরোধে বলিতে হইতেছে যে, তিনি ধর্ম্ম প্রচার কালে তিলি, মালী, কামার, কুমার প্রভৃতি নবশায়ক এবং হেলে জেলে প্রভৃতি দেশের কতকগুলি ইতর শ্রেণীর উপর নিজ আধিপত্য বিশেষরূপে বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহারাই শিষ্য প্রশিষ্য হইয়া তৎপ্রচারিত ধর্ম্মমতের আধিপত্য বিশেষরূপে স্বীকার করা ব্যতীত দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি উন্নত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রায় পনের আনা লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হন নাই। কাহারও সন্দেহ হইলে তন্নিবারণ জন্য ব্যয় বা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটী সেন্‌সস গ্রহণ করিতে পারিলে এ সত্য অনায়াসে এবং নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইতে

পারে। এতদ্দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম সংসারে চিরদিনই প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে নিষ্কাম ধর্ম্ম সংসারত্যাগী কতিপয় উদাসীনের আশ্রয় স্থল এবং সমাজের ইতর, দরিদ্র, কাপুরুষ শ্রেণীই উহার প্রেমে গদ গদ; তদ্ব্যতীত ভদ্র, ধনবান্ বা বীরপুরুষদিগের অধিকাংশ ব্যক্তিই সকাম ধর্ম্মের আশ্রয়তলে দণ্ডায়মান, তাঁহারা নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ নহেন।

প্রকৃত নিষ্কাম সাধুগণ লীলাময়ের লীলা, সকাম ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা আপনাদের সাধ্যায়ত্ত বিবেচনা বা সেই অনর্থক চিন্তায় কালাতিপাত করেন কি না সন্দেহ। কিন্তু গোঁজমোহন ভায়াদের ভাবনায় নিদ্রা নাই, তাঁহারা মোহবশে লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া মধ্যে মধ্যে অচল ও অটল বিশ্বাসে জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, নেংটী জোড়া দিয়া ফাঁসি রজ্জু প্রস্তুত করতঃ তাঁহারা একদিন সকাম ধর্ম্মকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবেন। একদিন নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রবল হইয়া সকাম ধর্ম্মকে গ্রাস করিবে। নিষ্কাম ধর্ম্ম নির্ম্মল বটে কিন্তু উহা লোপ হইলেও সৃষ্টি রক্ষা হইতে পারে। পক্ষান্তরে সকাম ধর্ম্মের অস্তিত্ব ব্যতীত সৃষ্টি কখনই রক্ষা হইতে পারে না। সকাম ধর্ম্মই সৃষ্টি রক্ষার মূল। ভায়াদের প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম ধর্ম্মে আস্থা ভক্তি বড়ই কম, অথচ বিড়ালতপস্বী সাজিয়া মুখে বলিয়া থাকেন যে, বুঝি বুঝি বুঝিতে পারি না, দেখি দেখি দেখিতে পারি না, ধরি, ধরি ধরিতে পারি না, সেই ত মধুর নিষ্কাম ধর্ম্ম, নিষ্কাম ব্যতীত সকাম ধর্ম্মের আবার বিধি ব্যবস্থা কি? হায় রে যে ধর্ম্ম লইয়া সৃষ্টি এবং সৃষ্টিরক্ষা তাঁহার বিধি ব্যবস্থা উঠিয়া যাউক, আর যাহা প্রায়শঃ ব্যক্তির সম্বন্ধে Practical নহে, তাহার জন্য ভাবিয়া খুন হও। পাগল কি আর গাছে ধরে? বুদ্ধির এবম্বিধ প্রাখর্য্য জন্যই বুঝি বঙ্গবাসী গোঁজমোহন নাম রক্ষা করিয়াছেন। চৈতন্য দেবের ন্যায় মহাপুরুষও যে সকাম ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হন নাই, ইদানীন্তন কালে কোন চাঁই যেতাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন এ আশা

কখনই করা যাইতে পারে না। জীবের অর্দ্ধেক প্রকৃতি কুল গৌজ-মোহন রোগে রুগ্ন পুরুষকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, প্রকৃতি কুল সহায় থাকিতে সকাম ধর্ম্মের উচ্ছেদ চিন্তা মূর্খের কল্পনা বই আর কি হইতে পারে।

যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ তাঁহার তন্মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রকৃত অনাসক্ত ভাবে ধর্ম্মোপার্জ্জন করা উচিত। দলাদলিতে সময় নষ্ট বা অধর্ম্মের বৃদ্ধি করা কখনই উচিত নহে। মোহ ভ্রমে সকাম দলকে চিমটী কাটিতে গেলেই নাবালকগণ কিছু আক্কেল শিক্ষা দিবেন, তাহাতে বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। সৃষ্টি লোপের পূর্ব্বে সকাম ধর্ম্মের বলিদান অসম্ভব। সৃষ্টি লোপ হইলে সে চিন্তা করিবার কাহারও কারণ থাকিবে না।

বর্ত্তমান কালে সকাম ধর্ম্ম ভারতে নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ দৃষ্ট হইবার কারণ এই যে ব্রিটিশ সিংহের রাজত্ব মহিমায় ভারতীয় প্রকৃতি পুঞ্জের সাংসারিক অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছে যে, মানুষ যে দিবসে দুইবার আহার করিয়া থাকে অনেকে তাহাও ভুলিতে বসিয়াছে। বহু লোককে অনিচ্ছা সত্বেও কৌপীন পরিধেয়রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে। সেই অপূর্ব্ব "শ্রীবাস" ধারণ করিয়া বাহাদুরী সাজে না, যেহেতু শক্তিহীনের শক্তি প্রকাশে যত্ন বিড়ম্বনা মাত্র। যদি কোন মহাত্মা দুরন্ত নেংটার আক্রমণ হইতে ভারত উদ্ধারের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তবে তিনি একজন বাহাদুর বটেন, তদ্রূপ কোন মহাত্মার প্রাদুর্ভাব হইলেই সকাম ধর্ম্ম পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিবে। যদিও নিষ্কামকুল পবিত্রতার আধার জ্ঞানে নেংটাকে সম্মান করেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা বড়ই অশ্রদ্ধার সামগ্রী। ভারত দুঃখে ব্যথিত হৃদয় কতিপয় দেশহিতৈষী মহাত্মা কেবল উহার দৌরাত্ম্য নিবারণই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু হায় কেহ এ পর্য্যন্ত মূলনির্ণয়ে সক্ষম হন নাই।

নেংটার কুলশত্রু শাক্ত সন্তান বি, এন, রায কি নীরবে বসিয়া থাকিবেন ? তাহা কখনও হইতে পারে না, একবার যথাসাধ্য মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিয়া কুলগৌরব রক্ষায় যত্নবান্ হইব।

ভাই পাঠক,মহামেলা কালে একটী বিজ্ঞাপন দিয়া ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ প্রকাণ্ড পশু বধে আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। মনে মনে আশা ছিল যে উপর্য্যুপরি দুইটী পশু বলিদান করিলাম, আপনাদের সাহায্যে তৃতীয় প্রকাণ্ড পশুবধ সমাধা করিতে পারিলেই ভারত আনন্দে হল হল ঢল ঢল হইবে। দীর্ঘকাল গত হইল কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখিলাম না, একটী তুচ্ছ ভাঙ্গীকে কেই বা সাহায্য করে, সে যাহা হউক অগত্যা একাকীই সেই মহাপশুকে ছিন্দি ছিন্দি ফট্ ফট্ মহামন্ত্রে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, শাক্তগণ শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারিবেন। ভাই সকল গাঁজায়, যে টিপ, যে টান, অমনই পটাস, তারপর ভাঙ্গ ত্রিলোচনের খাদ্য, ধীরে ধীরে ধীরে অবশেষে হুইস্কিতে ডোজের পর কতকগুলি ডোজ চাই, নতুবা মজা ক্রমে মজা তার পরে মজা নাই। নিরানন্দ যে প্রকার বিপুল বিক্রমে ভারত আক্রমণ করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ করা সহজ ও নিমিষের কর্ম্ম নহে, আনন্দে হল হল ঢল ঢল হইতে কিছু ধৈর্য্য ব্যতীত চলিতে পারে না। বিশ্বনিন্দুকের কীর্ত্তি হিন্দু বিজ্ঞান সূত্র পাঠে বহু লোকে বহু ভাবে হাসিয়াছেন, আবার হাসির জন্য বিমর্ষ দূর করিয়া প্রকৃত হর্ষের সঞ্চার জন্য হুইস্কি বা আনন্দ সুধা সহ উপস্থিত হইলাম, সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পান করিয়া চরিতার্থ করুন্।

প্রকাণ্ড পশুবধ।

(উদ্যোগ পর্ব্ব।)

জয় ভগবতী জয়, জয় ভবরাণী।

রক্ষ মা সন্তানে আজ বোতলে ভবানী॥

ভূতপূর্ব্ব বড়লাট রাজপ্রতিনিধি রীপণ ভারতের স্থানীয় শাসন বিধি আমাদিগের স্বায়ত্ত করিয়া দিয়া স্বাধীনতা দানের সূত্রপাত এবং আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেকাংশে বাধা বিপত্তির হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আমাদের আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় ইংরেজকে চির-দিনের জন্য একচীং রাখা অপেক্ষা আমাদিগকে অধিকার দেওয়াই সঙ্গত স্থিরীকৃত হইয়া কতিপয় বিষয় নির্দ্দেশে রাজাজ্ঞাও প্রচারিত হইয়াছে। রাজার "আদুরে ছেলে" রাজজাতি ইংরেজ সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কেহ অক্ষম, অসভ্য কাপুরুষ প্রভৃতি গুণবাচক বিশেষণে আমাদিগের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াও রাজাজ্ঞা প্রচারে বাধা জন্মাইতে পারেন নাই। ভারত যদি আপন তত্ত্ব আপনি পর্য্যালোচনা করিতে পায়, তবে আর ভাবনা কি? ভারত সক্ষম বা অক্ষম বুঝিবার পূর্ব্বে রাজার "আদুরে ছেলে" দিগের প্রসাদে আত্মশাসন কার্য্যে কতদূর পরিণত হইবে বুঝিতে এখনও বাকি, তাহা আজিও ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, গতিকেই আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। সে যাহা হউক রাজা যখন আমাদিগকে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়াছেন, তখন মধুর ললিতে একবার ;—

"কত আর নিদ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ।

নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ ঊষা আগমন॥

অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার, মঙ্গল জলধি জলে,
হতেছে চির মগন ॥
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে, ডাকেন ভারতমাতা,
পরি উজ্জ্বল বসন ।
উঠ বৎস প্রাণ সম, যত পুত্র কন্যা মম, কালরাত্রি অবসানে
উদিল সুখ তপন ॥
বিশাল বিশ্ব মন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধরে, বিশ্বাসের সার করে
কর প্রীতির সাধন ।
নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে, গল বস্ত্রে পূজ তাঁরে
যা হতে পেলে এদিন ॥"

অভাগা ভারত ! যে নরনাথের কৃপাহেতু আত্মতত্ত্ব বিচারে আমাদের লুপ্তপ্রায় স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির সূত্রপাত হইয়াছে, তাঁহাকে একবার ভক্তিভাবে প্রণাম কর। রীপণ ! তুমি ভারতের রাজ-প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে বিচরণসুখ অনুভব করিতেছ, আমাদের জন্মভূমির৷জন্য যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিদান হইতে পারে না এবং তাহা কখনই ভুলিবার নহে। পিতঃ, তোমার মঙ্গল হউক, তোমাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি ।

আহা, কি সুখের দিন, ভারতে স্বাধীনতার বাতাস বহিয়াছে, ভাই নিন্দুক সমালোচক দল তোমরা ট্যা ট্যাঁ করে এক খান করে তুলেছ বটে, কিন্তু সাবধান কেবল আহ্লাদে আটখানা হইও না,রাজ্যের নিন্দনীয় বিষয় গুলি দূর করিতে কোঁনরূপ চেষ্টার ক্রটী না হয়। ধার্ম্মিক চূড়ামণি রীপণের রাজ-প্রতিনিধিত্ব কালে আধ্যাত্ম ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব সমালোচনা করিয়াছি, অহো আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে রাজ-ধর্ম্মবিৎ পিতা ডফেরিণের রাজ-প্রতিনিধিত্বকালেই আমাকে রাজ-ধর্ম্মের সমালোচনা করিতে হইতেছে। ডফেরিণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি বৃটিশ

সিংহের নিন্দনীয় কোন দোষ থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া আমি অবশ্যই ভারতের মঙ্গল করিব। ইহা কি বাস্তবিক তাঁহার অন্তরের কথা? রাজা আত্মনিন্দা শ্রবণে অভিলাষী, ইহাতে বিশ্বনিন্দুক রায় কি নীরবে বসিয়া থাকিতে পারে? নিন্দুকের উপদ্রবে রাজ্যে নিন্দনীয় কিছু থাকিতে পায় না, ডফেরিণ তুমি নিন্দুকের সম্মান রক্ষা কবিতে জান কি? বৃটিশ সিংহ ভারতে নিন্দনীয় কেন পরিষ্কাররূপে তোমাকে বুঝাইয়া অবশ্যই পরিতৃপ্ত করিব। ভারতের তত্ত্ব ভারতবাসী যতদূর বুঝিতে বা বুঝাইতে পারে, অন্যে কখনই ততদূর সক্ষম নহে। ইংরেজ সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া যতই অভিমান করুন্ না কেন, আত্ম-বিদ্যা বা যে বৈদান্তিক জ্ঞান প্রভাবে মানব উন্নত হয়, যাহার সাহায্যে ভারতবাসী একদিন সভ্যতা ও উন্নতির উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, ইংরেজ সেই পরম রমণীয় আত্মতত্ত্ব বিদ্যার জানেন কি? এতদিন জ্ঞানকাণ্ডে বিচরণ করিতেছিলাম, কর্ম্মবুদ্ধি দেখাইবার অবসর পাই নাই। আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় ভারত কতদূর পরিপক্ক তাহা মাদৃশ একটী ক্ষুদ্র মাতালের কর্ম্মবুদ্ধির দৌড় দেখিলেই সমস্ত ভ্রান্তি দূর হইবার সম্ভাবনা।

রাজ্যাধিপতিদিগের ভ্রম জন্য ক্ষমা করা অভ্যাস বড় কম, সুতরাং রাজধর্ম্মের সমালোচনায় রাজবিধি সমূহে অভিজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমার রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞান বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যে রাজ্যে জন্ম ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত তাহার বিধি ব্যবস্থা কিছুই জানি না বলাও সঙ্গত হয় না। অভিজ্ঞান বিশেষ না থাকিলেও অনুভূতি আছে, রাজধর্ম্ম সমালোচনা পক্ষে উহা প্রচুর না হইলেও পশ্চাৎপদ হইব না, একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিব। জীব, জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটী পক্ষের সাহায্যে বিহঙ্গবৎ মোক্ষধামে উড়িয়া যায়, ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের কর্ম্মপক্ষ ছিন্ন প্রায় হওয়ায় আনন্দময় মোক্ষধামে উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে বটে কিন্তু এক পক্ষহীনতা প্রযুক্ত পরিণামে কেবল ভূমিতে পড়িয়া ছট্

ফট্ করে। ভারতেশ্বর যে প্রকার অন্ধবৎ রাজ্যশাসন করিতেছেন, যদি কোন অঞ্জন প্রয়োগে অন্ধতা দূর না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছি যে পদাশ্রিত কোটী কোটী জীব সমূলে বিনষ্ট হইল। মহামেলার সেই ভাঙ্গী বীর বিশ্বনিন্দুক ব্যতীত উপস্থিত মহাসঙ্কটে রহস্য ভেদ করিয়া রাজ্য-রক্ষা করে কাহার সাধ্য ? রাজার প্রতি প্রজার অনুরাগের অনুদিন যে হ্রাস দেখা যাইতেছে, রাজ্য সম্বন্ধে তাহা কখনও সুলক্ষণ বলা যাইতে পারে না। যে ঘোর বিপ্লব আশঙ্কা উপস্থিত তাহার মূলোচ্ছেদ মানসে মনের গোটা কত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

যে দুঃখ বা তাপ আমাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে, সমস্ত ভারত-বাসী আদৌ তাহাকে দুঃখ বলিয়া বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে দুঃখ বা তাপে সমস্ত ভারতবাসী দগ্ধ হইতেছে আমিও যে তজ্জন্য দগ্ধ হইতেছি, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে আমার অন্তরস্থ দুঃখগুলির মধ্যে কোন না কোনটী ভারতে ব্যাপক রহি-য়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকের অবস্থা অবলোকন ও পর্য্যালোচনা করিয়া যে আত্মদুঃখ ভারতে ব্যাপক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেছি। ভরসা করি কেশরীর চর্ব্বণ ব্যতীত মশকের দংশনকে অতিরঞ্জিত করিয়া সর্ব্বনাশের হেতু বলিব না, বিশ্বনিন্দুকের বাক্যগুলি সত্য বা প্রলাপ সকলে একবার বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের প্রধান সহায় ইংরেজ সম্প্রদায়, ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞানে মহাপণ্ডিত বটে কিন্তু অনুভূতি না থাকা হেতু, তাঁহারা ভারতের প্রকৃত সুখ দুঃখের অবস্থা অনুভব করিতে অক্ষম। অভিজ্ঞান ও অনুভূতি বিশিষ্ট পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতীত রাজ্যশাসনের কখনও সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না। সম্ভবতঃ এই কারণেই সভ্য রাজগণ বিজিতদেশে স্থানীয় শাসন বিধি অনুদিন স্থানীয় লোকের আয়ত্ত করিয়া দিতেছেন। হায়, রাজবুদ্ধির দোষে ভারতে রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে

অনুভূতিবিহীন ইংরেজগণ রাজ্যের প্রধান বিচারপতিত্ব এবং ব্যবস্থাপকত্ব-পদ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন ইহাতে অনর্থ কেনই বা সম্ভূত না হইবে? ইংরেজ এবং আমরা এক মনুষ্য জাতি হইলেও পরস্পরের বিলক্ষণ ভেদ আছে। সেই ভেদ বা বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিলে রাজ্যের সুশাসন কি প্রকারে চলিতে পারে? পরস্পরের ভেদ বুঝিতে অক্ষম ইংরেজ জাতি আত্মবৎ করিতে চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে যে ঘোর বিপত্তি সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অধিকৃত রাজ্যে যতগুলি ধনাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ল, মহম্মদীয় ল, এবং ল অব্ প্রাইমজেনিচারই সর্ব্বপ্রধান। হিন্দু ল হিন্দুর, মহম্মদীয় ল মুসলমানদিগের এবং ল অব প্রাইম জেনিচার ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টান জাতির জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা উল্লিখিত ত্রিবিধ ব্যবস্থা শাস্ত্রের মূল পরস্পর ভিন্ন। মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যবস্থাপকগণ আনুষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা যে মূল বা প্রকৃতিতে গঠিত তাহার সহিত বিরোধ করিয়া কেহ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। জাতীয় ধন জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা সংস্কৃত না হইলে রক্ষা বা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। জাতীয় ধনই জাতীয় উদর রক্ষার মূল এবং উদরের সঙ্গে যোগেই অধিকাংশ সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি প্রচলিত হইয়া থাকে। ইংরেজের ইহা এককালে বোধ নাই বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজের ঘোর কুসংস্কার এই যে তাঁহারা যে স্বত্ব ও অধিকার ভোগ করেন, বা যে রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি তাঁহাদের সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাই সৎ এবং সভ্যতা। উল্লিখিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মবৎ স্বত্ব ও অধিকার প্রদান এবং রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার অবলম্বন করাইয়া আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র সেই সভ্যতার আলোকে লইয়া যাইতে চাহেন, উহাই যত অনর্থের মূল। রাজা

হিন্দু ও মহম্মদীয় ল রক্ষা করিলে হিন্দু বা মুসলমান জাতির সহিত খৃষ্টান জাতির স্বত্ব, অধিকার, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ইত্যাদিতে বৈষম্য না হইয়াই পারে না। তিনি যতদিন ভিন্ন ভিন্ন ধনাধিকার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে এক প্রকার ধনাধিকার ব্যবস্থা প্রচলন না করিতেছেন, ততদিন সাম্য বলিয়া চীৎকার করিয়া কোন ফল নাই বরং বিষয় বিশেষে বৈষম্যই পরস্পরের সুখের কারণ স্বরূপ হইতে পারে। বৈষম্যের মূল নষ্ট না হইলে কোন রূপেই সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে না।

ভারতেশ্বর অবগত আছেন যে তিন খান আইনে পরস্পর ভেদ আছে। উল্লিখিত ভেদ জন্য ত্রিবিধ প্রকৃতির প্রজা সৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেই ভেদ, জাতিত্ব বা বিশেষত্ব কি বুঝিতে অণুমাত্রও চেষ্টা করেন না। ইংরেজ জাতির ইহাতে কষ্ট বা আপত্তির কারণ না হইতে পারে, যেহেতু জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা যে প্রকৃতি গঠন করে, সেই প্রকৃতিতে গঠিত স্বজাতীয় পণ্ডিতবর্গই রাজ্যের প্রধান বিচারপতিত্ব এবং ব্যবস্থাপকত্ব পদ একচেটিয়া রূপে অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইংরেজ জাতির সহিত রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং ব্যবস্থাপকের আত্মগত ভেদ না থাকায় তাঁহারা সঙ্গত ও সুবিধা বোধে যে বিচার বা ব্যবস্থা করেন, তাহা ইংরেজের পক্ষে অসঙ্গত বা অসুবিধাজনক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আত্মগত ভেদ থাকায় হিন্দু ও মুসলমান জাতির ইহাতে কষ্ট, স্বার্থহানি এবং বিশেষ আপত্তির কারণ আছে। হিন্দু ও মুসলমান প্রজার মূলে ভেদ রহিয়াছে অথচ রাজার ভেদ দৃষ্টিতে বিঘ্ন থাকা প্রযুক্ত স্বার্থহানি তাহারা রাজাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে নাই। রাজা ও প্রজা উভয়েই অন্ধের ন্যায় চলিয়াছেন। রাজধর্ম্মে দোষ ধরিতে হইলে এই অংশেই ঘোরতর অন্ধকার ও যত গণ্ডগোল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভেদ সম্যকরূপে বুঝাইবার উপযুক্ত অভিজ্ঞান আমার নাই। যদি কেহ বলেন যে তবে এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? তদ্-

ত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতারা মারা যাই, এবং যাইতেছি, যাঁহাদের দেখা উচিত তাঁহারা সকলেই নিদ্রিত, আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা না করিয়া কিরূপেই বা নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকি। যদি মোটামুটি গোটাকত কথা বলিয়া জাতীয় ভেদ বুঝাইবার সূত্রপাত করিতে পারি, তাহা হইলে ভ্রম বা অপরিষ্কার অংশ মাতোয়ারা ভারতবাসীর আন্দোলন-তরঙ্গে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধনাধিকার ব্যবস্থার সংঘর্ষে যে হু হু ধূ ধূ দাবানল জ্বলিয়া কোটী কোটী জীবকে দগ্ধ করিতেছে, তাহাও নিবৃত্তি হইবে। আমরা বাঁচিয়া থাকিব আর মরিব না। ইউ-রোপীয় সভ্যতা প্রচারের উপদ্রবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান বংশের ন্যায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান বংশ সমূলে নির্ম্মূল হইবে না। অতঃপর উপরোক্ত ত্রিবিধ ধনাধিকার ব্যবস্থা যে ভিন্ন ভাব ও প্রকৃতির প্রজা সৃষ্টি করে তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি। আমি হিন্দুকুলে প্রাদুর্ভূত, আমাদের সমাজই হিন্দু সমাজ। হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের সহিত আমার সমবায় সম্বন্ধ, সুতরাং উহার বিশেষ অবস্থা অবগত আছি। ইংরেজ ও মুসলমান জাতি আমাদের প্রতিবাসী জন্য নানা কারণে তাঁহাদের অবস্থাও আংশিক অবগত আছি। অগ্রে তাঁহাদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে হিন্দু জাতির অবস্থা বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ রাজার বাসভূমি ইংলণ্ডদেশে এবং অধিকাংশ খৃষ্টান জাতির মধ্যে ল অব্ প্রাইম জেনিচার জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থারূপে প্রচলিত আছে। * উহার বিধানানুসারে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই মৃত ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। * পিতৃগৃহ হইতে বিদায় লইয়া অন্যান্য পুত্র-দিগকে স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পিতার উইল বা জ্যেষ্ঠের

* খৃষ্টান রাজ্যে স্থানে স্থানে আংশিক বিভাগের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলেও সমাজ দেশের বড় লোক, অর্থাৎ ল অব্ প্রাইম জেনিচারের অধীন ব্যক্তিবর্গের অনুযায়ী।

অনুগ্রহে যদি কিছু লাভ হইল তবে তাহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের কিছু সম্বল পাইল, নতুবা সেই সমস্ত হতভাগ্যদিগকে রিক্তহস্তে শূন্যে বা সাগরে ভাসিতে হইল। রাজা পিতার মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠের প্রার্থনায় কনিষ্ঠ-দিগকে পিতৃভবন হইতে তাড়াইয়া দিতে অণুমাত্রও দয়া বা ইতস্ততঃ করেন না। পিতৃকর্ম্ম রক্ষা বা বিনাশ জন্য সমাজ একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই নিন্দা বা প্রশংসা করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠদিগের সে সব দায়িত্ব কিছু নাই। তাহারা শিক্ষা সাধ্য ও শক্তি অনুসারে যথেচ্ছ ব্যবসায় অবলম্বন করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তির সাধ্য ও শক্তি না থাকে এবং কেহ অনুগ্রহ করিয়া যদি যথেষ্ট দানও না করে, তাহা হইলে, রাজপুত্র মজুর এবং পাদ্রিপুত্র মেথর ইত্যাদির ব্যবসা অনায়াসেই অবলম্বন করিতে পারেন। তাহাতে সমাজে নিন্দার বিশেষ কিছু কারণ হয় না। যে ব্যক্তি রাজবিধির নির্দ্দেশে পিতৃস্বত্ব হইতে বঞ্চিত, শিক্ষা শক্তি ও সাধ্যের ত্রুটী বশতঃ পেটের দায়ে পিতৃভাব রক্ষা করিতে না পারিলে জ্ঞানীই বা তাহাকে দোষ দিবেন কেন? রাজাও ইহা দূষ্য জ্ঞান করেন না। জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার দোষে কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌দিগের কামচারিতার প্রাবল্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহারা গুরু ও মহাজনদিগের বিধি নিষেধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ আবশ্যকীয় জ্ঞান করে। ইংরেজী ভাষায় উল্লিখিত যথেচ্ছ বিচরণের অধিকারকে Individual liberty কহে; Individual liberty কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌-দিগের শরীরে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য দেশে জাতীয় জীবনে সংক্রমণ করিয়াছে।

কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌গণ ইচ্ছানুরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে বটে, কিন্তু মানুষ কখনও শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারে না। বড় বৈরী হউক, দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই কোন স্থানে একটী বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গার্হস্থ্য সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু

যখন তাহারা দেখিতে পায় যে পিতৃভবনের স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহও কোন না কোনরূপে অন্যের অধিকৃত, তখন তাহারা যে কোন রূপে হউক অন্যের অধিকৃত স্থান স্বাধিকারে আনিতে যত্ন করে। যে দেশে এবম্বিধ লোকের সংখ্যা প্রচুর, তাহাদের সকলেই যে বিহিত উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারে তাহাও নহে। উল্লিখিত কারণে মনুষ্যকে ভিটাছাড়া করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌দিগের শরীরে স্বতঃসিদ্ধ প্রবল হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র যাঁহারা অদ্ভুত রাজ-ধর্ম্মের বলে সকলের স্বার্থ হরণ করিয়া একা স্বার্থবান্ হইয়াছেন বা যে রাজ-নীতিবিৎগণ উল্লিখিত দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ, উপায়ান্তর না থাকায় তাঁহারা এই জাতীয় দুষ্প্রবৃত্তির দোষ দেখিয়াও দেখিতে পান না। কনিষ্ঠ-গণ রাজধর্ম্মের ভাব বুঝিয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই জীবিকা অন্বেষণে বহির্গত হয়। পশু শস্প গ্রহণ এবং বিহঙ্গকুল উড্ডীয়মান হইতে শিক্ষা করিলেই যেমন পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, পাশ্চাত্য ধনাধিকার ব্যবস্থার দোষে পাশ্চাত্য সমাজে তদনুরূপ বীভৎসকাণ্ডের নিরন্তর অভিনয় হইতেছে। রাজার বিদেশীয় অধিকার না থাকা প্রযুক্ত কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌দিগকে যদি বিদেশে চালান দেওয়ার সুবিধা না থাকে, তখন তাহারা অগত্যা স্বদেশকেই দগ্ধ করিয়া থাকে। ধনা-ধিকার ব্যবস্থার দোষে পাশ্চাত্য সমাজে পোষ্যাপোষ্যের প্রতি ব্যবহার এতই দূষণীয় হইয়া পড়ে যে কেহ লাঠ, উপলাঠ হইয়াছেন, সেই বংশে জাত অন্ধ বা পঙ্গুদিগকে রাজপথে পড়িয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। বাসস্থলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্নেহপরবশ হইয়া জননীও শুভাগমন করিলে শ্রীমানেরা যাইবার সময় আহার্য্যদ্রব্যের মূল্য বাবত বিল হাজির করিয়া থাকে। সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য দেশে এই সকল প্রথা দূষণীয় নহে। ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবম্বিধ অদ্ভুত ভ্রাতৃভাব যে, ভ্রাতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে কখন কখন কোন ভ্রাতা অনুগ্রহ

পূর্ব্বক দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগমন করতঃ দ্বারবানের নিকট পেন্সিলের আঁচরে অনবসরের নানা কৈফিয়ৎ লিখিয়া বাহির হইতেই প্রস্থান পূর্ব্বক আত্মীয়তার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। যিনি দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়া উল্লিখিত রূপে কৈফিয়ৎ লিখিতে পারিয়াছেন রুগ্নের শুশ্রূষা দূরে থাকুক চক্ষের দেখা না দেখিলেও ভাল ভ্রাতৃভাব দেখাইয়াছেন বলিয়া পাড়ার ভিতর তাঁহার খুব প্রতিপত্তি। সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য সমাজে ইহাকে অসভ্যতা মনে করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ব্যবস্থাপকগণ ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য মহম্মদীয় ল প্রণয়ন করিয়াছেন। বৃটিশ সিংহ উল্লিখিত শাস্ত্রাবলম্বন করিয়াই ভারতবর্ষীয় মুসলমান প্রজাদিগের দায় সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকেন। মুসলমান ব্যবস্থাপকগণ মৃতব্যক্তির দায় বণ্টন সম্বন্ধে বড়ই উদারতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা পুত্র বা কন্যা কাহাকেও পৈতৃক ধনে নিরাশ করেন নাই। স্থল বিশেষে শুক্র ও শোণিতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যেককেই কিছু না কিছু ভাগ পাইবার অধিকার দিয়াছেন। মূল-ধনীর মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় বলিতে যে কেহ আছে সাক্ষাৎ বা পর-ম্পরা সম্বন্ধে সকলেই কিছু না কিছু ভাগ পাইবে কাহাকেও নিরাশ করা যাইতে পারে না ইহাই মহম্মদীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। মুসলমান দম্পতি হইতে যে বংশ বিস্তৃতি হয় এবং বিবাহ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত জামাতা পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া মহম্মদীয় পরিবারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির দায় যাঁহারা বণ্টন করিয়া লন, পূর্ব্বাধিকারীর কর্ম্মরক্ষা বা বিনাশ হেতু তাঁহাদের সকলকেই সমাজের নিকট নিন্দা বা প্রশংসা ভোগের দায়ী হইতে হয়। পিতা মাতা স্বয়ং অনাহারে থাকিতে হইলেইও পোষ্যবর্গের আহার যোগাইয়া তাহাদিগকে নানা আপদ বিপদে রক্ষা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ পোষ্যেরাও অশক্ত বা বৃদ্ধাবস্থায় পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা এবং সাহায্য করিয়া থাকে। মুসলমানদিগের ন্যায়

হিন্দুজাতিও পরিবার বন্ধন করিয়া বাস করেন। পরিবার গঠনের প্রণালী-গত পার্থক্য থাকিলেও হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে বহুতর বিষয়ে সৌসা-দৃশ্য আছে। আমি অতঃপর অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে হিন্দু পরিবারের অবস্থা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি উহা হইতেই বুদ্ধিমানগণ মহম্মদীয় পরিবারের ভাবাভাব অনেকাংশে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ হিন্দুজাতির জন্য হিন্দু ল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরেজরাজ উক্ত ল অবলম্বন করিয়াই হিন্দু জাতির দায় সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণ পাশ্চাত্য ব্যবস্থাপক-দিগের ন্যায় মৃতব্যক্তির সম্পত্তি কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে ব্যবস্থা করেন নাই অথবা মুসলমান ব্যবস্থাপকদিগের ন্যায় পুত্র বর্ত্তমানে কন্যাকে উত্তরাধিকারিণী করেন নাই। হিন্দুপুত্রগণ সকলেই মৃত পিতার দায় ভাগ পাইয়া থাকে, যাহারা মৃতব্যক্তির দায় অর্থাৎ ধন গ্রহণ করে, তাহারা দায়াদ শব্দে বাচ্য হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির কর্ম্ম রক্ষা বা বিনাশ জন্য দায়াদদিগের সকলকেই সমাজের নিকট নিন্দা বা প্রশংসা ভোগের দায়ী হইতে হয়। যাহার যত্নে ধন উপার্জ্জিত তিনিই তদ্ধনভোগে অধিকারী। অর্জ্জকের মৃত্যুতে পুত্রের উত্তরাধিকারী হইবার যুক্তি এই যে যেমন উলঙ্গ অবস্থায় যে আমি, বসন ভূষণ পরিধান বা বিবিধ বর্ণে শরীর রঞ্জিত করিয়া থাকিলেও সেই আমিই বর্ত্তমান রহিয়াছি,তদ্রূপ আত্মা পত্নী সহ অধ্যাত্ম সংযোগে পত্নীগর্ভে প্রবেশ করিয়া নূতন প্রকৃতি, বা নূতন রক্তমাংস ইত্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মজরূপে কায়া পরিবর্ত্তন করে মাত্র, কিন্তু যে আমি সেই আমিই বর্ত্তমান থাকে আমিত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। আমি আত্মজ বা পুত্ররূপে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে আমার ধনে অন্য কেহ অধিকারী হইতে পারে না। পত্নীগর্ভে কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া জাত হওয়া যায় জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা পত্নীকে জায়া এবং আত্মা হইতে জাত হয় জন্য পুত্রকে আত্মজ শব্দে উদ্দেশ করিয়াছেন। হিন্দু পুত্রের জন্ম মাত্রই

পিতৃধনে এক প্রকার অসম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মে, পিতার নিধন কালীন জীবনই সেই স্বত্বের পূর্ণরূপে উৎপাদক হইয়া থাকে।

পুত্র ও কন্যা উভয়েই আত্মা হইতে জাত, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারগণ মৃত পিতৃধনে কেবল পুত্রকেই স্বত্ব ও অধিকার দিয়া কন্যাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রকর্ত্তারা মৃত ব্যক্তির কর্ম্মরক্ষা উত্তরাধিকারিত্বের এক বিশেষ হেতু বিবেচনা করিয়াছেন। পুত্র ও কন্যা মধ্যে কন্যাগণ পিতার বা পতির কর্ম্মরক্ষক, অথবা সংক্ষেপে মহিলাকুল পিতার কি পতির? এই বিতর্কের হিন্দুর চূড়ান্ত মীমাংসা এই যে মহিলাকুল পতির ব্যতীত কখনই পিতার নহে। স্ত্রী জাতির যাহার সহিত যে সম্বন্ধ থাকুক না কেন, পতিই তাঁহার নিকট সংসারে সার এবং শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সতী কখনও পতির স্বার্থ ও প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া অন্যের স্বার্থ ও প্রয়োজন গুরুতর বিবেচনা করে না। অতএব কন্যাকে আত্মকর্ম্মরক্ষক জ্ঞান কেবল ভ্রান্তি মাত্র। হিন্দু সন্তান কখনও মহিলাকুলের পতিকুলে ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে পারে না। উহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব ভেদক ধর্ম্ম বা জাতীয় সূত্র। এই বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিলে হিন্দু ল গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না। রাজা এই জাতিত্ব বা বিশেষত্ব সৃষ্টির মূল, যে হেতু তিনি উল্লিখিত মূলাবলম্বনে বিরচিত হিন্দু ল গ্রন্থ হিন্দু প্রজার দায় বিবাদ মীমাংসা সম্বন্ধে রাজবিধি রূপে প্রচলিত রাখিয়াছেন। কন্যা আত্মজা হইলেও পিতৃকর্ম্ম ও স্বার্থ অপেক্ষা পতির কর্ম্ম ও স্বার্থ গুরুতর বিবেচনা করে, এ জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ কন্যার যে কোন স্বত্ব, স্বার্থ, ভোগ ও উপভোগাদির অধিকার থাকুক, তাহা পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী রূপে পতির সহিত বা পতিকুলে প্রদান করা ব্যতীত, পুত্র বর্ত্তমানে পিতৃধনে কন্যাকে কোন স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করেন নাই।

কন্যা জন্মমাত্রই হিন্দু পিতা বুঝিতে পারিলেন যে, উহা আমার নহে কেবল জামাতা বাবাজীর [illegible] লালন পালন করিয়া বড় করিতে

হইবে। জামাতা যখন আসিয়া তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া লইয়া যাইবেন, তখন কোন কথায় বা যুক্তিতে কন্যাকে আমার করিয়া রাখিতে পারিব না। পরিবার দেহের অঙ্গচ্ছেদ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা পরিবার ভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু সতীর ধর্ম্মের দিকে দৃক্‌পাত করিলে যাহা নিশ্চয়, তাহার ব্যভিচার বুঝিয়া কর্ত্তব্যে ইতস্ততঃ বা পরাঙ্মুখ থাকা নিতান্তই হীনবুদ্ধির কর্ম্ম, ইহা বুঝিতে পারিয়া হিন্দুপিতা মহাজন কৃত মহাসিদ্ধান্ত, হিন্দুর জাতিত্ব বা বিশেষত্বের নিকটে অবনত মস্তক হইয়া কন্যার সতীধর্ম্মে কোন প্রকার ব্যভিচার আশঙ্কা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শুভ বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয় করতঃ বিবাহোৎসবে বরকে যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক তৎসহ কন্যাকে যুগল সাজাইয়া সমবেত শ্রোত্রিয়, সভাসদ এবং আত্মীয় প্রভৃতির সমক্ষে তুভ্যমহং সম্প্রদদে বলিয়া সম্প্রদান করেন। বিবাহের আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠানাদি সেই যুগল মিলন আরও দৃঢ়ীভূত করে। পরে পতি সহ পতিভবন যাত্রাকালে স্নেহময়ী কন্যা আত্ম লালন পালনের বিনিময়ে যুগলের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান পিতার অঞ্চলে এক মুষ্টি মূষিক মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতঃ বিদায় হইয়া হিন্দু বিবাহ এবং আচারের শেষ অভিনয় সমাধা করে। প্রকৃত হিন্দুকে বরপক্ষীয়ের নিকট বিনা কপর্দ্দক গ্রহণে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কন্যা দান করিতে হয়, শাস্ত্রের আদেশে সেই নিঃস্বার্থ ভাব তাঁহাকে এতদূর রক্ষা করিতে হয় যে দৌহিত্র জন্মিবার পূর্ব্বে জামাতৃভবন গমন আবশ্যক হইলে অন্য পদার্থের কথা দূরে থাকুক, জাতীয় অভ্যর্থনার তামাক পর্য্যন্তও আপন পয়সায় লইয়া যাইতে হয়। শাস্ত্রের আদেশে কন্যা বা জামাতার তদ্রূপ কোন আদর উপেক্ষা করিতে তিনি বাধ্য। কন্যার সহায়তায় এক পরিবারের স্বার্থ অন্য পরিবার কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে না পারে বোধ করি, এই বিবেচনায় শাস্ত্রকর্ত্তারা উল্লিখিত বিধান করিয়া থাকিবেন। বিবাহ দিবস হইতে পতি পত্নী দুই অর্দ্ধাঙ্গ মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। সেই

দিবস হইতে তাহারা দম্পতি, যুগল, মিথুন ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজ সেই হইতে উহাদিগকে এক বলিয়া ভাবিলেন, উহারা চিরদিন সম্মিলিত এবং পরস্পরের স্বার্থ এক করিয়া সংসারে ভোগ ও উপভোগ করিতে থাকিবে। হিন্দু মহিলার একবার বিবাহ হইলে কোন কারণে অন্য কাহারও সহিত তাঁহার পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান কালে এক ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পতিরূপে পরিচয় দিতে পারেন না। হিন্দু মহিলার বিবাহ কালে পতি-কুলে ধ্রুবনক্ষত্রবৎ অচল থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়।

হিন্দুমহিলা বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা পতি বা পতিকুলের সহিত যে ভাবে মিলিত হন তাহার অন্যথা হইলেই তাহাকে ব্যভিচার * কহে। হিন্দু মহিলা পতিধন উপভোগ করিলে তাঁহার দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু তিনি উহা অপহার অর্থাৎ হরণ করিতে পারেন না। হিন্দু লর বিধানানুসারে নৈকট্য দায়াদের প্রার্থনায় রাজা ব্যভিচার বা অপহার দোষ যুক্তা হিন্দু মহিলার পতি সংক্রান্ত ধনে স্বত্ব, স্বার্থ, অধিকার ইত্যাদি দণ্ড করিতে পারেন। শাস্ত্রকর্ত্তারা উল্লিখিত অপরাধে হিন্দু মহিলার কর্ণ বা নাসা ছেদন নিষেধ করিয়াছেন। অথবা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে সিবিলকোর্ট ব্যতীত ক্রিমিন্যাল কোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত দোষের বিচার হইতে পারে না। হিন্দু মহিলার উত্তরাধি-কারিত্ব সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই। † তিনি

* অনেকে ভ্রমবশতঃ হিন্দুমহিলার উপপতি আশ্রয়-করাই কেবল ব্যভিচার বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে, তাঁহারা পতিতে বা পতিকুলে ধ্রুবত্বের অন্যথা হইলেই তাহাকে ব্যভিচার বলা যায়। পতির শয্যা অপবিত্র করণ বা উপপতি গ্রহণ ব্যভিচারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। পরন্তু অসতী এবং ব্যভিচারিণী পরস্পরের প্রতিশব্দ নহে। অসতী বলিলে বাগ্‌দুষ্টা এবং যোনিদুষ্টা স্ত্রীকে বুঝায়।

† মিথিলা প্রভৃতি দেশের ব্যবহার শাস্ত্রে স্বত্বাধিকারের প্রকার ভেদ করিয়া

উহা যথেচ্ছ দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না। পতি সংক্রান্ত ধনের দান বা বিনিয়োগ প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকে ভাবি উত্তরাধিকারীর অধীন থাকিতে হয়। পতি সংক্রান্ত ধন পতির পারলৌকিক উপকার বা আত্ম ভরণ পোষণে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক হইলে পতি বর্ত্তমানে যাহার সহিত যে ভাব রক্ষা করিয়াছেন বা যাহাকে যে ভাবে ভরণ পোষণ করিয়াছেন, হিন্দু মহিলা তাহা রহিত করিতে পারেন না। উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে হিন্দুমহিলার স্বত্ব পুত্রাদির স্বত্বের ন্যায় বলবৎ নহে। ম্যানেজার বা এক্সিকিউটার প্রভৃতির স্বত্বাধিকারের ন্যায় নিতান্তই সঙ্কুচিত, যেহেতু তিনি উহা যথেচ্ছা দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না এবং কর্ত্তব্যের ক্রুটী দেখিলেই রাজা দণ্ড করিতে পারেন।

হিন্দু দম্পতি যুগল বা মিথুন হইতে যে বংশ বিস্তৃতি হয় তন্মধ্যে কন্যাদিগকে পরিত্যাগ এবং পুত্রবধূ প্রভৃতিকে লইয়া হিন্দুপরিবারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরিবারকে আত্মা ও দেহ বিশিষ্ট একটী স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া গণ্য করা যায়, কতকগুলি মনুষ্য একত্র সমবায় ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া উহার সৃষ্টি হইয়া থাকে। মনুষ্যের ব্যক্তিগত দেহের পতন সহজেই সম্ভব, কিন্তু বিশেষ দুর্দ্দৈব বা দুষ্ক্রিয়া ঘটনা না হইলে, পরিবার দেহ অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। ব্যক্তিগত দেহে কর্ম্মফল সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু পরিবার দেহে অনেকানেক কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ রূপেই ভোগ করিতে দেখা যায়। কন্যা অনূঢ়া কাল পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রকে আত্মগোত্র বলেন এবং পিতৃ পরিবার ভুক্ত থাকেন, কিন্তু বিবাহের পর হইতে পতির গোত্রকেই আত্মগোত্র বলিয়া থাকেন এবং সেই হইতে তিনি পতিপরিবারভুক্ত হন। পরিবারের সকলেই একগোত্র এবং তাহারা পর-

থাকিলেও বঙ্গীয় শাস্ত্রানুসারে স্থাবরাস্থাবর বা Real and Personal সম্পত্তিতে হিন্দু মহিলার স্বত্বাধিকারের কোন প্রভেদ নাই।

স্পর জ্ঞাতিশব্দবাচ্য। যিনি বংশের আদি তিনিই বীজ পুরুষ এবং বংশ-তরুর কাণ্ড, অন্যান্য সকলে শাখা ও প্রশাখা স্বরূপ। পরিবারের স্ত্রী, শিশু উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তিদিগকে পোষ্য কহে। পোষ্যবর্গকে ক্লেশ দিয়া আত্মসুখে রত হওয়া হিন্দুর ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। পোষ্য পালন সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন যে "ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং। নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ভরেৎ॥" পোষ্য পালন পরিবারের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হেতু শাস্ত্রকর্ত্তারা পারিবারিক কাম্য ধর্ম্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কঠোর নিয়ম করেন নাই। হিন্দু পরিবারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত প্রভৃতি সহ একত্রে এক স্থানে বাস করিতে হয়। বহু লোকের একত্রে এক স্থানে বাস করিতে হইলে কাহারও যথেচ্ছাচারিতা চলিতে পারে না। পারিবারিক কর্ম্ম এবং স্বার্থরক্ষার অনুরোধে প্রাচীন কালে হিন্দুগণ গুরু-আজ্ঞার অধীন থাকিতেন। ঐ সময়ে গুরু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা, ১ম, পরিবারস্থ বৃদ্ধ বা বৃদ্ধগণ; ২য়, মন্ত্র-দাতা; ৩য়, রাজা। প্রথম শ্রেণীর গুরুদিগের আজ্ঞাই পরিবার দেহে জীবাত্মা স্বরূপ ছিল, তাঁহারাই পারিবারিক সমস্ত কর্ম্মের নিয়ামক ছিলেন। অগ্রে প্রথম শ্রেণীর গুরুগণ পারিবারিক নানাবিধ বিবাদ বা গোলযোগের বিচার ও মীমাংসা করিতেন, কোন দায়াদ তাঁহাদের মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে অগ্রে মন্ত্রদাতা, তাহাতেও না হইলে অগত্যা রাজা গুরুর আশ্রয় লইয়া সমস্ত বিষয় মীমাংসিত হইত।

পরিবারের সহিত বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে কোম্পানী প্রভৃতি জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর গঠন প্রণালী এবং কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও বহুতর বিষয়েই সৌসাদৃশ্য আছে। জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশিদারগণ নানাস্থানবাসী এবং নানা পিতার পুত্র, পক্ষান্তরে দায়াদগণ প্রায়ই এক স্থানবাসী এবং সকলেই এক পিতার সন্তান বা উত্তরাধিকারী। জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশিদারগণ অংশ বিক্রয় প্রণালীতে মূলধন সংগ্রহ

করিয়া কর্ম্ম এবং কর্ম্মস্থান নির্ণয় করতঃ কর্ম্ম আরম্ভ করেন, এ দিকে দায়াদগণ রাজবিধির প্রভাবেই পিতৃপুরুষের উপার্জ্জিত ধন, কর্ম্ম এবং কর্ম্মস্থান প্রভৃতির আংশিক স্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। কোম্পানীর ধন রক্ষা বা বিনিয়োগ প্রভৃতিতে অংশিদার এবং কর্ম্মচারী-দিগকে আত্ম স্বাধীন রুচিসংযত করিয়া অংশিদার সভায় স্থিরীকৃত নিয়মের আনুগত্য করিতে হয়। পরিবারের ধন রক্ষা বা বিনিয়োগ প্রভৃতিতেও দায়াদদিগের গুরু-আজ্ঞার অধীনতা ব্যতীত কোনরূপেই মঙ্গল রক্ষা হইতে পারে না। মূলধনের টাকা কোনরূপে বিনষ্ট হইলে জএণ্ট ষ্টক কোম্পা-নীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, কিন্তু অর্দ্ধ পয়সাও সম্বল না থাকিয়া কেশ সংখ্যায় ঋণ থাকিলেও পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না। যেহেতু পরিবারে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকেই মূলধনরূপে গণনা করা হইয়া থাকে। বংশধরের সহিত তুলনায় পরিবারের রজত কাঞ্চনাদি অতি তুচ্ছ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। বংশলোপ ব্যতীত পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না। জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশিদারদিগের সহিত তুলনায় দায়াদবর্গের একত্রে পরিবার বন্ধন করিয়া বাস এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের রীতি ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ অতিরিক্ত। যথা, কোন দায়াদ হুইস্কি সুন্দরীর প্রেমে গদগদ হইলে বাটীর যেখানে সেখানে যথেচ্ছভাবে উহাকে আদর করিতে পারে না, বা কোন রমণীর সহিত গোপন ভালবাসা থাকিলে বাটীতে স্বত্ব ও অধিকার আছে বলিয়াই সেই ব্যভিচারিণীকে কুলমহিলাদিগের আবাসস্থল অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারে না ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ল অব প্রাইম জেনিচারের দোষে পাশ্চাত্য-সমাজে Individual liberty নামক একটী অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত বিজাতীয় শব্দের ভাবার্থ কি জানি না, অনুবাদকগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শব্দে উহার অনুবাদ করিয়াছেন। আমার যে ভাষা-জ্ঞান আছে তাহাতে ভাবার্থ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি সম্ভবতঃ সংস্কৃত

কামচারিতা শব্দই উহার উৎকৃষ্ট ভাব প্রকাশক শব্দ হইবেক। পাশ্চাত্য-সমাজের বিশ্বাস এই যে মনুষ্যের Individual liberty কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা * যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। যে দার্শনিক উল্লিখিত ভ্রান্তি বা কুসংস্কার পাশ্চাত্য দেশবাসীর অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া গিয়াছেন, মনুষ্যের সুখ শান্তি নাশ এবং সংসার "নাস্তি" করিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার দুরাশা এপর্য্যন্তও সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। অস্মদ্দেশীয় গুরু ও মহাজনদিগের মতে কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ন্যায় অমঙ্গলকর পদার্থ মনুষ্যের পক্ষে আর নাই বা হইতে পারে না। মনুষ্যের মঙ্গল জন্য সৃষ্ট রাজা, ধর্ম্ম এবং সমাজ প্রভৃতি কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বাধক। ধর্ম্ম বিধি লঙ্ঘন করিলে সহজ দৃষ্টিতে ক্ষতি অনুভূত হয় না বটে, কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ ক্ষতি বিজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজা বা সমাজের নিকট ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংযত না রাখিয়া উপায় নাই। রাজা ধর্ম্ম এবং সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইলে মনুষ্যের কর্ম্মক্ষেত্র অত্যল্পই অবশিষ্ট থাকে, এ অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধিই মনুষ্যের মঙ্গলের কারণ, পাশ্চাত্য সমাজে এবম্বিধ কুসংস্কারের প্রাবল্য কেন বুঝিতে পারা যায় না। কামতন্ত্রে জীবের স্বাধীনতা অসীম বটে, কিন্তু লোক হিতার্থে প্রাদুর্ভূত গুরু ও মহাজনদিগের বিধি নিষেধের নিকট অবনতমস্তক হইয়া সেই অসীম স্বাধীনতাকে সসীম করিবার চেষ্টাই হিন্দুর সভ্যতা। যে সমাজে কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাবল্য নিবন্ধন গুরু ও মহাজনদিগকে পদ দলন করিবার পথ সুপ্রশস্ত, হিন্দু সমাজ কখনও তাহাকে সভ্য সমাজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; সভা হইতেই সভ্য শব্দের

* পাঠক অতঃপর Individual liberty, কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তুল্যার্থ বোধকরূপে ব্যবহার করিব।

উৎপত্তি হইয়াছে, সভার আনুগত্যই সভ্যতা, পারিবারিক গুরু সভার আনুগত্যই সেই সভ্যতার প্রথম সোপান। সভার গুরুত্ব নষ্ট বা পদদলন করিবার পন্থাই মনুষ্যের অসভ্যতা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গুরু, মহাজন, সভা সমিতি প্রভৃতিকে পদদলন করিবার পথ সুপ্রশস্ত করে, অতএব উহা সভ্যতানাশক ব্যতীত সভ্যতার মূল নহে।

প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ প্রভৃতিও রাজা, ধর্ম্ম এবং সমাজের দাস কতিপয় চিহ্নিত বিষয় ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিতে পারেন না, অতএব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সংস্কার, কুসংস্কার এবং বস্তুতঃ উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। উল্লিখিত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস এবং ধারণাই ইংরেজ জাতির পৈত্রিক সম্পত্তি T H E ম্লেচ্ছত্ব। মূল সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য ধনাধিকার ব্যবস্থার দোষে পাশ্চাত্য সমাজে কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌দিগকে পিতৃভবন হইতে বিনা সম্বলে তাড়াইয়া দিয়া বহু বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে অধিকার দেওয়া প্রয়োজন হইয়া থাকে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য দূষিত ধনাধিকার ব্যবস্থার পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া, মনুষ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বাধাকেই দোষের কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইংরেজদিগের ন্যায় আমরাও কতিপয় চিহ্নিত বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিতে পারি, যে হেতু গুরু ও মহাজনগণ প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে বাধা জন্মান নাই। যদি উহাকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলা যায়, তাহা হইলেও জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার প্রভাবে ইংরেজ প্রভৃতির সহিত আমাদের আত্মগত ভেদ থাকায় তাঁহাদের এবং আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্র এক নহে। ইংরেজ প্রভৃতি যে সকল চিহ্নিত বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাকে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সমাজের পক্ষে উপকারজনক হইলেও

আমাদের পক্ষে নহে। উহা আমাদিগের পক্ষে অদ্ভুত "ঘোড়ারোগ" নির্ব্বিশেষ! কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তাঁহাদের দুই একটী শিষ্যশাখা বিবেক পরিচালনার দোহাই দিয়া আপত্তি করেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে বাধা জন্মাইলে যে সকল বাহাদুর জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যানুসন্ধান পূর্ব্বক সংসারের দুঃখভার লাঘব করিতেছেন, তাঁহারা কখনই সত্যানুসন্ধান করিতে সক্ষম হইবেন না। এ সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে যখন কোন দেশে কোন মহাজন কতিপয় চিহ্নিত বিষয় ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে বাধা জন্মাইতে প্রয়াস পান নাই বা পান না, তখন আদৌ উল্লিখিত বিতর্কের কোন মূল নাই, তাহার পরে যিনি বাহাদুর তাঁহার প্রতিভা অবশ্যই জগদ্বাসীকে মুগ্ধ করিবে, যদি কোন বাহাদুর নিজ প্রতিভা-বলে পূর্ব্ববর্ত্তী বাহাদুরদিগকে অতিক্রম করিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার বাহাদুরী কিসের এবং কোথায়? অপিচ কদাচিৎ কখনও কোন দেশে এক্‌আদটী বাহাদুর জন্মিতে পারে বলিয়া সংসারের অসংখ্য মূঢ় এবং পাগলদিগকে গুরু ও মহাজনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করা কখনই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে।

ইংরেজ রাজত্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূয়োদর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে পাশ্চাত্য Individual liberty, কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়াই ইংরেজ জাতির সুবিচার বা সভ্যতা প্রচারের মূল মন্ত্র। কামচারিতা সদসৎ যাহাই হউক না কেন, British administration বা আমাদের বর্ত্তমান রাজধর্ম্মের উহা যেপ্রকার অস্থি ও মজ্জাগত, তাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের অবলম্বন না করিয়া পরিত্রাণ নাই। বর্ত্তমান কালে ভারতে যে পরিবর্ত্তন যুগ উপস্থিত হইয়াছে সকলে কামচারিতার জন্য লালায়িত হইতেছেন, অনেকে উহাকে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে রাজ-

ধর্ম্মই পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ। হিন্দুশাস্ত্রে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে কোন স্মৃতি আছে ইংরেজের তাহা চক্ষুশূল। আমাদের রাজা হিন্দু ল রক্ষা করিয়া Joint Hindoo family বা সম্মিলিত হিন্দু পরিবার রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু রক্ষা দূরে থাকুক Joint বা সম্মিলন কাহাকে বলে অণুমাত্রও বুঝিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া আর পরিবারের Joint বা সম্মিলন নাশ করা একই কথা। গুরু আজ্ঞার অধীনতা না থাকিলে পরিবারের সম্মিলন রক্ষা হয় না, আবার গুরুর আজ্ঞার অধীন থাকিতে হইলে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকে না। গতিকেই গুরু-আজ্ঞার অধীনতা বা পারিবারিক সম্মিলনের মূল নষ্ট করিয়াই পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রাজতরঙ্গিণীর প্রবল প্রবাহে "গুরু-আজ্ঞার অধীনতা" সাগরে ভাসিয়া যাওয়ায় হিন্দু সন্তানগণ অনুদিন ম্লেচ্ছের কামচারিতা আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন। রাজ্যেশ্বর যদি হিন্দু ল দগ্ধ করিয়া ল অব প্রাইম জেনিচার এ দেশে প্রচলন করিতেন, তাহা হইলে আমরা নবজীবনের নবীন পন্থা লাভ করিয়া নবীন ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিতাম। তাহাতে ততদূর দোষ ছিল না বা দোষ থাকিলেও আমাদের এবম্বিধ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত না। হিন্দু ল রক্ষা করিয়া হিন্দু পরিবার সৃষ্টি করিয়া ইংরেজরাজ ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে পরিবার দেহের সংহারক পাশ্চাত্য Individual liberty কখনই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন না। হিন্দু ল প্রচলিত থাকিতে উল্লিখিত কোন প্রকার চেষ্টা ইংরেজরাজের বড়ই মূর্খতা। পাশ্চাত্য Individual liberty অবলম্বন করাইবার জন্য আমাদিগের উপর ইংরেজ এবং ইংরেজরাজের কোন জুলুম নাই, ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে পারে না, উল্লিখিত মূর্খতাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য Individual libertyর দৌরাত্ম্যে পরিবার

দেহের জীব "গুরু-আজ্ঞা" মৃতবৎ, পরিবার দেহের অন্তিম দশা উপস্থিত, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পতনও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। দৈবানুগ্রহে ধনাগমের কিঞ্চিৎ সুবিধা থাকায় আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া আমাদের কোন ভ্রাতা আপনাকে অপরিসীম বাহাদুর এবং মনে মনে আত্মরক্ষায় সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু পরিবার দেহের পতন হইলে তাঁহার পতন হইবেই হইবে। বংশ তরুর মূলোচ্ছেদ হইলে শাখা প্রশাখা কখনও রক্ষা হইতে পারে না। ইংরেজ ইহা বুঝিতে পারিবেন কি না বলিতে পারি না; হিন্দুসন্তানের মধ্যে মনুষ্যাকৃতি জড়পদার্থ ব্যতীত সকলের বোঝা উচিত এবং ভরসা করি অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। ল অব প্রাইম জেনিচার আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা নহে, আমাদের ব্যক্তিগত ধন বৃদ্ধি কোন কারণে কাহার ভাগ্যে ঘটনা হইলেও পরিবারত্বজনক হিন্দু ল বিধির অধীন জন্য ভবিষ্যতে উহার স্থায়িত্ব হইতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিযোগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ধনরক্ষা এবং বৃদ্ধি করিয়া কোন রূপেই আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে না। যদি পরিবারত্ব নষ্ট হইল; তাহা হইলে ল অব প্রাইম জেনি-চারের বিধানে সৃষ্ট জ্যেষ্ঠ বা ক্ষুদ্র মহারাজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায়, হিন্দু বা মুসলমান প্রত্যেক ব্যক্তি কিরূপে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে পারে?

যদি কেহ বলেন যে গুরু-আজ্ঞার প্রাধান্য বিনষ্ট হইলে বংশতরু এবং উহার শাখা প্রশাখা বিনষ্ট হয় সত্য বটে কিন্তু রাজা কিছু নাই বা করিলেন তোমাদের কার্য্য তোমরাই কর না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাজা ব্যতীত আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার আমার কস্মিন্ কালে নাই এবং হইতে পারে না, আমার দোষে আমার যে কোন দুঃখ উপস্থিত হউক না কেন, তজ্জন্য অন্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু রাজকর প্রদান করিয়া অন্যের দোষে আমার কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে রাজা যদি প্রতিকারের কোন চেষ্টা না করেন,

তাহা কখনই তাঁহার সুবিচার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যদি কেহ বলেন যে গুরু-আজ্ঞার অধীনে অবস্থিতি সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রে বিশেষ কোন বিধি নাই বা ছিল না, তাহা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। বিশেষ চেষ্টায় শাস্ত্রের কোন কোন অংশে যদি কেহ অসম্পূর্ণতা প্রতি-পাদন করিতে সক্ষম হন, তাহা রাজার ক্রটী ব্যতীত প্রজার ক্রটী বলিয়া কখনও স্বীকার করিতে পারি না। আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় ইংরেজকে চির একটীং দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য ভারতবাসী নিরীহ প্রজার কোন দোষ হইতে পারে না। কোথায় সভ্যতাভিমানী ইংরেজরাজের অধিকার-কালে আমরা উন্নত Joint principle শিক্ষা করিয়া উন্নতিপথে ধাবিত হইব, তাহা না হইয়া আমাদের যাহা কিছু ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া ক্রমেই অধঃপতনের পথ প্রশস্ত হইতেছে। দায়াদগণ এবং জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশিদারদিগের ধন বিনিয়োগে সমধর্ম্মতা থাকিলেও দায়াদ-দিগকে সাধারণ কর্ম্মের নিমিত্ত সময়ে সময়ে পৃথক্ আফিস সংস্থাপন করিয়া পৃথক্ ভাবে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, রাজা এই পার্থক্যের সহায়তা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুবিচার নহে। দায়াদ বা জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশিদারগণ পৃথক্ ভাবে কর্ম্ম সম্পাদনের অধিকার পাইলে পরিবাঁর বা জএণ্ট ষ্টক কোম্পানী কখনও রক্ষা হইতে পারে না, হিন্দু পরিবারের ন্যায় মহম্মদীয় পরিবারও এই কারণেই মারা যাইতেছে। জএণ্ট ষ্টক পাশ্চাত্যদিগের সখের সামগ্রী বটে, কিন্তু পরিবার রাজবিধির প্রভাবে সৃষ্ট। জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর যে Joint principle দেখিতে পাওয়া যায়; পরিবারে যদি তাহাও থাকিত, তাহা হইলে ধন রক্ষা হইয়া আমাদের উদর রক্ষা হইতে পারিত। রাজা বুদ্ধির দোষে এতদুর বলা সত্বেও যদি আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারেন বা বুঝিতে পারিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছি যে অনশনে পদাশ্রিত কোটী কোটী জীব সমূলে বিনষ্ট হইল।

ডফেরিণ! ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমান তোমারই প্রজা বটে, অনশনে লয় পাইতে হইলে তোমাকে ঈশ্বরের নিকট অবশ্যই দায়ী হইতে হইবে। দায়াদ কখনও স্বাতন্ত্র্যে অধিকার পাইতে পারে না বা দায়াদদিগের মধ্যে নিজ পোষ্য ও আত্মরক্ষার জন্য Personal সম্পত্তি এবং কিছু Dividend বণ্টন ব্যতীত Real estate বা কর্ম্মভূমি বণ্টন হওয়া কখনও সঙ্গত নহে। ইংরেজরাজ সত্য বুঝিতে না পারা হেতুই ভারত রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পিতঃ! তোমার পূর্ব্বাধিকারিগণ যে দিন রাজ্যের প্রধান বিচারপতিত্ব এবং ব্যবস্থাপকত্ব ইংরেজ জাতিকে একচেটিয়া করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়েই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। রাজ্যেশ্বর! পরিবার তত্ত্বে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য ইংরেজের নিকট পরিবারত্ব সম্বন্ধে কখনও সুবিচার বা সুব্যবস্থার আশা করা যাইতে পারে না। হিন্দু ল, হিন্দু প্রজা এবং হিন্দু পরিবার রক্ষা করিতে হইলে, মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র বা শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতিকেই বিচারের চূড়ান্ত আসনে বসাইতে হয়, তাঁহাদিগের উপরে কোন প্রিভি কৌন্সেলের অস্তিত্ব থাকা উচিত নহে, আর যদি প্রিভি কৌন্সেল রক্ষা করাই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত জজ প্রভৃতিকে লইয়াই সেই উচ্চ বিচারাসনে বসাইতে হয়। হিন্দু দায়তত্ত্বের বিচারে হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। মহীপাল! এখনও তোমার অন্ধতা দূর হইলে আমরা রক্ষা পাইতাম নতুবা নিরুপায় অবস্থায় মরিতে হইল। পিতা হে! যেরূপে আমাদের মৃত্যুর পূর্ব্বরূপ বিকার দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কাররূপে বলিতেছি।

প্রথমতঃ পরিবারের মর্ম্মবোধে অক্ষম ইংরেজ রাজপুরুষগণ Morality and Legality দুই ভাগে বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক আবশ্যকীয় ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতঃ হিন্দু লর কর্ণ ও নাসা ছেদন করিলেন। গতিকেই হিন্দু লর বিকৃতি এবং আমাদের বিকারের সূত্রপাত হইল।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ল সংস্কৃতে লিখিত থাকায় বিচারপতিদিগের বোধগম্য নিমিত্ত রাজা যে অনুবাদ করাইয়া গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনুবাদকের দোষে স্থানে স্থানে ভ্রম হইয়া পাপ আরও এক মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। দৃষ্টান্ত ব্যতীত আপত্তি হইতে পারে, অতএব নিম্নে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলাম। যথা, ৺ শ্যামাচরণ সরকার কৃত সংগ্রহ ব্যবস্থাদর্পণ। ২৩ সংখ্যক ব্যবস্থা। সংস্কৃত "তথা দান ধর্ম্মে ;—স্ত্রীণাং স্বপতি দায়স্তু উপভোগ ফলস্মৃতঃ। নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাৎ পতিদারাৎ কথঞ্চন॥" বঙ্গানুবাদ। যথা "তথা মহাভারতের দান ধর্ম্মে কথিত হইয়াছে ;—স্ত্রীরা পতি সংক্রান্ত ধনের উপভোগরূপ ফল ভোগিনী, তাহারা কোন প্রকারে পতির দায় অপহার করিবে না।" ইংরেজী অনুবাদ, যথা, "Thus in the Mahabhart in the chapter entitled Dana Dharma, it is said. For women the heritage of their husband's property is pronounced applicable to use. Let not women on any account make waste of their husband's property." অত্রস্থলে "অপহার" শব্দের অনুবাদে ইংরেজী "Waste" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অপহার শব্দ হৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অর্থ হরণ বা চুরি। ইংরেজীভাষায় যাঁহার জ্ঞান অতি সামান্য, তিনিও হৃ হরণ বা চুরির ইংরেজী Theft বলিবেন। Theft শব্দ ব্যতীত Waste শব্দ কখনও অপহারের অনুবাদে ব্যবহৃত হইতে পারে না। Theft শব্দের ব্যবহারে বিচারকের অন্তরে যে ভাবের উদ্রেক হইতে পারে Waste শব্দে কখনই তাহা হইতে পারে না। গৃহলক্ষ্মীর চুরি বা অপহার হিন্দু ল এবং হিন্দু পরিবার সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা, স্থান বুঝিয়া অনুবাদকের ভ্রম, ভারতের ভাঙ্গা কপালের দোষ বলিতে হইবে। হিন্দু আইন সম্মত গৃহ-লক্ষ্মীর চুরি অপরাধটী অনুবাদকের দোষে রাজচক্ষুর দৃষ্টি হইতে অনেকাংশে অন্তরালে পড়িয়াছে।

তৃতীয়তঃ রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভা আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা স্পর্শ করেন না বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থাতে স্পর্শ না করিয়াও পারেন না। যে হেতু ধনাধিকার ব্যবস্থা কেবল একা নহে। ব্যবস্থাপক সভা যে সমস্ত আনুষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে উক্ত সভাকে দোষ মুক্ত বলা যাইতে পারে না।

চতুর্থতঃ ইংরেজ বিচারপতিদিগের ব্যাখ্যা অর্থাৎ কেসলর অত্যাচারে হিন্দু ল বিকৃতি এবং দুর্দ্দশার চরমসীমা প্রাপ্ত হইল। আমার বিশ্বাস যে ইং ১৮২৬ অব্দের ২০এ জুন তারিখে কাশীনাথ বসাক vs হরসুন্দরী দাসী প্রভৃতির মোকর্দ্দমায় পরিবারের মর্ম্মবোধে অক্ষম বিচারপতি লর্ড-জিফোর্ড প্রথমে হিন্দু লর উপর দারুণ আঘাত করিয়া প্রকারান্তরে গৃহ-লক্ষ্মীকে অপহার দোষে দূষিতা বা চুরি বিদ্যায় পারদর্শী হইবার পথ সুপ্রশস্ত করেন। কোন দেশের কোন রাজধর্ম্মে চুরি ক্ষমার যোগ্য অপরাধ বলিয়া পরিগণিত নহে, কিন্তু হায় সেই হইতে বৃটীশ সিংহ প্রকারান্তরে আইনানুমোদিত চোরের পৃষ্ঠবল হইলেন। চোর বা দস্যু রাজাকে বিশেষ ভয় করে জন্যই দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত থাকে। কিন্তু হায়! দণ্ডধারী যে আইনানুমোদিত চোর বা চৌর্য্য ক্রিয়ার দণ্ড বিধাতার পরিবর্ত্তে পৃষ্ঠবল, তাহা দস্যুতা অপেক্ষাও ভয়ানক, সে যে কি কষ্ট, যন্ত্রণা বা লাঞ্ছনা এবং কতদূর অসহ্য অত্যাচার, তাহা কেবল ভুক্তভোগী এবং অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। উল্লিখিত আঘাতে অঙ্গ বিশেষের ক্ষতি এবং বিকৃতি ব্যতীত হিন্দু লর মূল নষ্ট হয় নাই। তাহার পরে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আদালত ক্রমে হিন্দু লর নানা অঙ্গ ক্ষত এবং বিকৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে ইং ১৮৭৩ অব্দের ৯ই এপ্রেল তারিখে মণিরাম কলিতা vs কেরী কলিতানীর মোকদ্দমায় ফুল বেঞ্চে অনরেবল কাউচ, জ্যাকসন প্রভৃতি ম্লেচ্ছ বিচারপতিদিগের ব্যাখ্যা ক্রমে ইং ১৮৭৩ অব্দের ২রা জুন তারিখের

বিচারে বিচারপতিগণ কুলকলঙ্কিনীদিগকে সতীর সহিত সমান আসন প্রদান করিয়া সতীর সম্মান নাশ এবং হিন্দু মহিলার পতিকুলে ধ্রুবত্ব নষ্টের সুপন্থা করিয়া দিয়া হিন্দু লর মূল ভিত্তি নষ্ট করিলেন। বিচারপতি-দিগের সেই বিষম আঘাতে-হিন্দু লর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইল। সেই দিন হিন্দু মাত্রেই বুঝিতে পারিল যে, হিন্দু ল বা পরিবার তত্ত্বে ম্লেচ্ছ বিচারপতিদিগের মস্তক এককালেই ঘূর্ণিত হয় না। রাজা, পরিবারের বিচার ভার সুযোগ্য অধিকারী ভ্রমে অযোগ্য ইংরেজের হস্তে অর্পণ করায় যে কুফল ফলিত হওয়া আবশ্যক, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই ফলিল। সেই দুর্দ্দিনে হিন্দু ল এবং হিন্দুর জাতিধর্ম্মের মূল বিনষ্ট হইল। লোকে এখন যাহাকে হিন্দু ল বলিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক হিন্দু ল নহে, উহা ম্লেচ্ছ বিচারপতিগণ কর্ত্তৃক হত প্রাচীন হিন্দু লর মৃত দেহ মাত্র। সজীবত্ব বা চৈতন্য নষ্ট হইয়া মৃতদেহের দুর্গন্ধে তিলার্দ্ধ কাল স্থির থাকা কঠিন হইয়াছে। রাজা যদি এখন উহা শ্মশানে প্রেরণ করিয়া দাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে জীবিত হিন্দু সন্তানগণ রক্ষা পাইতে পারিত।

পরিবার বন্ধন প্রণালীতে গৃহলক্ষ্মীর অপহার বা ব্যভিচার দণ্ডনীয় ও দূষণীয় কেন? তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারেন এবং ব্যবস্থাপকগণ বুঝিতেন বলিয়াই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে দিকে ম্লেচ্ছবিচার-পতিদিগের মস্তক যে এককালেই ঘূর্ণিত হয় না, তাহা কেবল বিধাতার বিড়ম্বনা। কোন হিন্দু মহিলা যে হিন্দু আইন সম্মত দণ্ডবিধির অপরাধে অপরাধী হয় না তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আদালতকে কখনও দণ্ডবিধান করিতে দেখা যায় না, বরং খরচা, হয়রাণী প্রভৃতিতে দণ্ডপ্রার্থী-কেই দণ্ড দিতে দেখা যায়। আদালতের কার্য্যকলাপ দৃষ্টি করিলে, হিন্দু আইনে হিন্দু মহিলার সম্বন্ধে যে দণ্ডবিধি আছে, তাহা যেন পরকালের ব্যতীত ইহকালের জন্য নহে, এরূপ অনুমান হওয়া অসঙ্গত

নহে। কিন্তু হায়! যদি দণ্ডবিধিগুলি পরকালের জন্য হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহর্ষিগণ উহা রাজবিধিভুক্ত করিতেন না। সে যাহা হউক মূল হিন্দু ল এবং উহার কেস্ ল অর্থাৎ নজীরগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, স্থানে স্থানে পাঠকের অনুমান হওয়া অসম্ভব নহে যে, ভারতের আদালত কেবল আইনের ব্যাখ্যাকারক নহেন, ইচ্ছা হইলে ব্যবস্থাপকত্বও করিতে পারেন। আইনের সংস্কার ব্যবস্থাপকের কার্য্য, আদালতের পক্ষে উহা ব্যাধি নির্ব্বিশেষ। বিচারপতিগণ সংস্কার ব্যাধিতে আক্রান্ত কি না জানি না বা কুটিল বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করেন ইহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে বিচারগুলি তাঁহাদের ম্লেচ্ছ-বুদ্ধির অনুগামী হইয়া বিষময় ফলোৎপাদন করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ বিচারপতিদিগের ম্লেচ্ছের কামচারিতা শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে আত্মবৎ করিবার প্রবল ইচ্ছাই সমস্ত অনর্থের মূল।

উল্লিখিত নানাকারণে ধনাধিকার ব্যবস্থা পদদলিত হইয়া ভয়ানক ব্যবহার বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় আমাদের জাতীয় ধন বা অন্নমূল বিনষ্ট হইয়াছে। যাহা কাম্য তাহা অকাম্য, যাহা অকাম্য তাহাই কাম্য, যাহা ধর্ম্ম তাহা অধর্ম্ম, যাহা অধর্ম্ম তাহাই ধর্ম্ম, ইত্যাদি বিচারের পদ্ধতি হইয়া উঠিয়াছে। আইনের যে প্রকার বিকৃতি হইয়াছে, তদনুরূপ বিকার দশাই আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমরা কোন ঔষধ প্রয়োগের চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমাদিগকে সংসার হইতে অচিরেই বিলুপ্ত হইতে হইবে। স্বদেশ-হিতৈষিগণ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে অনেক সময়েই পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার মূল সংস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল প্রলাপ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ভয়ানক উভয়সঙ্কট দশা উপস্থিত হইয়াছে। যে হেতু হিন্দু ল বা মূল রাজবিধিগুলির প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া আপন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে

হইলে, কেস্‌ ল বা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়, আবার কেস্‌ ল বা রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইলে মূল রাজবিধির প্রকৃতি সহ বিরোধ উপস্থিত হয়। মূল রাজবিধির প্রকৃতি সহ বিরোধ বা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন যে দিকে যাইতে ইচ্ছা কর সেই দিকেই নিশ্চয় মৃত্যু। ইহা অপেক্ষা ব্রিটিশ সিংহের পক্ষে নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই নাই। যেমন হত্যা অপরাধে লিপ্ত কোন ব্যক্তি হস্ত খুন করিয়াছে, আমার কোন দোষ নাই, বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারে না; তদ্রূপ আদালত, অনুবাদক, ব্যবস্থাপক প্রভৃতি যাহার দোষেই আমরা বিনষ্ট হই না কেন, বিশ্বনিন্দুকের লেখনী রাজাকে নিন্দার দায় হইতে কখনও অব্যাহতি দিতে পারে না। ডফেরিণ! পিতাহে! ঐ যে রুষ ভল্লুক ভারতের প্রতি সতৃষ্ণলোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে; ঈশ্বর না করুন, যদি তাহার দুরাশায় বাধা দেওয়ার সময় সন্নিকট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই ভারতবাসীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অনশনে ক্ষীণ, শীর্ণ, জীর্ণদেহ ভারতবাসীর সাহায্য লইয়া তোমার কি ফল লাভ হইবে? অপিচ "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং" এই মহাজন বাক্য স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে বড়ই আশঙ্কার উদয় হয়। ভারতেশ্বর! বিশ্বনিন্দুক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হও।

ভাই পাঠক, বিশ্বনিন্দুকের নেত্রাঞ্জন প্রয়োগ এবং ভারত বক্ষে রক্ষা কবচ বন্ধন শেষ হইল। যাঁহার জ্ঞান চক্ষু আছে, তিনি অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। ভারতে যে অনাচারের স্রোত প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের অন্নমূল সংশোধিত না হইলে উহা কখনই নিবৃত্ত হইবে না। "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং" এই মহাজন বাক্য কখনও মিথ্যা নহে। ভাই সকল! যে অন্ধকার জাল বা কঠিন ব্যূহ ভেদ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম, ঈশ্বরানুগ্রহে এবং পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে তাহা এতদিন পরে সাঙ্গ হইল। আমি এতদিনে ভারতমাতার প্রকৃত বীরপুত্রের ন্যায়

স্থানে পৌঁছিয়া প্রসারিত বক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইয়াছি। কলির সেনাদল পরাভূত হইয়া ভারতের আনন্দধাম যাত্রায় আর অধিক বিলম্ব নাই। "গিয়াছে সকল ভয় নাহি কিছু ভাবনা। দিন, মাস, পক্ষ, বার নাহি করি গণনা।" ভারতের মলের বোঝা বিশ্বনিন্দুকের মাথায় হইলেও আর কুল গৌরব নষ্টের আশঙ্কা করি না। বরং জগদম্বার কৃপায় কুল, বংশ বা পরিবার ভারতের মলবাহী বিশ্বনিন্দুকের জন্ম হেতুই দুদিন কি দশ দিন পরে আপনাদিগকে অবশ্যই সম্মানিত জ্ঞান করিবে। বিশ্বনিন্দুককে অনেকে পাগল আখ্যা দিয়া থাকিলেও তৎপ্রদত্ত মাদকের আকর্ষণ গুণে কতকগুলি ভক্ত জুটিয়াছে। যদি জীবিত থাকিতে ভক্তবৃন্দ পাগল বাহাদুরের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে, তবে তাহা তাহাদের সৌভাগ্য। মনুষ্যের এক একটী হীনত্ব, এক একটী পশুত্ব, এক একটী হীনত্ব নাশ, এক একটী পশুত্ব নাশ। কামচারিতা বা যে প্রকাণ্ড হীন বুদ্ধির আক্রমণে পবিত্র হিন্দুস্থান ম্লেচ্ছস্থানে পরিণত প্রায় হইয়াছে, তাহা বিনাশ, অর্থাৎ বৈপরীত্য বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেই প্রকাণ্ড পশুবধ সমাধা হইয়া পতিত ভারতভূমির উদ্ধার হয়। একা সাধ্য নাই, আইস ভাই, সকলে মিলিয়া সবিশেষ একবার আমাদের রাজরাজেশ্বরী মাতা ভিক্টোরিয়া এবং রাজপ্রতিনিধি ডফেরিণকে জানাই। ভরসা করি, এখন দৈব-ঘটনায় বিশ্বনিন্দুকের মৃত্যু হইলেও ভারত আপন কর্ত্তব্য আপনি বুঝিয়া সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে। ভাই সকল! আমি যাহা দেখিয়াছি, শিক্ষা বা শ্রবণ করিয়াছি; যাহা দেখিব, শিক্ষা বা শ্রবণ করিব, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিব, গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে এই মূলাব-লম্বনে লিখিত আত্মতত্ত্ব গ্রন্থের সমাপ্তি হইতে পারে না। সুতরাং সুবিধা, অবসর এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে আত্মতত্ত্বের আরও সংখ্যা প্রকাশ হইতে পারে। কিন্তু যে বিস্তৃত বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহামেলা উপস্থিত হওয়ায় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, আত্মবংশ ও আত্ম-

জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত সেই হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্রের সংক্ষিপ্ত মূল প্রস্তাব বা সংক্ষিপ্ত হিন্দুবিজ্ঞান-সূত্র অত্র স্থলেই উপসংহার হইল। আমি অতঃপর আত্মবংশ ও আত্মজীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে চেষ্টা করিব। ভারতের কর্ম্মপক্ষ ছিন্ন এবং নেংটীর দৌরাত্ম্য যে প্রকারে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। ঈশ্বরানুগ্রহে সত্বরেই সমস্ত দুঃখ নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব। যদি কোন ভাই বিশ্বনিন্দুকের মর্ম্মবেদনা এবং ভারতের অধঃপতন-বৃত্তান্ত এখনও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা সম্পূর্ণই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে। ভরসা করি অনেকে বুঝিবেন, তাঁহাদের চেষ্টায় পরিণামে সকলেই বুঝিতে সক্ষম হইবে। সত্য কখনও ছাপা থাকিবে না। পশুবধ সমাধা হইলে যে পরিমাণ হর্ষের সঞ্চার হওয়া সম্ভব পশুবধের উদ্যোগে তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। উদ্যোগ পর্ব্বে আর অগ্রসর হইব না। উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে হুইস্কিতে ডোজের পর কতকগুলি ডোজ দেওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু যদি প্রথম ডোজে ভারতে অণুমাত্রও মত্ততার সূত্রপাত দেখা না যায় অথবা সুধাপানে মত্ত মাতালগণ আগ্রহাতিশয্য বশতঃ স্বয়ং ডোজ ঢালিতে আরম্ভ না করেন, তবে তাহা বিশ্বনিন্দুকের পক্ষে বিশেষ অপমানের কথা বটে, একবার দেখা যাউক ;—

যা কর মা কৃপাময়ী কালী কাত্যায়নী।
ভরসা সঙ্কটে তুমি কেবল জননী॥

ভাই পাঠক আমি আপাততঃ অবসর গ্রহণ করিলাম।

শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতিভারং॥

——০——

হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র

বা

আত্মতত্ত্ব। *

ফাল্গুন, ৫ম সংখ্যা। } { সন, ১৩০৪ সাল।

পাঠকবৃন্দ! হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র প্রণেতা বি, এন্, রায় আমি এখনও জীবিত আছি। বহুদিন পরে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত; প্রকাণ্ড পশুবধের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্ত আছি। আমা কর্ত্তৃক উহা সমাধা হইয়া সাধক পিতৃপুরুষগণের মুখোজ্জ্বল হইবে কি না, জগদম্বা জানেন। সে যাহা হউক আর এক পদ অগ্রসর হইব। ভাই সকল, অগ্রে আত্ম-বংশ ও আত্ম-জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া পরে মূল বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব।

আমার নাম ইংরেজী ভাষায় সংক্ষেপে লিখিতে হইলে বি, এন্, রায় লিখিতে হয়। আমার প্রকৃত নামই বি, এন, রায়। প্রাচীন রাজসাহী জেলার পূর্ব্বাংশে অথবা বর্ত্তমান পাবনা জেলার অধীন, মহকুমা সেরাজ-গঞ্জের অন্তর্গত ষ্টেশন সাহাজাদপুরের অন্তঃপাতী পোতাজিয়া গ্রামে বাঙ্গালা সন ১২৫৯ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার আমার জন্ম হয়। পিতার নাম ৺পার্ব্বতীনাথ রায়, মাতার নাম ৺ রসময়ী দাস্যা। আমি বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থ। আমাদের গ্রাম রাজসাহী বিভাগে এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ পল্লী। পাবনা হইতে সাহাজাদপুর হইয়া যে সরকারী

* এই সংখ্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে লিখিত ন্যূনাধিক এক বৎসর পরে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাস্তা সেরাজগঞ্জ গিয়াছে, প্রায় তাহার ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। আমাদের গ্রামের পার্শ্বে ২৫ মাইলের পোষ্ট আছে। পরগণার নাম ইসফসাহী। বাঙ্গালা ১২৮০ সালে এই পরগণাতেই জমিদারদিগের বিরুদ্ধে পাবনার সুপ্রসিদ্ধপ্রজাবিদ্রোহের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। গ্রামের পূর্ব্ব দিক দিয়া বলেশ্বর নামক একটী নদী প্রবাহিত ছিল। উহা ৭০।৮০ বৎসর হইল, ক্রমে ক্রমে প্রায় মজিয়া গিয়াছে; গ্রামের ন্যূনাধিক ১ এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে রাউতাড়া গ্রামের নিকট বড়ল এবং সোনাই নদীর সংযোগস্থল। ভূগোলোক্ত আত্রাই নদীর জল চলনবিলের মধ্য দিয়া বড়ল নদীতে পতিত হইতেছে। বড়ল নদীর জল আমাদের গ্রামের ৩।৩॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বেড়া বন্দরের নিকট হুড়াসাগর নদীর সহিত মিশিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ মুখে যমুনায় পতিত হইতেছে। কাযেকাযেই রাউতাড়া গ্রাম পর্য্যন্ত নৌকা বারমাস যাতায়াত করিতে পারে। আসাম ষ্টিমার ষ্টেশন নগরবাড়ী হইতে একখান ক্ষুদ্র ষ্টিমার আমাদের গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে উপরোক্ত রাউতাড়া গ্রাম পর্য্যন্ত যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল, সংপ্রতি বন্ধ হইয়াছে। আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ২॥ বা ৩ ক্রোশ প্রস্থ এক বিস্তৃত মাঠ আছে। বর্ষাকালে গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ মাঠ ৪।৫ মাস কাল জলমগ্ন অবস্থায় থাকে, তখন দৃশ্য এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করে। পূর্ব্বে মাঠে আবাদ ছিল না, প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হইল আমন ধান্য, পাট এবং অন্যান্য রবিশস্যের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। মৃত্তিকা পরিষ্কার শুভ্রবর্ণ, উৎকৃষ্ট দোআঁস, প্রায় সকল প্রকার শস্য এবং উদ্ভিদ রোপণের উপযোগী। জলে ডুবিয়া যায় জন্য ইচ্ছানুরূপ ফল ও শস্যের আবাদ চলে না। গ্রামের কূপোদক বেশ সুস্বাদু।

জনশ্রুতি এই যে পূর্ব্বে সোনাই নদীতীরে বুড়ি পোতাজিয়ায় সকলের বাস ছিল। কোন সৈনিক অত্যাচার বশতঃ অবস্থাবান্ লোক

সকল নদীর তীর হইতে প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দীঘি ও পুকুর ইত্যাদি খনন করিয়া তাহার পাহাড়ে (চালায়) বর্ত্তমান পোতা-জিয়া গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাও অনেক দিনের কথা। যে হেতু গ্রামের কাশীরাম রায়ের দীঘি, গোয়াল দীঘি এবং অন্যান্য অনেক পুকুরের তলদেশ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। খাঁজেমুরের দীঘির যে স্থানে পূর্ব্বে গভীর জল ছিল, এখন তাহা ধান্য আবাদের জমি হইয়াছে। গ্রামে বড়বিল, দহবিল এবং বিল কালাই এই তিনটী বিল আছে। অল্প বর্ষার সময় সোনাই নদীতে যাইবার জন্য বড়গাড়িয়া এবং গজবিল নামে দুইটী কাটা খাল আছে এবং বলেশ্বর নদীতে যাইবার জন্য মনবির জোলা নামক আর একটী কাটা খাল আছে। উহা দ্বারা পূর্ব্বে বৎসরের অনেক সময় গ্রামে নৌকা যাতায়াত করিত। কাটা খালগুলি অনেকাংশে মজিয়া যাওয়ায় এখনও প্রায় জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৌকা চলাচল হইয়া থাকে। জল ডোবা জমিতে পুকুর কাটিয়া তাহার পাহাড়ে বাস জন্য গ্রামের চলাচলের রাস্তা অনেক স্থানে পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় বন্ধুর। মাদলা, গঙ্গাপ্রসাদ এবং কাঁকিলামারী এই তিন পাড়া বাদে আসল পোতাজিয়ায় ন্যূনাধিক এগার, বার শত ঘর লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে প্রায় দুই ভাগ হিন্দু আর এক ভাগ মুসলমান। বুড়ি পোতা-জিয়ায় এখন কোন বসতি নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গ্রামে প্রায় এক শত ঘর হইবেক। হিন্দু জাতির মধ্যে কুণ্ডু বা তিলির সংখ্যাই অধিক।

মাধবের বংশধর বারেন্দ্রকায়স্থগণই প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান পোতাজিয়া গ্রামের স্থাপয়িতা। এই বংশে ৺ বালিকৃষ্ণ ও ৺ গোবিন্দরাম রায় মহাশয়দ্বয় নবাবের ক্রোড়ী ছিলেন এবং কয়েক পুরুষে ক্রমান্বয়ে ৮।১০ জন কাননগো, রায়রাঁইয়া প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং দেশমধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত ইহাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বংশের প্রাধান্য হেতুই গ্রামে কায়স্থ জাতির প্রাধান্য

সংস্থাপিত হইয়াছিল, এখনও কায়স্থ জাতির প্রাধান্যই বর্ত্তমান আছে। ইহাঁদের নবাব সরকারে প্রতিপত্তি থাকা কালেই নৌকাপথে গ্রামের নিকট দিয়া গমনকারী কোন উদ্ধত সেনাপতির অন্যায় অত্যাচার হেতু ইহাঁরা বুড়ি পোতাজিয়া পরিত্যাগ করিয়া এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে বলেশ্বর নদীর পশ্চিমভাগে বর্ত্তমান পোতাজিয়া গ্রাম সংস্থাপন করতঃ তথায় বাস করিয়াছিলেন। ৺ গোবিন্দরাম রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন নামক একটী মন্দির গ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তিরূপে অদ্যাপিও বিরাজ করিতেছে। বিগত ভূমিকম্পেও উহা সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই। গ্রামের গজবিল এবং বড়গাড়িয়া নামক খাল দুইটী এই বংশের অর্থেই খনিত হইয়াছিল। ইহাঁদের একজন নবাবকর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নবরত্ন মন্দিরমধ্যে সংস্থাপিত ৺ রাধাবল্লভ বিগ্রহের সহিত সপরিবারে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। নবাবের লোক পরিবারের কাহাকেও ধৃত করিতে না পারিয়া বাটীর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, নবরত্ন মন্দির মধ্যে গোহত্যা, এবং অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক সমস্ত বাটী ভস্মে পরিণত করিয়া চলিয়া যায়। মুর্শিদাবাদ মহিমাপুরে ইহাঁদের স্থায়িভাবে বাসা ছিল। এজন্য মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ইহাঁরা কখন কখন আপনাদিগকে মহিমাপুরের রায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সমাজে সর্ব্বত্রই পোতাজিয়া নবরত্নপাড়ার রায় নামে প্রসিদ্ধ। নবরত্নপাড়ার রায় মহাশয়দিগের চেষ্টায় তাঁহাদের পুরোহিতগণ বুড়ি পোতাজিয়ার মধ্যে বিস্তৃত নিষ্কর লাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল গত হইল এই প্রসিদ্ধ নিষ্কর ডিহির জমিদারের উদরস্থ হইয়াছে।

নবাব সরকারে মাধবের বংশধরদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি থাকাকালে ইমান সহরের অধিপতি (বোধ করি, মুসলমান রাজ্য সমূহের মধ্যে কোন সামন্ত নরপতি) সাহাজাদা মকদম সাহেব শত্রুকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া বহু সম্পত্তি, আত্মীয় এবং দাসদাসী ইত্যাদির সহিত দিল্লীর সম্রাটের

আশ্রয় গ্রহণ করেন। সৈনিকের কার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। কিন্তু অদৃষ্টবিপাকে ভারতবর্ষে আগমনের পর সর্ব্বদা ফকিরের ভাবে ও বেশে কালাতিপাত করিতেন। মকদম সাহেবের পুত্র ছিল না। তাঁহার ভাগিনেয় খাঁজেমুর সাহেবই পুত্রস্থানীয় ছিলেন। খাঁজেমুর সাহেব সৈয়দ বংশসম্ভূত। তাঁহার রীতি, নীতি, প্রকৃতি সমস্তই আমীর শ্রেণীর লোকের স্থায় ছিল। দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণের কিছু কাল পরে তাঁহারা বঙ্গের রাজধানীতে উপনীত হন। তথায় খাঁজেমুর সাহেবের সহিত মাধবের বংশধরগণের একজনের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এই মিত্রের অনুরোধে খাঁজেমুর সাহেব দুর্গোৎসবের সময় নৌকাপথে পোতাজিয়ায় উপস্থিত হন। সেই সময়ের নৌকাবাইচ (Boat racing) দর্শনে তিনি এতদূর প্রীত ও প্রসন্ন হন যে, গ্রামে একটী বাসাবাটী নির্ম্মাণের জন্য মাতুলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মকদম সাহেবের অনুমতি হওয়ায় খাঁজেমুর সাহেব পোতাজিয়া গ্রামে স্বনামখ্যাত দীঘি খনন করিয়া উহার পশ্চিম দিকে (বর্ত্তমান শুঁড়িপাড়ায়) আপন বাসাবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দীঘির দক্ষিণ পাহাড়ে বাজার এবং অন্যান্য পাহাড়ে লোক লস্কর আদির জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই গোহত্যা ব্যাপার লইয়া গ্রামে হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর বিবাদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। দুই মিত্র দুই পক্ষের অধিনায়ক। খাঁজেমুর সাহেবের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য বশতঃ উভয় পক্ষে কোন বিবাদ সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই, তাঁহারা পোতাজিয়ার উত্তর-পূর্ব্বদিকে সীমার বাহিরে সাহাজাদা মকদম সাহেবের হস্তের এক সহস্র বিঘা (১৮ ইঞ্চি হস্তের প্রায় পৌণে দুই হাজার বিঘা) জমি নবাবের নিকট নিষ্কর গ্রহণ করতঃ সাহাজাদপুর নাম দিয়া একটী নূতন পল্লী সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে বাটী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনার পর মকদম সাহেব আর কখনও পোতাজিয়ার পদার্পণ করিয়াছেন কি না জানি না।

কিন্তু খাঁজেমুর সাহেব দুর্গোৎসবের সময় বিবিসাহেবাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রতিবর্ষেই পোতাজিয়ার বাটীতে আসিতেন এবং মিত্রের আদর ও অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেন। প্রথমে তাঁহার সুপ্রশস্ত দীঘিতে (Boat racing) হইয়া বলেশ্বর নদীতে গিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন হইত। বিবিসাহেবাদিগের যাঁহারা নৌকায় উঠিতেন না, তাঁহারা বাটীর গবাক্ষ দিয়াই ঐ আমোদ অনেকাংশে দেখিতে পাইতেন। পোতাজিয়া এবং সাহাজাদপুরের বাটীতে নৌকাপথে যাতায়াতের যে অসুবিধা ছিল, ইহাঁরা নালা কাটিয়া উহা দূর করেন। সাহাজাদপুরে বাটী নির্ম্মাণের পর মকদম সাহেব উত্তর-মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত আপন জমিদারী বিস্তার করেন এবং একজন সামন্ত নরপতির ন্যায় নিজ আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কাল সহকারে কোচবিহারাধিপতির সহিত রীতিমত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি অনেক সৈন্য এবং সেনাপতির সহিত মকদম সাহেবের মস্তক কাটিয়া লইয়া যান। মকদম সাহেব শেষাবস্থায় বিশেষ সাত্ত্বিক ভাবাবলম্বন করিয়াছিলেন। যদি কোন দোষ থাকে, তবে তাহা খাঁজেমুর সাহেবের ব্যতীত মকদম সাহেবের নহে। মকদম সাহেবের সবিশেষ অবস্থা অবগত হইয়া কোচবিহারাধিপতি পরিণামে বিশেষ পরিতপ্ত হন। তাঁহার অনুমতিতে কোচবিহারের মুসলমান সমিতি মহাসমারোহের সহিত মকদম সাহেবের মস্তক উক্ত রাজধানীতে কবর দিয়াছিল। মকদম সাহেবের দেহের অপর অংশের কবর সাহাজাদপুরেই হইয়াছিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া প্রতি বৎসর সাহাজাদপুরে বাসন্তী মহাষ্টমীর দিন হইতে আট দিন পর্য্যন্ত একটী মেলা হইয়া থাকে। বহুদূর হইতে মুসলমান যাত্রী উপস্থিত হইয়া মকদম সাহেবের দরগায় সিন্নি ও নমাজ করিয়া থাকেন। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর গত হইল গোবিন্দকান্ত রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর নবরত্নপাড়ার রায় মহাশয়দিগের আর্থিক অবস্থার আর কাহারও বিশেষ উন্নতি নাই। দুর্গোৎসব উপলক্ষে বঙ্গের বহু স্থানে (Boat racing) প্রথা এখনও

বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পোতাজিয়ার ন্যায় অনেক স্থানেই নাই। ভরসা করি বঙ্গের কুত্রাপি নাই। ইহাই আমার জন্মভূমির মহামহোৎসব এবং দেখিবার এক আশ্চর্য্য সামগ্রী। পূর্ব্বে ইহা লইয়া মারামারি, নৌকা-ডুবাডুবী অনেক হইত, কিন্তু এখন প্রায় নিবৃত্ত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

ন্যূনাধিক এক বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে পোতাজিয়ার সঙ্গতিশালী তিনটী পরিবারের সম্পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে।

প্রথমতঃ চাকলাদার বংশ। বর্ত্তমান কাঠুরিয়াপাড়ায় বাস করিতেন। কোচবিহারের মহারাজার চাকলা বোদা, পাটগ্রাম, ঘোঁড়াঘাট এবং পূর্ব্ব-ভাগ এই চারি চাকলার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া বিপুল ধনসম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের বাইচের নৌকা গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। ঐ নৌকার পশ্চাৎ দিকের "চেহারা" দোতালা দালান অপেক্ষাও উচ্চতর দেখাইত। এই পরিবারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ খানসামা বংশ। ইহারা জাতিতে কায়স্থ ছিল। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কোন রাজার খানসামা ছিল। উক্ত রাজপুঙ্গবকে হস্তের ক্রীড়া-পুত্তল বানাইয়া বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। অধস্তন পুরুষে কেহ খানসামার কার্য্য করিত না। কিন্তু গ্রামের ভদ্র ও ব্রাহ্মণগণ খান-সামা বংশ নাম পরিত্যাগ করেন নাই। জনশ্রুতিতে সম্পত্তির মাত্রা এত অধিক শুনা যায় যে, গানাদিতে অঞ্জলিপূর্ণ টাকা "ফেঁর" দেওয়া ব্যতীত, কখনও দুই এক টাকায় কার্য্য শেষ করিত না। গ্রামের সরকারপাড়ার ৺মথুরানাথ সরকারের পুত্র বা পৌত্রদিগের সহিত বিশেষ মনোমালিন্য এবং তন্নিবন্ধন নানা প্রকার বিবাদ নিবন্ধন এবং নাটোরের দেওয়ান (সম্ভবতঃ তাড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ) মহাশয়ের কোপানলে পতিত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত এবং গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। দিনাজপুরে খানসামা পরগণা নামে ইহাদিগের একটী জমিদারী সম্পত্তি

ছিল। দেনার দায়ে উহা রাউতাড়ার জগচ্চন্দ্র চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষের হস্তগত হয়। পরে উহা কে লইয়াছে জানি না।

তৃতীয়তঃ আন্দিরাম সাহার বংশ। ইঁনি জাতিতে তিলি ছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, ব্যবসার জন্ত ইঁহার সতের কাহণ (কেহ কেহ বলেন, সতের পণ) নৌকা ছিল। সাহা মহাশয়ের জননী কত নৌকা আছে একত্রে দেখিতে ইচ্ছা করায় সমস্ত নৌকা একত্র সমাবেশের নানা অসুবিধা বুঝিয়া আন্দিরাম সাহা জননীর কৌতূহল তৃপ্তির উদ্দেশ্তে, প্রত্যেক নৌকার জন্ত এক এক জন মাঝি, এক এক খান দাঁড় সহ উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। গণনায় উক্ত সংখ্যক নৌকা থাকা সাবাস্ত হইয়াছিল। আন্দিরাম সাহা তাঁহার সময়ে গ্রামের ধনকুবের এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের সময় জনৈক রবাহুত ব্রাহ্মণ সরপত্রের চিনি অপ্রাপ্তি হেতু ক্রোধপূর্ব্বক শ্রাদ্ধের বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদে সাহা মহাশয় অনেক চেষ্টা, অনুনয় এবং অর্থপ্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া আনেন। ঘটনার চক্রে এই সময়ে তাঁহার চিনি বোঝাই বহু নৌকা নদীতে উপস্থিত ছিল। তিনি মাতার স্বর্গার্থে উহার সাহায্যে গ্রামের "দলিছা" নামক একটী পুকুর সরপৎ করাইয়াছিলেন। আন্দিরাম সাহা কেঁদো (স্কন্ধবাহক) সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে আমাদের দেশের তিলিসমাজকে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের তিলিসমাজে বিবাহের সপ্তপাক অন্তান্ত বর্ণের ন্তায় আত্মীয় স্বগণের দ্বারা সম্পাদিত না হইয়া কেঁদো সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইহারাও জাতিতে তিলি ছিল। কিন্তু স্কন্ধে বহন করিয়া কন্তার সপ্তপাক সমাধা করিত এজন্ত কেঁদো (স্কন্ধবাহক) বিশেষ নামে অভিহিত ছিল। বিবাহকর্ত্তাকে এজন্ত কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হইত। স্কন্ধবাহকের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। গোধূলি লগ্নের বিবাহ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে, রাত্রি দ্বিপ্রহর লগ্নের বিবাহ প্রথম বা শেষ রাত্রিতে ইত্যাদি

প্রতিনিয়তই ঘটিত। অধিকন্তু দক্ষিণা মীমাংসার জন্য কোন কোন স্থানে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। একটী দীনহীনা বিধবার কন্যার বিবাহ উপ-লক্ষে আন্দিরাম সাহা কর্ত্তৃক আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের জন্য বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলেও কেঁদো সম্প্রদায় উহাতে স্বীকার হয় নাই। এই জন্যই সাহা মহাশয় উক্ত প্রথা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। রাউতাড়া ভিন্ন গ্রাম হইলেও আমাদের গ্রামের সহিত সামাজিক ভাবে অনেক বিষয়ে আবদ্ধ। পোতাজিয়া ও রাউতাড়ার তিলিসমাজে তিনটী ধনকুবের সাহার তিনটী দল ছিল। পরবর্ত্তী কালে এই তিনটী দল সাহা, মণ্ডল ও চৌধুরীর দল নামে বিখ্যাত হয়। প্রথম পোতাজিয়া আন্দিরাম সাহার দল, দ্বিতীয় আগ রাউতাড়ার মণ্ডলের দল, তৃতীয় পাছ রাউতাড়ার চৌধুরীর দল। তিন দলের অধিনায়ক তিন জন ধনকুবের বিধায় কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিত না। সর্ব্বদা নানাপ্রকার সামাজিক বিবাদ ও গোলযোগ হইত। স্কন্ধবাহকদিগের অত্যাচার উম্মূলনে স্থিরসংকল্প আন্দিরাম সাহা মহাশয় বহু চেষ্টা, অনুনয় এবং ত্যাগস্বীকারের দ্বারা তিন দলের সম্মিলন সম্পাদন করতঃ "বিবাহে স্কন্ধবাহকদিগকে আর ডাকা হইবে না" প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া মণ্ডল ও চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের সহিত স্বয়ং পূর্ব্বোক্ত দীনহীনার কন্যার শুভ বিবাহের সপ্ত পাক কার্য্য সমাধা করেন। এই হইতে আমাদের দেশে তিলি সমাজে স্কন্ধ-বাহক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। আন্দিরাম সাহার সম্পত্তির চিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই। বোধ করি, বংশের অস্তিত্বও নাই।

রাউতাড়া গ্রাম সম্বন্ধে দুইটী কথা অত্র স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

প্রথমতঃ আগ রাউতাড়ার মণ্ডলদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বাটীতে মৃত্তিকার নিম্নে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ ছিল। উহা স্বর্ণ এবং রজত মুদ্রার দ্বারা

সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। বাঙ্গলার নবাব সাহেবেরা বা তাঁহাদের লোকজন গৌড়, মুঙ্গের, রাজমহল এবং মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে নৌকাপথে ঢাকা অঞ্চলে যাতায়াতে এই পথেই গমনাগমন করিতেন। সরদহের মোহানায় পদ্মা হইতে বড়ল নদীতে প্রবেশ করিয়া রাউতাড়ার নিকট দিয়া সিমলাবাদের নদী হইয়া ঢাকায় যাইতেন। কোন নবাব একদা পাঁচ বা সাত সহস্র অনুচরের সহিত নৌকাপথে ঢাকা গমনকালে রাউতাড়ার নিকট উপস্থিত হইয়া রসদ সংগ্রহের জন্য নিকটবর্ত্তী ধনবান্ লোকদিগকে আহ্বান করেন। অন্য কেহ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। কেবল মণ্ডল বংশের পূর্ব্বপুরুষই নবাবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, আপনি ত্রুটী মার্জ্জনা করিলে আমি যথাসাধ্য রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে সম্মত আছি। নবাব অভয় প্রদান করিলে তিনি ক্রমান্বয়ে ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত অনুচরদিগের সহিত নবাব বাহাদুরকে নানা প্রকার চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় আহার্য্য প্রদানে পরিতৃপ্ত করেন। পরে প্রস্থানোন্মুখ নবাব, সাহা মহাশয়ের নিকট খরচের ফর্দ্দ চাহিলে তিনি রাজ্যেশ্বরের আতিথ্য সৎকারের মূল্য লইতে এককালেই অস্বীকৃত হন। ইহাতে নবাব বাহাদুর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি আমার নিকট কি পুরস্কার লইতে ইচ্ছা কর? পরিবারের অন্যান্যের সহিত পরামর্শের অবসর প্রার্থনা করিয়া অবসরপ্রাপ্ত সাহা মহাশয় সবিশেষ পরামর্শ পূর্ব্বক নবাব বাহাদুরকে বলিলেন যে, আমার ধন সম্পত্তির কিছুই অভাব নাই! কোন জমিদারী গ্রহণ করিয়া খাজানার দায়েও উত্ত্যক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হুজুরের অনুগ্রহ হইয়া থাকিলে যাহাতে দেশের লোকে আমাকে মণ্ডল বলিয়া মান্য করে, তাহার বিহিত আদেশ প্রদান করিলে সন্তুষ্ট হই। নবাব বাহাদুর তথাস্তু বলিয়া সাহা মহাশয়কে মণ্ডল উপাধি প্রদান পূর্ব্বক এক সনন্দ প্রদান করিলেন। এই হইতে উল্লিখিত সাহাবংশের মণ্ডল উপাধি হইয়াছে। এই বংশের জাতীয় সম্মান বর্ত্তমান থাকিলেও আর্থিক

অবস্থা আর উন্নত নাই। পরিণামকালে মৃত্তিকার নিম্নস্থিত ধনাগারের অর্থ আহরণ জন্য বংশের অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্পের উপদ্রবে কেহ সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর হইল নদীভঙ্গে সমস্তই নদীর গর্ভে গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ পাছ রাউতাড়ার জগৎচন্দ্র চৌধুরীর পিতামহ রাজকিশোর সাহা মহাশয়ের বহু টাকার কারবার ছিল। দিনাজপুর জেলায় তাঁহার কারবারের প্রধান স্থান ছিল। উক্ত জেলার প্রধান মোকামে ছাঁটাইদার সহিত ন্যূনাধিক তিন চারি শত লোক প্রতিপালিত হইত। রাজকিশোর সাহা মহাশয় প্রায়শঃ বাটীতেই থাকিতেন। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা ব্যবসা কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। উল্লিখিত মোকামে বৈদ্য জাতীয় এক ব্যক্তি প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। বহুদিন পরে ব্যবসার স্থান দর্শন মানসে সাহা মহাশয় একবার দিনাজপুরের মোকামে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তামাকের বাজার অত্যন্ত নরম হইয়াছিল। উহা অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেও ক্রেতা পাওয়া যাইত না। এই সময়ে ডাক ও টেলিগ্রাম ইত্যাদির সুবিধা না থাকায় কলিকাতা প্রভৃতি ব্যবসা-স্থানের সংবাদ খত্‌গিরী বা পত্রবাহক লোক মারফতে যাতায়াত করিত। রাজকিশোর সাহা মহাশয় বাসায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা আদিও হইয়া গেল। কিছু কাল পরে প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় স্নানের জন্য নদীতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, কলিকাতার পত্রবাহক আসিতেছে। উহার নিকট নিজ নামের পত্র লইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কলিকাতায় তামাকের দর অতি উচ্চে উঠিয়াছে। তত্রত্য কর্ম্মচারী সংবাদ প্রচার হইবার পূর্ব্বেই প্রচুর পরিমাণে তামাক ক্রয় করিয়া চালান দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় পত্রবাহককে দুই দিবস গোপন থাকিবার জন্য বিশেষ প্রলোভনে বাধ্য করিয়া প্রথমতঃ উহাকে গোপনে আবদ্ধ করিলেন।

তাহার পরে বন্দরের সমস্ত তামাক রাজকিশোর সাহার পক্ষে বায়না করিলেন এবং দুই তিন দিন পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা এক প্রকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলার সঞ্চিত তামাক নিজ মহাজনের পক্ষে বায়নার সুবন্দোবস্ত করিলেন। এই কাল মধ্যে তিনি নিজ প্রতিপালকের সহিত একবারও সাক্ষাতের অবসর পান নাই। দুই তিন দিন পরে সমস্ত কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক বাসায় পঁহুছিয়া কলিকাতার পত্রবাহককে মুক্ত করিলেন এবং রাজকিশোর সাহা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সাহা মহাশয় প্রধান কর্ম্মচারীর হঠাৎ অদর্শন জন্য মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন। সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল ? কর্ম্মচারী বলিলেন, ব্যবসার বিশেষ সুবিধা পাইয়া অনুপস্থিত হইয়াছিলাম। সাহা মহাশয় বলিলেন, কি ক্রয় করিলেন ? উত্তর হইল, তামাক। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কত তামাক ক্রয় করিলেন ? উত্তর প্রদত্ত হইল, রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় যে তামাক সঞ্চিত আছে, প্রায় তৎসমস্তেরই বায়না করিয়াছি। রাজকিশোর সাহা মহাশয় বহুদিন পরে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। সেই সময়ে প্রধান কর্ম্মচারীর হঠাৎ অদর্শন, তাহার পরেও বাজারের পরিত্যক্ত মাল তামাক অত্যধিক পরিমাণে বায়না হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। পরন্তু অসংযত জিহ্বায় নানা কুৎসিত ও পরুষভাষায় ভদ্রসন্তান প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়কে বিশেষ অপমান করিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় কলিকাতার পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাপনের অবসর পাইলেন না। তিনি ছল ছল চক্ষে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিছু কাল পরে অন্যান্য সকলে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পরে সবিশেষ অবস্থা অবগত হইয়া রাজকিশোর সাহা সান্ত্বনার জন্য পাঁচ কথা বলিলেও প্রধান কর্ম্মচারীর ম্লানমুখ প্রসন্ন হয় নাই। এই যাত্রায় রাজকিশোর সাহা মহাশয় ৩।৪ মাস কাল

পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থানে উপস্থিত ছিলেন। ঐ কাল মধ্যেই সমস্ত তামাক কলিকাতায় চালান ও বিক্রয় হইয়া খরচা বাদে সিক্কা ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মুনাফা হইয়া সমস্ত টাকা হুণ্ডী ক্রমে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয় সমস্ত টাকা লইয়া প্রসন্নমুখে রাজকিশোর সাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আপনি প্রতিপালক, কারণে বা অকারণে আমাদিগকে অপমান করিলে সহ্য না করিয়া উপায় কি আছে। অত্র স্থলে আপনার প্রতিপালিত ৩।৪ শত লোক থাকিতে আপনার শুশ্রূষার কোন ক্রটী হইবে, ইহা একবারও আমার চিত্তে উদয় হয় নাই। সেই জন্য অনুপস্থিত হইতে মনে কোন দ্বিধা করি নাই। বিধাতার ইচ্ছায় অদৃষ্টে যাহা ছিল, হইয়া গিয়াছে। এখন তামাকের মুনাফা এই ছাপ্পান্ন হাজার টাকা গ্রহণ করুন। রাজকিশোর সাহা মহাশয় অকারণে ভদ্র-সন্তানকে বিশেষ অপমান করিয়াছিলেন, কি উত্তর করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নিতান্ত অপ্রতিভের ন্যায় কিছু কাল উক্ত কর্ম্মচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে কর্ম্মচারীর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন যে, বাপু হে! তোমাকে অপমান করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছি। আমি প্রতিপালক, আমার যে কোন ক্রটী হইয়া থাকে, ক্ষমা করা উচিত। তুমি ভদ্রসন্তান, অকারণে তোমার বিশেষ লাঞ্ছনা করিয়াছি। এই টাকা আমার ভাগ্যে আইসে নাই। আমার অনুরোধ তুমিই উহা গ্রহণ কর। ইহার পর উভয়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে টাকা গ্রহণ করাইবার জন্য অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। পরে কর্ম্মচারী মহাশয় হঠাৎ বলিলেন যে, আমি আপনার প্রতিপালিত; কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া যদি কিছু পুরস্কার প্রদান করেন লইতে বাধ্য আছি। তদ্ব্যতীত মুনাফার কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে পারিব না। তাহা শ্রবণে সাহা মহাশয় বলিলেন যে মৎপ্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে সমস্ত টাকাই আমাকে প্রদান কর। টাকা প্রদত্ত হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিয়া তদ্দণ্ডে সেই ছাপ্পান্ন হাজার

টাকাই উল্লিখিত প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়কে পুরস্কার প্রদান করিলেন। কর্ম্মচারী মহাশয় নিরুত্তর হইলেন। রাজকিশোর সাহা মহাশয় জমীদারী ক্রয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না, কর্জ্জার ডিক্রীতে যাহা ক্রয় হইত তাহা অবিলম্বে বিক্রয় করিয়া হাঁফ ছাড়িতেন। এই বংশের এখন বিশেষ কোন কারবার নাই। ন্যূনাধিক বার্ষিক ছয় সহস্র টাকা মুনাফার জমিদারী সম্পত্তি আছে। যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে তেওতার রাজা শ্যামাশঙ্কর সেন বাহাদুরের পিতামহ মহাশয় উপরোক্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তামাকের মুনাফা উল্লিখিত ছাপ্পান্ন হাজার টাকাই তাঁহার শুভাদৃষ্টের প্রথম সোপান।

স্বগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রাচীনতত্ত্ব স্থানীয় কিম্বদন্তী শ্রবণে যাহা আমার সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও ধারণা আছে, তাহা প্রকাশ করিলাম। বিশেষ প্রমাণ পাইলে অংশ বিশেষ সংশোধন করিতে আপত্তি নাই। অতঃপর নিজ বংশ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। বংশতরু স্বতন্ত্ররূপে দেওয়া গেল।

ভাই পাঠক! বহুকাল হইল, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভৃগুমুন্দী, নরহরি দাস এবং মুরহর দেব (মুরারি চাকি) নামক তিন জন কায়স্থ-সন্তান জীবিকা অন্বেষণে বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ভাগ্যক্রমে বিশেষ সুবিধা হওয়ায় তাঁহারা নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সন্ধিস্থলে, বর্ত্তমান জেলা যশোহরের অন্তর্গত শৈলকুপা গ্রামের নাগ উপাধিধারী কায়স্থ জাতীয় রাজা জটাধর ও কর্কট নাগ ভ্রাতাদ্বয়ের সাহায্যে উক্ত ভ্রাতাদ্বয় এবং এতদ্দেশীয় দেব, দত্ত ও সিংহ উপাধিধারী তিন জন কায়স্থ-সন্তানকে একত্রিত করিয়া একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতঃ সপরিবারে বঙ্গদেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সমাজই বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের বংশধরগণ অনেকে প্রাচীন রাজসাহী বিভাগে বাস করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন রাজসাহী বিভাগে

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের যে প্রকার আধিক্য ও প্রাধান্য দেখা যায়, অন্য কোনও কায়স্থ সমাজের তদ্রূপ নহে। উপরোক্ত কয়েক জনের বংশধরগণই সামাজিক কায়স্থ ও আদি মূলের সন্তান বলিয়া পরিচিত। ভৃগুনন্দী, নরহরি দাস এবং মুরহর দেবের বংশধরগণ সিদ্ধ ঘর * এবং নাগ, দেব, দত্ত ও সিংহ বংশীয়গণ সাধ্য ঘর † নামে সমাজে পরিচিত। জটাধর ও কর্কট নাগের বংশধরগণ সাধ্য হইয়াও প্রায় সিদ্ধের তুল্য পদবী বিশিষ্ট। মূলে যে ভাবেই সমাজের পত্তন হইয়া থাকুক, কাল সহকারে ভিন্ন শ্রেণীর অসামাজিক কায়স্থগণ নানা কারণে মিলিত হইয়া যে সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়াছে এবং করিতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ঢাকুর বা বারেন্দ্র-কায়স্থ-কুল-পঞ্জিকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মাধবের বংশসম্ভূত দেবীদাস খাঁ মহাশয় মুর্শিদাবাদ মহিমাপুরে বাস আরম্ভ করেন। তিনি সমাজ বন্ধনের বহুকাল পরে ভিন্ন শ্রেণীয় বার ঘর কায়স্থকে বারেন্দ্র সমাজভুক্ত করেন। এ সম্বন্ধে ঢাকুর যথা ;—"যতেক মহিমা তাঁর নাহি লিখা যায়। দেবতুল্য বাক্য হইল কায়স্থ সভায়॥ বার ঘর কায়স্থ তেঁহ সংগ্রহ করিয়া। উত্তমের তুল্য পদ দিলা বাড়াইয়া॥" অতএব ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থদিগকে সমাজভুক্ত করিবার প্রথা বিরল হইলেও পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকা বুঝা যায়। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সমাজের সহিত আমাদিগের মিশ্রণের সূত্রপাত দেখা দিয়াছে, কাল সহকারে উহা বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে প্রধানতঃ করণেরই গৌরব। ঢাকুরে এ সম্বন্ধে একটী বিধি দেখা যায় যে "উঠা পড়া কায়স্থের কুল। যদি থাকে আদি মূল॥" বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে বিবাহের উচ্চ করণ দ্বারা উচ্চ পদবী এবং নিম্ন করণ দ্বারা ক্রমে নিম্ন পদবী প্রাপ্ত হয়। কিন্তু করণ গৌরবে উচ্চ হইলেও নবাগত কেহ আদি মূলের সন্তানগণের সমকক্ষ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে ভৃগুনন্দী,

* কুলীন। † মৌলিক।

নরহরি দাস এবং মুরহর দেবের বংশধরগণ বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের মূল-পত্তন হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে বল্লালী নাই।

ভৃগুমুন্সীর সাতটী পুত্র জন্মিয়াছিল। যথা ;—শ্রীকণ্ঠ, বাল্মীক, কৌতুক, শিব, শঙ্কর, কানু ও মাধব। ইহাঁদের মধ্যে বাল্মীক নিঃসন্তান ছিলেন। অবশিষ্ট ছয় জনের বংশধরগণ নিজ নিজ পিতৃপুরুষের নামানুসারে অমুকের ধারা বা শাখা সংজ্ঞায় সমাজে পরিচিত হইয়া বংশবিস্তৃতি সহ নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে নানা স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভৃগুবংশের মধ্যে মাধবের ধারাই করণ গৌরবে সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহাঁরা পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিতেন। ভৃগুসন্তানের মধ্যে আমরা শিবমুন্সীর বংশ বা শিবের ধারা বলিয়া সমাজে পরিচিত। শিব সন্তান মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ইচ্ছলোট নামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি আপন অবস্থা উন্নতির আশায় বাদসাহের চাকুরি করিতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তথায় যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া বহুকাল পরে বাঙ্গালায় প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। ইহাঁ দ্বারা পরিবারের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। যাহা শ্রুত আছি, তাহাতে পিতৃপুরুষেরা এই সময়ে স্বর্ণ-থালও ব্যবহার করিতেন। মনুষ্যের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। বংশ-বৃদ্ধি-হেতু ইহাঁদিগের অবস্থা কালক্রমে খর্ব্ব হইয়া যায়। আপন আপন সুবিধা মত সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। আমরা যে শাখা-সম্ভূত তিনি বহুলার নামক গ্রামে গিয়া আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক পুরুষ পরে ভবানীশঙ্কর নামক পরিবারের এক ব্যক্তি নিজ অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভাবে নবাবের রায়রাঁইয়া পদবী প্রাপ্ত হন। তদবধি বংশের উপাধি রায় হইয়া যায়। কোন ব্যক্তি সামাজিক ভাবে আমাদিগকে প্রশ্ন করিলে আমরা মুন্সীবংশ শিবের ধারা শব্দে

পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের নিকট বা রাজদরবারেও নিজ নামের সহিত রায় উপাধি সংযোগ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। ভবানীশঙ্কর রায় মহাশয় পোতাজিয়ার কিয়দংশ এবং নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম নবাবের নিকট হইতে জমিদারী এবং বাসবাটী নিষ্করূপে প্রাপ্ত হইয়া বহুলার হইতে আগমন পূর্ব্বক ৺ রাধামাধব বিগ্রহ ও একটী মহাদেব প্রতিষ্ঠা করতঃ সপরিবারে পোতাজিয়া গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ভবানীশঙ্কর রায় স্বীয় ক্ষমতাবলে অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর প্রচুর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া একজন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মধ্যে গণ্য হন। ইহাঁর পুত্রদ্বয় মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজীবলোচন রায় মহাশয় বিশেষ কোনও সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন নাই। কিন্তু কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় গুদিবাড়ি ষ্টেটের প্রায় ।৵০ ছয় আনা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ও একটী শিব প্রতিষ্ঠা ও একটী পুষ্করিণী খনন করেন।* গুদিবাড়ি ষ্টেটের যে অংশ দখল হইয়াছিল, তাহাতে পরিবারের অবস্থা, সম্ভ্রম ইত্যাদি আরও অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। উক্ত ষ্টেট সম্পূর্ণরূপে দখল হওয়ার পূর্ব্বেই জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় গতাসু হন। ৺ রামনাথ রায় প্রভৃতির সম্পত্তি প্রাপ্তির প্রথমেই ৺ রাধামাধব বিগ্রহের মূর্ত্তিটী ভগ্ন হওয়ায় নবীন কলেবর প্রয়োজন হইয়া উঠে। সকলেই নানা প্রকার আশঙ্কায় ভীত হন। সে যাহা হউক নবীন কলেবর কার্য্য মহাসমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইয়া যায়! ইহার পরেই বসন্ত রোগের আক্রমণে রামনাথ রায় মহাশয়ের একটী কন্যার কুমারী অবস্থায় দুইটী চক্ষুই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিশেষ অর্থ ব্যয় এবং নানা চেষ্টায় পিতৃপুরুষগণ উল্লিখিত কন্যা গাড়াদহের নাগবংশে সম্প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে

* আমাদের কালীবাড়ীর দক্ষিণভাগে এই বৃহৎ পুষ্করিণীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

সবিশেষ অন্যত্র বলা যাইবেক। রামনাথ রায় মহাশয় দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে এক বিষম দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইল।

নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রামজীবন ও রঘুনন্দন এই সময়ে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ জীবন-নাট্যের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। জনশ্রুতিতে যাহা অবগত আছি, তাহাতে রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই ভ্রাতা আম্বার নামক গ্রামে বাস করিতেন। জীবিকার বিশেষ কোন উপায় না থাকায় পুঁঠিয়ারাজের ঠাকুরবাড়ী আশ্রয় করিয়া ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদে জীবনধারণ করিতেছিলেন। বিশেষ কোন দৈব ঘটনায় রাজাবাহাদুর ইহাঁদিগকে ঠাকুরবাটী হইতে সরাইয়া রাজপারিষদ রূপে নিযুক্ত করেন। স্বয়ং রাজা বাহাদুর রঘুনন্দনের অপ্রত্যক্ষ অদৃষ্ট এতদূর প্রত্যক্ষ মনে করিয়াছিলেন যে, অতি দীনভাবে তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন। "বাপু হে, যদি কখনও অদৃষ্টবান্ হও, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কোন সম্পত্তি হরণ করিও না।" বলা বাহুল্য যে, রঘুনন্দন এই প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরে তদানীন্তন বাদসাহের সুবে বাঙ্গালার দপ্তরের কাননগো বঙ্গাধিকারী মহাশয় (দাহাপাড়ার রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ) সরকারী কার্য্য উপলক্ষে পুঁঠিয়ায় আগমন করতঃ রাজা বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই ভ্রাতাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া যান। রঘুনন্দন নিজ কার্য্যগুণে বঙ্গাধিকারী মহাশয়কে মুগ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রধান বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাহার পরে নবাব ও কাননগো দুই জনের মধ্যে বিষম মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় কাননগো বঙ্গাধিকারী মহাশয় দিল্লী বাদসাহের সরকারে নবাবকে বিশেষরূপে অপদস্থ করা মানসে এক বিষম ষড়যন্ত্র উপস্থিত করেন। নবাবের প্রতি বাদসাহের উজীরের আরক্ত চক্ষু প্রশান্তভাব ধারণ করিবার কোনই কারণ ছিল না। নবাব বহু চেষ্টায় রঘুনন্দনকে বশে আনিয়া তাঁহারই সাহায্যে এবং কৌশলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। রঘুনন্দন

এজন্য বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ কোপানলে পতিত হন, কিন্তু নবাবের অনুগ্রহে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ইহার পরেই রামজীবন মহারাজা রামজীবন হইয়া বহু দলবলে পুঁঠিয়ায় আগমন পূর্ব্বক পুঁঠিয়াধিপতিকে বলিলেন যে, পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে। আমাদিগের শুভাদৃষ্ট দেখা দিয়াছে। কিন্তু আপনার ক্রোড়ে অবস্থান ব্যতীত অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হয় না। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের দুই ভ্রাতাকে আপনার অধিকারে বাসের জন্য কিছু স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। রাজাবাহাদুর পিতার সুপুত্র হইয়া প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ নিজ জমিদারী পরগণা লস্করপুরের মধ্য হইতে মহারাজা রামজীবন রায়ের হস্তের এক সহস্র বিঘা ভূমি তাঁহাদের বাসের জন্য নিষ্কর প্রদান করেন। এই ভূমির উপরেই নাটোর সহর ও রাজবাটী সংস্থাপিত। নাটোররাজ ইহা ব্যতীত পুঁঠিয়ার অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। ইহার পরেই মহারাজা রামজীবন সকলের ভূমি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক বেদখল করিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে নবাবের নিকট আবেদন করিলে কোন ফল হইত না।

যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সবংশে নিহত বা নাটোরের কারাগারে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। পুঁঠিয়ারাজ নিজ দূরদর্শিতা-গুণে; দুবলহাটীর জমিদার বিশেষ কৌশলে; বেলকুচির মুসলমান জমিদার নবাবের কৃপাকটাক্ষে এবং অন্যান্য স্থানের দুই একটী জমিদার বিশেষ বিশেষ কারণে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজা রামজীবন বহুলোকের সম্পত্তিই গ্রাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রাজসাহী, পাবনা এবং বগুড়ার প্রায় সমস্ত জেলা; ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং যশোহর জেলার সুবৃহৎ অংশ আর নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য কয়েক জেলার সামান্য অংশ পর্য্যন্ত নাটোররাজের জমিদারী বিস্তৃত হইয়াছিল। নাটোররাজের ভাগ্যে সৈন্য, সামন্ত, হস্ত্যশ্ব, সৌধ,

পরিখা, কয়েদি, কারাগার, বিচারালয়, দান-ধর্ম্ম, দৈব-সেবা, অতিথি-সেবা, প্রভৃতি রাজোচিত সমস্তই একত্রে এক জীবনে সমাবেশ হইয়াছিল। ইহাকে আমাদের দেশে লোকে এপর্য্যন্তও "রঘুনন্দনী বা'ড়" কহিয়া থাকে। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া এককালেই মহামহিম রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী। ৺রামনাথ রায় প্রভৃতি শরীকগণ প্রথমোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদিগের দুরবস্থা দর্শনে সতর্ক হইয়া মহারাজা রামজীবনের পদানত হন, এবং পোষ্য ও পরিবার প্রতিপালনের জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজা রামজীবন সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়া পোষ্য আদি প্রতিপালনের জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেবল মামুদপুর, পোতাজিয়া, বৃপাঁড়কোলা, চন্দনগাঁতি এবং বাজারবাড়িয়া এই পাঁচটী মৌজা ও কিসামৎ তালুকরূপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই তালুক ডিহি সাহাজাদপুরের অভিভুক্ত হইয়াছিল। বৃপাঁড়কোলা ও চন্দনগাঁতি মৌজাদ্বয় থাক ও সর্ভে হওয়ার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ এবং বেদখল হইয়াছে। বাজারবাড়িয়া নাম আছে। কিন্তু উক্ত মৌজার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল মামুদপুর ও পোতাজিয়া বা মুসলমান বাদসাহী আমলের পৈত্রিক স্থাবর সম্পত্তি এখনও বর্ত্তমান এবং আমাদের ভোগ দখলে আছে।

পিতৃপুরুষদিগের এই তালুকের আয়ে স্বচ্ছন্দে চলিত না. রামনাথ রায় মহাশয় কাহারও চাকুরী করেন নাই, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন অতি-কষ্টে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র দুর্গারাম রায় মহাশয় প্রভৃতিকে চাকুরী অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। ইহাঁদিগের সময়ে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের গৃহস্থাশ্রমে বীতানুরাগ এবং "সূর্য্যাস্ত আইন" প্রচলিত হওয়ায় দিনের পর দিন, নাটোরের জমিদারী নিলাম হইতে আরম্ভ হইল। উহা দৃষ্টে পিতৃপুরুষদিগের মধ্যে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন যে, আমাদের তালুক ডিহি

সাহাজাদপুর হইতে খারিজ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ।৶০ ছয় আনা অংশের শরীকগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই বা খরচ পত্রের অংশ দেন নাই। ॥৶০ দশ আনা অংশের শরীকগণ চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের অংশ খারিজ করিয়াছিলেন, খারিজ না হওয়ায় প্রোক্ত তালুকের ।৶০ ছয় আনা অংশ ডিহি সাহাজাদপুরের সহিত নিলাম হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই তালুকে নিজ জোত আদি বাদে অতি সামান্য মুনাফা ছিল। ডিহি সাহাজাদপুরের সামিলে যে অংশ নিলাম হইয়া গিয়াছে, তাহা বাদে দশ আনার ছাহামে বর্ত্তমান সময়ে সকল শরীকের ন্যূনাধিক এক সহস্র টাকা মুনাফা আছে। ভোগ ও দখলের সুবিধা জন্য তালুকের কিয়দংশ আপোস ও জাবেদা ছাহামে শরীকদিগের মধ্যে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তালুকটী এখনও বর্ত্তমান এবং আমাদের দখলে আছে।

দুর্গারাম রায় মহাশয়ের চারিটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রামেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় শৈশবেই পরলোকগত হন। গোবিন্দচন্দ্র, শম্ভুনাথ এবং কালীনাথ এই তিনটী পুত্র তাঁহার মৃত্যুকালে বর্ত্তমান ছিলেন। রামসুন্দরী, কৃষ্ণসুন্দরী, নবদুর্গা, সুরেশ্বরী এবং স্বর্ণময়ী এই পঞ্চ কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠার গর্ভে জগন্মোহন রায় এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে নন্দকিশোর ও কালীচরণ রায় দৌহিত্র জন্মিয়াছিল। অবশিষ্ট কন্যা তিনটী অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত হন। কালীনাথ রায় মহাশয় আমীর পিতামহ, তিনি ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। শৈশবে পিতৃপরলোক হওয়ায় পিতামহ মহাশয়কে বাল্য জীবনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ন্যূনাধিক ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতামহ মহাশয় পোতাজিয়া গ্রামের ৬।৭ ক্রোশ পশ্চিম দিকস্থ উধুনিয়া ও বাবুলীদহ গ্রামে গিয়া উর্দ্দু, পারস্য এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ৬।৭ বৎসর কাল রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া উল্লিখিত ভাষাগুলিতে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হন।

এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। রামনাথ রায় মহাশয়ের একটী কন্যার অর্থাৎ আমার পিতামহের একটী পিতৃষসার অতি শৈশবে বসন্ত রোগের আক্রমণে অনূঢ়া অবস্থায় দুইটী চক্ষুই বিনষ্ট হইয়া যায়। পিতৃপুরুষগণ তাঁহার বিবাহের জন্য বিশেষ সঙ্কটে পতিত হন। পদস্থ কেহ অন্ধকন্যা বিবাহে সম্মত হন নাই। পিতৃপুরুষগণ বহুব্যয় এবং নানা চেষ্টায় গাঁড়াদহের নাগবংশে উল্লিখিত কন্যা সম্প্রদান করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে গাঁড়াদহের নাগবংশের সামাজিক এবং বৈষয়িক অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। এই কন্যার বিবাহ সময় হইতে গাঁড়াদহের নাগবংশের উন্নতির সূত্রপাত হয়। এজন্য বংশের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ইঁহার পুত্র জগন্মোহন নাগ মহাশয় সম্পর্কে ভ্রাতা হইলেও আমার পিতামহ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। এমন কি তৎপুত্র নিত্যানন্দ নাগ মহাশয়ও আমার পিতামহ অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় আমার পিতামহকে "কালী খুড়া" বলিয়া ডাকিতেন। উভয়ের মধ্যে পিতৃব্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের ভাব না থাকিয়া বয়স্য ভাব ছিল। উর্দ্দু, পারস্য এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা কালে উভয়ে একত্রে ছিলেন। অদৃষ্টবান্ ব্যক্তির ভবিষ্যৎ উন্নতির ভাব বাল্য জীবনেই অনুভূত হইয়া থাকে। ইঁহারা যে মৌলবীর নিকট উর্দ্দু আদি শিক্ষা করিতেন, তিনি স্পষ্টই বলিতেন যে, বালক দুইটী জীবিত থাকিলে সংসারে বিশেষ উন্নতি সাধন করিবে। *

উর্দ্দু, পারস্য এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চাকুরীর প্রত্যাশায় ইঁহারা তদানীন্তন জেলা রাজসাহীর সদর ষ্টেসন নাটোরে উপস্থিত হন। এই সময়ে জেলা রাজসাহীর আয়তন অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান রাজসাহী পাবনা এবং বগুড়া জেলার প্রায় সমস্ত

* প্রথম সংস্করণে মৌলবির উক্তি ভ্রমক্রমে কেবল মদীয় পিতামহ মহাশয়ের নামের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় আমি দুঃখিত।

ভূভাগ; পদ্মার দক্ষিণ পারে ও কুষ্টিয়া এবং গোয়ালন্দ সবডিবিজনের অধিকাংশ স্থান প্রাচীন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছিল। ইংরেজরাজ বাঙ্গালা অধিকারের পর নাটোর-রাজের দরওয়াজায় জেলা রাজসাহীর সদর ষ্টেসন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বগুড়ার প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণদিকস্থ মাঝিআইল গ্রামে পণ্ডিতা নামে এক দুর্ব্বৃত্ত দস্যু বাস করিত। নদীয়া জেলার লোকে বৈদ্যনাথ এবং বিশ্বনাথ দস্যুদ্বয়ের নামে যে প্রকার ভীতি ও আতঙ্ক প্রাপ্ত হইত, বগুড়া অঞ্চলেও পণ্ডিতার নামে লোকের সেই প্রকার ভীতি এবং আতঙ্কের সঞ্চার হইত। পণ্ডিতা অগ্রে নোটীশ দিয়া ডাকাইতি করিত এবং পিণ্ডারী প্রধান নবাব চেটুর ন্যায় যে পথ দিয়া গমন করিত সেই পথেই অযত্নে নজর ও সেলামি প্রভূত পরিমাণে উপস্থিত হইত। গ্রামে গ্রামে বার্ষিক সেলামিও বন্দো-বস্ত ছিল। ইংরেজরাজ! তুমি ধন্য, যেহেতু এইরূপ শত শত দুর্ব্বৃত্তকে দমন করিয়া প্রজাকে সুখ ও শান্তি প্রদান করিয়াছ।

তদানীন্তন কালের গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত দুর্ব্বৃত্তকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। পণ্ডিতা স্বকর্ম্ম সাধনে বিরত না থাকায় তাহার শাসন জন্য Sir James Pattle নামক একজন দক্ষ কর্ম্মচারী জেলার কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া সদর হইতে প্রেরিত হন্। James Pattle সাহেব নাটোরে পঁহুছিয়াই বিপুল আয়োজনে পণ্ডিতাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যাহার উপর কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি কুত্রাপি পণ্ডিতার অনুসন্ধান করিতে না পরিয়া, সরকারী অর্থ ও অন্নধ্বংস করতঃ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পণ্ডিতাও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। সাহেব যখনই পণ্ডিতাকে ধরিবার জন্য লোক পাঠাইতেন, সংখ্যায় অল্প হইলে প্রহারিত হইত; ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অসাবধান লোক হইলে প্রাণে মারা যাইত; উৎকোচগ্রাহী

হইলে তাহাতেই বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিত ; কিন্তু বিশেষ সাবধান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক হইলে, পণ্ডিতা এরূপ ভাবে লুক্কায়িত হইত যে, বহু চেষ্টায় তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যাইত না। এইরূপে ৩।৪ বৎসর কাটিয়া গেল, কার্য্যতায় কিছুই ফল হইল না। সদর হইতে ধমক এবং তিরস্কারসূচক পত্র আসিল। Sir James Pattle সাহেব বিচলিত হইলেন।

Sir James Pattle সাহেব উপরিস্থ কর্ম্মচারীর তিরস্কারসূচক পত্র পাইয়া ক্ষোভে ও মনস্তাপে কাছারি বরখাস্ত পূর্ব্বক আপনার কুঠীতে গমন করিলেন। সকলেই মনে করিতে লাগিল বড় সাহেবের বিশেষ কোন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিয়া থাকিবে। কেহ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল না, বা করিলেও তিনি কোন সদুত্তর প্রদান করিলেন না। আপন বাসায় বসিয়া কেবল অবিরাম ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার শ্রুত আছি, তাহাতে বহু কষ্টে মেম সাহেব মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন সাহেব উপরিস্থ কর্ম্মচারীর পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, উহা পাইবার পূর্ব্বে মৃত্যুও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ছিল। আমি পণ্ডিতাকে গ্রেপ্তার জন্য যাহাকেই প্রেরণ করি সেই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসে। নাটোরে আমার কার্য্যোদ্ধারের যোগ্য লোক কাহাকেও দেখিতে পাই না। ইহা বলিয়া পুনরায় অশ্রু-জলে বক্ষ ভাসাইতে আরম্ভ করিলেন। মেম সাহেব বলিলেন "অশ্রু-বিসর্জ্জন কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই শোভা পায়, আপনার পক্ষে কখনই উচিত নহে। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হউন।" এই সময়ে নিত্যানন্দ নাগ এবং আমার পিতামহ মহাশয় উমেদার অবস্থায় নাটোরে বাস করিতেছিলেন। কার্য্য বিশেষে দুই এক বার মাত্র প্যাটল্ সাহেবের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন।

জেলার বড় সাহেব Sir James Pattle নির্জ্জনে স্থিরভাবে বহু

চিন্তা করিলেন। অপরাহ্নে নিত্যানন্দ নাগ মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে সাহেব বলিলেন নিতাই নাগ! পণ্ডিতাকে গ্রেপ্তার জন্য সদরের বিশেষ আদেশ, কিন্তু আমি কোন প্রকার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। যাহাকে পাঠাই উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য প্রকারে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসে। আমার বিশ্বাস যে তুমি কার্য্যভার গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে। দেখ নিতাই নাগ, যদি কৃতকার্য্য হইতে পার, "আমি জীবিত থাকিলে তোমাকে বড়লোক করিয়া যাইব।" নাগ মহাশয় সহসা এই বাক্য শ্রবণে মনে মনে চকিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, হুজুর! সহরে বহু গণ্য মান্য ব্যক্ত আছেন, তাঁহারা থাকিতে এই ক্ষুদ্রের প্রতি এ বিষম অনুগ্রহ কেন? সাহেব বলিলেন, তুমি যে সমস্ত গণ্য মান্যের কথা বলিতেছ, তাহাদের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা বুঝিলে তোমাকে বলিতাম না; অতএব তুমি স্বীকার হও। নাগ মহাশয় বহু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, আমি কপর্দ্দক উৎকোচ গ্রহণ করিব না, আর যদি আপনি ধনবল ও লোকবল আদি প্রদান করেন, তাহা হইলে কেনই বা কৃতকার্য্য না হইব। কিন্তু;—— কিন্তু বলিতেই সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, নিতাই নাগ! আমি তোমার কোন প্রকার কিন্তু শুনিব না। তোমাকে কার্য্যভার গ্রহণ করিতেই হইবে। নাগ মহাশয় বলিলেন হুজুর! ভয়ানক দুর্ব্বৃত্তকে গ্রেপ্তার জন্য পাঠাইতেছেন, সুযোগ্য সহকারী না পাইলে হঠাৎ প্রাণে বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

সাহেব বলিলেন যে, সহরের যে কোন গণ্য মান্য ব্যক্তিকে সহকারী করা আবশ্যক বিবেচনা কর, আমার আদেশে তোমার অনুগমন করিবে। নাগ মহাশয় বলিলেন, আমি একজন সামান্য উমেদার, আপনার আদেশে সহরের কোন গণ্য মান্য লোক আমার সহকারী হইলে মনে মনে নিশ্চয়ই অবজ্ঞা করিবে। আপনার কার্য্যোদ্ধার দূরে থাকুক, বিনষ্ট হইবে।

ইহাতে যে সে লোক হইলে চলিবে না ; রক্তের টান থাকা চাই। সাহেব বলিলেন, তবে কাহাকে চাঁও ? তখন নাগ মহাশয় আমার পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি আপনার কার্য্যোদ্ধারে প্রাণপণে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে যেরূপেই পার দুর্ব্বৃত্তকে বাঁধিয়া আনিব। তিনি এই সহরেই আছেন, জনৈক আড়দালী পাঠাইয়া ডাকাইয়া আনুন। সাহেবের চিত্ত এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, নাগ মহাশয়ের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও ডাকিয়া আনার প্রতীক্ষা না করিয়া লণ্ঠন, আড়দালী এবং নাগ মহাশয়কে সঙ্গে করতঃ পিতামহ মহাশয়ের বাসা উদ্দেশ্যে চলিলেন। পিতামহ মহাশয় গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া গল্প করিতেছিলেন। স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, জেলার বড় সাহেব তাঁহার নিকট আসিতেছেন। ইতিমধ্যেই সাহেব বাহির হইতে ডাকিলেন, "কালী রায় কাঁহা ?" পিতামহ মহাশয় ব্যস্ততাসহকারে বাহিরে আসিয়া সাহেবকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তখন সাহেব সংক্ষেপে আমূল অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, দেখ কালী রায় ! তুমি সহকারী না হইলে নিতাই নাগ বড়ই ইতস্ততঃ করে, অতএব তুমি স্বীকার হও। যদি কার্য্য উদ্ধার করিতে পার, আমি জীবিত থাকিলে তোমাকে বড় লোক করিয়া যাইব। পিতামহ মহাশয় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিতার দুর্ব্বৃত্ততা এবং দুঃসাহসের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর সাহেবকে বলিলেন যে, আমি উৎকোচের বশ হইব না ; আর যদি আপনি অর্থবল ও লোকবল প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ না হন, তাহা হইলে যেরূপেই পারি দুর্ব্বৃত্তকে বাঁধিয়া আনিব। আমি নাগ মহাশয়ের সহকারী হইতে স্বীকার হইলাম ; হুজুর ! কোন চিন্তা করিবেন না।

পরদিন নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় স্পেশ্যালের পদে এবং পিতামহ মহাশয় তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। উদ্যোগ আরম্ভ হইল। এই সঙ্গে নিম্নশ্রেণীরও অনেক লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গরিব

খাঁ নামক একজন পাঠান যুবক নিযুক্ত হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উল্লিখিত বীরপুরুষ নিত্যানন্দ নাগ মহাশয়ের বাটীতে চাকর ছিল। উদ্যোগ শেষ হইলে ইহাঁরা দলবল সহকারে পণ্ডিতার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রথমতঃ মাঝিআইল গ্রাম ভেদ করিয়া বগুড়ায় গমন করিলেন। তথায় শেলবর্ষ পরগণার মুসলমান জমিদারদিগের বিশেষ যত্ন ও সাহায্য পাইয়া বহুকষ্ট এবং অনুসন্ধানের পর সেরপুর গ্রামে পণ্ডিতাকে গ্রেপ্তার করিলেন। পণ্ডিতা গ্রেপ্তার হইবার পর নিত্যানন্দ নাগ মহাশয়কে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উৎকোচ বা মুক্তিমূল্য দিতে স্বীকার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উহাতে বাধ্য হন নাই। নাগ মহাশয় শ্রীযুক্ত প্যাটল্ সাহেবকে লিখিলেন, "পণ্ডিতা গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমরা উহাকে লইয়া অবিলম্বে নাটোরে পঁহুছিতেছি।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রেপ্তারের পর চতুর্থ দিবস রাত্রিতে সেই চতুরচূড়ামণি পণ্ডিতা কতিপয় বিশ্বাসঘাতককে বাধ্য এবং সুযোগ করিয়া পলায়ন করিল। সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সকলে বজ্রাহতের ন্যায় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। নাগ মহাশয় বলিলেন, কপর্দ্দক উৎকোচ গ্রহণ করি নাই বা করিতেও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দৈববশে সেই অমূলক সন্দেহের পাত্র হইলাম। সাহেবকে কি বলিয়া বুঝাইব, আমার ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা সমূলে বিনষ্ট হইল। পরদিন নানা দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইয়া গেল। তৃতীয় দিন বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলেন যে পণ্ডিতা নিমগাছির জঙ্গলে * প্রবেশ করিয়াছে। নাগ মহাশয়, কালবিলম্ব মাত্র না করিয়া সদলবলে গিয়া উক্ত জঙ্গল অবরোধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘাঁটি দিয়া প্রহরী নিযুক্ত হইল। ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত জঙ্গলে বিশেষ অনুসন্ধান চলিল। ব্যাঘ্রাদি ২।৪টা শিকার হইল। কিন্তু মূল শিকারের কোনও

* নিমগাছি এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানের ভগ্নাবশেষ। বক্ষ্যমাণ সময়ে জঙ্গলের পরিমাণ ফল প্রায় ৪।৫ বর্গ ক্রোশ ছিল।

সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলেই পণ্ডিতার পুনরায় গ্রেপ্তার সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত হইলেন। তৎপরদিবস অনুসন্ধান চলিতেছে, এমন সময়ে গরিব খাঁ নিকটবর্ত্তী আমার পিতামহ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল, "বাবু সাহেব! এক তামাসা দেখিয়ে।" পিতামহ মহাশয় দেখিতে পাইলেন যে এক দল পিপীলিকা শর্করাবৎ কি'পদার্থ মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন তিনি বিস্মিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ঘোর অরণ্যে শর্করার অস্তিত্ব কোথা হইতে সম্ভব। ব্যস্ততাসহকারে পিপীলিকার মুখস্থ পদার্থ পরীক্ষা করাইলেন; পরীক্ষায় শর্করাই স্থিরীকৃত হইল। তখন তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে, নিকটেই কোন স্থানে মনুষ্যের সমাবেশ আছে। তিনি অবিলম্বে নাগ মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে আমি পণ্ডিতার বিশেষ সন্ধান পাইয়াছি। আপনি অগৌণে সদলে আমার নিকট উপস্থিত হইলে ভাল হয়। নাগ মহাশয় সংবাদ পাইবামাত্র নক্ষত্রবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে নিকটেই গুল্মাচ্ছাদিত স্থানের ভিতরে ভূগর্ভে প্রবেশের একটী পথ দেখা গেল। গরিব খাঁ আরও কয়েক জনকে সঙ্গে করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইল যে পণ্ডিতা সেই ভূগর্ভস্থ পুরীতে এক আসোনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। উহারা তৎক্ষণাৎ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দুর্ব্বৃত্ত অবিলম্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া নাটোরে প্রেরিত হইলে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। *

* নিত্যানন্দ নাগ এবং পিতামহ মহাশয় স্বীকার করিতেন যে পেশবর্ষ পরগণার মুসলমান জমিদারগণ ধন ও লোক-সাহায্য অপিচ পণ্ডিতার উদ্দেশ সম্বন্ধে জীবন ও মনকে উৎসর্গ পূর্ব্বক চেষ্টা না করিলে পণ্ডিতার গ্রেপ্তার সন্দেহের স্থল ছিল। এবং পাঠান যুবক গরিব খাঁ, ঘন জঙ্গল ও অন্ধকার রাত্রিতে নানা বিপদসঙ্কুল অবস্থায় অন্নদাতার কার্য্যোদ্ধার জন্য প্রাণপণে যে চেষ্টা করিয়াছিল অন্য কেহ তাহার সহিত তুলনার যোগ্য ছিল না।

এই ঘটনাই নিত্যানন্দ নাগ এবং পিতামহ মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিল। অল্পকাল মধ্যেই জেলার সদর ষ্টেসন নাটোর হইতে রামপুর বোয়ালিয়ায় উঠিয়া গেল। নিত্যানন্দ নাগ ও পিতামহ মহাশয় রামপুর বোয়ালিয়া যাত্রা করিলেন। James Pattle সাহেব তাঁহাদের দুইজনকে আদালতে মোক্তারী করিবার জন্য এক একখান সনন্দ প্রদান করিলেন। তাঁহারাও মোক্তারী করিতে আরম্ভ করিলেন। ন্যূনাধিক দুই বৎসর পরে Sir James Pattle সাহেব মুর্শিদাবাদ কোর্টের বিচারপতির পদে উন্নীত হইলেন। সাহেব, নিত্যানন্দ নাগ এবং পিতামহ মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে আদেশ করায় তাঁহারা মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। এই সময়ে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পণ্ডিত আদালতের অধীন ছিল। পণ্ডিত আদালত উল্লিখিত কোর্টের অধীন থাকায় নামজারীর মোকর্দ্দমায় মোক্তারদিগের বিশেষ পাওনা ছিল। কিছুদিন পরে কোর্টের দেওয়ানের পদ শূন্য হওয়ায় সাহেবের অনুগ্রহে নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন। পিতামহ মহাশয় মোক্তারী করিতে লাগিলেন। সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা হেতু দাহাপাড়ার রাজা বঙ্গাধিকারী মহাশয় আমার পিতামহকে তাঁহার ষ্টেটের আমমোক্তার নিযুক্ত করিলেন। পিতামহ মহাশয় নামে আমমোক্তার, কিন্তু কার্য্যতায় রাজা সূর্য্যনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী ও রাজা চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের সময়ে মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। পিতামহ মহাশয় কখনই কোর্টের মোক্তারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই; তাহা হইলেও পরিণত বয়সে মুর্শিদাবাদে সর্ব্বসাধারণের নিকট দাহাপাড়া-রাজের দেওয়ান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।* উক্ত রাজবংশই

* আমরা বিষয়কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে পরও রাণী লালমণি মহাশয়া, রাজা ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় ও রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় আমাদের সহিত দেওয়ান পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। হায় রে! রাজা

তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতিপালক ছিল। দেওয়ান নিত্যানন্দ নাগ এবং পিতামহ মহাশয় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উল্লিখিত কর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পরে Sir James Pattle সাহেব বোর্ডের মেম্বর পদে উন্নীত ও বদলি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যত দিন এতদ্দেশে ছিলেন, উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ অবিচলিত ভাবেই ছিল।

কোর্টের দেওয়ান নিত্যানন্দ নাগ এবং রাজা বঙ্গাধিকারী মহাশয়-দিগের দেওয়ান কালীনাথ রায় মহাশয় তাঁহাদের সময়ে মুর্শিদাবাদে বিশেষ পদস্থ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল। নাগ দেওয়ান যে জমিদারী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণাবয়বে বহাল থাকিলে বর্ত্তমান সময়ে ন্যূনাধিক এক লক্ষ এবং পিতামহ মহাশয় যে জমিদারী সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণাবয়বে বহাল থাকিলে বর্ত্তমান সময়ে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারী হইত। নাগ দেওয়ান মহাশয় মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে যে জমিদারী ক্রয় করেন, উহার নাম ডিহি সাহাজাদপুর। আমাদের পোতাজিয়া গ্রামের অধিকাংশ স্থান এই ডিহির অন্তর্গত। উল্লিখিত সম্পত্তি নাগ দেওয়ানের নামে খরিদ হয়। কিন্তু পিতামহ মহাশয়ের সহিত কথা হয় যে, সম্পত্তির মূল্য নাগ মহাশয় এবং দখলের সম্পূর্ণ ব্যয় পিতামহ মহাশয় দিবেন। সম্পত্তির ।।৵০ দশ আনা অংশ নাগ মহাশয়ের এবং ।৵০ ছয় আনা অংশ পিতামহ মহাশয়ের থাকিবে।

ডিহি সাহাজাদপুর ক্রয়ের কিছুদিন পরেই নাগ দেওয়ান মহাশয়ের

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তিতে পোতাজিয়া রায়পাড়া রায় পরিবারের প্রতিপালক বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ, মাননীয় ও মহামহিম দাহাপাড়ার রাজা বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের বংশের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে। ভট্ট মাটীর শাখায় কেহ আছেন কি না জানি না।

পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথাবিহিতরূপে নির্ব্বাহ হইল। দুর্গোৎসবের সময় পিতামহ মহাশয় বাটী আসিলেন এবং গাঁড়া-দহে গিয়া নাগ দেওয়ানের পুত্র জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়ের নিকট ডিহি সাহা-জাদপুরের ।৵০ ছয় আনা অংশ কবালার প্রস্তাব করিলেন। জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়ের ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু এক অন্তরায় উপস্থিত হইল। জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়ের ভগ্নীপতি আমাদের স্বগ্রামনিবাসী মৃত হরিমাধব রায় মহাশয় গ্রামস্থ বিদ্বেষভাবাপন্ন কতকগুলি ভদ্র ও ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করতঃ গাঁড়াদহে উপস্থিত হইয়া জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়কে বলিলেন যে, কালীনাথ রায়কে গ্রামের ভূম্যধিকারী করিলে আমাদের বাস অসাধ্য হইবে। যদি তুমি উহা কর তাহা হইলে আমরা তোমার দ্বারে আত্ম-হত্যা করিব। জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয় চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলেন। পিতামহ মহাশয়কে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। পর-বৎসরে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতামহ মহাশয় পুনরায় গাঁড়া-দহে গিয়া জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়কে অনেক প্রকার বুঝাইলেন এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়া ডিহিভুক্ত কেবল তরফ পোতাজিয়া কবালার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতেও বিফল হইয়া শেষে কেবল নিজ পোতাজিয়া কবালার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। হরি-মাধব রায় প্রমুখ দলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাঁড়াদহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। জানা যায় না কাহার চক্রান্তে এই যাত্রায় পিতামহ মহাশয়ের আহারের সময় বিষ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। উল্লিখিত ঘটনা ধরা পড়ায় পিতামহ মহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ডিহির পূর্ব্ব জমিদার শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে বিশেষ সাহায্য ও উৎসাহ দিয়া জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়কে ডিহি সাহাজাদপুর হইতে সম্পূর্ণ বেদখল করি-লেন। যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে পিতামহ মহাশয় পোতা-জিয়া অধিকার করিতে না পারিয়া এই সময়ে শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহা-

শয়ের সাহায্যে পরগণা কাটারমহল্ল, ডিহি আমডালার অন্তর্গত মৌজা মুন্দীখাড়ুয়া যাহা পূর্ব্বে প্রায় নিরুদ্দেশ ছিল, তাহা পোতাজিয়া গ্রামের পার্শ্বে বা প্রকৃত পক্ষে বলিতে হইলে এক প্রকার পোতাজিয়া গ্রাম মধ্যেই সংস্থাপন করেন। পোতাজিয়ার অন্তর্গত খোদ জমিগুলির ন্যায় মাঠের জমিও ডিহিভুক্ত জমির সহিত পিত্তলগোলা অবস্থায় ছিল। পিতামহ মহাশয় সোলে করিয়া উহা এক পার্শ্বে গ্রহণ করেন। ডিহি সাহাজাদপুর লইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তুমুল বিবাদ হইল। জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয় এই জন্য হস্তস্থিত নগদ অর্থ প্রায় সমস্ত নষ্ট করিলেন। শেষে সদর রাজস্ব এবং দখলের ব্যয়ভার বহন তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু ডিহি সাহাজাদপুর পুনরায় নিলাম হইবার পূর্ব্বেই পিতামহ মহাশয় তিন দিবসের জ্বরে মুর্শিদাবাদ খাগড়ার বাসা হইতে গঙ্গার গহ্বরে গিয়া সজ্ঞানে গঙ্গাসলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয় ডিহি সাহাজাদপুর রক্ষা করিতে পারিলেন না, সদর রাজস্বের দায়ে উহা নিলাম হইয়া গেল।

পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যুর পর ডিহি সাহাজাদপুর ক্রয়ের জন্য আমাদিগের পক্ষ হইতে কোন চেষ্টা হয় নাই। আমার পিতার আপন মাসতাত ভগ্নীপতি পাবনার মোক্তার কৃষ্ণনাথ মুন্সী মহাশয় অপর একজনকে সহকারী করিয়া উহা ক্রয় করেন। মুন্সী পিসা মহাশয়ের হস্তে নগদ অর্থ বেশী ছিল না, নগদ কিছু মুনাফা লইয়া যে কোন ব্যক্তিকে কবালা করিয়া দেওয়া ইচ্ছা ছিল। নাগ মহাশয়দিগের সহিত কথোপকথন চলিতে লাগিল, কিন্তু টাকা সংগ্রহের বেলা তাঁহারা টালমটাল করা হেতু নিলাম মঞ্জুরের দিন নিকট দেখিয়া কৃষ্ণনাথ মুন্সী মহাশয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন। তিনি এই সময়ে কুষ্টিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী নিজ জমিদারী শিলাইদহের কাছারিতে অবস্থান করিতেছিলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র পাবনায় উপস্থিত হইয়া

প্রকৃত মূল্য এবং খরচা ইত্যাদি বাদে নগদ পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার দিয়া, ডিহি সাহাজাদপুর কবালা করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণনাথ মুন্সী মহাশয় নগদ পুরস্কার না লইয়া এই সময়ে হস্তবুদ জমায় পোতাজিয়া গ্রাম পত্তনী লইতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তি সে দিকে ধাবিত হয় নাই।

পিতামহ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ এবং ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের শিবচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র রায় নামক দুই পুত্র এবং কৃপাময়ী, রাসমণি, জগৎসুন্দরী ও অভয়াসুন্দরী নাম্নী চারিটী কন্যা ছিল। উক্ত কন্যা চতুষ্টয়ের বিবাহ যথাক্রমে অষ্টমুনিষা, সেখুপুর, রামনগর এবং ময়দামদিঘী গ্রামে হইয়াছিল। সকলেই নিঃসন্তান, শ্রীযুক্তা কৃপাময়ী দাস্যা পিতৃষসা ঠাকুরাণী এখনও জীবিতা আছেন; ৺ বৃন্দাবনধামে বাস করিতেছেন। মধ্যম শম্ভুনাথ রায় মহাশয়ের গৌরীনাথ রায় নামে পুত্র এবং ভৈরবীসুন্দরী নাম্নী একটী কন্যা ছিল। উক্ত পিতৃষসা ঠাকুরাণীর অষ্টমুনিষা গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। পিতামহ মহাশয়ের নিজ সন্তানের মধ্যে কৃপানাথ ও দুর্গানাথ রায় মহাশয় তিনি বর্ত্তমানেই অবিবাহিত অবস্থায় পরলোকগত হইয়াছিলেন। কেবল আমার পিতা পার্ব্বতীনাথ রায় এবং পিতৃষসা শ্যামাসুন্দরী দাস্যা বর্ত্তমান ছিলেন। পিতামহের মৃত্যুকালে আমার পিতামহী রাধাসুন্দরী দাস্যাও বর্ত্তমান ছিলেন। পিতা ও পিতৃষসা উভয়েই অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন। পিতৃদেব দুই বৎসর বয়ঃক্রমের পরও কেবল হামাগুড়ি ব্যতীত দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হন নাই। এজন্য কোনও চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহার নাভির তলদেশ পর্য্যন্ত দিবসের নির্দ্ধারিত কাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিত। সঙ্গে সঙ্গে তৈল ও ঔষধাদি ব্যবহার

করায় অল্পকাল মধ্যেই উল্লিখিত আপদ হইতে মুক্ত হন। যথা-সময়ে পিতৃষসা-ঠাকুরাণীর বিবাহের উদ্যোগ প্রায় সমাধা হইলে শুভ ব্যাপার নির্ব্বাহের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন। পিতামহ মহাশয় যে স্থাবর সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জেলা বগুড়ার অন্তর্গত তরফ কাগইল ব্যতীত বাকি সমস্ত সম্পত্তির ।/০ পাঁচ আনা করিয়া ॥৵০ দশ আনা অংশ দুই ভ্রাতা বা তৎপুত্রদিগকে দান করিয়া যান। বাকি ।৵০ ছয় আনা অংশ এবং তরফ কাগইল নিজ পুত্রের জন্য রাখিয়া যান। তরফ কাগইলের বার্ষিক আয় ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র টাকা হইবেক। আমাদের পরিবারের বর্ত্তমান সময়ে যে ভূমি-সম্পত্তি আছে তাহার অধিকাংশই কালীনাথ রায় মহাশয়ের অর্জ্জিত। তাঁহার অর্জ্জিত সম্পত্তির মধ্যে যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, উহার বার্ষিক আয় সদর রাজস্ব এবং সরঞ্জামি বাদে ন্যূনাধিক পঁচিশ সহস্র টাকা হইবেক। তরফ আঁটুয়া, ঢেঁফলচাড়া, রাউতাড়া, শেলঙ্গদহ, বাঁটদীঘী, নিমদীঘী, বাঁড়বয়লা, যাহা নষ্ট হইয়াছে এবং তরফ রাজাপুর ও তরফ কাগইলের যে অংশ যমুনা-নদীর প্রবল বেগে সিকস্ত হইয়াছে, উহা বহাল থাকিলে ন্যূনাধিক আরও পঁচিশ সহস্র টাকা আয়ের জমিদারী হইত। পিতামহ মহাশয়ের অর্জ্জিত সম্পত্তির যে অংশ নষ্ট হইয়াছে, উহা প্রায়ই রাজস্বের দায়ে ; তদ্ভিন্ন দেনার ডিক্রী বা উত্তরাধি-কারিত্বের গোলযোগে কোন সম্পত্তি বিনষ্ট হয় নাই।

পিতামহ মহাশয়ের উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাটীতে দোল, বাসন্তী এবং দুর্গোৎসব বিশেষ ধূমধামের সহিত আরম্ভ হয়। তদ্ভিন্ন তিনি প্রায় বার মাস সমভাবে হিন্দুর নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান ও বন্দোবস্ত করিয়া যান। রাসযাত্রাও সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সংস্থাপনের বর্ষেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবাধ অতিথি এবং অভ্যাগত সেবা পিতামহ মহাশয়ের এক বিশেষ কীর্ত্তি। আমার বাল্যকালে একবার অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের

ন্যায় রেল ও ষ্টীমারের সুবিধা না থাকায় আমাদের বাটীতে আসাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও বহুসংখ্যক গঙ্গাযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। আমার যাহা স্মরণ আছে তাহাতে আমাদের কয়েক শরিকের বাটী এবং পাড়ার ৫।৭ বাটীতে উহাদিগের রন্ধনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কেবল গৃহমধ্যে রন্ধন কার্য্য সংগ্রহ হয় নাই; বাটীর আঙ্গিনাও চুল্লিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যোগের পূর্ব্বে এবং পরে ন্যূনাধিক একমাস কাল পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ২।৩ টা পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত চুল্লি সমভাবে জ্বলিত। আমাদের বাটীতে উল্লিখিত সময়ের ন্যায় অতিথির সমাগম কখনই দেখি নাই। যিনি এই আনন্দময় দৃশ্যের মূলীভূত কারণ তিনি ধন্য।

পিতামহ মহাশয়ের কালীশঙ্কর রায় নামে এক জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। যখন পিতামহ মহাশয় প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া আপন অবস্থা বিশেষ উন্নত করিলেন; উল্লিখিত ভ্রাতুষ্পুত্র কোনরূপেই সমকক্ষ হইতে পারিলেন না; তখন ক্ষোভে ও মনস্তাপে একদিন তাঁহার নিজ হস্তস্থিত ভৃগুসুন্দী হইতে সমস্ত বংশের ইতিহাস দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। উক্ত ঘটনায় জীবিত জ্ঞাতি মাত্রেই দুঃখিত হইলেন এবং কালীশঙ্কর রায় মহাশয়ের সহিত বিশেষ কলহের কারণ হইল। কলহ দুই দিন পরে মিটিয়া গিয়াছে। কিন্তু অধস্তন পুরুষে উল্লিখিত ঘটনা আমার পক্ষেও কষ্টের কারণ স্বরূপ হইয়াছে। ভরসা করি, এজন্য তাঁহার নিজ শাখাস্থ বংশধরগণও দুঃখিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পিতামহ মহাশয়ের হস্তস্থিত নগদ সম্পত্তির অধিকাংশই পিতামহী রাধাসুন্দরী দাস্যার হস্তে পতিত হইয়াছিল। পিতামহী ঠাকুরাণী তাঁহার নিজ হস্তস্থিত অর্থের দ্বারা জেলা পাবনার কালেক্টরীর তৌজির ১৯ নম্বর মহাল তরফ রাজাপুরের দুই আনা অংশ মধ্যে যাহা পিতামহ মহাশয় পূর্ব্বে পত্তনী লইয়াছিলেন, তাহার মালেকান স্বত্ব এবং ধানঘড়া, চাঁদপুর ও নিজপাড়া এই তিন গ্রামের খাস স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকা কাল

পর্য্যন্ত পিতৃদেবের নিকট উল্লিখিত পত্তনীর মালেকান খাজানা আদায় করিতেন। এই সম্পত্তি এখনও আমার দখলে আছে। আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত বিনোদীমোহন ও রমণীমোহন রায়ের* পিতা ৺ ভুবনমোহন রায় মহাশয় পিতামহী ঠাকুরাণীর সহোদরার গর্ভজাত পুত্র ছিলেন। তাঁহার অবস্থা উন্নত না থাকায় পিতামহী ঠাকুরাণী তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিতেন। তিনি জীবিত থাকিতে উক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়কে নিজ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ অস্থির হইতে হয় নাই। নিজ পুত্র অপেক্ষা এই ভগ্নীপুত্রের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার জন্য পিতামহী ঠাকুরাণীর সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

পিতামহ মহাশয়ের মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পরে তাঁহার মধ্যমাগ্রজ শম্ভুনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইনিও কলিকাতায় মোক্তারী করিতেন। নগদ অর্থ ব্যতীত কোন স্থাবর সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন নাই।† এই সময়ে শিবচন্দ্র রায় মহাশয় পরিবারে প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং তিনিই কর্ত্তৃত্ব আরম্ভ করিলেন। ইহাঁর সময়ে দাহাপাড়ার রাজা চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় নিজ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি বিনাশ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সদর রাজস্বের দায়ে তাঁহার জমিদারী তরফ তালাই নিলাম হইয়া গেল। বর্ত্তমান লালগোলার জমিদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ উহা ক্রয় করিলেন। সদর রাজস্বের দায়ে উপরিস্থ স্বত্ব নিলাম হইলে নিম্ন স্বত্ব বহাল থাকে না। উল্লিখিত সম্পত্তির অন্তর্গত আমাদের পত্তনী মহাল রাউতাড়া ও শেলঙ্গদহের স্বত্ব সুতরাং বিপদগ্রস্ত হইল। রাজা চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয় জ্যেষ্ঠতাত শিবচন্দ্র রায়

* ইহাঁরা ৺ গোবিন্দরাম রায় মহাশয়ের বংশ। শ্রীমান্ রমণীমোহন কাঁকিনিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা।

† জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পুত্রগণ তাহাদের শাখার কোন চরিত্র মৎকর্ত্তৃক অঙ্কিত না হওয়া সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করায় কেবল সাধারণ বর্ণনা মাত্র প্রকাশ করিলাম।

মহাশয়কে লিখিলেন যে, আমি যেরূপেই হউক তরফ তালাইর নিলাম রদ করিব; কোনরূপেই লালগোলার পক্ষকে দখল করিতে দিব না। তোমরা সরকারের বহুকালের পুরাতন চাকর, লালগোলার পক্ষাবলম্বন করিয়া আমাকে বেদখলের চেষ্টা করিলে নিতান্তই মর্ম্মাহত হইব। লালগোলার পক্ষ হইতেও বারম্বার সংবাদ আসিতে লাগিল যে, আপনারা নূতন কবুলিয়ত প্রদান করিয়া পত্তনীর খাজানা দিতে আরম্ভ করুন। নজর বা জমাবৃদ্ধি আদি কিছুই চাহি না। শিবচন্দ্র রায় মহাশয় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের সম্পত্তি কিছুই থাকিবে না। তথাপি বঙ্গাধিকারীর বিরুদ্ধাচরণ কোনরূপেই সঙ্গত বিবেচনা করিতে পারিলেন না। এই গোলযোগ উপস্থিত থাকা কালে ১৮।১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে সহসা তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল।

শিবচন্দ্র রায় মহাশয় পোরজনার শিবচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। তিনি এ জন্য উক্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতিকে পিতা এবং পিতৃব্যের ন্যায় সম্মান করিতেন; ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে ভ্রাতা ও ভগ্নীর চক্ষে দেখিতেন এবং সর্ব্বদা পোরজনা যাতায়াত করিতেন। শিবচন্দ্র রায় মহাশয়ের মৃত্যুতে সান্ত্বনার জন্য পোরজনা ভাদুড়ী জমিদারদিগের কয়েকজন পোতাজিয়া আসিলেন। তখন লালগোলার বশতাপন্ন হইয়া রাউতাড়া প্রভৃতির নূতন পাট্টা গ্রহণে পত্তনীর নূতন কবুলিয়ৎ দেওয়াই পরামর্শ স্থির হইল। সবিশেষ মীমাংসার জন্য পোরজনার ভাদুড়ী পরিবারের একজন মধ্যস্থরূপে প্রেরিত হইলেন। যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহাতে তিনি মীমাংসা দূরে থাকুক নানা প্রকারে লালগোলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া দিয়া অতি সামান্য ব্যয়ে উপরোক্ত মহালগুলি আপনাদের নামে পত্তনী পাট্টা লইয়া আসিলেন। আমাদিগের রাউতাড়া প্রভৃতির পত্তনী-স্বত্ব একরূপে

বিনষ্ট হইল। এই সম্পত্তিতে বর্ত্তমান সময়ে ন্যূনাধিক বার্ষিক ছয় হাজার টাকা মুনাফা আছে এবং সীমানা আমাদিগের বাটী হইতে এক মাইল মাত্র ব্যবধান হইবেক।

শিবচন্দ্র রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমার পিতা পার্ব্বতীনাথ ওরফে মথুরানাথ রায় মহাশয় ন্যূনাধিক ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংরেজী বিদ্যা অধ্যয়ন মানসে ঢাকা সহরে গমন করেন। তথায় গোহত্যার অত্যাচার দর্শনে বিষণ্ণহৃদয়ে বাটীতে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পর ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়নের কোন উদ্যোগ ও চেষ্টা হয় নাই। পিতৃদেব অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক বয়সে ইংরেজী অধ্যয়ন মানসে বহরমপুরে গমন করেন। তথায় সুবিধা বোধ না হওয়ায় কিছুকাল পরে রামপুর বোয়ালিয়ায় অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণনগরে গমন পূর্ব্বক অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে জুনিয়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পিতৃদেবকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। জুনিয়ারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি হুগলী কলেজে বদলী হইলেন। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পিতৃদেবকে হুগলী কলেজে যাইতে আদেশ করায়, তিনি উক্ত আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক চুঁচুড়ায় গমন করিলেন এবং কলেজে রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সম্ভবতঃ মদীয় পিতৃদেবই রাজসাহী বিভাগে সর্ব্বপ্রথমে সিনিয়ার স্কলার হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে রাজসাহী বিভাগে তাঁহার ন্যায় উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা কেহ প্রাপ্ত হন নাই। বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসর হরিদাস ঘোষ, সবজজ কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পিতৃদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

পিতৃদেব নাবালক থাকা অবস্থায় তরফ আঁটুয়া বন্দোবস্তের দোষে মালিক জমিদার কর্ত্তৃক খাস হইয়া যায়। তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক হইবার প্রথম অবস্থায় হাণ্ডিয়ালের জমিদারদিগের সহিত থাক-সংক্রান্ত বিবাদে

মৌজা ডেঁফলচাড়ার দখলী প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি বেদখল হইয়া যায়। কিন্তু জেলা বগুড়ার অন্তর্গত বাঁটদীঘী ও নিমদীঘী নামক তিন বা সাড়ে তিন হাজার টাকা আয়ের বেদখলী সম্পত্তি বহুব্যয় এবং কৌশলে দখল করিয়াছিলেন। এই কার্য্য শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র ঘোষ নামক একজন যোগ্য কর্ম্মচারীর চেষ্টা ও কৌশলে উদ্ধার হইয়াছিল। পিতৃদেবের অধ্যয়নকালে জ্যেষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায় মহাশয় পরিবারে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হইলেও কোন কারণ বশতঃ ষ্টেটের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব করেন নাই। সকলের পরামর্শক্রমে তাঁহাদের পিসতাত ভ্রাতা জগন্মোহন রায় এবং কুলগুরু ৺ কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছুকাল ষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। পিতৃদেবই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রামপুর বোয়ালিয়া তাঁহার নিকট অতি প্রিয় স্থান ছিল। স্কুল ও কলেজ বন্ধ হইলে ছাত্রেরা বাটীতে যায়, কিন্তু তিনি অনেক সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইতেন। তিনি পাঠের ব্যয় বাবত বাটী হইতে যে টাকা লইতেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে বাবুয়ানা করিয়া চলিতে পারিত, কিন্তু তিনি সামান্য ভাবে দিনযাপন করিয়া উদ্বর্ত্ত টাকায় দুরবস্থাপন্ন বালকের পাঠের সাহায্য করিতেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব স্মল কজ কোর্টের জজ মৃত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। পিতার মৃত্যুর ১৮।১৯ বৎসর পরে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। পিতা পার্ব্বতীনাথ রায় অনেক ছাত্রের অবৈতনিক শিক্ষক স্বরূপ ছিলেন। উহাতে তাঁহার আপত্তি বা আলস্য ছিল না। পিতৃদেব নাগ দেওয়ানের পুত্র আনন্দচন্দ্র নাগ এবং অন্যান্য কয়েকটী ধনবান্ বালকের সাহায্য গ্রহণ করতঃ কয়েকটী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বহরমপুরে একটী ভবিষ্যৎ স্কুল পত্তন পূর্ব্বক তাহাতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে পিতৃদেব জেলা পাবনার সদর ষ্টেসনে দিগম্বর সাহা নামক একজন

মহাজনের বিশেষ সাহায্যে আরও একটী স্কুল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত স্কুলই কালসহকারে উন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়া পাবনার জেলা স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

পিতৃদেব জেলা নদিয়া, মহকুমা কুষ্টিয়া, ষ্টেসন নোওয়াপাড়ার অন্তর্গত বর্ত্তমান পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ে ষ্টেসন মিরপুরের ২॥ আড়াই মাইল পশ্চিমে চিথলিয়া গ্রামে পিতা গোবিন্দনাথ রায় ও মাতা দ্রবময়ী দাস্যার কন্যা ৺ রসময়ী দাস্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই আমার গর্ভধারিণী জননী। মাতা ঠাকুরাণী দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে জীর্ণজ্বরে বিশেষ পীড়িতা হইয়াছিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু উক্ত ব্যাধিতে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। প্রথমতঃ মাতামহী ঠাকুরাণী তাঁহার পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু শেষে মাতাঠাকুরাণীর জীবন সম্বন্ধে নিতান্তই হতাশ হইয়া আহার সম্বন্ধে বাধা ছাড়িয়া দেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহিত আহার করিতেন না। মাতামহী ঠাকুরাণী ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল এবং সরু চাউলের দুটী অন্ন দিয়া তাঁহাকে ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিতেন। তিনি সমস্ত দিনে উহা আহার করিতেন। মাতাঠাকুরাণী শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় অনেক সময়ে বাজে চাকরাণীর সহিত ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন। এইরূপে ৬।৭ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল। তাহার পরে প্রকৃতি সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্টরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মাতাঠাকুরাণীকে পূর্ব্বে বারম্বার দেখিয়াছেন; তাঁহারাও তাঁহাকে নিকটে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও চিনিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। মাতা ঠাকুরাণী তাঁহার অন্যান্য ভগ্নী অপেক্ষা সুশ্রী এবং সুন্দরী ছিলেন। আমার মাতামহের দশটী পুত্র ও ছয়টী কন্যা ছিল। তিনটী পুত্র এবং একটী কন্যা

শৈশবেই পরলোকগত হয়। গোপীনাথ, হরিনাথ, শ্রীনাথ এবং যদুনাথ রায় এই মাতুল চতুষ্টয় প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিবাহের পূর্ব্বেই পরলোকগত হন। অবশিষ্ট তিনটী মাতুলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জানকীনাথ রায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীনলিনাক্ষ এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় নামে দুইটী পুত্র আছে। মধ্যম মাতুল শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ এবং ছোট মাতুল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায় এখনও বর্ত্তমান আছেন। মাতা ও মাতৃষসা পঞ্চভগ্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীযুক্তা ব্রজকিশোরী দাস্যার বিবাহ দিলপসার নিবাসী ৺ কালীচরণ মজুমদার মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল। পুত্রাদি কিছু জন্মে নাই। দ্বিতীয়া ৺ রসময়ী দাস্যা আমার মাতা। তৃতীয়া শ্রীযুক্তা নবীনকিশোরী দাস্যার বিবাহ বারুইহাটী নিবাসী ৺ গুরুপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল। শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ* নামে একটী পুত্র এবং একটী কন্যা বর্ত্তমান আছে। চতুর্থী শ্রীযুক্তা ব্রজাঙ্গনা দাস্যার বিবাহ রহিমপুর-নিবাসী ৺ হরিচরণ রায় মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল। পুত্র ও কন্যা দশ এগারটী জন্মিয়াছিল; কেহ জীবিত নাই। পঞ্চমা বা কনিষ্ঠা শ্রীযুক্তা মধুমুঞ্জরী দাস্যার বিবাহ ভড় রামদিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার মহাশয়ের সহিত হইয়াছে। ইহাঁর দুইটী কন্যা বর্ত্তমান আছে। কতিপয় বয়স্য এবং চাকরকে প্রবেশ করিতে দেওয়ায় আপত্তি করা হেতু বিবাহ-সভায় মাতামহ মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের বিশেষ কলহ হয়, উক্ত কলহের ফলে পিতৃদেব আর কখনও চিথলিয়ায় পদার্পণ করেন নাই।

পিতৃদেবের সিনিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সমকালেই পিতামহী

* এই ভ্রাতাটী বহরমপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ চৈতন্যকৃষ্ণ সিংহ ও রাজসাহী জজ আদালতের উকিল ৺ গৌরসুন্দর সিংহ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মুনসেফ শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের একান্নভুক্ত খুড়তাত ভ্রাতা। বি. এ. পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে। এখন হইতেই কাহার চাকুরী করে না।

ঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। যথাবিধি আদ্যশ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে পিতৃদেব রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার পিতা ৺ কালীনাথ রায় মহাশয় তাঁহার অর্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তির ॥৵০ দশ আনা অংশ ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দান করিয়া বড়ই উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তরফ কাগইল সম্বন্ধে সেই উদারতা অনেকাংশে খর্ব্ব করিয়াছেন। পিতৃদেব বলিলেন যে তাঁহার পিতা হয়ত মনে করিয়া থাকিবেন যে পুত্র পার্ব্বতীনাথ অযোগ্য হইয়া পোষ্য পালনে অশক্ত হইবে। কিন্তু দেখিতেছি যে তিনি ভ্রম বুঝিয়া নিজ উদারতা খর্ব্ব করিয়াছেন; অতএব আমি উহার সংশোধন করিব। পিতৃদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমার পিতামহের সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজসাহীর উকীল কেলিকৃষ্ণ মজুমদার (আমার পিতার জ্ঞাতি মামাত ভ্রাতা) মহাশয় আমার পিতাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন যে, পার্ব্বতীনাথ! তোমার পিতাই বিশেষ ভ্রম করিয়াছেন! তিনি তোমার জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ। ইহা শ্রবণে পিতৃদেব রাজসাহীর কতকগুলি প্রধান লোককে একত্রিত করিয়া সমস্ত অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন যে, আমি পিতার ভ্রম সংশোধনে সচেষ্ট, কিন্তু মজুমদার দাদা মহাশয় উহাতে বিশেষ বাধা দিতেছেন। মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকল সময়ে সমান থাকে না, আমার সৎপ্রবৃত্তির উদয় থাকিতে থাকিতে আপনারা লিখাপড়া যোগাড় করিয়া দিউন। কেলিকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয় সর্ব্বসাধারণের নিকট নিন্দাভাজন হইলেন। তরফ কাগইলের ॥৵০ দশ আনা অংশ দান এবং নামজারী ইত্যাদি সমাধা হইয়া গেল।

ইহার পরেই পিতৃদেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদে মনোনীত হন। সেই সময়ে এতদ্দেশে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা অধিক ছিল না। কাযে কাযেই রাজপুরুষদিগের নিকট তাঁহাদের বিশেষ সমাদর ছিল। পিতৃদেব ডেপুটীর পদে মনোনীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন

যে, আমি বহুকাল অধ্যয়ন-কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছি। নিজ বাটী ও সম্পত্তির বিশেষ কোন শৃঙ্খলা বা বন্দোবস্ত করি নাই। উহার শৃঙ্খলা এবং বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিব। উহাতে বিশেষ কোন আপত্তি হয় নাই। এই সময়ে পিতৃদেবের বাটীতে যাওয়ার আরও এক বিশেষ-উদ্দেশ্য ছিল। ঠাকুর জমিদারদিগের সহিত বিবাদে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় হইত। পোতাজিয়া পত্তনী লইয়া বিবাদের মূলোচ্ছেদ করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কথাবার্ত্তায় ঐক্য না হইলেও ঠাকুর জমিদারগণ উল্লিখিত প্রস্তাবে এককালে অস্বীকৃত হন নাই। বৈষয়িক ও পারিবারিক অন্যান্য কতকগুলি কার্য্যের শৃঙ্খলা ও উক্ত বন্দোবস্তের শেষ ফল জানা উদ্দেশ্যে পিতৃদেব ডেপুটী-পদ-গ্রহণ স্থগিত রাখিয়া কৃষ্ণনগর ও রামপুর বোয়ালিয়া হইয়া বাটীতে যাওয়া স্থির করতঃ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রামপুর বোয়ালিয়া খয়েরবোনার বাসায় ন্যূনাধিক সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাঙ্গালা ১২৫৯ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে সন্নিপাত জ্বররোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর পোতাজিয়া পত্তনী বন্দোবস্তের আর কোন চেষ্টা হয় নাই। পিতৃদেব Algebraical Geometry নামক একখানা ইংরেজী গণিতপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপি আমার হস্তে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু শৈশবে উহার গুরুত্ব এবং আবশ্যকতা অনুভব করিতে না পারা হেতু বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পিতৃব্য ৺ রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় সর্ব্বদা আমার পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মৃত্যুকালেও সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে পিতৃদেব একখান উইল করেন। উইলের সত্যতা সম্বন্ধে কতকগুলি লোক সন্দেহ করিলেও রাজসাহীর জজকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া এই উইল অনুসারে আমাদের ষ্টেটে অনেক কার্য্য হইয়া গিয়াছে। পিতৃব্য মহাশয় উল্লিখিত উইলের বিধান অনুসারে আমাদের নাবালকীকালে মাতা ঠাকুরাণীর সহকারে আমাদের অংশে কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার প্রাপ্ত হন এবং

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত কোঁদা নামক গাঁড়াদহের একটী জমিদারী সম্পত্তি যাহা আমার পিতামহের বিনামিতে ছিল, তাহা জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়কে কবালা করিয়া দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। পিতৃব্য রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় এই সম্পত্তি জগচ্চন্দ্র নাগ মহাশয়কে কবালা করিয়া দিয়াছিলেন। পিতৃদেবের মৃত্যুকালে শারদাসুন্দরী দাস্যা নামে আমার এক জ্যেষ্ঠা সহোদরা এবং গুরুচরণ ওরফে প্রসন্ননাথ রায় নামে এক জ্যেষ্ঠ সহোদর বর্ত্তমান ছিলেন। আমার জন্ম হয় নাই। উল্লিখিত সহোদর এবং সহোদরা ব্যতীত আমার আর কোন সহোদর ও সহোদরা জন্মে নাই। বাঙ্গালা সন ১২৫৯ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন; উক্ত সালের ৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার আমার জন্ম হয়।

পিতৃদেবের এবম্বিধ পরলোকপ্রাপ্তিতে মাতাঠাকুরাণীর যে ভয়ানক চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি অবিরামধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। আমার জন্মের পর আমার মুখ দেখিয়া উক্ত দশা হইতে মুক্ত হন। বাটীতে সন্তান প্রসব হইলে বাঁচিবে না, এবম্বিধ সংস্কারের দোষ বশতঃ আমাদের বাটীর নিকটবর্ত্তী রূপচাঁদ চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে আমার জন্য সূতিকাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই আমার জন্ম হয়। মাতা ঠাকুরাণী শোক ও মনস্তাপে বিশেষ জীর্ণা ও শীর্ণা হইয়াছিলেন। স্তন্য দুগ্ধ নামে মাত্র ছিল। মাতৃস্তন্য পান আমার নামে মাত্র হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতায় হয় নাই। আমার ভাগ্যক্রমে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভাবস্থায় রোদন ও একাদশীর উপবাস শিক্ষা করিতে হইযাছিল। মাতা ঠাকুরাণীর অবসাদগ্রস্ত অবস্থার ফলে এরূপ অবসন্ন ভাবে আমার জন্ম হইয়াছিল যে সূতিকাগার পার হইব, ইহা কেহ অনুমান করেন নাই। সূতিকাগারে আমার রোদন শ্রবণে কোন পাখীর ছানা ডাকিতেছে, লোকে এবম্বিধ ভ্রমে পতিত হইত। জন্মকালে আমার

দেহে এক প্রকার কম্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার বিশেষ উপদ্রব না থাকিলেও জীবনের সঙ্গী হইয়াছে। দুই বৎসর বয়সের সময় আমার এক প্রকার পিপাসা রোগ হইয়াছিল, জল ব্যতীত অন্য কোন আহার্য্য গ্রহণে রুচি ছিল না। ছয় মাস পরে একজন চিকিৎসক উহা আরোগ্য করেন।

আমার জন্মকালে দুর্গারাম রায় মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণ সকলে একান্নভুক্ত পরিবার ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর জন্মের অব্যবহিত পরে জ্যেষ্ঠতাত গৌরীনাথ এবং খুল্লতাত রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় পৃথগান্ন হন। আমরা পিতৃব্য মহাশয়ের সহিত একান্নভুক্ত থাকিলাম। ইহার পরে মৃত হরিশ্চন্দ্র কুণ্ডুর পরিবার নিজ এলাকায় আনয়ন উপলক্ষে ঠাকুর বাবুদিগের সহিত এক বিশেষ দাঙ্গা হইল। এই মোকর্দ্দমায় বহু অর্থ ব্যয় হয়। পিতৃব্য মহাশয়ের কারাবাস হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। মোকর্দ্দমা উপস্থিত থাকা কালে পিতৃব্য মহাশয় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকা-যোগে কামাখ্যা যাত্রা করিলেন। আমি কামাখ্যা মাতার প্রসাদ লইয়া আমার আড়াই বা তিন বৎসর বয়সে পিতৃব্য মহাশয়ের কেদার নামক পুত্রের অন্নাশন দিয়াছিলাম। কামাখ্যা হইতে প্রত্যাগমনকালে একদিন ব্রহ্মপুত্রের চরে পাক হইতেছিল। দুই বা তিন শত পদ ব্যবধানে কয়েকটী বন্য মহিষ শয়ন করিয়াছিল; পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রন্ধন ও আহার শেষ হইয়া কতক লোক নৌকায় উঠিলে হঠাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন প্রয়াগ সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় চাকর ঢাল ও তরবারি হস্তে মহিষের দিকে ধাবমান হইল। অন্যান্য সকলেই নৌকায় উঠিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। আমি বালি খুঁড়িতেছিলাম। রন্ধনের কাষ্ঠ লইয়া প্রয়াগ সিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। মাতাঠাকুরাণী নৌকার ভিতর হইতে উল্লিখিত দৃশ্য দেখিতে পাইয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পিতৃব্য মহাশয় সহসা নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং শত পদ যাইতে না যাইতেই

আমাকে ধৃত করিয়া বলপূর্ব্বক নৌকায় আনিলেন। জীবন রক্ষা হইল। মহিষগুলি আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভিন্ন পথে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের জলে পতিত হইল। বাটীতে আইসার পর পিতৃব্য মহাশয় ফৌজদারী আদালতে হাজির হইয়া বিচারে মুক্তি লাভ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর বাবুদিগের সহিত সমস্ত বিবাদ সোলে সূত্রে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন।* ঠাকুর বাবুদিগের সহিত দীর্ঘকালস্থায়ী বিবাদে আমাদের ষ্টেটের যে অর্থ অপব্যয় হইয়াছে, পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া ঐ টাকা তাঁহাদিগকে নজর দিলে নিঃসন্দেহ পোতাজিয়া গ্রাম পত্তনী হইতে পারিত।

পিতৃদেব জীবনের শেষ ভাগে বাঁটদীঘী ও নিমদীঘী নামক যে সম্পত্তি দখলে আনিয়াছিলেন, উহাতে আমাদিগের ৺ দুইতৃতীয়াংশ এবং পাকুড়িয়ার শ্রীযুক্ত তারিণীশঙ্কর ঠাকুরের ৺ একতৃতীয়াংশ স্বত্ব ছিল। পাকুড়ি-

* শুঁড়িপাড়া হইতে নাওদাঁড়া নামক যে খালটী দহবিল পর্য্যন্ত গিয়াছে উহার পশ্চিম, দহবিলের দক্ষিণ এবং বসতির উত্তর সমস্ত ভূমি আমাদিগের সানুকূলে ডিক্রী ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছিল। এই সময় মাঠে কেবল ছিটা রবিখন্দ বপন হইত। ধান্তের আবাদ ছিল না। খোদ ভূমিগুলি লইয়া ঠাকুর বাবুদিগের সহিত মোকদ্দমা চলিতেছিল। এই সময়ে ডিহির নায়েব কৃষ্ণলাল মৈত্র মহাশয়ের কৌশলে এবং আমাদের দুই জন কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় খোদের মধ্যে সুফলের পরিবর্ত্তে বিপরীত ফলের আশঙ্কায় পিতৃব্য এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সোলে সূত্রে সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। নাওদাঁড়ার পশ্চিম দিকস্থ ডিক্রীর বহু ভূমি উহা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। সোলে নিষ্পত্তির পর ঠাকুর বাবুদিগের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি পাশব অভিনয় আর কখনও ঘটে নাই। এখন ভাব ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় দাদা মহাশয় ডিহির অন্তর্গত পত্তনি তরফ চাপড়ির যে অংশ ক্রয় করিয়াছেন, ভরসা করি, তাহার মূল্য ও দখলের ব্যয় আদি অনুমান বিশ পঁচিশ হাজার টাকা একা ঠাকুর বাবুদিগের সরকারে ওকালতি করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছেন। এখনও ঠাকুর বাবুদিগের নিকট অনেক টাকা পাইতেছেন। পিতামহ কালিনাথ রায় ও পিতৃদেব পার্ব্বতীনাথ রায়ের রীতি ও উদারতা অনুসরণ করিয়া দাদা মহাশয় তরফ চাপড়ির অংশ শ্রীমান ঈশানচন্দ্র ও শ্রীমান রাখালদাস রায় দুই ভ্রাতাকে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

য়ার ঠাকুরবংশীয় এক ব্যক্তি বিনা স্বত্বে উহা দখলে রাখিয়াছিলেন। যখন আমাদিগের হিস্যা দখল হইয়া গেল, তখন তিনি মনে করিলেন যে, তারিণীশঙ্কর ঠাকুরের হিস্যা হইতেও সত্বরেই বেদখল হইতে হইবে। অতএব সম্পত্তি নিলাম করাইয়া ডাক ফাজিলের টাকা গ্রহণ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তিনি খাজানা বন্ধ করিয়া দিলেন, সুতরাং মহালও লাটবন্দী হইল। আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি ভর্ত্তব্য খাজানা দিয়া নালিশ করিয়া আদায় করিতেন অথবা মহালের হিসাব পৃথক্ বা বাঁটোয়ারা করিয়া লইতেন, তাহা হইলে সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় নাই। উল্লিখিত মহাল উপর্য্যুপরি চারিবার লাটবন্দী হয়, তিনবার কালেক্টর সাহেব দয়া করিয়া খাজানা লইয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্থ বারে কোন প্রকার আবেদনেই কর্ণপাত করেন নাই। যখন সম্পত্তি রক্ষার কোন উপায় থাকিল না, তখন পিতৃব্য এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় উহা বিনামিতে ক্রয় করা স্থির করিলেন। উদ্যোগ চলিতে লাগিল, কিন্তু পরিণামে কতকগুলি লোক পিতৃব্য এবং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়দিগের মধ্যে নূতন শরিকীর নূতন নূতন বিদ্বেষ-ভাব উদ্দীপন করিয়া দিল। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য উদ্যোগী হইলেন। কার্য্যতায় ভিন্ন লোকে ক্রয় করিয়া লইল। পিতৃব্য মহাশয় তাঁহার গুরুদেব ৺নীলকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্পত্তি ক্রয় জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বাঁটদীঘী ও নিমদীঘী নিলাম করিয়া দিয়া অচলসিংহ নামক এক ক্ষুদ্র সম্পত্তি খুড়ীঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা দাস্যা মহাশয়ার নামে ক্রয় করিয়া আসিলেন। যে সম্পত্তি নিলাম হইল, তাহার বার্ষিক আয় তিন বা সাড়ে তিন হাজার টাকা, আর যাহা ক্রয় হইল, তাহার বার্ষিক আয় পনর, কুড়ি টাকা মাত্র।

খুড়ীঠাকুরাণীর নামে সম্পত্তি ক্রয় করা হেতু মাতাঠাকুরাণীর সহিত পিতৃব্য মহাশয়ের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। পিতৃব্য মহাশয়

খুড়ীঠাকুরাণীর দ্বারা অচলসিংহের অর্দ্ধেক অংশ কবালা করাইয়া দিলেন এবং তীর্থ পর্য্যটন আদি মানস প্রকাশে জজ আদালতে একখণ্ড ইস্তাফা দাখিল করিয়া আমাদের অছিপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। মাতা-ঠাকুরাণী অলি ও অছি ভাবে আমাদের পক্ষে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতৃব্য মহাশয় এই সময়ে কিছুকাল রঙ্গপুর শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-মোহন রায় চৌধুরীর ষ্টেটের প্রধান কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃত্ব চালাইয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণীর কর্ত্তৃত্বকালে অনেকগুলি কারণে জ্যেষ্ঠ-তাত মহাশয়ের সহিত গুরুতর বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল। মাতা-ঠাকুরাণী স্ত্রীলোক বিধায়, ষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব করণোদ্দেশ্যে আমার মাতুল হরিনাথ রায় মহাশয়কে লইয়া আসিয়াছিলেন। মাতুল মহাশয়েরা সম্পত্তিবান্ লোক এবং মাতামহ মহাশয় বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার আইসা পক্ষে বিশেষ বাধা ছিল না। মাতুল মহাশয় কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শারদাসুন্দরী দাস্যার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। ইতিমধ্যে তরফ কাগইলের একজন পাইক খাজানার চালান সহ আসিয়া আমাদের বাটীতে ওলাউঠা রোগে মারা পড়িল। ন্যূনাধিক ১০।১২ দিন মধ্যে উল্লিখিত মাতুল মহাশয়, দিদি এবং মাতাঠাকুরাণী পরলোকগত হইলেন। পিতৃব্য মহাশয়ের দুইটী পুত্র কেদার ও কৈলাস এক দিনেই গতাসু হইল। গ্রামের বহুসংখ্যক লোক একযোগে শমনভবনে যাত্রা করিল। সন ১২৬৫ সালের ৫ই বৈশাখ তারিখে মাতাঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। সকলেই ওলাউঠা রোগে মারা পড়িয়াছিলেন।

আমরা দুই ভ্রাতা অভিভাবকশূন্য হইলাম। শ্রীযুক্তা ব্রজকিশোরী দাস্যা* বড় মাতৃষসা ঠাকুরাণী মহাশয়া মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর পূর্ব্বে

* দিলপসার নিবাসী বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ, শ্যামাচরণ ও অম্বিকাচরণ মজুমদারের জেঠাইমাতা বা গঙ্গাচরণ মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতৃবধূ।

আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। আমাদের প্রতি স্নেহ বশতঃ আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদিগকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন। এখনও আমার পরিবারভুক্ত অবস্থায় আছেন। মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ একত্রিত হইয়া আমাদিগের দালানের কপাট কাষ্ঠ ও প্রেক দ্বারা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। আমাদের মাতামহ গোবিন্দনাথ রায় মহাশয় আমাদের পক্ষে অলি ও অছি হওয়া মানসে জেলা রাজসাহীর জজ আদালতে দরখাস্ত করিলেন। এত্তেলানামা জারী হইয়া গেল। কিন্তু হুকুম হইবার পূর্ব্বে তিনি নিজেই পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় মাতামহী দ্রবময়ী দাস্যা এবং কুলগুরু ৺ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একত্রে অলি ও অছির জন্য জজ আদালতে দরখাস্ত করিলেন। পিতৃব্য মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পিতৃকৃত উইলের মর্ম্মানুসারে আপত্তি করিলেন। জজ বাহাদুর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মাতামহী ঠাকুরাণী এবং গুরুদেবকে অলি অছির সার্টিফিকেট দিলেন। হাইকোর্টে আপীল হইল। হাইকোর্ট আপীল গ্রাহ্য করিয়া পিতৃব্য মহাশয়কে অলি ও অছির কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মধ্যভাগে গুরুদেব এক বৎসর কাল কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ছানি বিচারের প্রার্থনা করিবার উদ্যোগে ছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় আর তাহা হয় নাই। অগ্রজ মহাশয় প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃব্য মহাশয় উক্ত নিয়োগানুসারে আমাদের অংশে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর পরলোকপ্রাপ্তির পর যখন কেহ কর্ত্তৃত্ব-পদে নিযুক্ত হয় নাই, কেবল গোলযোগ চলিতেছিল সেই সময়ে কয়েক জন বিষকুম্ভ-পয়োমুখ মিত্র মাতামহী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিয়া লইয়া আইসেন এবং বলেন যে নাবালকদের যে অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহা পিতৃব্য রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের হস্তে পতিত হইলে উহারা কিছুই পাইবে

না, অতএব গোপনে ঐ সম্পত্তি রক্ষা করা হউক। মাতামহী ঠাকুরাণী স্ত্রীলোক বিধায় পরিণাম চিন্তা করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি উপরোক্ত মন্ত্রণার অধীন হইয়া সেই কুটিল মিত্রদিগের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক রাত্রি-কালে গোপনে দালানের কপাট ভগ্ন করিয়াছিলেন। মাতামহী ঠাকুরাণী কতকগুলি শাল, রুমাল এবং অলঙ্কার প্রভৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নগদ অর্থ এবং অনেক সম্পত্তি এই সময়ে লুণ্ঠিত হইয়া যায়। পিতামহী ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর নগদ সম্পত্তির কিয়দংশ লুণ্ঠিত হইয়াছিল; যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা এই ঘটনায় নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা এই সময়ে নাবালক হইলেও আমাদের যাহা বিশ্বাস, তাহাতে পিতৃব্য মহাশয় এই ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং অজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার পক্ষ হইতে পুলিশ ষ্টেসনে একটী এস্তেলা দেওয়া হয়, কিন্তু রীতি-মত কোন বাদী উপস্থিত না হওয়ায় তদারক হয় নাই।

পিতৃব্য রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় অষ্টমুনিষা গ্রামের মৃত রাধাসুন্দর রায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা বা রাইকিশোরী দাস্যা মহাশয়াকে বিবাহ করেন। হিন্দুধর্ম্মোচিত কার্য্যে পিতৃব্য মহাশয়ের বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতি-দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিতেন। প্রাতে বেলা ৭।৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অন্তর্ধৌত প্রভৃতি হঠযোগের কতকগুলি ক্রিয়া অভ্যাস করিতেন। তাহার পরেই আহ্নিকের জন্য গমন করিয়া বেলা ৪।৫টার সময় সমস্ত সমাধা করিয়া উঠিতেন। আহ্নিক সমাধান্তে আমাদের বাটীস্থ কামধেনুকে গোগ্রাস প্রদান করিয়া আহারে যাইতেন। আহারান্তে যখন বাহিরে আসিতেন, তখন বৈষয়িক কার্য্যের দুই চারি কথা আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যা হইতে পুনরায় জপ তপে প্রবৃত্ত হইতেন। আমরা রাত্রিকালে যখ-নই জাগ্রত হইয়াছি, প্রায় তখনই তাঁহার "দুর্গা, দুর্গা, শিব, শম্ভো" শব্দ বা জাগরণের অন্য পরিচয় পাইয়াছি। রাত্রিতে অতি অল্প কাল নিদ্রা যাইতেন। তিনি রাত্রিকালে শিবা ভোগ দিতেন। বন্য শৃগাল সাধনার

গুণে তাঁহার বশে আসিয়াছিল। তিনি ডাক দিবা মাত্র শৃগাল দোতালার উপরে উঠিয়া কুক্কুরের ন্যায় তাঁহার এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিতৃব্য মহাশয় কার্য্য বশতঃ নূতন অপরিচিত স্থলে গমন করিলে সেখানেও অল্পকাল মধ্যে একটী শৃগালকে বশ করিয়া ফেলিতেন। যে জন্তু মনুষ্যের বায়ু স্পর্শ মাত্র দূরে প্রস্থান করে, পিতৃব্য মহাশয় তাহাকে বশে আনিয়া অনায়াসে কুক্কুরাদির ন্যায় গাত্রে হস্ত বুলাইতেন। পিতৃব্য মহাশয়ের নিকট কমলাসন, মহাশঙ্খের মালা, মহাপাত্র ইত্যাদি সমস্তই ছিল। তিনি প্রাণায়াম এতদূর অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, প্রায় একদণ্ডকাল কুম্ভক করিয়া অবস্থিতি করিতে পারিতেন। যোগের বহু-সংখ্যক ক্রিয়া তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি যোগীর ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। পিতৃব্য মহাশয়ের কোন প্রকার বাহ্য আমিরী ছিল না। নয়ানশুকের থান, তাহাও মধ্যে মধ্যে গৈরিকে রঞ্জিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। হস্তে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন বা অন্য প্রকার ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ের অতিথি-সেবা ইঁহার কর্ত্তৃত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এবম্বিধ উৎকৃষ্ট চিত্র দৃষ্টে শিক্ষা না থাকিলে আমাকর্ত্তৃক হিন্দু-বিজ্ঞান সূত্রের অনেক কথাই লিপিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব ছিল। পিতৃব্য মহাশয় আমাদের সহিত একান্নভুক্ত থাকা হেতু আমাদের অর্থ পরের অর্থ বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইহা ব্যতীত "মাতৃবৎ পরদারেষু পরধনেষু লোষ্ট্রবৎ", এই প্রাচীন বাক্যটী তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। পিতৃব্য মহাশয় একদিন বাল্যকালে আমাকে ক্রোড়ে করতঃ মুখচুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বংশের এই পুত্র হইতেই আমার আসনের সম্মান রক্ষা হইবে। কিন্তু স্বর্গ-গত মহাপুরুষের সেই বাক্য রক্ষার উপযোগী কোন অবস্থাই হায়, জীবনে এ পর্য্যন্ত সংঘটিত হইল না। পিতৃব্য মহাশয় নিজে যে প্রকার বসন,

ভূষণাদি ব্যবহার করিতেন, আমাদেরও প্রায় তদবস্থাই ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের শিক্ষা-ব্যয়-ভার বহন করিতে কখনও সঙ্কুচিত হন নাই। পিতৃব্য মহাশয়ের বিশেষ দোষ না থাকিলেও তাঁহার উদাসীনতার দরুণ নাবালক কালে আমাদিগকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি নিজ পুত্র এবং আমাদের সহিত ব্যবহারে কোন তারতম্য করিতেন না। পিতৃব্য মহাশয় বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ে বিধ্বস্ত ভারতমিহির প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়দিগের জলমগ্ন নৌকা উদ্ধারে ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সামান্য আশ্রয় অবলম্বনে দহবিল মধ্যে ভাসমান এবং নিমগ্ন প্রায় উক্ত সান্যাল মহাশয়কে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। পিতৃব্য মহাশয় জীবনের শেষ ভাগে প্রায় বাক্‌সিদ্ধের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ৺ কাশীপ্রাপ্তির দিন মহল্লার প্রায় সকলেই একটী মহাপুরুষের তিরোভাব মনে করিয়াছিল।

জ্যেষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায় মহাশয়, পিতৃদেবের বর্ত্তমানে ষ্টেটের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব না করিলেও পরিবারের জ্যেষ্ঠবিধায় অনেক ভাগে কর্ত্তৃত্ব ছিল। তিনি প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া বাহাত্তর বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ষ্টেটের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিকে সংসারের নানাপ্রকার ঝটিকায় প্রপীড়িত হইতে হইয়াছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের ভাগ্যে ঐরূপ ঘটনা বিরল ছিল। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘকাল এবং সুস্থভাবে কেহ ষ্টেট ভোগ করেন নাই। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাঁহার নিজ সন্তান সন্ততির অবস্থা উন্নত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি প্রথমতঃ রহিমপুরে বিবাহ করিয়াছিলেন। একটী কন্যা এবং দুইটী পুত্রও জন্মিয়াছিল। দৈব ঘটনায় উল্লিখিত স্ত্রী উন্মাদিনী হওয়ায় তাঁহার জীবিতকালে আমাদের স্বগ্রামনিবাসী চৈতন্য-কৃষ্ণ রায়ের কন্যা শ্রীযুক্তা রাধাসুন্দরী দাস্যা মহাশয়াকে পুনরায় বিবাহ

করিয়াছিলেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রীপুত্রাদি সমস্তই পরলোকগত হইয়াছে। শেষ পক্ষের তিনটী পুত্র বর্ত্তমান আছে। পিতৃব্য মহাশয়ের একটী মাত্র মৃতা কন্যা ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল। আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরাও বিবাহের পূর্ব্বেই গতাসু হন, সুতরাং জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কন্যা ব্যতীত আমাদের কোন ভগ্নী নাই। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের ২য় পক্ষের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ চরভীমনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মজুমদারের সহিত; দ্বিতীয়া কন্য শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসীর বিবাহ পূর্ব্বদেউলানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণবন্ধু রায়ের সহিত; তৃতীয়া কন্যা ৺ ভুবনমোহিনী দাসীর বিবাহ কাদিরপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল মুন্সীর সহিত; চতুর্থা কন্যা সতীশ্বরী দাসীর বিবাহ আমাদের স্বগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়ের সহিত; এবং পঞ্চমা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকামিনী দাসীর বিবাহ তাড়াসের ৺ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর সহিত হইয়াছে ও হইয়াছিল। দিগম্বরী এবং সরলা দুইটী অবিবাহিত অবস্থায় মৃতা হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায়, পিতা পার্ব্বতীনাথ রায় এবং পিতৃব্য রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় ইঁহারা তিন জনেই নিজ নিজ মাতামহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের উত্তরাধিকার সামান্য কয়েক বিঘা লাখেরাজ মাত্র। পিতৃদেব রহিমপুরস্থ মজুমদার বংশের দৌহিত্র ছিলেন। অপর দুই মাসতাত ভ্রাতা সর্ব্বানন্দ রায় এবং ভুবনমোহন রায় সহকারে, উক্ত মজুমদারদিগের রহিমপুরস্থ জোত, পুষ্করিণী ও লাখেরাজ, বাটী ইত্যাদির প্রত্যংশ, জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টরীভুক্ত মনদুয়ার গ্রামের দশ আনা অংশ; মৌজা কুমিড়াডাঙ্গা এবং উক্ত জেলায় ধান্য আবাদের একটী উৎকৃষ্ট জোত উত্তরাধিকার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে জোতের শস্যাদি বাদে নগদ বার্ষিক প্রায় চারিশত টাকা মুনাফা ছিল। পিতৃদেবের চেষ্টায় রহিমপুরের জোত, লাখেরাজ, বাটী ও পুষ্করিণী ইত্যাদি তাঁহাদের মাতুলের নৈকট্য জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র

কেলিকৃষ্ণ মজুমদার প্রভৃতি তিন ভ্রাতাকে প্রদত্ত হয়। রঙ্গপুরস্থ ধান্য আবাদের জোত কেবল ভুবনমোহন রায় মহাশয়কে প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট তালুক দুইখান তিন মাসতাত ভ্রাতায় তুল্যাংশে দখল করিয়াছিলেন। এই তালুক অংশানুসারে অদ্যাপি আমাদের দখলে আছে।

আমরা গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালে লেখাপড়া করিতাম। পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়া মানসে পিতৃব্য মহাশয় এক মৌলবী রাখিয়া দিয়াছিলেন। আমরা পাঞ্জেনামা মুখস্থ করিয়া গোলেস্তা এবং বোঁস্তার বহু অংশ মুখস্থ করিয়াছিলাম। মুখস্থ ব্যতীত ভাষা-জ্ঞান কিছু হইয়াছিল না, সুতরাং ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার পরে গ্রামে বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ায় উহাতে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। এই স্কুলে কিছু দিন মাইনর স্কুলের ন্যায় ইংরেজী পড়াইবার বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং গ্রামেই ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। আমাদের গ্রামের স্কুল প্রায় দুই তিন বৎসর হইল, এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে। সন ১২৭১ সালের প্রথমে আমার অগ্রজ প্রসন্ননাথ ওরফে গুরুচরণ রায় এবং পিতৃব্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় দাদা মহাশয় পাবনা জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতে যাওয়ায় আমিও সঙ্গে সঙ্গে পাবনা জিলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলাম। সন ১২৭৪ সালের প্রথমে উল্লিখিত উভয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইল। উক্ত বৎসর পৌষ মাসে অগ্রজ মহাশয় পিতৃব্য মহাশয়ের সহিত পৃথগান্ন হইলেন। আমি অগ্রজ মহাশয়ের সহিত একত্রে থাকিলাম। এক বা দেড় মাস পরেই অগ্রজ মহাশয়ের নবপরিণীতা স্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। প্রায় দেড় বৎসর পর পূর্ব্ব স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীযুক্তা শ্যামরঙ্গিণী দাস্যাকে বিবাহ করিলেন। শেষ বিবাহের প্রায় দশ মাস পরে অগ্রজ মহাশয় সন ১২৭৭ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে জ্বর, প্লীহা, গ্রহণী ইত্যাদি রোগে পোতাজিয়ার বাটীতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অগ্রজ মহাশয়ের দৈহিক বল এবং সাহস ইত্যাদি বিলক্ষণ

ছিল। তবলা ইত্যাদি বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া অনেকাংশে কৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পৃথগন্ন হই-বার সময় হইতে পাঠ বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৬ ষোল মাস কাল মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি কেবল ছয় মাস কাল পাঠ করিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে ৪ চারি মাস কাল বোয়ালিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ছিলাম। এণ্ট্রান্স কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুতে আমার পাঠ বন্ধ হইল।

পিতামহ কালীনাথ রায় মহাশয় সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ব্যতীত তিনি কখনও উহা ভোগ করেন নাই। পিতৃদেবও কেবল অধ্যয়নে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। মাতা ঠাকুরাণীর ভাগ্যে ঘটে নাই। অগ্রজ মহাশয়ের ভাগ্যেও ঘটিল না। যখন যাঁহার ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখ-নই মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমি মরি নাই, কিন্তু ভোগের স্থলে দুর্দ্দৈব এবং দুর্ভোগের সীমা ও সংখ্যা নাই। সে যাহা হউক অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার বিবাহ হয় নাই। আমি সন ১২৮০ সালের ২৬এ বৈশাখ তারিখে জেলা নদিয়ার অন্তর্গত পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে ষ্টেশন ভেড়ামাড়ার ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণ দিকস্থ চণ্ডীপুর গ্রামে ৶ গৌরচরণ মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীশ্যামাসুন্দরী দাস্যাকে বিবাহ করি-য়াছি। আমার স্ত্রীর তিনটী জ্যেষ্ঠ সহোদর বর্ত্তমান আছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্লভ মজুমদার মহাশয় * জেলা ঢাকার বর্ত্তমান সবজজ, দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মজুমদার মহাশয় কোন চাকরী করেন না বাটীতেই থাকেন, তৃতীয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ফরিদপুর জেলায় পুলিস সবইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন। আমার

* ইনি পেন্‌সন্ লইয়াছেন।

শ্রীশশিমুখী, শ্রীবিধুমুখী, শ্রীপ্রফুল্লমুখী (সুশীলা সুন্দরী) ও শ্রীচন্দ্রমুখী এই চারিটী কন্যা এবং শ্রীবীরেন্দ্রনাথ (কালিকাদাস), শ্রীখগেন্দ্রনাথ (শ্যামাপদ), শ্রীনগেন্দ্রনাথ ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ এই চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সকলেই জীবিত আছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শশিমুখীর বিবাহ নাটোরের ৪ চারি ক্রোশ উত্তর দিকস্থ চাকচোর গ্রামে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ২য় পুত্র শ্রীমান জগদীশচন্দ্র সরকারের সহিত হইয়াছে এবং দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান জগদীশ জেলা রাজসাহীর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ৺ যাদব চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিধুমুখী দাস্যার বিবাহ আমাদের স্বগ্রামে পোতাজিয়া-নিবাসী ৺ পারী-লাল রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন রায়ের সহিত হই-য়াছে। ইহারও দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ছোটটীর অভাব হইয়াছে। বড় পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ রায়ের বিবাহ আমাদের স্বগ্রাম-নিবাসী আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চারুশীলা দাসীর সহিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পুত্র ও কন্যাগণ মধ্যে কাহারও বিবাহ হয় নাই। আমার স্ত্রী আমাদের স্বগ্রাম নিবাসী মৃত পরমানন্দ রায় * মহাশয়ের দৌহিত্রী রাধা গোবিন্দ রায় ও রামচন্দ্র রায় (অনারারি মাজিষ্ট্রেট) মহাশয় দিগের ভাগিনেয়ী। মাতামহ আলয়েই জন্ম হয়। ছোট মামা শ্বশুর রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় এই বিবাহ সংঘটিত হয়। গ্রামের ঝুনা নাম্নী ধাত্রী আমি এবং আমার স্ত্রীর, অপিচ বড় কন্যা শ্রীমতী শশি মুখার ও বড় পুত্র

* কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সরকার (ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে অল্পকাল হইল রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন) এবং হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল সরকার এম, এ, বি, এল, প্রভৃতি ইঁহার ভাগিনেয়।

শ্রীমান্ বীরেন্দ্র নাথের নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিল। রঙ্গপুর জজ আদালতের উকীল ৺প্যারীলাল রায় বি, এল মহাশয় আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার একটী পুত্র এবং একটী কন্যা আছে। উক্ত পুত্র শ্রীমান্ গিরীন্দ্রলাল রায় * এম, এ, বি, এল, বগুড়াতে ওকালতি করিতেছে। †

আমাদের বংশে জয়কৃষ্ণ, শিবরাম, রূপরাম এবং কেবলরাম রায় মহাশয়দিগের শাখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। শিবরাম রায়ের বংশধরগণ মধ্যে ভৈরবনাথ ও তৎপুত্র দ্বারকানাথ রায় মহাশয় অনুমান ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ভৈরবনাথ রায় মহাশয় দস্যুহস্তে নিহত হন। তাঁহার কুশপুত্তল দাহ হইয়াছিল। দ্বারকানাথ রায়ের স্ত্রী নলমুড়া গ্রামে বাস করিতেন। আমাদের ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। রূপরাম রায় মহাশয়ের শাখা বিলুপ্ত হওয়ায় সম্পত্তি দৌহিত্রের অধিকারে গিয়াছিল। পরে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ উহা

* বাঙ্গলা ১৩০৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমতি শশিমুখীর পাঁচটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনটী কন্যা জীবিতা আছে। শ্রীমতি বিধু মুখীর চারিটী কন্য জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে তিনটী জীবিতা আছে। শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ রায়ের দুইটী কন্যা এবং এবং একটী পুত্র জন্মিয়াছে। তিনটিই জীবিত আছে পুত্রটীর নাম শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ। বড় কন্যাটীর নাম শ্রীমতি বন তোষিনী। ছোট কন্যার নাম করণ হয় নাই। শ্রীমতি প্রফুল্ল মুখীর বিবাহ আমাদের স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিন্ধ্যমাধব রায়ের সহিত হইয়া গিয়াছে। পুত্রাদি জন্মে নাই। বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ১নং লোয়ার সার্কুলার রোড বাটীতে মনোরঞ্জন রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রাণাধিক মনোরঞ্জনের দেহ কালীঘাটের দক্ষিন দিকস্থ মহাশ্মশানে অগ্নি সংযোগে ছাই করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুত্র অভাবে অভাগিনী বিধুমুখীকে স্বহস্তে এই কার্য্য করিতে হইয়াছিল। ভগবন্ হতভাগিনী বিধুমুখীকে রক্ষা করিও।

† শ্রীমান গিরীন্দ্রলাল রায় সংপ্রতি জেলা নোয়াখালি লক্ষীপুর সবডিভিসনে মুনসেফের কার্য্য করিতেছে।

ক্রয় করিয়াছেন। রামহরি রায়ের শাখাও বিলুপ্তপ্রায়, কেবল কৃষ্ণকুমার রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী দাস্যা ভ্রাতৃবধূ মহাশয়া নবদ্বীপ গঙ্গাতীরে বাস করিতেছেন। * রামহরি রায় মহাশয়ের শাখায় রামানন্দ রায় মহাশয় পিতামহ মহাশয়ের সমসাময়িক ও প্রায় তুল্যবয়স্ক ছিলেন। তিনি নাটোর রাজ সরকারে সদরে কোন চাকুরী করিতেন। তাঁহার উপার্জ্জন নিতান্ত সামান্য ছিলনা। যে হেতু পিতামহ মহাশয়ের ন্যায় উপার্জ্জকের সহিত তুল্য প্রতিযোগিতায় নিজ বাটীর দুর্গোৎসব এবং ৺রাধামাধব বিগ্রহের পালা ইত্যাদি শরিকি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি ব্যতীত বিল চাঁদোক ও বিল কালাই ইঁহার উপার্জ্জিত সম্পত্তি ছিল। কি প্রকারে এই সম্পত্তি গাঁড়াদহের নাগ মহাশয়দিগের হস্তগত হয় আমি সবিশেষ অবগত নহি।

জয়হরি রায়ের বংশধর শ্রীমান্ হরশঙ্কর রায় পোতাজিয়ার বাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রেলওয়ে ষ্টেশন পোড়াদহের নর্দ্দারণ সেকশন ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যালের অদূরে সরূপদহ গ্রামে বাস করিতেছেন। পৈত্রিক তালুকের সহিত তাঁহার যে কিছু সংস্রব ছিল, প্রায় দুই বৎসর হইল হস্তান্তর করিয়া পোতাজিয়া গ্রামের সহিত সংস্রবশূন্য হইয়াছেন। ইঁহার পিতা কৃষ্ণশঙ্কর রায় মহাশয় স্বরূপদহ গ্রাম নিবাসী চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা গোবিন্দময়ী দাস্যা মহাশয়াকে বিবাহ করেন। গৌরী শঙ্কর ও শ্রীহর এই দুইটী পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে ইঁহারা পোতাজিয়া পরিত্যাগ করিয়া মাতার সহিত মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। পরিণাম কালে মাতুলবংশের চেষ্টা ও সাহায্যে স্বরূপদহ গ্রামে স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। গৌরী শঙ্কর রায় গোবিন্দ প্রসাদ সরকারের কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রকামিনী

* ইনি সন ১৩০৭ সালের ২৮শে মাঘ তারিখে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

দাস্যাকে বিবাহ করিয়া অল্পকাল পরেই গতাসু হন। পিতৃব্য রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীমান হর শঙ্কর রায়ের বিবাহ চাচকিয়া নিবাসী রাম-সুন্দর চাকী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাস্যার সহিত সংঘটিত হয়। শ্রীমান হরশঙ্কর রায়ের শ্রীনবগোপাল, শ্রীপ্রাণগোপাল, শ্রীনৃত্য গোপাল ও শ্রীযদু গোপাল এই চারিটী পুত্র ও শ্রীপ্রাণমোহিনী, শ্রীশুভাষিণী এবং শ্রীকুসুমকুমারী নাম্নী তিনটী কন্যা বর্ত্তমান আছে। শ্রীগোপাল ও ননি গোপাল নামক দুইটী পুত্রের অভাব হইয়াছে। জীবিত পুত্র ও কন্যা সকলেরই বিবাহ হইয়াছে। নবগোপালের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী রাধাবিনোদিনী দাসী। শ্রীবিজয়গোপাল, শ্রীপ্রমথ নাথ, শ্রীনগেন্দ্র নাথ ও শ্রীযোগেন্দ্র নাথ (গণেন্দ্র নাথ) নামক চারিটী পুত্র এবং শ্রীহেমলতা ও শ্রীনিভাননী নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মিয়াছে। শ্রীমান প্রাণগোপালের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দাসী। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ নামে একটী পুত্র ও শ্রীমনোরমা এবং শ্রীঅনুপমা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান নৃত্য গোপালের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী নীলাম্বরণী দাসী। শ্রীবৈদ্যনাথ নামে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান যদু গোপালের স্ত্রীর নাম শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ (রামগোপাল) নামে একটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান নবগোপাল প্রভৃতি চারি ভ্রাতার উল্লিখিত পুত্র ও কন্যাগণ সকলেই জীবিত আছে। *

৺ দুর্গারাম রায়ের বংশধরগণ কার্য্যানুরোধে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস আরম্ভ করিলেও কেহ এ পর্য্যন্ত পোতাজিয়া গ্রামের সহিত সংস্রবশূন্য হয় নাই। আমরা বর্ত্তমান সময়ে খুড়তাত এবং জেঠতাত সাতটী ভ্রাতা

* হীরক জুবিলীর পর শ্রীমান নৃত্যগোপালের প্রভাবতী নাম্নী এবং শ্রীমান যদুগোপালের নিরুপমা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শ্রীমান হরশঙ্কর রায়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণী সন ১৩০৭ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে স্বামিহারা হইয়াছে। ভগবান! হতভাগিনীকে রক্ষা করিও।

জীবিত আছি। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় বি, এল মহাশয় পাবনা জজকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান এবং গবর্ণমেণ্ট প্লীডারি ইত্যাদি করিয়াছেন। প্রায় তিন বৎসর গত হইল, পৃষ্ঠাঘাত রোগে জীবনসংশয় কাতর হওয়ায় ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ওকালতি করিতেছেন। রাজসাহী বিভাগ হইতে Legislative Council এর মেম্বর নির্ব্বাচন কালে ইনি উক্ত-পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন; নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের প্রতিযোগিতায় সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। হাইকোর্টের উকিল, ব্যারিষ্টার বা বিচারপতিগণ অনেকেই ইহাঁকে জানেন। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায় দাদা মহাশয় জেলা ফরিদপুরের অধীন ষ্টেসন বালিয়াকাঁদির অন্তর্গত এবং অদূরবর্ত্তী চরভীম নগর নিবাসী মৃত মাধবচন্দ্র মজুমদারের কন্যা শ্রীযুক্তা স্বর্ণসুন্দরী দাস্যা মহাশয়াকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার সহোদর ও সহোদরা এখন কেহ বর্ত্তমান নাই। শ্রীকৈলাসচন্দ্র ও শ্রীঈশানচন্দ্র মজুমদার নামক দুইটী (জ্যেষ্ঠতাত) ভ্রাতা বর্ত্তমান আছেন। দাদা মহাশয়ের মামাশ্বশুর রাজসাহীর মোক্তার রাধাসুন্দর রায় মহাশয়ের চেষ্টা ও উদ্যোগে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। শ্রীসুরেশচন্দ্র, শ্রীবিনয়কুমার, শ্রীজগদীশচন্দ্র, শ্রীভবেশচন্দ্র, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ও শ্রীদীনেশচন্দ্র নামক ছয়টী পুত্র; সৌদামিনী, হেমাঙ্গিনী, প্রতিভাসুন্দরী ও প্রমিলাসুন্দরী এই চারিটী কন্যা জীবিত আছে। একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা শৈশবেই বিনষ্ট হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র রায়ের বিবাহ রঙ্গপুর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকারের কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর সহিত হইয়াছে। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দাসীর বিবাহ রহিমপুর (বর্ত্তমান সময়ে পোতাজিয়া) নিবাসী শ্রীমান্ বিনোদবিহারী মজুমদারের সহিত এবং দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসীর বিবাহ মালঞ্চি (বর্ত্তমান সময়ে কাঁকিনিয়া) নিবাসী শ্রীমান

গোবিন্দচরণ সরকারের সহিত হইয়াছে। শ্রীমান বিনয়কুমার রায় এখন বি. এ. পাঠ করিতেছে।*

দ্বিতীয় আমি শ্রী বি. এন. রায় এণ্ট্রেন্স কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছি। কখন কাহারও চাকুরী করি নাই। সন্তান সন্ততির বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

তৃতীয় শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করিতেছে। যাঁহার কাশীধামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তিনি বোধ করি কাশীর ডাক্তার শ্রীমান ঈশানচন্দ্র রায়কে জানেন। শ্রীমান্ ঈশানচন্দ্র রায় রামনগরের ৺ হরিমাধব রায় মহাশয়ের কন্যাকে প্রথমে বিবাহ করিয়াছিল। উক্ত স্ত্রী পরলোকগতা হওয়ায়, জেলা যশোহর মাগুরা সবডিভিসনের অন্তর্গত কাদিরপাড়া গ্রাম নিবাসী হরিচরণ মুন্সী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রিয়সুন্দরী দাস্যাকে বিবাহ করিয়াছে। ঈশানচন্দ্রের শ্রীমান্ যতীশচন্দ্র নামক একটী পুত্র ও শ্রীমতী সৌরনলিনী ও এলোকেশী† নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মিয়াছে। শ্রীমতী সৌরনলিনী দাসীর বিবাহ আমার ছোটমাতুল মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ রায়ের সহিত হইয়াছে।

* পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পর শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র রায়ের শ্রীপরেশচন্দ্র নামক একটী পুত্র এবং শ্রীলাবণ্যপ্রভা নাম্নী একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শ্রীমান্ বিনয়কুমার রায় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আইন পাঠ করিতেছে। উক্ত শ্রীমানের বিবাহ সেখুপুর (বর্ত্তমান ইনাইৎপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসীর সহিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র রায় বি, এ, পাঠ আরম্ভ করিয়াছিল। বিধাতার ইচ্ছায়, আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া কলিকাতা টাউনে হিন্দু হোষ্টেল হইতে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্র প্রভৃতির মধ্যে জগদীশই অনেকাংশে আমার অনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল। শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র রায় এখন এল, এ, পাঠ করিতেছে। প্রভাস ও দীনেশ এণ্ট্রেন্স স্কুলে পাঠ করিতেছে।

† পুস্তকের প্রথম সংস্করণের পর শ্রীমতী এলোকেশীর বিবাহ বেচুয়াডাঙ্গা নিবাসী মুর্শিদাবাদ জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবল্লভ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ হরিপদ রায়ের সহিত হইয়াছে। উক্ত শ্রীমান্ এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

চতুর্থ শ্রীতারানাথ রায় জেলা পাবনার অন্তর্গত আউট পোষ্ট তাড়াসের অধীন ঘরগ্রামনিবাসী মৃত হরিকান্ত মজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লকামিনী দাসীকে বিবাহ করিয়াছে। ইনি মৃত চন্দ্রকান্ত মজুমদার মহাশয়ের খুড়তাত ভগ্নী এবং বর্ত্তমান অখিলকান্ত মজুমদারের পিতৃস্বসা। শ্রীমান তারানাথ রায় এণ্ট্রেন্সস্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছে; কাহারও চাকুরী করে না। একটী পুত্র জন্মিয়াছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ বিনষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চম শ্রীঅম্বিকানাথ রায়, (ভূধরনাথ রায়) জেলা যশোহর মাগুরা সবডিভিসনের অন্তর্গত কাদিরপাড়া গ্রামবাসী প্রসন্নচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গিরীন্দ্রবালা দাসীকে বিবাহ করিয়াছে। শ্রীমান্ এণ্ট্রেন্স কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছে। কোন পরীক্ষা দেয় নাই। কাহারও চাকুরী করে না। একটী কন্যা জন্মিয়াছে। *

ষষ্ঠ শ্রীরাখালদাস রায় জেলা নদিয়া সবডিভিসন মেহেরপুরের অন্তর্গত দুর্ল্লভপুর গ্রামবাসী দয়ার্দ্রনাথ মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী দাসীকে বিবাহ করিয়াছে। ইনি রঙ্গনাথ, শ্রীনাথ ও শ্রীহরিনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের একান্নভুক্তা খুড়তাত ভগ্নী। শ্রীমান্ রাখালদাস রায় এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে। কাহারও চাকুরী করে না। একটী পুত্র জন্মিয়াছে। †

সপ্তম শ্রীকুমুদনাথ রায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায়

* পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখার পর শ্রীমান্ অম্বিকানাথের আরও তিনটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তৃতীয়া বিনষ্ট হইয়াছে। প্রথমার নাম শ্রীমতী ইন্দুবালা ও দ্বিতীয়ার নাম শ্রীমতী মাধুরীবালা। চতুর্থার নামকরণ হয় নাই।

† পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখার পর প্রেস হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীমান্ রাখালদাসের আর একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। উহার পরমেশচন্দ্র নাম হইয়াছে এবং পরে শিবরাণী নাম্নী একটী কন্যা জন্মিয়াছে। শ্রীমান্ রাখালদাস সংপ্রতি পাবনা টাউনে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছে।

উত্তীর্ণ হইয়াছে। আগামী বর্ষে বি. এল. পরীক্ষা দিবেক। শ্রীমান্ কুমুদনাথ রায়, রায় বনমালী রায় বাহাদুরের মাসতাত ভ্রাতা এবং প্রধান কর্ম্মচারী, পাবনাটাউনবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সরকার, বি. এ. মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রবালা দাসীকে বিবাহ করিয়াছে।*

আমাদিগের পরিবারে জমিদারী ব্যতীত বার্ষিক বিশ পঁচিশ হাজার টাকা অস্থায়ী আয় আছে।

অগ্রজ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তিকালে আমি আইনসম্মত নাবালক ছিলাম। বৎসরের শেষে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং ষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, পিতৃব্য রুদ্রচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদিগের সহিত পৃথগান্ন হইবার কিছুকাল পরে সপরিবারে কিছুদিন হুগলিতে বাস করেন। ন্যূনাধিক দুই বৎসর পর সপরিবারে ৺কাশীধামে গমন করেন। তথায় প্রথমতঃ তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর, পরে, ভগ্নী অভয়াসুন্দরী দাস্যার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাহার পরে সন ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে তিনিও নিজে কাশীপ্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠতাত গৌরীনাথ রায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিগত ১৩০১ সালের ১৪ই ফাল্গুন তারিখে পোতাজিয়ার বাটীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি এবং আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের পত্তনী মহাল ডেফলচাড়া যাহাতে পূর্ব্বে বার্ষিক আড়াই বা তিন হাজার টাকা আয় ছিল, থাক সংক্রান্ত বিবাদে উহার বহু জমি বেদখল এবং ম্যালেরিয়ায় গ্রামটী উৎসন্ন হওয়া প্রযুক্ত বিশেষ ক্ষতির কারণ হওয়ায় শরিকগণ পরামর্শ পূর্ব্বক মালেকান খাজানা বন্ধ করিয়া দিয়া উহা নিলাম করাইয়া দেন। আত্মরক্ষায় অসমর্থ বি. এন. রায়

* শ্রীমান্ কুমুদনাথ রায় পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখার পর প্রথম শ্রেণীতে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাবনা জজ কোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীমান্ দীনেন্দ্রনাথ নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছে।

এবং জীবিত ভ্রাতাদিগের কর্তৃত্বকালের কথা আপাততঃ বলা বাকি থাকিল। আমাদিগের বংশ-বিবরণের প্রথম ভাগ এই স্থানেই শেষ করিলাম।

ভাই পাঠক! আপনারা বিশেষরূপে আমার পরিচয় পাইলেন। যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তিতে বার্ষিক আয় ন্যূনাধিক্ পঞ্চাশ হাজার টাকা। খুড়তাত ও জেঠতাত সাতটী ভাই মাত্র জীবিত আছি। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় বি. এল. শ্রীমান্ ঈশানচন্দ্র রায় এম. বি. এবং শ্রীমান্ কুমুদনাথ রায় এম. এ. থাকিতে পরিবারকে শিক্ষার দিকে পশ্চাৎপদ বলিতে পারি না। শিক্ষার দিকে পশ্চাৎপদ না হইলেও পরিবারের অধঃপতন দশা উপস্থিত। দুঃখ কাহাকে বলি আর কেই বা শ্রবণ করে? আত্মপরিবারকে দুঃখার্ণবে ভাসমান দেখিতে কাহার সাধ যায়? কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হইবার নহে! আমাদের পরিবারে বার্ষিক দশ সহস্র টাকা রিজার্ভ রাখা কঠিন ব্যাপার নহে। উক্ত মূলধনের সাহায্যে পোষ্য বা দুঃস্থ আত্মীয়গণ পরিশ্রম করিবার ক্ষেত্র পাইতে পারে এবং নিজের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত উন্নত হইতে পারে। কিন্তু পরিবারমূলে ভিত্তিহীন, সুতরাং উহা অসাধ্য এবং অসম্ভব। নিজে যাহা বুঝি, যাহা জগৎসমক্ষে বলিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কি ভ্রাতাদিগকে বলি নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। এ মৃত্যু রোগের বুঝি ঔষধ নাই।

পাঠকবৃন্দ! হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্রের চতুর্থ সংখ্যায় "প্রকাণ্ড পশুবধ" প্রবন্ধের উদ্যোগপর্ব্ব মাত্র লিখিয়াছি। উপসংহার বাকি আছে। কিন্তু হায়! উপসংহার কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সেই বিমল আনন্দ সুধা উপভোগ অদৃষ্টে আছে কি না জানি না। গত বারে ভারতের ঘোর নেত্রাভিষ্যন্দ বিকার দূর করিতে সক্ষম হই নাই। সকলে বুঝি বুঝি বুঝিতে পারি না, দেখি দেখি দেখিতে পারি না, ধরি ধরি ধরিতে পারি

না, ভাবে পুস্তকের পাঠ শেষ করিয়াছেন! কিন্তু ভাই সকল! এইবার চক্ষুদান, ভারত মাতাইতে ইহাই বি. এন. রায়ের হুইস্কির ২য় ডোজ, এই যাত্রায়ই আনন্দে হল হল ঢল ঢল, সমস্তই আনন্দময়ীর ইচ্ছা। আত্ম-পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলেই সচেষ্ট, কিন্তু ভারতে কয়জন সক্ষম হইতেছেন? ভারত রাজনীতিক্ষেত্রে "প্রকাণ্ড পশু" উহার বধ সাধন ব্যতীত আমাদের মঙ্গল নাই, ইহা বারম্বার বলিয়াছি। ভারতমাতা ভিক্টোরিয়ার নিকট উল্লিখিত বিষয়ের আবেদন একা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কঠিন বিধায় পুনঃ পুনঃ আপনাদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছি, কিন্তু সাহায্য দূরে থাকুক, কেহ জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বিশ্বনিন্দুক গাঁজেল সুতরাং ক্ষুদ্র ও হেয়। তাহাকে কেই বা সাহায্য করে। একটীং বা প্রতিনিধির ভরসায় স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকা শাক্তধর্ম্মবিরুদ্ধ, উল্লিখিত ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘন হেতুই বুঝি ঈদৃশ অপমান; সে যাহা হউক, অগত্যা কর্ত্তব্য পথে একা বিশ্বনিন্দুক রায় অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

ভাই সকল! বিশ্বনিন্দুককে গাঁজেল বোধে অবজ্ঞা করা যত সহজ, কিন্তু তাহার বাক্যে অবহেলা করিয়া আত্মরক্ষা করা তত সহজ নহে। গাঁজেল, ভাঙ্গী, মাতাল বা পাগল প্রভৃতি যে কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করিলে আপনাদের মনস্তুষ্টি জন্মে, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু নানা দুর্দ্দশা এবং দুশ্চিন্তার আক্রমণে মস্তিষ্ক ক্ষয়ের দশা প্রাপ্ত, অন্তরের রস সমস্তই শুষ্ক, যৌবনের তেজ ও স্ফূর্ত্তি নাই, অকালবার্দ্ধক্য বিশেষরূপেই উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের জন্য পরিশ্রম করিবার সাধ্য ও শক্তি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এ আক্ষেপ রাখিবার স্থান খুঁজিয়া পাই না। ল্যান্সডাউনের রাজত্বকাল গিয়াছে, এলগিন বাহাদুরের রাজত্বকালও যায় যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত হুইস্কির আর একটী ডোজ দিতে পারিলাম না। ভারত আনন্দে হল হল ঢল ঢল হইল না। ভারতবাসীকে আনন্দধামে যাইতে হইলে যে সহস্র সোপান অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে হইবে,

তাহার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে দেখিলেও অন্তরে আশার সঞ্চার হইত, কিন্তু তাহাও বুঝি হইল না। হায়! সমস্তই কি শেষে বৃথা বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসান হইল? যদিও জীবিত অবস্থায় প্রতিজ্ঞা করা যায় না, তথাপি জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্যে বোধ করি, বীর বিশ্বনিন্দুকের এই শেষ অভিযান। আপনারা প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব।

স্বর্ণভূমি ভারত প্রায় মরুভূমিতে পরিণত; শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার অধিবাসিগণ আজ অন্নের ভিখারী! এই কি সেই দেশ! যেখানে টাকায় আট মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রয় হইয়াছে? অনাবৃষ্টি, উল্কাপাত, ভয়ানক ঝড়, ঘোর ভূমিকম্প, ঢাকায় তূর্ণড, দৌলতখাঁয় জল-প্লাবন, বর্ষের পর বর্ষ দুর্ভিক্ষ, বিউবনিক্ প্লেগ প্রভৃতি মহামারী। মফঃস্বলের কথা দূরে থাকুক, ভারত সম্রাটের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর চতুর্দ্দিকেই দস্যু ও তস্করের ভয়। ভারতে এ সব হইতে আরম্ভ হইল কি? বিধাতঃ! সমস্তই তোমার ইচ্ছা। মহাদেব শিব শম্ভো! তুমি আশুতোষ, এক মুষ্টি বিল্বপত্র বা এক ছিলিম গাঁজায় সন্তুষ্ট। উপস্থিত দুর্দ্দিনে তোমার ন্যায় দেবতারই প্রয়োজন। পিতঃ! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার গৃহিণী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী আর তুমি কি না ভিক্ষুক, তৈল বিনা ছাই ভস্ম মাখ, ঝুলি ও কন্থা মাত্র সম্পত্তি। ভূত ও প্রেত সহচর, শ্মশানে ও মশানে বাস, সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের অবতার। যাহার গৃহে সর্ব্বদা অন্নকষ্ট, তাহার গৃহিণী কি প্রকারে অন্নদা হইল? আমি মূঢ়, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের এই আশ্চর্য্য যুগল মিলন রহস্য বুঝিতে অক্ষম; পিতা হে! গুহ্যতত্ত্ব বলিয়া দাও। বুঝিয়া চরিতার্থ হই। তোমার মহিমা বুঝে কাহার সাধ্য! তোমার কৃপা হইলে অন্ধ চন্দ্র দর্শন এবং পঙ্গু হিমালয় লঙ্ঘন করিতে পারে। পিতা হে! একবার কৃপা কটাক্ষ কর! কোন্ লীলা খেলার অভিলাষ

চরিতার্থ জন্য দাস বিশ্বনিন্দুককে সংসারের চক্রনেমিতে ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ পেষণ করিতেছ, কিছুই বুঝিতে পারি না। কাহাকে কোন্ অবস্থায় ফেলিয়া কাহার দ্বারা কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধি কর মনুষ্য কি প্রকারে বুঝিবে। পিতা হে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যৌবনকাল বনে বনে গিয়াছে, আর অন্য সুখে অভিলাষ নাই, প্রসাদ দিয়া কল্কী বাহাদুর করিয়াছ, এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন চিরদিন তোমার গাঁজা টিপিতে পারি। শিব হে!

"পড়িয়ে ভব সাগরে, ভাসি অকূল পাথারে,
একবার দেখ হে ভবকাণ্ডারী।
আমরা যে দিকে চাই না দেখি কূল, তাইতে ভাবিয়া হতেছি আকুল,
(হে দয়াময়) অকূলে কূল দাও কাতরে॥
তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি সব পাপিগণে,
নিজ গুণে পার কর অধম নরে।
একে ভবনদীর তুফান ভারী, তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি,
চরণ-তরী দিয়ে পার কর অধম পামরে॥"

মহাদেব! বহুদিন পরে একবার গাঁজা খাও। খাও বাবা খাও, তোমার কল্কীর ষ্টিমে কি শক্তি আছে, জগৎকে দেখাও। শম্ভো! আহা তোমার প্রসাদ কি মধুর! ষ্টিম যেন অপমান না হয়। স্বর্ণভূমি রসাতলে যায় রক্ষা কর।

ভারতেশ্বর লর্ড এল্‌গিন বাহাদুর! তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালেই আত্মতত্ত্বের শেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। পিতা হে, তোমার জয় হউক। আমি বৃটীশ সিংহের অধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যের একটী ক্ষুদ্র প্রজা। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া সন্তান সন্ততির সহিত মারা যাই। সবিশেষ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে জানাইতে ইচ্ছা। উহাতে বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। এ দিকে আমার কিন্তু এমনই অগাধ বিদ্যা যে একটী

দিনের তরেও ইউনিভার্সিটীর কোন পরীক্ষায় আসন গ্রহণ করি নাই। ভ্রাতাদের সাহায্য চাহিলাম, মুদ্রাঙ্কিত প্যামফ্লেট দিলাম, সাহায্য মিলিল না। কেহ ফিরিয়া জিজ্ঞাসাও করিলেন না। আবেদন-লেখক সুতরাং আমি একা। রাজ্যেশ্বর কি অশিক্ষিত পরিতপ্ত প্রজার অর্দ্ধস্ফুট আবেদনে কর্ণপাত করেন না এবং সেই অর্দ্ধস্ফুটকে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন না? রাজধর্ম্মের সমালোচনায় রাজকীয় বিধান জানি না বলিয়া পরিত্রাণ নাই এবং ভ্রমস্থলেও ক্ষমা সুকঠিন। শান্তির আশায় আবেদন, অদৃষ্টফলে কোন বিশেষ অশান্তি উপস্থিত হইবে কি না বুঝিতে পারি না। বৃটীশ সিংহ যে অংশে দেবভাবাপন্ন, যাহার ফলে আমরা অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা আবেদন পত্রের বর্ণনীয় বিষয় নহে, বরং যে অংশে ঘোরতর ভীতিপ্রদ বিকট মূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছে, যে জন্য রসাতলে যাইতেছি, যাহার ফলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহাই বক্তব্য ও বর্ণনীয়। ইহা প্রজার দুঃখের কাহিনী ব্যতীত সুখের সমাচার নহে। বৃটীশসিংহ! মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়াছ, শাসনবিধি স্বায়ত্ত করিয়া আত্মদুঃখ পর্য্যালোচনার অধিকার দিয়াছ, যথাবিধি আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মদুঃখ রাজসমীপে প্রকাশ করিব। যদি অন্যায় বিচারে কোন দণ্ড হয়, রক্ষা করিও। ভারতে যে অসন্তোষের আভাস দেখা দিয়াছে, তাহার মূলানুসন্ধান করিয়া তোমাকে সাবধান করে, বিশ্বনিন্দুক ব্যতীত কাহার সাধ্য? হে শান্তিদাতা, ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্য বিধাতা এই ক্ষুদ্রের বাক্যে অব-হেলা না করিয়া শান্তি সংস্থাপনে যত্ন করিও। তোমার এই অধম সন্তান কেবলই পাগল নহে। মহীপাল! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করি।

ভাই পাঠক! চক্ষুদান বর্ত্তমান সংখ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং ইহার নাম চক্ষুদান পর্ব্ব রাখিলাম। অশেষ বিবেচনায় ইংরেজী ও

বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষা অবলম্বন করিলাম! বুদ্ধিমান পাঠক ক্ষমা করিবেন।

প্রকাণ্ড পশুবধ (চক্ষুদান পর্ব্ব)।

মরুভূমি, স্বর্ণভূমি ভারতের তরে।
ডাকি দুর্গে দয়া কর কাতর কিঙ্করে॥
স্মরিয়া চরণ পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে যাই।
দয়া বিনা দয়াময়ী গতি কিন্তু নাই॥
হুতাশনে দহে প্রাণ, হবে কি বিনাশ?
এবার করিও মা গো আনন্দে উল্লাস॥
রাজা, রাজপারিষদ, ভারত-সন্তান।
অন্ধ সবে, দয়া করি কর চক্ষুদান॥
কালী কালী বল মন কালী কর সার।
অবশ্য হইব সবে দুঃখ-সিন্ধু পার॥

মাতঃ ভিক্টোরিয়া! তোমাকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করি। মা তোর জয় হউক। আমি তোর বিস্তৃত ভারত-সাম্রাজ্যের একজন ক্ষুদ্র প্রজা। সত্য গোপন করিতে ইচ্ছা করি না, তোর এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের একজন খরিদদার, সুতরাং রুচিবীরের বিচারে ক্ষুদ্র এবং হেয়! সে যাহা হউক, তুই কোলে নিবি কি না? মাতঃ! মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে সন্তানকে কি ফেলিয়া দিয়া থাক? সে যাহা হউক, বহুদিনের কথা নয় ভারতের হিন্দুসন্তানগণ ব্যক্তিবিশেষকে আপন পয়সায় গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদিরা উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিত। কিন্তু সে দিন ও কাল চলিয়া গিয়াছে, হায়, কি কষ্টের দশাই উপস্থিত হইয়াছে! বিশ্ব-নিন্দুককে কেহ মদিরার এক আধটা ভোজ দিলে পয়সা নিশ্চয়ই জলে পড়িত না, এখন সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। ভারত আমাকে গাঁজেল,

মাতাল বা পাগল ইত্যাদি বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে দুঃখ হইত না। গাঁজা ভাঙ্গ ও মদের জন্য বিশ্বনিন্দুক আত্মরক্ষায় অসমর্থ নহে। বি. এন. রায় কর্ম্ম-বিপাকে মারা যায়। ভ্রাতাদিগকে জানাইলাম। সকলে চক্ষু ও কর্ণ বন্ধ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন বুঝি এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের কল্যাণেই সমস্ত নষ্ট, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। ভারতীয় এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্ট হইতে এখনও কি প্রকার জিনিষ জন্মে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাতঃ তুমিও একবার দেখিয়া লও। ভারতে কর্ত্তব্যজ্ঞান আর নাই, নতুবা বি. এন. রায় অযত্নে মারা যাইবে কেন?

ভারতেশ্বরি! তোমার নিকট মর্ম্মবেদনা জ্ঞাপন সম্বন্ধে ভ্রাতাদিগের নিকট বারম্বার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছি। বহুদিন প্রতীক্ষা করিয়াছি। ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে; সাহায্যকারী কেহ উপস্থিত হন নাই। অগত্যা একাকী আবেদন অথবা মর্ম্মবেদনার সংক্ষেপে বৃত্তান্ত লিখিতে হইল। বৃটীশসিংহ যে অংশে দেবভাবাপন্ন, তাহা বর্ণনা করিয়া চাটুকারিতা প্রদর্শন করা আবেদনপত্রের উদ্দেশ্য নহে, যে অংশে শান্তি-দাতা প্রজাপালক মূর্ত্তির স্থলে বিশেষ ভীতিপ্রদ বিকট মূর্ত্তির ছায়া পড়িয়াছে অর্থাৎ যে জন্য অন্তঃকরণে সর্ব্বদা হুহু ধুধু বহ্নি জ্বলিতেছে তাহাই বক্তব্য বা বর্ণনীয়। রাজধর্ম্মের সমালোচনায় রাজবিধি জানি না বলিয়া পরিত্রাণ নাই। বিদ্যা ও বুদ্ধি সামান্য, সাহসে কুলায় কৈ? অদৃষ্টে পরিণামে কি আছে বুঝিতে অক্ষম। কেবল তোর দয়ার প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি, মাতঃ! কোন কারণে আমাকে Arrest করা প্রয়োজন হইলে পোষ্টাফিস ব্যতীত কখনও তোর পুলিস সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইবে না। মাতঃ ভিক্টোরিয়া! বি. এন্. রায় কখনও রাজদ্রোহী নহে, সে সন্দেহ হইলে স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিও, কোন আপত্তি নাই। মর্ম্মব্যথা তোকে জানাইতে ভ্রম জন্য যদি কোন

রাজদণ্ড ভাগ্যে থাকে, তবে তাহা বিধাতার ইচ্ছা। সর্পে বা ব্যাঘ্রে নষ্ট করুক একই কথা। জীবনব্যাপী দুঃখভোগ অপেক্ষা যদি রাজদণ্ডে প্রাণ যায়, তবে তাহা সহস্রাংশে শ্রেয়ঃ। মাতঃ! শ্রবণ করিবার যোগ্য কিছু থাকিলে শ্রবণ করিও।

তাত ও মাতঃ ভিক্টোরিয়া! রক্ষা কর। মাতঃ! সেই "বৈরাগীর বাচ্চা, জগত্তারিণীকে ডাকিয়া আনিলেও দেহ রক্ষা হয় নাই। তোকে ডাকিয়া উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলে অন্তরের আশা অবশ্যই পূর্ণ হইত। পৃথিবীতে এ হেন শক্তি ও সৌভাগ্য কয় জন লোকের আছে। মণি-শ্রেষ্ঠ কহিনুর তোর শিরোদেশ শোভা করিতেছে। তোর রাজ্যে কোন সময়ের জন্য সূর্য্য অস্ত যায় না। মা তুই সর্ব্বতোভাবেই মহান্, আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, তোর দুঃখী সন্তান; অন্তরের ব্যথা তোকে না বলিয়া আর কাহাকে বলিবে। ঈশ্বরানুগ্রহে যে দেবদুর্লভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার অবমাননা করিও না। মনুষ্যের বুভুক্ষা বড়ই কঠিন সামগ্রী; জঠরানল জ্বলিলে কোনরূপেই সহ্য করা যায় না। মাতঃ! খাইতে দাও অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর কুকুরগুলির ন্যায় নিপাতের আদেশ করিয়া ভব-যন্ত্রণা দূর কর। সলিমান সাহা, বাদসাহ আলমগিরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে পিতৃব্য মহাশয় আর কিছু ভিক্ষা নাই, কেবল "এক আঘাতে যেন প্রাণ যায়।" Death মনুষ্যের পক্ষে ভাল কিন্তু Torture ভাল নয়। মাতঃ, অন্ন দাও না হয় মারিয়া ফেল। সাম্রাজ্ঞি! তোমার ইঙ্গিতে সে দিন পুরবন্দরের রাণা পদচ্যুত হইল। থিব, ইয়াকুব খাঁ, মলহররাও প্রভৃতি বন্দী হইল। তোমার কোপানলে টেকেন্দ্রজিৎ সিংহ পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল। কাশ্মীররাজ কদলীপত্রবৎ কাঁপিতে-ছেন; কোন অংশে তোমার অন্যায় ব্যবহার থাকিলেও মুখব্যাদান করিয়া বলে, ভারতে এত সাহস কার? সত্য হইলেও অপ্রিয় বাক্য সহসা রাজা, বাদসাহ প্রভৃতিকে বলিতে নাই। জিহ্বা স্বতঃসিদ্ধ রুদ্ধ হইয়া

আইসে, লেখনী অচল হয়। কিন্তু মাতঃ শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ এবং নিন্দুকত্ব ব্রত উদযাপন করিতে বসিয়া পশ্চাৎপদ হইতে পারি না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান এবং শাসনবিধি স্বায়ত্ত করিয়া দিয়া আমাদিগকে আত্মদুঃখ পর্য্যালোচনার অধিকার দিয়াছ। মর্ম্মব্যথা তোমাকে বলিব। দৈব বিড়ম্বনায় এই ক্ষুদ্রের মাংস ও রুধির রাজকীয় কালীবাড়ীর খর্পরে না উঠিলে, যদি চামুণ্ডা পরিতুষ্টা না হন, তবে উহা অবশ্যই বিধাতার নির্ব্বন্ধ, আক্ষেপ নাই। কিন্তু মাতঃ! এই হইতে ভারতের দুঃখ ও দুর্দ্দশার অবসান হউক। সংহারিণী রাজনীতির পরিবর্ত্তন কর। ভোগ ও বিলাসের অন্য দ্রব্য দূরে থাকুক, যাহারা পোষ্যবর্গের আহার পর্য্যন্ত যোগাইতে অক্ষম, তাহাদের পক্ষে মরণই মঙ্গল। তবে যদি আত্মহত্যা অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে প্রাণ যায়, তাহা বাঞ্ছনীয়।

ভারতেশ্বরি! বৃথা কথায় সময় নষ্ট করা আমার অভ্যাস নাই। শাসনবিধি স্বায়ত্ত হওয়ায় আত্মতত্ত্ব আমাদের বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয় হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটী বা তদ্রূপ দুই একটী ক্ষুদ্র তদারকের ভার প্রাপ্ত হইলে মাদৃশ ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা কখনও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। শস্যশ্যামলা এবং নানা-ফল বিটপি-পরিপূর্ণা ভারতভূমির অধিবাসী হইয়া আমরা উদরজ্বালায় সর্ব্বদা ছটফট করি কেন? আত্মশাসনের দিনে উহার মূলানুসন্ধান এবং নিবারণোপায় চিন্তাই সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য, বিবেচ্য এবং বাঞ্ছনীয় বিষয়। লোকে কথায় বলে "হা রে টাকা টাকা, যে তোরে চিন্তে পারে, সেই না মানুষ পাকা।" বর্ত্তমান রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির দিনে হস্তে টাকা থাকিলে জঠরযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। অতএব টাকা বা ধনই মূল পদার্থ। জাতীয় ধনের উন্নতি এবং অবনতি জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার সংস্কার বা বিকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমাদের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা যে প্রকার

বিকৃতিদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের ধনবৃদ্ধি দূরে থাকুক, যাহা কিছু ছিল, তাহা রক্ষার আর উপায় নাই।

পৃথিবীতে ধনের দ্বিবিধ ব্যবহার-প্রণালী দৃষ্ট হয়। যথা;—১ম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা Individual's stock সম্বন্ধীয় ব্যবহার প্রণালী। ২য়, বহুলোকের সম্পত্তির একত্র সমবায় বা জয়েণ্ট ষ্টক সম্বন্ধীয় ব্যবহার প্রণালী। লর্ডদিগের সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে কোম্পানী, টি কোম্পানী ইত্যাদির সম্পত্তি জয়েণ্ট ষ্টকের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনিয়োগ আদিতে ধনস্বামী সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারেন। আর জয়েণ্ট ষ্টকে ধনস্বামী সমূহকে সভায় একত্রিত হইয়া ইচ্ছার একীকরণ করিতে হয়। Majority of votes বা অধিকাংশের মত গ্রহণে ইচ্ছার গুরুত্ব বুঝিয়া বিধান করতঃ কোন এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক কর্ম্ম সম্পাদনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। জয়েণ্ট ষ্টকে Share-holder's Council অর্থাৎ অংশীদার সভার আনুগত্যের বিধান না থাকিয়া ধনস্বামিগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ভাবে কর্ম্ম করিবার অধিকার পাইলে ষ্টক রক্ষা অসাধ্য ও অসম্ভব হয়। Majority of votes বা অধিকাংশের মতগ্রহণে ম্যানেজার বা সেক্রেটারী কর্ত্তৃক কর্ম্ম সম্পাদনই জয়েণ্ট ষ্টক্ রক্ষা সম্বন্ধে পবিত্র বিধি।

আমাদের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা হিন্দু ল জয়েণ্ট ষ্টক সিস্টেম মূলক। উহার বিধান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সময়ে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে পরিণত হয়। দেশীয় ভাষায় উহাকে পরিবার কহে। পরিবার জয়েণ্ট ষ্টকের ঠিক প্রতিশব্দ নহে। পরিবার ব্যাপক আর জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাপ্য। পাশ্চাত্য জয়েণ্ট ষ্টকের সহিত পরিবার গঠনের প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও পরিবারে অংশ, অংশীদার, পার্থবন্টন প্রভৃতি জয়েণ্ট ষ্টকের সমস্তই আছে। পরন্ত অংশীদারদিগের পরিবার বন্ধন পূর্ব্বক একত্র এক স্থানে বাস সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বিষয়। আমরা

পরিবারে দায়াদ অথবা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর Share-holder (অংশীদার) হইলেও বিধাতার নির্ব্বন্ধ বশতঃ Without share-holder's Council (অংশীদার সভাবিহীন) হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। অংশীদার সভা দূরে থাকুক অনেক সময়ে অংশীদারদিগের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও হয় না। একই ষ্টকের বাবত শরীক, অংশীদার বা share-holder দিগকে নিজ নিজ স্বত্বাংশের পরিমাণ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ আফিস সংস্থাপন করিয়া কার্য্য চালাইতে হয়। আমি এক বন্দ জমি একজন প্রজাকে পত্তন করিলাম। Share-holder (অংশীদার) সেই জমিই অন্য এক ব্যক্তিকে পত্তন করিল। লাঠালাঠীর সূত্রপাত হইল। রাজা বিচার রঙ্গে মাতিলেন, এ আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনা। মাতঃ ভিক্টোরিয়া! হিন্দু ল যাহার সৃষ্টি হউক না কেন, উহা যখন আমাদের রাজবিধি রূপেই প্রচলিত রাখিয়াছ, তখন উহার দোষ বা গুণের জন্য তুমিই দায়ী। মনুষ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইটী পক্ষের সাহায্যে আনন্দময় মোক্ষধামে উড়িয়া যায়। আমরা প্রচলিত রাজবিধির প্রভাবেই প্রত্যেকে এক একটী পরিবার বা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর অংশীদার হইলেও কপালের দোষে অংশীদার সভার আনুগত্যবিহীন হইয়াছি। সুতরাং আমাদের কর্ম্মপক্ষ এককালেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা কিছুই হয় না। আনন্দের আশামরীচিকায় প্রতারিত হওয়া ব্যতীত একপক্ষ বিহঙ্গমবৎ আনন্দধামে উড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই। ভিক্টোরিয়া! আদেশ দাও যে, The share-holders of the Hindu system of Joint stock companies must be under the share-holder's council * অথবা হিন্দু ল

* হিন্দু প্রণালীতে সংস্থাপিত জয়েণ্ট ষ্টকের অংশীদারগণ অবশ্য অংশীদার-সভার আনুগত্যের অধীন হইবে।

এবলিস্ abolish করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংলণ্ডীয় ব্যবহারশাস্ত্র এতদ্দেশে প্রচলিত কর, নতুবা A Joint stock without share-holder's council, the ruin is inevitable * ইহাই ভারতময় হাহাকার ধ্বনি উঠিবার কারণ এবং আত্মশাসনের দিনে বি. এন. রায়ের মন্তব্য এবং বক্তব্য।

যদি রাজপুরুষগণ ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের Share-holder's dispute (শরীকি বিবাদ) বিষয়টী কি বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং উহা প্রতিকারের জন্য শরীকদিগকে অংশীদার সভার আনুগত্যের অধীন করতঃ Majority of votes বা অধিকাংশের মতগ্রহণে সেক্রেটারী বা ম্যানেজার কর্ত্তৃক কর্ম্ম সম্পাদনের নিয়ম করিতে পারেন, আমরা রক্ষা পাইতে পারি নতুবা অনশনে মারা পড়িলাম। হায় রে রাজপুরুষদিগের অন্ধতা কিসে যায়? যদি কেহ বলেন যে রাজা না করিলেন, তোমরা নিজেই অংশীদার সভা সংস্থাপন কর না কেন? তোমার কার্য্য তুমি কর বলিলে কোন দোষ হয় না বটে; কিন্তু তোমাদের কার্য্য তোমরা কর বলা কখনও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। তুমি স্থলে, তোমরা অর্থাৎ বহুবচনান্ত হইলেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিবারণ জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন করে। যে পরিবারে অংশীদার সভার অস্তিত্বের ভাব আছে সে পরিবার যে সমধিক শ্রীবৃদ্ধিশালী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু আইনে Shareholder's council (শরীক সভা) না থাকিলেও "গুরু আজ্ঞার আনুগত্য" একটী পদার্থ ছিল উহা কর্ত্তৃক আমরা রক্ষা পাইতাম। British Adminstrationএর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ বশতঃ আমাদের Individual liberty এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কেবল রাজা গুরু ব্যতীত অন্যান্য গুরুর কপোলে চপেটাঘাত করা না করা সম্পূর্ণ অনুগ্রহের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আমাদের আর রক্ষার উপায় নাই।

* অংশীদার সভাবিহীন জয়েন্ট ষ্টকের পতন অবশ্যম্ভাবী।

বৃটাণসিংহ! তোমার স্তিমিত চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

বৃটনেশ্বরী বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আসাম টী বা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রভৃতি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সহস্র অংশীদার হইলেও সুপ্রণালীমতে কার্য্য চলে, আর আমরা খুড়তাত ও জেঠতাত সাতটী ভাই মাত্র, আমাদের ষ্টেটের কার্য্য অচল। ষ্টেট রক্ষা হইয়া due dividend অংশীদারদিগের মধ্যে বিতরিত হইলে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান অবশ্যই সন্তুষ্ট, কিন্তু তাহা হইবার পথ নাই। গুরু-আজ্ঞার আনুগত্য আর নাই; অংশীদার সভার অস্তিত্বও নাই; ভ্রাতাদের পরস্পরের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মচারী, পৃথক্‌ভাবে কর্ম্ম নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত, কার্য্য কি প্রকারে চলিতে পারে? মাতঃ! মনে কর আমাদের পিতৃপুরুষগণ নিজ সঞ্চিত অর্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর ষ্টেট ক্রয় করিয়া কার্য্য চালাইতেছিলেন। তুমি আমাদের উত্তরাধিকার কালে প্রচলিত রাজকীয় বিধান অনুসারে আমিন, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির দ্বারা অন্যান্য ষ্টেটের ন্যায় উহাও আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে; আফিস গোডাউনে এবং গোডাউন আফিসে পরিণত হইল। সাতটী ভ্রাতার সাতটী আফিস এবং সাত দফা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। আত্মরক্ষায় অসমর্থ বি. এন. রায়ের পক্ষ হইয়া ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিউশনের সাহায্যে তুমিই কর্ত্তৃত্ব কর। শরীকদিগের সহিত পরামর্শ দূরে থাকুক, চক্ষের দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া আমাদের ন্যায় পৃথক্ আফিসে পৃথক্‌ভাবে কার্য্য চালাইতে আরম্ভ কর। হৃদ্বোধ হইবে যে কর্ম্ম সম্পূর্ণ অচল। ধনাধিকারে রাজধর্ম্মের ভীতিপ্রদ অবস্থা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। উল্লিখিত অবস্থায় ষ্টেট রক্ষার প্রয়াস কেবল বিড়ম্বনা ও বাতুলতা মাত্র। হাইকোর্ট, রাইটার্স্ বিল্ডিং প্রভৃতি আমাদের পৈত্রিক কর্ম্মস্থান হইলে বর্ত্তমান সাত ভ্রাতার মধ্যে বণ্টনকালে অর্দ্ধেক নিঃশেষ হইত। পুত্র ও পৌত্রাদির মধ্যে বণ্টনের পর উহার

চিহ্ন না থাকিবার কথা। কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের জমিদারীতে প্রকৃত পক্ষে কত টাকা আদায় জানি না। ধরিয়া লইলাম দশ লক্ষ টাকা আদায়; তন্মধ্যে এক লক্ষ সরঞ্জামি; তিন লক্ষ সেস, রেভিনিউ ইত্যাদি, বাকি ছয় লক্ষ টাকা মুনাফা। মনে করুন, অংশীদারের সংখ্যা একশত হইয়াছে, সুতরাং প্রত্যেকের হিস্সায় আদায়ের পরিমাণ দশ সহস্র টাকা। যে সময়ে উল্লিখিত দশ সহস্রের অধিকারীকে পৃথক্ আফিসে পৃথক্‌ভাবে সেই দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ষ্টেটের মধ্য হইতে নিজ স্বত্বাংশানুরূপ টাকা আদায় করিতে হয়, সেই অন্যায় বিচারের কথা চিত্তে উদয় হইলে যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তাহার বাক্যরুদ্ধ না হইয়াই পারে না। রেলওয়ে কোম্পানী, হাইকোর্ট, রাই-টার্স্ বিল্ডিং অথবা ঠাকুর পরিবারের ষ্টেট প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিলে নিতান্ত স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিও অনায়াসে রহস্য বুঝিতে পারে আর ক্ষুদ্র ষ্টেটের সম্বন্ধে সবিশেষ বুঝিতে হইলে দার্শনিক মস্তিষ্কের প্রয়োজন। রাজ্যাধিপতির দয়া ব্যতীত আমাদের পরিত্রাণ নাই। জএণ্ট ষ্টকে ডিভিডেণ্ড বণ্টন ব্যতীত, আসল ষ্টেট বণ্টন বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। উহা সুবিচার নহে।

ভারতেশ্বরি! তোর ছেলে বি, এন, রায় গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদ খায় সুতরাং তুচ্ছ এবং হেয়। কিন্তু মাতঃ, যখন সদানন্দ বা আনন্দময়ীর ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ পাই, তখন সমস্তই আনন্দময় হইয়া উঠে। যে গুহ্যতত্ত্ব শত শতাব্দীর পরেও পরিদৃশ্যমান হওয়া সন্দেহস্থল, তাহা মুহূর্ত্ত-মধ্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। ভারতের জন্ত খাটুনীর দিনে, আহা সেই উপাদেয় পদার্থকে তুচ্ছ ও হেয় বোধে পরি-ত্যাগ করিতে পারি না। তবে ভারত দিল না, কেবল পৈত্রিক অর্থের অপব্যয়, উহা দগ্ধ অদৃষ্টের দোষ এবং তজ্জন্য ভারতবাসীকে ধিক্! মাতঃ! তোর এই সন্তানকে একটী সোণায় বাঁধা কল্কী দিবি মা!

পয়সা জলে পড়্বে না, তোর রাজ্যের কল্যাণ সাধনার্থে মধ্যে মধ্যে বাবা ভোলানাথের ভোগ লাগাইব। সামান্য কন্তীর কথা দূরে থাকুক, তোর ভারত-সাম্রাজ্যের এই ক্ষুদ্র জীব বি, এন, রায় পোষ্যসহ কষ্ট পাইয়া মরিলে ভারত সম্রাটের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। ইংরেজ মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণা সাহায্যে তুমি কি প্রকার বুঝিবা, বা দগ্ধ অদৃষ্টের ফলে সমস্ত তোমার কর্ণ পর্য্যন্ত পঁহুছিবে কি না ভগবান্ জানেন। সে যাহা হউক, রাম রাজা ভগবানের অবতার হইয়াছিলেন আর আকবর সাহা "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। মা! তোর মানবের আরাধ্য দেবতা কিম্বা নানাপ্রকার গ্লানিসূচক কুৎসিত বিশেষণে আপন নাম কলঙ্কিত দেখিতে সাধ যায়? মানবের আরাধ্য দেবতা হইতে হইলে হীনত্ব পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রত্ব চাই। বি, এন, রায় নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধির ওজন অনুসারে তোমাকে সাবধান করিতে ক্রটী করিবে না। শ্রবণ কর বা না কর তোমার ইচ্ছা। প্রচুর বাক্যব্যয় করিয়াছি, এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের প্রসাদাৎ আরও যে গুহ্যতত্ত্ব তোমার এই সন্তানের চক্ষুতে পরিদৃশ্যমান হইয়াছে, প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইয়ুরোপীয়দিগের অবস্থা পূর্ব্বে অতিশয় শোচনীয় ছিল। ভূমি ভারতের ন্যায় উর্ব্বরা নহে। শীতের প্রাধান্য হেতু উদ্ভিদ-জগৎ সুফল প্রদান করিত না। জ্ঞান বিজ্ঞানেরও তাদৃশ উন্নতি ছিল না। অধিকাংশ লোকেই দীনহীনভাবে কাল যাপন করিত। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরও বহুকাল পর্য্যন্ত উহার প্রধান প্রধান নগরীগুলির সান্নিধ্য প্রদেশ ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্র সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা আণ্ডামানবাসী উলঙ্গদিগের অপেক্ষা সামান্য কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ছিল। ইতিমধ্যে একজন ব্যবস্থাপক ল অব প্রাইম জেনিচার চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। যদিও এক পিতার পাঁচটী পুত্রের মধ্যে একজন রাজা এবং অপর সকলে পথের ফকির, ব্যবস্থা ঈদৃশ ন্যায়বিগর্হিত হইলেও

ইয়ুরোপীয়গণ জাতীয় উন্নতির বাহ্য চটকে বিষম ভুল করিয়া উল্লিখিত দূষিত ও ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন। ইয়ুরোপখণ্ডে তুর্ক সুলতানের অধিকারে অতি সামান্য স্থান ব্যতীত, প্রায় সমস্ত খৃষ্টান রাজ্যে উল্লিখিত দূষিত ও ন্যায়বিরুদ্ধ ধনাধিকার ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। দেশমধ্যে বহুসংখ্যক লর্ড বা ক্ষুদ্র রাজা সৃষ্ট হইলেন। সমাজ তাঁহাদের অর্থাৎ দেশস্থ বড় লোকের অনুগমন করিতে বাধ্য হইল। রাজবিধির প্রভাবে কনিষ্ঠগণ পৈত্রিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হওয়ায় জাতীয় সাম্যের পথ অবরুদ্ধ হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। রাজ্যেশ্বর কনিষ্ঠদিগকে পৈত্রিক ভবন হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানে বহিস্কৃত হওয়ার ব্যবস্থা করা হেতু শরীক সৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ হইল। লর্ডদিগের ধন ও সম্পত্তি অপ্রতিহতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাদের ষ্টেট অতি অল্পকাল মধ্যেই ধনস্বামীর ভুল বা খাম খেয়ালীর বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইল। দুই তিন পুরুষ পরে নিতান্ত দুরাচার ব্যতীত লর্ড সম্প্রদায়ের পতন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইল। লর্ড সম্প্রদায়ের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় দেশস্থ সর্ব্ব সাধারণে তাঁহাদের আশ্রয়ে ও সাহায্যে খাটিয়া খাইবার পথ পাইল। দেশস্থ বন ও জঙ্গল আদি শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইল। কত শত নূতন পল্লীর সৃষ্টি হইল। পল্লী নগরীতে এবং নগরী মহানগরীতে পরিণত হইল। হর্ম্ম্যমালায় দেশ পূরিয়া গেল। ধনবানের সংখ্যা দেশমধ্যে অসাধারণ রূপে বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত ভোগ ও বিলাসের নানাপ্রকার শিল্প ও বাণিজ্যাদি উৎসাহ পাইতে লাগিল। অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য ঘটিলে লোকের যাহা কিছু হইতে হয় তাহার ক্রটী কিছুই থাকিল না। যে দিকে লক্ষ্য কর, উন্নতি ভিন্ন কথা নাই। দেশে অপর্য্যাপ্ত ধনবৃদ্ধি হওয়ার পরিণামে স্বদেশ কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অপ্রচুর হইয়া পড়িল।

রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত উহার প্রধান

প্রধান নগরগুলির বাণিজ্য সম্বন্ধে আধিপত্য বিলুপ্ত হয় নাই। ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণ বিদেশ বিশেষতঃ স্বর্ণভূমি ভারতজাত পণ্যদ্রব্য সকল ইটালির বন্দর হইতে ক্রয় করতঃ স্বদেশে লইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিত। বাণিজ্য জন্য নির্ম্মিত বৃহৎ রাজবর্ত্ম গুলি, রোমকদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় উহার অধিকাংশই ইটালির বন্দরগুলির অনুকূলে ছিল। সুতরাং কাহারও প্রতিযোগিতা সাধনের ইচ্ছা, অন্তরে উদয় হইলেও সহসা কার্য্যতায় পরিণত হইতে পারিত না। স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র মূলধন বিনি-য়োগ সম্বন্ধে অপ্রচুর হওয়ায় এবং কেহ বা ইটালির বন্দরগুলির বাণিজ্য সম্বন্ধে একচেটিয়া আধিপত্য নিবারণোদ্দেশ্যে জলপথে ভারতে যাইবার পথ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন গত এবং বহু অর্থ ব্যয়ের পর কলম্বস নাবিক রাজ্ঞী ইজেবেলার সাহায্যে ভারতের পথ খুঁজিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। কয়েক বৎসর পরে নাবিক ভাস্কো ডি গামা পর্টুগালরাজের সাহায্যে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া, জলপথে ভারতে যাইবার পথ আবিষ্কার করিলেন। ইহার পরেই ইয়ুরোপীয়দিগের বাণিজ্য জাহাজগুলি পৃথিবীর নানাদেশ এবং মহাসমুদ্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। ল অব প্রাইম জেনিচারের প্রসাদাৎ ধনবলে বলীয়ান্ ইয়ুরোপীয়গণ যে দেশে গিয়া খুঁটী পুঁতিলেন, তত্তদ্দেশের অধিবাসিগণ দুই দিন অগ্র বা পশ্চাৎ ইয়ুরোপীয়দিগের প্রতিযোগিতায় অস্থির হইয়া পড়িল। শেষে স্বাধী-নতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের গোলামে পরিণত হইল। আমেরিকা এবং পৃথিবীস্থ বহুসংখ্যক দ্বীপ অতি সহজেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর অন্যত্র প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাওয়ায় ইয়ুরোপীয়গণ প্রথমে জুঙ্গলী এবং সাহারা মরুভূমির দেশ আফ্রিকাখণ্ডের জন্য তত্দূর লোলুপ হন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা দৃষ্টে যাহা অনুমান হয় তাহাতে তাঁহাদিগের দ্বারা আফ্রিকার উদরসাৎ হইতে আর অধিক

বিলম্ব নাই। বহুশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নত এবং পরিবর্দ্ধিত আসিয়াখণ্ডে ইয়ুরোপীয়দিগকে সুদৃঢ়ভাবে ভিত্তিস্থাপন করিতে অনেক বেগ এবং সময় সহ্য করিতে হইয়াছে। ভারত হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, পূর্ব্বোপদ্বীপের অবস্থাও প্রায় তাই। রুশ সম্রাট পূর্ব্বে আসিয়াবাসীকে কর দিতেন, এখন কর দূরে থাকুক, তাতার দেশের বহু অংশ এবং সাইবিরিয়া তাঁহারই অধিকৃত রাজ্য। তুর্ক সুলতান, পারস্যের সাহা, কাবুলের আমির প্রভৃতি সকলেই ইয়ুরোপীয়দিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। বিগত জাপান যুদ্ধে চীন সম্রাটের যে প্রকার সম্ভ্রম হানি হইয়াছে, তাহাতে ইয়ুরোপীয়গণ তাঁহার রাজ্যে হাত বাড়াইতে চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না।* একাকী জাপানের অধীশ্বর কি করিবেন। তুই দিন অগ্র বা পশ্চাৎ সমগ্র আসিয়াখণ্ডও ইয়ুরোপীয়দিগের উদরস্থ হওয়া বিচিত্র নহে। হায় রে! অদূরদর্শী ম্লেচ্ছ ব্যবস্থাপকের দোষে সমস্ত পৃথিবী জ্বালাতন হইয়াছে এবং হইতেছে।

এদিকে ল অব্ প্রাইম জেনিচার প্রভাবে সৃষ্ট কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌গণ পৈত্রিক বাসভবন এবং সম্পত্তির সহিত লুপ্তসম্বন্ধ হইয়া কামচারিতা বা পাশ্চাত্য Individual liberty আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন অর্থাৎ তাঁহারা গুরু ও মহাজনের অনুজ্ঞার দাস না হইয়া নিজ নিজ ইচ্ছা এবং অবস্থার দাস হইলেন। এক পিতার পাঁচটী পুত্রের মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠ ব্যতীত অপর সকলে পথের ফকির, ঈদৃশ দূষিত ব্যবস্থাপ্রচারকদিগের চক্ষুপথে যে কোন ন্যায়বিগর্হিত অবস্থা উদিত হউক, জাতীয় উন্নতির দোহাই দিয়া বিষম ভ্রম বশতঃ তৎসমস্তই অনুমোদন করিলেন। ইয়ুরোপীয় সমাজে যথেচ্ছাচার প্রশ্রয় পাইল, রাজ, ধর্ম্ম এবং সমাজ

* উপস্থিত চীন-বিভ্রাট পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিত হইবার পরকালবর্ত্তী।

এই তিনটী স্থলে যথেচ্ছাচার চলে না। রোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় রাজবিধির নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল। কিন্তু ধর্ম্মের ভিত্তি হালকা হইল এবং সমাজের অবস্থাও শোচনীয় হইল। কেবল সমাজের সকলেই যে দোষকে দোষ না ভাবিয়া সুগম পথ বিবেচনা করিল, তাহা উল্লেখ করিবার কেহ থাকিল না। লর্ড বা ক্ষুদ্র মহারাজগণ কনিষ্ঠদিগের প্রতি নৈসর্গিক অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। উহারা তাঁহাদের আশ্রয়ে খাটিয়া খাইবার পথ পাইল। ল অব্ প্রাইম জেনি-চার সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত, ইয়ুরোপীয়দিগের বেগ পৃথিবীস্থ অন্যান্যের পক্ষে রোধ করা অসাধ্য হওয়ায় কনিষ্ঠগণ বিদেশে গিয়া জ্বালাতনের বিশেষ সুবিধা পাইল। আমেরিকাখণ্ডের প্রাচীন অধিবাসিগণ দেখিতে দেখিতে প্রায় সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল। ইয়ুরোপীয়দিগের বংশধরগণ আমে-রিকার অধিবাসী হইয়া আমেরিকাকে নবীন ইয়ুরোপে পরিণত করিল। ইহার পরেই ইয়ুরোপীয়দিগের আমেরিকাখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইবার সূত্রপাত হইল। ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ দেশে জেনেরল ওয়াসিংটন স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইলেন। বহুদেশ ক্রমে তাঁহার অনুগমন করিল। জঙ্গিসখাঁ, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে প্রণালীতে ধরিত্রীর কিয়দংশ নির্ম্মনুষ্য করিয়াছিলেন ইয়ুরোপীয়গণ সেই প্রণালীতে কোন দেশ উৎসন্ন করেন না সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা যে দেশ অধিকার করেন, যদি Colonial system of government অর্থাৎ ইয়ুরোপীয় আইন, কানুন, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে যায়, তাহা হইলে সেই সেই দেশবাসীর কেহ বিতাড়িত এবং কেহ বা ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, অপিচ ইয়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত যে দেশ সম্বন্ধে ভিন্ন ভাবের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, Prestige প্রিয় অথচ অনু-ভূতিবিহীন ইয়ুরোপীয়দিগের অন্যায় অভিমান এবং ঔদ্ধত্যাদির ফলে তাহারা ক্রমশঃ নানা আধিব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়া

যায়। প্রজা রক্ষার হিসাবে এই জন্যই Local self government আবশ্যক। বিদেশীয় অধিকারে Colonial system of government চালাইলে, স্বদেশীয়দিগের আধিপত্য ক্রমে খর্ব্ব হইয়া যায় এবং সময়ে বিতাড়িত হইবার আশঙ্কা জন্মে, এজন্য ইয়ুরোপীয় রাজন্যবর্গ উহা বিদেশীয় অধিকারে চালাইতে আর ততদূর উৎসাহী নহেন।

কোন পদার্থের মূলে দোষাশ্রয় করিলে উহার বিষময় ফল প্রাকৃতিক নিয়মে সময়ে প্রত্যক্ষ হইবেই হইবে। ইয়ুরোপীয় রাজন্যবর্গের বিদেশীয় অধিকার সকলের সমভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল না, এবং আমেরিকার স্বাধীনতায় অনেকের অধিকার খর্ব্ব হইয়া গেল। যাঁহাদের বিদেশীয় অধিকার অধিক ছিল না বা যাঁহাদের খর্ব্ব হইয়া গেল, সেই সেই দেশে কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌দিগের বিদেশ জ্বালাতনের পথ সঙ্কুচিত হইল। কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌দিগের অনেকে স্বতঃসিদ্ধ জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করে না এবং বিদেশীয় অধিকারের খর্ব্বতা বশতঃ যাহাদের বিদেশ জ্বালাইবার পথ সঙ্কুচিত হইল; তাহারা সামান্য চর্চ্চায় বুঝিতে পাইল যে লর্ড বা দেশীয় বড়লোকের উপদ্রবে কিছুই করিবার পথ নাই। বড়লোকের মূলধনের উপর বার্ষিক শতকরা দুই, তিন বা চারি টাকা লাভ হইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু দরিদ্রদিগের মাসিক ঐ পরিমাণ লাভ হইলেও যথেষ্ট মনে হয় না। অতএব কনিষ্ঠগণ বুঝিতে পাইল যে কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা অসাধ্য এবং অসম্ভব। সুখ সম্ভোগের অণুমাত্রও আশা নাই। দেশস্থ বড়লোকদিগকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা কায়েকায়েই তাহাদের অন্তরে জাগরূক হইল। ইয়ুরোপখণ্ডে সম্ভবতঃ এই কারণে নিহিলিষ্ট, আনার্কিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, ফেনিয়ান প্রভৃতি ভয়াবহ সম্প্রদায়ের মূল পত্তন হইল। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির জ্বালায় ইয়ুরোপ নিতান্তই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। বড়লোক সমূহ সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে-

ছেন। জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার মৌলিক দোষ নষ্ট না হইলে, বোধ করি, উল্লিখিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ নাই।

ইয়ুরোপখণ্ডে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রথমতঃ সাম্য, ল অব্ প্রাইম জেনিচারের প্রসাদাৎ একদিকে লক্ষপতি, নিযুতপতি, ক্রোরপতি, অপর দিকে কপর্দ্দকবিহীন পথের ফকির। বড়লোকের আলয়ে দীনভাবে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলে দ্বারবানের গলা-ধাক্কা বা কুকুর লেলাইয়া দেওয়া ইত্যাদি ইহাই সাম্য। দ্বিতীয়তঃ মৈত্রী, কেবল শ্বশুরনন্দিনীর সঙ্গে, ডাইভোর্স আদালতের প্রসাদাৎ তাহাতেও আবার নানা উৎপাত! জননী যিনি স্তন্য পান করাইয়া বড় করিয়াছেন, প্রয়োজন বশতঃ আলয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার আহার্য্য বাবত বিল হাজির করা চাই। সহোদরের সাঙ্ঘাতিক পীড়ার অবস্থায় দ্বারবানের নিকট পেন্সিলের আঁচড়ে কৈফিয়ৎ লিখিয়াই খালাস, ইত্যাদি ইহাই মৈত্রী। তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা; উহারই নামান্তর Individual liberty কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। উল্লিখিত স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন, সে যাহা হউক, একটী কবির ভাষায় কথঞ্চিৎ বলি। "গুরু পুরুত কো নেই মান্তা সব হো গৈ ভায়া। মৈ ত কুছ্ সমঝা নেই ক্যা মজা যো পায়া॥" ন্যায়ের স্থলে অন্যায় যাহাদের সৃষ্টির মূল, তাহাদের ঈদৃশ পরিণাম বিচিত্র নহে। নীরবে থাকিতে হইলে অচল নতুবা বিজেতার এই সমস্ত বিষয় আলোচ্য নহে। ইয়ুরোপীয়গণ সভ্য, ভদ্র, বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি যে কোন অভিমান করুন না কেন, তাঁহাদের অনুকরণ কোন রূপেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তাঁহারা অনুকরণ করাইতে ইচ্ছা করিলে আমাদের বাধ্য না হইয়া উপায় নাই।

ইংরেজ, ফরাসী, পর্টুগিজ, দিনেমার এবং ওলন্দাজ প্রভৃতি যে সমস্ত ইয়ুরোপীয় জাতি বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে

ইংরেজের ভাগ্যই প্রসন্ন হইয়া উঠিল। প্রায় সমস্ত ভারত ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পদাবনত হইল। বিজয়লক্ষ্মীর প্রথম আবির্ভাবেই ইংরেজরাজ প্রচার করিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রজার জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমার বিশ্বাস যে কার্য্যতায় এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয় নাই। যাঁহাকে প্রজার ধন সম্পত্তি লইয়া দিবারাত্রি নাড়াচাড়া করিতে হয়, তিনি ধনাধিকার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না, আদৌ এবম্বিধ প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকারান্তরে ঘটিয়া উঠে। প্রথমতঃ ইংরেজরাজ Morality & Legality দুইভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকারান্তরে হিন্দু লর কিয়দংশ রদ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ল সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ কালে অনুবাদকগণ আর এক হাত দেখাইলেন। তৃতীয়তঃ রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদিও আমাদের ধনাধিকার ব্যবস্থা শাস্ত্র স্পর্শ করেন না, তথাপি Individualism প্রিয় ইংরেজ কর্ত্তৃক সে সমস্ত আনুষঙ্গিক বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইল, তাহাতে অনেক স্থলে জএণ্ট ষ্টক সিসটেম মূলক হিন্দু লর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গতি বিপরীত দিকে ধাবিত হইল। চতুর্থতঃ কেস লর অত্যাচার। হিন্দু ল অবলম্বনে ইংরেজ বিচারপতিগণ যে সমস্ত নজির বাহির করিতেছেন, উহা বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বিচারপতিগণ ব্যবস্থাপকত্ব আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা বলিলেও বোধ করি, অত্যুক্তি হয় না। আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের সম্বন্ধে সমস্তই শোভা পায়, দৃষ্টান্ত যথা :—আমাদের ব্যবহার শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকারের কোন প্রভেদ নাই। বঙ্গীয় হিন্দু মহিলা স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় অস্থাবর সম্পত্তিও ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি ব্যতীত যথেচ্ছা দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে উহা ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সংস্কার জন্মিয়াছে যে, বঙ্গীয়

হিন্দু মহিলা উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। উহাতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। আমাদের ব্যবহার শাস্ত্রে যে অন্য প্রকার বিধান আছে, অর্থাৎ বঙ্গীয় হিন্দু মহিলা স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় অস্থাবর সম্পত্তিও ভাবী উত্তরাধিকারীর সম্মতি ব্যতীত যথেচ্ছা দান বা বিক্রয় করিতে পারেন না, ইহা লক্ষ লোকের মধ্যে একজন জানে কি না সন্দেহ।

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতিকে কোন সময়ের জন্য Individual liberty প্রদত্ত হয় নাই। বাল্যকালে পিতার, যৌবনকালে স্বামীর এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। পিতৃসম্পত্তিতে কোন স্বত্ব ও অধিকার নাই। পতিকুলেও উপভোগ মাত্র স্বত্ব; ম্যানেজর বা এক্সিকিউটার প্রভৃতির ন্যায় অধিকার নিতান্তই সঙ্কুচিত, কোন প্রকার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকিলে ব্যবহারশাস্ত্রে অপহারক (চোর) বলিবে কেন? অপহার বা ব্যভিচার-দোষ ঘটনা সপ্রমাণ হইলে রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে হইবে। পতি অভাবে পতিকুলবাসিনী এবং গুরু-আজ্ঞার অধীনী হইয়া নিষ্কামভাবে কালযাপন করিতে হইবে। পতি বর্ত্তমান থাকিলে যাহা কিছু করিতেন, পতির ত্যক্ত ধনের দ্বারা প্রতিনিধিরূপে উহাই সম্পাদন করা ব্যতীত নিজের খেয়াল তুষ্টির জন্য ব্যয় করিতে পারা যাইবে না। হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহের কোন বিধান নাই। যদিও পরাশর-সংহিতায় একটী বিধি আছে, কিন্তু তাহাও আবার অধিকাংশ মহর্ষির মত-বিরুদ্ধ হওয়ার সমাজে অগ্রাহ্য এবং অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। জাতীয় আচার ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করিলে, যদিও আংশিকরূপে দেবর-বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু উহাও সমাজে নিতান্ত নগণ্য শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দু জগতের গুরু ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কখনও উহার অনুমোদন করেন নাই; অপিচ কেবল উৎকল দেশ ব্যতীত ব্রাহ্মণগণ যাহার জল স্পৃশ্য মনে করেন, তাহারা ত দূরের কথা, জল-অস্পৃশ্য অর্থাৎ বিশেষ ইতর

শ্রেণীর বহু সম্প্রদায়ও উহা অনুমোদন করে নাই। হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ অবলা স্ত্রীজাতির উপর যত কিছু কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

Individual liberty, বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরেজের ইহা সহ্য হয় নাই। তাঁহারা প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভা আমাদের ব্যবহারশাস্ত্রের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না, তবে এই পরিবর্ত্তন কে করিল? উত্তর এই যে,উহাই কোর্টের Legislation হিন্দু বিধবার পুনরায় বিবাহ এ পর্য্যন্ত দেশমধ্যে প্রচালত হয় নাই। উক্ত বিষয়ে কোন কঠোর ভাবাবলম্বন ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত কোর্টের কোন হাত না থাকা হেতুই বেন বাকি আছে। ব্যবস্থাপক সভা হিন্দু বিধবার বিবাহে কেহ বাধা দিতে না পারে এবম্বিধ এক আধটী বিধান করা ব্যতীত পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই। আমাদের "দয়ার সাগর" উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ যত দূর সাধ্য বাকি কিছুই রাখেন নাই। ইং ১৮৮০ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে যে দিন নামজাদা বিচারপতি ম্লেচ্ছকুলচাঁদ সার বার্ণেশ পিকক বাহাদুর প্রভৃতি বিচারপতিগণ মণিরাম কলিতা v. s. কেরি কলিতানীর প্রিভি কৌন্সেল আপীলের মোকর্দ্দমায় বোম্বে হাইকোর্টের পার্ব্বতী v. s. ভিখু এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের নেহালু v.s. কিষণলালের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করতঃ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার অনুমোদন করিয়া এক্সপার্টি মোক-দ্দমায় আপীলাণ্টকে হারাইয়াছিলেন, দার্শনিকের চক্ষে দেখিলে সেই দিন হিন্দুর জাতীয়ত্বের মূল সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, হিন্দু মহিলার ধ্রুব নক্ষ-ত্রকে সাক্ষী করিয়া পতিকুলে সম্মিলন মিটিয়া গিয়াছে। কোটী কোটী মত্ত মাতঙ্গের পরাক্রম একত্রিত হইলেও হিন্দুর যে জএন্ট ছিন্ন করা যাইতে পারে না; সমস্ত তোয়নিধিকে মস্তাধার করিয়া আলোচনা করিলেও মহর্ষিদিগের যে মত স্থায়ের রাজ্য হইতে বিলুপ্ত হওয়া সন্দেহের স্থল;

স্মরণাতীত কালের হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সেই অচ্ছেদ্য মহাবন্ধন অথবা জএণ্ট, হিন্দু পরিবারের মূলভিত্তি, জনকত ম্লেচ্ছ বিচারপতি গোটা কত কথায় আর ফোঁটা কত কালির আঁচড়ে বিনষ্ট করিয়াছেন। যে বিধি হিন্দু ল সম্বন্ধে স্বপ্নেরও অগোচর, কোর্ট তাহাই বিহিত বোধে চালাইয়াছেন। রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া! "আমি অভ্রান্ত" মনুষ্যের এ অহঙ্কার উচিত নহে। তোমার প্রিভি কৌন্সেল অভ্রান্ত বল দেখি মা, এ ভ্রম কিসে যায়? লোকে কথায় বলে 'মোটে মা রাঁধেন না, তার তপ্ত আর পান্তা'। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই, তার কুলাপানা চক্র।' কেবল পুস্তকপাঠে পণ্ডিত হইলে চলে না, অনুভূতি অর্থাৎ পরিবারের অংশ হইয়া উহাতে যাহা কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অনুভব করিবার শক্তি থাকা চাই। শিক্ষিতের ত কথাই নাই, যাহা নিরক্ষর কুলি, মজুর প্রভৃতিও দোষ বলিয়া বুঝে, হাইকোর্ট পার হইয়া তোমার প্রিভি কৌন্সেল আদালত পর্য্যন্ত তাহা নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন। মাতঃ ভিক্টোরিয়া! এই কি হিন্দু ল, হিন্দু জাতি এবং হিন্দু সমাজ রক্ষা? ও হো, ও হোও, ও হো ওও! বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হও, তাহাতে প্রবেশ করি।

মাতঃ! ছোট মুখে বড় কথা, মর্ম্মাহত ভারতসন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিও। প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার অনুরোধে তোমাকেই দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিলাম! মা তুই যেন হিন্দুর দেশে কোন হিন্দু পরিবারের জননী। পরিবার বন্ধনের রীতি ও নীতি অনুসারে তোকে প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্, ডিউক্ অব্ এডিনবরা, ডিউক্ অব্ কনট ও তাঁহাদের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা প্রভৃতির সহিত একত্রে এক বাটীতে বাস করিতে হয়। এক বা পাশাপাশি কুঠুরীতে বাস করিয়া আহার, নির্হার, বিহার প্রভৃতি মানব-ধর্ম্মের বহু বিষয় পরস্পরের চক্ষু বা কর্ণের গোচরে সম্পাদন করিতে হয়। মাতঃ! মনে কর "কেরি কলিতানী" তোমার একজন পুত্র বা পৌত্রবধূ। ভাগ্যদোষে বা বিধাতার নির্ব্বন্ধ বশতঃ পতিহীনা অবস্থায় দুশ্চারিণী

হইলেন। হিন্দু জাতির সৃষ্টি অবধি আবহমান কাল পর্য্যন্ত উল্লিখিত অবস্থায় রাজদণ্ডের রীতি প্রচলিত থাকিলেও প্রিভি কৌন্সেল অভয় দিয়া নজীর করিলেন যে কোন দণ্ড হইবে না। "কেরি কলিতানী" তোমার সতী ও লক্ষ্মী অন্যান্য পুত্র বা পৌত্রবধূদিগের সহিত সমানে আসন পাইবার যোগ্যা স্থিরীকৃত হইল। "কেরি কলিতানীকে" নিজ প্রিয়পাত্রসহ পার্শ্বের কুঠুরীতে বিরাজিত দেখিলে তোমার অন্তঃকরণে কি প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে একবার ভাবিয়া দেখ। মা, তুই ত বৃদ্ধা, সেই দুশ্চারিণীর নাকসাটে দুরন্ত হইয়া ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় মধ্যে মধ্যে মৃত্যু দেবতাকে আহ্বান ভিন্ন তোর গত্যন্তর ছিল না। ডেনিসরাজদুহিতা, রুশিয়ার সম্রাট কুমারী, ডচেশ্ অব্ কনট্ কিম্বা রাজবধূমাতা লিওপোল্ড পত্নী প্রভৃতি নিজ নিজ পিত্রালয়ে গিয়া নানা ছল ছুতায় আসিতেন না। ডেন্মার্কের অধীশ্বর রুশিয়ার সম্রাট্ প্রভৃতিও তাঁহাদিগকে পাঠাইতে স্বীকার হইতেন না। জর্ম্মন সম্রাট মাতামহের আলয়ে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিতেন। যে দিকে লক্ষ্য কর, হা হতোস্মি বা দুর্ দুর্ শব্দ। যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস, ডিউক্ অব্ এডিনবরা ডিউক্ অব্ কনট্ প্রভৃতি কি করিতেন? আমার বিশ্বাস যে তাঁহারা স্বাধীন রক্তের তেজে রাইফেলে ডবল টোটা চড়াইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে "কেরি কলিতানী" এবং তাহার প্রিয়পাত্রের কর্ম্ম নিকাশ করিতেন। পরিণামে রাজদণ্ডে ফাঁসিকাষ্ঠ, গিলটিন বা তোপমুখে নিজ জীবনকে আহুতি দিতে হইলে হাস্যমুখে সহ্য করিতেন। বাস্তবিকও এবম্বিধ হিন্দু পরিবারে বাস অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। মাতঃ! তুমিই হিন্দু ল প্রচলিত রাখিয়া হিন্দু পরিবার সৃষ্টি করিতেছ, যথাযথরূপে উহা পালনের জন্য তুমিই দায়ী। তবে আবার এবম্বিধ কঠিন নজির বা রাজাজ্ঞা কেন মা? আমরা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, হিন্দু-লর সংস্কার বা বিকারের ফলাফল ভোগ এবং সহ্য করিতে বাধ্য। কিন্তু হায়! উপ-

রোক্ত নজির প্রকাশের সময় হইতে আমাদের জাতিত্বের মূল এককালেই উৎপাটিত হইয়াছে। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে শাখা ও পল্লব শুষ্ক হইতে কয় দিন ? বৃটিশসিংহ! অনাথ, আশ্রিত এবং পদানত প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া রক্ষা কর।

ল অব্ প্রাইম জেনিচার প্রচলিত থাকায় কামচারিতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আশ্রয়, ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে শান্তিপ্রদ। কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে উহা মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই শান্তির হেতু। উল্লিখিত অন্ধবিশ্বাস বা ভ্রম হেতু বিজেতা ইংরেজ হিন্দু প্রণালীতে সংস্থাপিত জএণ্ট ষ্টকের অংশিদারদিগকে কামচারিতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা Individual liberty, নানা প্রকারে বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন, আমরাও এক অদ্ভুত জীব হইতেছি। দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতি হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্র আলোচনা এবং অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহ জএণ্ট ষ্টক সিসটেম মূলক হইলেও ব্যবস্থার সম্পূর্ণত্ব বা চরমোৎকর্ষত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। কোথায় শিক্ষিতাভিমানী ইংরেজরাজের অধিকার কালে ব্যবস্থার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া আমরা ক্রমেই উন্নতি-পথে ধাবিত হইব, তাহা না হইয়া বৃটিশসিংহ মূলেই কুঠারাঘাত করিতেছেন। ইংরেজরাজ বুদ্ধির ভ্রমে আচরণ দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইতেছেন যে, দায়াদ বা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারদিগের প্রত্যেককে আপন আপন ইচ্ছামত স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রদান করিলে আনন্দধাম, অদূরবর্ত্তী, কিন্তু হায়! উহাতেই আমরা মারা পড়িলাম। Individual libertyর প্রসাদাৎ আমরা এখন কেহ ঢাকা, কেহ মাক্কা, কেহ দিল্লীতে কেহ বা ফরক্কাবাদে ; কর্ম্মকালে পত্রের উত্তর পাওয়াই সুকঠিন, কার্য্যে ত দূরের কথা। যে দিক্ দিয়া দেখা যাউক "নুন আন্‌তে পান্তা ফুরায়"। আমাদের নিশ্চয় মৃত্যুর আর কোন সংশয় নাই।

বৃটীশসিংহ হাইকোর্ট, প্রিভি কৌন্সেল প্রভৃতি বিচারাসনে, উচ্চবেতনে সুযোগ্য উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ইংরেজদিগকে বিচারপতিপদে নিযুক্ত রাখিয়াছ। সেই সমস্ত মহামহিম বিচারপতিগণ কোন প্রকার অসদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বিচার করেন, ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না। কিন্তু হায়! তাঁহারা হিন্দু পরিবারের অংশ নহেন। পরিবারে কিসে সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, পরিষ্কাররূপে অনুভব করিতে অক্ষম। এদিকে পরিবারত্ব ও Individualism এতদুভয়ে পরস্পর অহি ও নকুল সম্বন্ধ। শিক্ষা ও দীক্ষার ফলে Individualism ইংরেজ বিচারপতিদিগের অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হওয়ায় তাঁহারা সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ন্যায় বোধে যে বিচার করেন, আমার বিশ্বাস যে তাহা অনেক স্থলে অন্যায় বিচার রূপে পরিণত হয়। ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দুর জাতিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিবিহীন ইংরেজ কেবল অভিজ্ঞানে পণ্ডিত হইয়া হিন্দু'ল ঘটিত বিচার বা ব্যবস্থাপকত্ব করিতে পারেন না। প্রেষ্টিজপ্রিয় ইংরেজের ইহা সহ্য না হইলে এক উপায় আছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বৃটীশ দ্বীপে শত বর্গমাইল স্থান ক্রয় করা উচিত। উল্লিখিত স্থানে যে কোন ইংরেজ বাস করিবেন, হিন্দু ল তাঁহাদের ব্যবহার শাস্ত্র হইবে। সেই নবীন হিন্দু সমাজের মধ্য হইতে যোগ্য লোক নির্ব্বাচন করিয়া, আমাদের বিচারক ও ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিলে মন্দের ভাল আশা করিতে পারা যায়। কিন্তু দুই বা তিন পুরুষ গত না হইলে এই সমস্ত লোকের দ্বারা পদোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন সন্দেহস্থল। প্রকৃত পক্ষে এবম্বিধ ব্যবহার দ্বারা ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান কালে ভারতে যে পরিবর্ত্তন-যুগ উপস্থিত হইয়াছে, উহা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন নহে। রাজপুরুষদিগের বিকৃত বুদ্ধির ফল, সুতরাং উহার গতিরোধ ব্যতীত আমাদের নিস্তার নাই। হিন্দু ল, মহম্মদীয়

ল এবং ল অব প্রাইম জেনিচার প্রভৃতির মূল ভিন্ন। বিভিন্ন ভাবের নীতি অবলম্বন ব্যতীত বিভিন্নমূল ব্যবহার শাস্ত্রের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? আম্র বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে কাঁটাল ফলাইতে ইচ্ছা করিলে সে আশা কখনই ফলবতী হইতে পারে না। এ প্রকার চেষ্টায় প্রলয় ব্যতীত অন্য কিছু লাভ নাই। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এবম্বিধ বৃথা যত্নের অনুমোদন করিতে পারে না। হিন্দু ল প্রচলিত রাখিয়া ইংরেজরাজ উহার মধ্যে ম্লেচ্ছ ব্যবহার প্রবেশ করাইলে আমাদের অমঙ্গল ব্যতীত কখনই মঙ্গল হইবে না। ইয়ুরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্র এতদ্দেশে প্রচলিত না করিলে ইয়ুরোপীয় আচার ও ব্যবহারে আমাদের সুখ ও শান্তি হইবে কেন? বৃটীশসিংহ! প্রজার ধনাধিকার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করিব না, এবম্বিধ পাগলের বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও। বিভিন্ন প্রণালীর ব্যবস্থা রদ করিয়া ইংরেজী ব্যবহার শাস্ত্র এতদ্দেশে প্রচলিত কর। জননী বাসস্থলে উপস্থিত হইলে, তাঁহার আহার্য্যের বাবত আমরাও বিল হাজির করিব। আমরা সর্ব্বপ্রকারে সাহেব সাজিয়া ইংরেজের যাহা কিছু অনুকরণ করিব। অপিচ যদি হিন্দু জাতি রক্ষা করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে হিন্দু পরিবারের মধ্য হইতে যোগ্য লোক Legislative council এর মেম্বর নিযুক্ত করিয়া কাল, দেশ ও পাত্রের অবস্থা বিবেচনায় যাহা বিধিবদ্ধ বা রদ রহিত করিতে হয়, তাহা করিয়া, আমাদিগকে ভিন্ন ভাবে সংসারে চলিতে দাও এবং মতি স্থির করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট পথে দণ্ডায়মান হও। আমাদের দুঃখের অবসান হইবে। ইংরেজী মোহে বিকারগ্রস্ত হিন্দুস্তানকে বাছিয়া কার্য্যভার দিলে, বনবিড়ালের নিকট মুরগী বর্গার ন্যায় আমাদের সর্ব্বনাশ নিশ্চয়। সংস্কারের কোন সূচনা দেখিলে বক্তব্য অনেক কথাই আছে। সে যাহা হউক, পরিবারে Individualism প্রবেশ করিয়া শান্তি সংহার করিয়াছে। ভারত বুভুক্ষার দায়ে জলিয়া গিয়াছে, ঐ যে হুহু ধুধু জলিতেছে।

ভারত জগতের সম্মুখে হা অন্ন, হা অন্ন শব্দে রোরুদ্যমান, আমরা জঠরানলে পুড়িয়া মরিলাম। ইংরেজীতে Survival of the fittest (যোগ্য লোক বাঁচিয়া থাকে) একটী কথা আছে। হিন্দু পরিবারে বা জএন্ট ষ্টকে Individualism প্রবেশ লাভ এবং বৃদ্ধি পাইয়া Nation-unfit (জাতি অযোগ্য) হইয়া গেল, হিন্দু জাতির আর Survive করিবার (বাঁচিবার) আশা কোথায়? হায় রে! আমরা সমূলে নিঃশেষ হইলাম! রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া! The shareholders of the Hindu system of joint stock companies must be under the share-holders' council. এই ন্যায় এবং সত্যের আদর কর, শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত হইবে। দায়াদদিগকে দায়াদ সভার আনুগত্যের অধীন করিলে মস্তিষ্কবিশিষ্ট কেহ কোন গ্লানিসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তোমার নাম কলঙ্কিত করিবে না, বরং দেবভাবে পূজা করিবে। উল্লিখিত কর্ত্তব্যের অক্রিয়া এবং অকর্ত্তব্যের ক্রিয়া ঘোর মহাপাপে ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। বৃটিশসিংহ! বিহিত উপায় অবলম্বন এবং তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

হিন্দু ল, মহম্মদীয় ল এবং ল অব্ প্রাইমজেনিচারের মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বন বাঞ্ছনীয় একবার সমলোচনা করিয়া বুঝা উচিত। প্রথমতঃ ল অব প্রাইমজেনিচার রাজজাতির ব্যবস্থা হইলেও ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের ব্যবস্থা। সহোদরগণের মধ্যে একজন রাজা অপর সকলে পথের ফকির; গুরু ও মহাজনের বিধি, নিষেধের প্রতি লক্ষ্যবিহীন হইয়া কামচারিতা আশ্রয়; জননী বাসস্থলে উপস্থিত হইলে তাঁহার আহার্য্যের বাবত বিল হাজির; একজন লার্ট বা উপলার্ট, তাঁহার অন্ধ বা খঞ্জ সহোদর রাজপথে পড়িয়া "বাবা, একটী পয়সা দে"; ভ্রাতার সংঘাতিক পীড়ার সংবাদে বাটীর বাহির হইতে দ্বারবানের নিকট পেন্সিলের আঁচড়ে কৈফিয়ৎ লিখিয়াই খালাস; এক দিকে লক্ষ, নিযুত বা ক্রোরপতি নিরয়কুল পেটের জ্বালায়

ভিক্ষার্থে তাঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করিলে দ্বারবানের গলাধাক্কা বা কুকুর লেলাইয়া দেওন ইত্যাদি ল অব্ প্রাইমজেনিচারের. অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। উল্লিখিত আচার ব্যবহার কোন রূপেই শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। তবে জাতীয় ধনবৃদ্ধির বাহ্য চটকে কোন কোন সময়ে ভুল হয় বটে, কিন্তু নিহিলিষ্ট, আনার্কিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, কমিউনিষ্ট প্রভৃতির কথা মনে হইলে ভক্তি এককালেই তিরোহিত হয়। পরন্তু ব্যক্তিগত ধনের বিনিয়োগে ভ্রমের মাত্রা বেশী, অংশীদার সভার আনুগত্য নিবন্ধন জএণ্ট ষ্টকে ভ্রমের মাত্রা কম। কনষ্ট্রাক্শন এবং কনষ্টিটিউশন্ যথারীতি দুরস্ত হইয়া সিষ্টেমেটিক জএণ্ট ষ্টক সৃষ্টি, সংস্কার এবং পরিচালিত হইয়া পরীক্ষা হইলে বোধ করি উহাদ্বারাও বিশেষ জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে। ম্লেচ্ছ পণ্ডিতকৃত ব্যবহারশাস্ত্র বাস্তবিক কোন-রূপেই বাঞ্ছনীয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ মহম্মদীয় ল বাঞ্ছনীয় কি না? উহাতে ব্যবস্থাপকগণ বিশেষ উদারতা প্রকাশ করিয়া শুক্র ও শোণিতের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যেককে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু ভাগ পাইবার বিধান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়নকালে ব্যবস্থা-পকদিগের পৈত্রিক কর্ম্মরক্ষা একটী বিশেষ আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়। যাঁহার যত্নে সম্পত্তি উপার্জ্জিত তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম রক্ষার জন্য সেই উপার্জ্জিত ধনের ব্যয় অসঙ্গত নহে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পৈত্রিক কর্ম্ম-রক্ষার অসম্ভাবনা বুঝিলে পুত্রের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধেও দণ্ডের বিধান করিয়াছেন এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াও কর্ম্মরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন। মুসলমান ব্যবস্থাপকগণ উদার ভাবে ব্যবস্থা করিয়া শেষে ধনস্বামিগণ বিবাহ হেতু নানা স্থানে বিস্তৃত হওয়ায় পৈত্রিক কর্ম্মরক্ষার অসম্ভাবনা বুঝিয়া বাধ্য হইয়াই যেন খুড়তাত ও জেঠতাত ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে পরস্পরের বিবাহের বিধান করিয়াছেন। যে ব্যবহার শাস্ত্র অবলম্বন

করিলে ভগ্নীগণ বিবাহে অগ্রগণ্যা হয় নতুবা পৈত্রিক কর্ম্মরক্ষার সুবিধা হয় না, সেই যাবনিক বিধিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহে।

তৃতীয়তঃ হিন্দু ল অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা ত্যা· করিতে ইচ্ছা হয় না। হিন্দু আইনে স্ত্রী জাতির স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে কঠোরতা ব্যতীত আলোচ্য বিশেষ কিছু নাই। ম্লেচ্ছ ব্যবস্থাপকগণ ল অব্ প্রাইমজেনিচার প্রণয়ন কালে কনিষ্ঠদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে National Prosperityর (জাতীয় উন্নতির) জন্য Individual Sacrifice (ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদান) আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মহিলাগণ কি National Prosperityর জন্য শাস্ত্র বিহিত Sacrifice অসহ্য মনে করেন? হিন্দু মহিলাগণ! জনক জননী যাঁহারা গর্ভাবস্থা হইতে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তোমাকে মনুষ্যত্বে উপনীত করিলেন। তুমি কি না মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াই পরের একটী ছেলেকে পতিত্বে বরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে "স্বর্গের দেবতা" করিয়া সমস্তই ভুলিয়া গেলে। সেই দেবতার সহিত জনক জননীর স্বত্ব ও স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তুমি সেই দেবতার পক্ষে। সতী তুমি পতির কর্ম্মের জন্য, সুতরাং পিতৃ-সম্পত্তিতে তোমার দাবি কখনও সঙ্গত নহে। আপনারা যাহাকে "স্বর্গের দেবতা" করিয়াছ, সেখানে যাহা কিছু পাও, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। শাস্ত্রকর্ত্তারা স্বামীর সম্পত্তি তোমাদিগকে উপভোগের স্বত্ব ও অধিকার দিয়াছেন। আমি হিন্দু সমাজ ভুক্ত, সমাজের অবস্থা যাহা জানি, অবিশ্বাসিনী না হইলে নামে উপভোগ কিন্তু কার্য্যতায় সম্পূর্ণ ভোগ। পুরুষদিগের স্বত্বাধিকার রাজার খাতায় লিখা আছে বটে, কিন্তু প্রায়শঃ স্থলেই বিষয় সম্পত্তি হইতে যাহা কিছু আইসে বা পুরুষ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তুমি অনায়াসে কাড়িয়া লও। যদিও ইহা সত্য বটে সকলের ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিলে ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থা প্রয়োজন হইত না; তথাপি

সমাজের প্রকৃত অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দোষ কি ? সে যাহা হউক আমার বা আমাদের যত্নে উপার্জ্জিত সম্পত্তি আমার বা আমাদিগের পরিবারের হিতার্থেই ব্যয় হওয়া উচিত। কখনও আমাদের স্বার্থ-বিরোধী কর্ম্মে ব্যবহার হওয়া উচিত নহে। আমাদের বিনা অভিপ্রায়ে আমাদের পরিবারের নুনটুকু, তৈলটুকু বা অন্য কিছু হরণ করিয়া তুমি ভিন্ন পরিবারের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে পার না। শাস্ত্রকর্ত্তারা অপহারে দণ্ডের বিধান করিয়া ন্যায়েরই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। বরং উক্ত অপরাধে নাক, কান কাটা নিষেধ বা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে ফৌজদারী আদালতের হস্ত হইতে অব্যাহতি দিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপকগণ স্ত্রীধন, স্বার্জ্জিত বা দান ক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ত কোন কঠোর ব্যবস্থা করেন নাই। পরিবারের যত্নে উপার্জ্জিত সম্পত্তি, পরিবারের স্বার্থ বিরোধী কর্ম্মে ব্যবহার অনুচিত, ইহা অন্যায় ব্যবস্থা নহে। হিন্দুমহিলা তুমি অসতী হইলে প্রকৃত পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছ। তোমার পতিকুলে ধ্রুব নক্ষত্রবৎ অচল থাকা মিটিয়া গিয়াছে। যাঁহারা পরিবার বন্ধন পূর্ব্বক বাসের রীতি প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়মতে ব্যভিচারিণীকে দণ্ড না দিয়াই পারেন না। পরিবারে ব্যভিচারিণীর দণ্ডের বিধান ব্যবস্থাপকের দোষ নহে।

হিন্দুমহিলার যে কোন আপত্তি থাকুক বা না থাকুক "দয়াল ইংরেজ" তাঁহাদের হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অবলা স্ত্রীজাতির উপর কেন অত্যাচার থাকিবে ? প্রকৃত পক্ষে বুঝিয়া দেখিলে বিচার ইংরেজের সঙ্গে। ইংরেজ জাতির যে কোন চেষ্টাতে হউক, হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ এ পর্য্যন্ত সমাজে প্রচলিত হয় নাই। যাহাদের মধ্যে দেবর-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহারা সমাজে নগণ্য। শাস্ত্রে দেবর-বিবাহের বিশেষ কোন বিধি আছে কি না জানি না। বোধ করি, শাস্ত্রপ্রকাশের পরবর্ত্তী কালে, নিম্নতর সমাজের দলপতিগণ কর্ম্মানুরোধে উল্লিখিত প্রথা

আপন আপন সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সম্ভ্রান্ত সমাজ কামরিপুর উত্তেজনায় চিত্ত কলুষিত হইয়া পীড়িত ভ্রাতার জীবন নষ্টের চেষ্টায় ধাবিত হইতে পারে আশঙ্কায় সম্ভবতঃ উল্লিখিত প্রথাকে আপন আপন সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত হইতে দেন নাই। যে স্ত্রী এক ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করে নাই, দ্বিতীয়বার বিবাহিত অপেক্ষা তিনি যে পূজ্য ও পবিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়বার বিবাহ দূষ্য বিষয়। ব্যবস্থাপকগণ যাহা দোষ, গুরু বা লঘু ভেদে উহার দণ্ড-বিধাতা ব্যতীত কখনও প্রশ্রয়-দাতা হইতে পারেন না। পুরুষের পুনরায় বিবাহের অধিকার আছে, উহা হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহের কারণ হইতে পারে না। প্রকৃত পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে বরং পুরুষের পুনরায় বিবাহ নিষেধক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। রিপুর বেগ অদম্য বোধে কোন যুক্তি ও তর্কের মধ্যে না গিয়া বিজেতা ইংরেজ যদি হিন্দু-বিধবার পুনরায় বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উত্তর সমস্ত হিন্দুসমাজ ব্যতীত একা কাহারও করিবার সাধ্য নাই। ইংরেজ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বৃটিশসিংহ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহের আইন করিলেও সমাজকে আবদ্ধ করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন নাই। কিন্তু কোর্টের Legislation হেতু, অসহ, লোমহর্ষণকর "কেরী কলিতানী"র নজির বা রাজ-আজ্ঞা প্রকাশিত হই-য়াছে। উল্লিখিত রাজ-আজ্ঞা প্রচার করিয়া বৃটিশসিংহ যেন স্পষ্টই বলিতেছেন, হিন্দুসমাজ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ দাও নতুবা নিস্তার নাই। অবলা স্ত্রীজাতিকে জ্বালাতন করিলে তোমাদিগকে অন্তরের দাবদাহে দগ্ধ হইতেই হইবে। ভারতবাসী ইংরেজ জাতির অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমাদের প্রজাশক্তি একটা পদার্থ নাই। সোজা আদেশ না করিয়া বক্র ভাবাবলম্বনে আশ্রিত ও পদানত ব্যক্তিকে ঈদৃশ জ্বালাতন কখনই ইংরেজের মনুষ্যত্ব নহে। রক্ত ও মাংসের শরীর ধারণ করিয়া

লোকে বরং বনবাস শ্রদ্ধেয় মনে করিতে পারে। কিন্তু কেরী কলিতানীর নাজরের ফল ভোগ করিয়া হিন্দু পরিবারে বাস কখনও শ্রদ্ধেয় মনে করিতে পারে না।

ইংরেজের মনে করা উচিত যে, তাঁহাদের কৃতকার্য্যের ফলেই আমরা হিন্দু পরিবারের মেম্বর বলিয়া পরিচয় দেই। তাঁহারা হিন্দু ল দগ্ধ করিয়া ফেলিলে আমাদের উল্লিখিত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক করে না। আমাদিগকে হিন্দু লর অধীন থাকিতে আদেশ করিয়া আবার উল্লিখিত বিষম অবিচার কেন? হিন্দুসমাজ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ দাও, নতুবা বিজেতা ইংরেজ জাতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই। প্রজা-শক্তিবিহীন হিন্দুসন্তানগণ রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়াও হঠকারিতা দেখা-ইলে জ্বালাতন ব্যতীত লাভ নাই। হায় রে, হিন্দু দম্পতির বিবাহবন্ধন ছেদনের ব্যবস্থা না থাকায় হিন্দুগণ খৃষ্টান ও মুসলমান জাতি অপেক্ষা পত্নীকে সমধিক বিশ্বাস করিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে উহা বিশেষ বাঞ্ছনীয় বিষয়। স্থলবিশেষে দুই এক ব্যক্তিকে কষ্ট পাইতে দেখিলেও জাতীয় সুখের তুলনায় ঐ সকল ব্যক্তিগত কষ্ট গ্রাহ্যযোগ্য নহে। হিন্দু-মহিলা কোন যুক্তিতে পতিকুলের সম্পত্তি পতিকুলের স্বার্থবিরোধী কার্য্যে ব্যয় করিবার অধিকারিণী নহেন। ইংরেজ জাতি বা যদি অন্য কেহ হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ আবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ কতকগুলি রাজকীয় বিধান প্রচার না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় বিবাহ প্রচলনের প্রসঙ্গ হইতে পারে না। উহা হইলে ঘোরতর অবিচার হয়। হিন্দুপত্নী বিবাহের পূর্ব্বে স্বামি-ধনে দাবি করিবার অধিকারিণী ছিলেন না। পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও পূর্ব্ব-স্বামীর ধনে সমস্ত দাবি রহিত হওয়া উচিত। এই জন্য হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ দিতে হইলে বৈধব্যের দিনে আদৌ পুনরায় বিবাহ হইবে কি না কিম্বা কত দিন মধ্যে হইতে পারিবে, রাজবিধির দ্বারা স্থিরীকৃত

এবং ঐ কালে ভাবী উত্তরাধিকারীর স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত। নতুবা হিন্দুবিধবা কৌশলে বহুতর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিয়া পরে বিবাহের মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, উহা কখনও সঙ্গত নহে। বিবাহ-বন্ধন ছেদন বা হিন্দুর ডাইভোর্সের ব্যবস্থা না থাকায় হিন্দু-দম্পতির পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসজনিত বিশেষ জাতীয় সুখ আছে। কোন কারণে হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে, ঘটনার অনুপাতে দম্পতির বিশ্বাসজনিত সুখ খর্ব্ব হইয়া যাইবে। সে যাহা হউক, হিন্দুমহিলার পুনরায় বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা হইলে পুত্রবতীর বিবাহ কোন রূপেই উচিত নহে। উহাতে পারিবারিক কষ্টের বিশেষ সম্ভাবনা-স্থল। অক্ষতযোনি, অপুত্রবতী বা অন্য কোন লক্ষণ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ-প্রথা সমাজে প্রচলিত হইলে আংশিক রক্ষার কথা বটে, তাহা না হইয়া যথেচ্ছাচার কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যেক স্থলেই জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার সহিত সম্বন্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা আবশ্যক। ব্যক্তিগত সুখের জন্য ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পারিবারিক বা কোন জাতীয় সুখের বলিদান সঙ্গত নহে। মনুষ্যের শরীর জ্বরবিকারগ্রস্ত হইলে উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় দুঃসাধ্য হয়। আমাদের জাতীয় দেহ নানা কারণে লক্ষ্যহীন ও ভিত্তি-হীন হইয়া ঘোর বিকার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাকে অন্ততঃ দুই বা চারি বৎসর কাল প্রকৃতিস্থ করিয়া, পরে কোন সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের সূচনা হইলে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সৎপরামর্শ।

ভারতেশ্বরি! এতদ্দেশে কতকগুলি স্বদেশদ্রোহী জুটিয়াছেন, তাঁহারা শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে ইয়ুরোপীয় যাহা কিছু তাহাই অনুকরণীয় আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহারা কেবল মুখে বলিয়া ক্ষান্ত নহেন। কার্য্যদ্বারা স্বয়ং বা সমাজকে আচরণ করিতে ও করাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। হিন্দু ল এবলিশ (abolish) করাইয়া উহার স্থানে ল অব্ প্রাইম্-

ব্যভিচার প্রচলন পূর্ব্বক যদি তাঁহারা উল্লিখিত আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাতে তত দোষ ছিল না, কিন্তু হিন্দু দের অধীন থাকিতে উহারা প্রকৃতি সহ বিরোধ বিষম অহম্মুখতা এবং স্বদেশদ্রোহিতা না বলিয়া পারা যায় না। ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ ও সংশ্রবে আমাদের যত প্রকার কর্ম্মবিপাক উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে The Joint Stock without share-holders' council, the ruin is inevitable ইহাই সর্ব্ব প্রধান। বঙ্গীয় প্রচলিত প্রজা ও ভূম্যধিকারী বিষয়ক আইন পাস হওয়া কালে ম্যানেজার নিযুক্তের প্রস্তাব শ্রবণে ভাবিয়াছিলাম যে, জমিদারী সম্পত্তি সম্বন্ধে বুঝি বা রাজচক্ষুর দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু আইন পাস হইয়া গেলে বুঝিলাম যে Legislature জমিদারী স্থাবর সম্পত্তি বিধার কর্ম্মের অচল অবস্থা স্থির চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু উহার প্রতিবিধান জন্য যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা বড়ই অপ্রচুর এবং তজ্জন্য কষ্ট বোধ হয়। অবস্থা বিশেষে ষ্টেটে ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার বিধান হইয়াছে। ম্যানেজার বাবু কোন অংশিদার সভার আনুগত্যের অধীন নহেন; প্রকৃত কথা বলিতে হইলে ষ্টেটের মালিকদিগকে প্রকারান্তরে সরকারী সহস্র কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ বাহাদুরকে একটীং দিয়া অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এবম্বিধ একটীং বিধির পোষকতা করিতে পারি না। তাহার পরেও কেবল জমিদারীই প্রজার একমাত্র সম্পত্তি নহে। মুসলমান রাজত্ব কালে বিদেশী বাণিজ্যের পসার বেশী ছিল না এবং তাঁহাদের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থায় অংশিদার গঠনের প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও Joint Stock System (জএন্ট ষ্টক সিষ্টেম) মূলক ছিল, সুতরাং আমাদের বিশেষ কষ্টের কারণ হয় নাই। কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের Individualism আমাদিগকে সমূলে নিঃশেষ করিল। ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও সংশ্রব অনিবার্য্য, কাযে কাযেই আমাদের জাতীয় ধনাধিকার

ব্যবস্থা. কালোচিত সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে আমাদের পরিত্রাণ নাই।

ইংরেজ জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও সম্পত্তি ইত্যাদির যতই অভিমান করুন না কেন, আত্মজ্ঞানের ন্যায় মহাবিদ্যা এবং অমূল্য রত্ন তাঁহাদের সংগ্রহ নাই। ইংরেজ ভারতের ভূগর্ভে খাত খুঁড়িয়া সুদূরনিম্ন হইতে ধনরত্নাদি তুলিয়া লইতেছেন! কিন্তু হিন্দুজাতির মহারত্ন আত্মজ্ঞান এ পর্য্যন্ত লইতে চেষ্টা করেন নাই। ইংরেজের প্রকৃত মনুষ্য নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছা থাকিলে হিন্দুর আত্মজ্ঞানের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যশিশু আমি ও আমার এই দুইটী কথা বলিতে শিক্ষা করিলেই অন্তরে আত্মজ্ঞানবীজের অঙ্কুর হয়। সংসারে ক্রমে শিক্ষাদ্বারা উহা বৃদ্ধি এবং বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবম্বিধ আত্মজ্ঞানের উদয় ইংরেজ জাতির আছে সত্য, কিন্তু ইহা অহঙ্কার পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, কোন বিদেশীয় এবং বিজাতীয় পণ্ডিত হিন্দুর ন্যায় উহার গুহ্য এবং সূক্ষ্ম অংশ অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দুর আত্মজ্ঞানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলে মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম বা নবজীবন লাভ হইয়া থাকে, ইংরেজেরও হইতে পারে। ইংরেজ জাতি ইচ্ছা করিলে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ দগ্ধ এবং প্রচার বন্ধ করিয়া হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজ ধ্বংস করিতে পারেন, এবং বর্ত্তমান অবস্থায় উহার দরুণ বিশেষ বেগ পাইবারও আশঙ্কা নাই সত্য বটে, কিন্তু যবচূর্ণের পরিবর্ত্তে বার্লি নাম প্রচারের ন্যায় নামান্তর হওয়া ব্যতীত; আত্মজ্ঞানমূলক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না বা হইবে না। হিন্দু সাধনার বলে কতদূর কি হইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপে ৺ কাশীধামে তৈলঙ্গ স্বামী নামে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় অতি অল্পকাল হইল তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে। পৃথিবীর একটী Wonder চলিয়া গিয়াছে। যে সাধনার বলে তৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় লোক জন্মে;

তাহা বিনষ্ট হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমি কায়স্থ, ব্রাহ্মণ নহি, আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ন্যায় পবিত্র ধর্ম্ম এবং সদনুষ্ঠান জগতে আর নাই। বহু ইতর জাতি অপেক্ষা কায়স্থ জাতি সদাচারসম্পন্ন হইলেও কোনরূপে ব্রাহ্মণের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের রীতিনীতি, আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি প্রকৃত পক্ষেই আদর্শ পদার্থ। উহা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা কোনরূপেই ইংরেজ জাতির পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। ল অব্ প্রাইমজেনিচারের জয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতে পারে, কিন্তু নিহিলিষ্ট প্রভৃতির অত্যাচার মাত্রায় আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলে পরিণামে হিন্দু বা তদ্রূপ কোন সিষ্টেমের অনুসন্ধান হওয়া বিচিত্র নহে। এই জন্যই মহর্ষি এবং মহাজনদিগের প্রতিষ্ঠিত বহু পুরাতন হিন্দু আচার ও ব্যবহার ইত্যাদি সমূলে ধ্বংস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

পরিবার গঠনের প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও মহম্মদীয় পরিবার ও জএণ্ট ষ্টক কোম্পানী, অংশিদারদিগের অংশিদার সভার আনুগত্যের বিধান না থাকায় তাঁহারাও আমাদের ন্যায় মারা যাইতেছেন। The Indian Succession Act এর অধীন প্রকৃতিপুঞ্জও উল্লিখিত কর্ম্ম-বিপাকে পতিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হা হতোস্মি! ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট বৃটিশসিংহের অন্ধতা দূর হইয়া কৃপা-কটাক্ষ হইলে আমরা রক্ষা পাইতাম, নতুবা অনশনে এবং নানা আধিব্যাধিতে মারা পড়িলাম। মনুষ্য সত্য বুঝিতে সক্ষম হইলে চিরদিনই উহার আদর করিয়া থাকে। চেষ্টা হইলে রাজপুরুষদিগের অন্ধতা দূর হইয়া সত্যের আলোকে আলোকিত হওয়া অসম্ভব নহে। যত দিন দূর না হয়, যে পরিবারে নিজেরা বন্দোবস্ত করিয়া অংশিদার-সভার আনুগত্য করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারা রক্ষা পাইবেন। রাজশক্তির সাহায্য ব্যতীত উহা মূলে ভিত্তিহীন হইলেও যে দুই দিন বেশী বাঁচা যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই। পরন্তু একা বৃটিশসিংহই কেবল দোষী নহেন। ফরাসী প্রজা-

তন্ত্র, পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্ট, ভারতের স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজবৃন্দ এবং তাঁহাদের কৌন্সেলের মেম্বরগণ সকলেই অন্ধভাবে চলিয়াছেন। উপরের লিখিত ভারতের অবিচার সম্বন্ধে সকল প্রভুকেই এক লিষ্ট ভুক্ত করা যাইতে পারে। হা বিধাতঃ! তাঁহারা কি The shareholders of the Joint Stock Companies must be under the share holders' council এই ন্যায় এবং সত্যের আদর করিবেন না? তাঁহাদের অন্ধতা কি দূর হইবে না? আমরা কি রক্ষা পাইব না? ভারতের কোন ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে সংস্কারের প্রথম সূচনা হইলে ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট বৃটিশসিংহের পক্ষে উহা বিশেষ লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। ইংরেজরাজ! তুমি পরিবারস্থ দায়াদবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল। কিন্তু উহা অপেক্ষা গুরুতর পরিবার দেহ রক্ষা যে আবশ্যক, তাহা একটী দিনের তরেও তোমার চিত্তে স্থান পায় না কেন? বৃক্ষের মূলরক্ষার জন্য যত্ন নাই, কেবল উহার শাখা প্রশাখা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা! হা বিধাতঃ, মূলেই ভুল! পারিবারিক স্বার্থরক্ষার অনুরোধে বহু স্থলে "ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদান" Individual Sacrifice আবশ্যক করে।

আত্মশাসনের ভার অর্পিত হইলে, ভারতবাসী আত্মতত্ত্বের গুহ্যাতিগুহ্য, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিতে সক্ষম কি না, তাহার পরীক্ষা দিলাম। ভারতেশ্বরি, এখন শ্রবণ করা বা না করা তোমার ইচ্ছা। বৃটিশসিংহ আমাদিগকে অংশিদার সভার আনুগত্যের অধীন কর। উল্লিখিত Lawful Remedy দাও, একবার দেবভাবে পূজা করিব। যদি কোন কারণে উহাতে সঙ্কুচিত হও, তাহা হইলে আমাদের কেহ মুখব্যাদান করিয়া কিছু বলিতে সক্ষম না হইলেও পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগণ নানাপ্রকার কুৎসিত এবং গ্লানিসূচক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তোমার সুনামে কলঙ্ক ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত

হইবে না। আমাদিগকেও সম্ভবতঃ প্রাচীন আমেরিকাবাসীর ন্যায় সংসার হইতে অচিরে বিলুপ্ত হইতে হইবে। যদি মাতঃ ভারতের উপস্থিত ঘোর অন্ন-সঙ্কটে নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হও, তাহা হইলে তোমার ভারতমাতা নামে ধিক্! স্যালিস্‌বারী, হ্যামিণ্টন প্রভৃতি মহামহিম বৃদ্ধ রাজপুরুষদিগকে ধিক্! ধিক্! হাউস অব্ লর্ডস্ এবং হাউস অব্ কমন্স্ প্রভৃতিকে ধিক্! পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী প্রজাতন্ত্র, পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজবৃন্দকে ধিক্! উল্লিখিত রাজন্যবর্গের কৌন্সেলের মেম্বরদিগকেও ধিক্! বৃটিশসিংহ আমাদিগকে Lawful Remedy প্রদান করিয়া রক্ষা কর।

ভারতেশ্বরি! উনবিংশ বিজ্ঞান শতাব্দীর শেষভাগে, প্রায় পনের বৎসর কাল মহাযোগের ফলে তোমার এই অধম সন্তান ভারত-গৌরব রক্ষার্থে যে বিজ্ঞানসূত্র রচনা করিয়াছে; বুঝিয়া দেখিলে শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া উহার সাহায্যে অধঃপতিত ভারতবাসীকে শান্তিপ্রদ এক অভিনব ব্যবহারসূত্রে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা এবং যত্ন ব্যতীত তাহাও কি কখন সম্ভব? ভিক্টোরিয়া! মহাসঙ্কটে, ঘোর ব্যবহার-বিপ্লবে রক্ষা কর। মাতঃ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

ভারত-সন্তানগণ যুড়াইবে হিয়া।
সব ভাই মিলে গাও "জয় ভিক্টোরিয়া"॥

তাই ভারতবাসী! ভগবান্ কখনই সর্ব্বনাশ করিবেন না। তিনি রাজা প্রজা সকলের বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের ঘোর নেত্রাভিষ্যন্দ-বিকার দূর করিয়া আমাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

"গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁরে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটী চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়" ॥
জয় সত্য সনাতন, জয় জগৎ কারণ,
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়।
অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল-আলয় ॥
ভুবন বিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তিধামে,
"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" কি ভয় কি ভয় ?
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ হরণ,
অধম সন্তানে নাথ দেহি পদাশ্রয় ॥"

পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি। হিন্দুবিজ্ঞান-সূত্র সমাধা হইল।

"শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরি হর হর দুষ্কৃতিভারং ॥"

ভ্রমসংশোধন।

বিশেষ আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, বঙ্গের মাননীয় ও মহা-
হিম বঙ্গাধিকারীর বংশ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মৃত রাজা ব্রজেন্দ্র-
নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ রায়
বঙ্গাধিকারী মহাশয় এখনও বর্ত্তমান আছেন। আলাপে জানিতে
পারিয়াছি যে, তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা বর্ত্তমান আছেন।
মুর্শিদাবাদ বালুচরে সব্‌রেজিষ্ট্রারের কার্য্য অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে
জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন! রাজবাটীর অবস্থা যাহা প্রত্যক্ষ
করিয়াছি, তাহাতে নেত্রজল সম্বরণ করা যায় না। যে স্থানে রাণীমাতা-
দিগের স্নানের জন্য ফোয়ারা ছিল, তাহার অদূরে অতি অল্পকাল হইল
ব্যাঘ্রে গোবধ করিয়াছে। ন্যূনাধিক ৬০।৭০ বৎসর কাল মধ্যে কি
ভয়ঙ্কর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! হা বিধাতঃ! সকলই তোমার ইচ্ছা।

হিন্দু-বিজ্ঞান সূত্র

"মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি ?"

পবিত্র হিন্দুত্ব সাধন

কেন ?

তবে শুনুন

মূল্য কত ?

এখন বিনা মূল্যে

সময়াৎে ?

পরার্দ্ধ মুদ্রা

মূল্য এত কেন ?

এতৎ হিন্দু বিজ্ঞানসূত্রং

শ্রী বিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি. এন. রায় প্রণীত

সান্যাল এণ্ড কোং।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগানষ্ট্রীট ভারত মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩১৩ সন।

হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র

বা

আত্মতত্ত্ব।

ষষ্ঠ সংখ্যা, } অগ্রহায়ণ, { ১২১২ সন।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল ঝাঁপতাল।

"হর শঙ্কর শশিশেখর পিণাকী ত্রিপুরারে।
বিভূতি-ভূষণ দিক্-বসন জাহ্নবী জটাভারে॥
অনল ভালে মদন-দমন, তরুণ অরুণ-কিরণ নয়ন,
নীলকণ্ঠ রজতবরণ, মণ্ডিত ফণিহারে।
উন্মারূঢ় গরলভক্ষ্য, অক্ষমালা শোভিত বক্ষ,
ভিক্ষা লক্ষ পিশাচপক্ষ রক্ষক ভব পারে॥"

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীমহাদেব শম্ভো! সর্ব্বপ্রকারের অপরাধ ক্ষমা করিয়া সদয় ও সন্নিকট হও। আশুতোষ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

ভাই পাঠকবৃন্দ! হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রপ্রণেতা বীর বিশ্বনিন্দুক এখনও জীবিত আছে। বয়ঃক্রম চুয়াম্ন বৎসর চলিতেছে। এ বৃদ্ধ বয়সে আবার একটী অভিযানে প্রবৃত্ত হইলাম। বীর বিশ্বনিন্দুক কি এ যাত্রায় অপমানিত হইবে? ব্রহ্মময়ীর কৃপা থাকিলে কখনই অপমানিত হইবে না। আপনারা উপস্থিত ষষ্ঠ অভিযানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া

কৃতার্থ করুন। ভাই পাঠক! বাঙ্গলা সন ১২৮৯ সালের প্রথম হইতে ভারতের মলহরণ জীবনের ব্রত করিয়াছি এবং একাগ্রচিত্তে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। সুতরাং আমাকে ভারতের এক জন মলহারক বলিলে দোষ হয় না। মলহারক সাধুভাষা। ইতর ভাষায় উহাকে মেথর এবং ইংরেজীতে sweeper (সুই-পার) বলে। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া sweeping (সুইপিং) কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। সুদীর্ঘ কালও অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু হায়! মল দূরীভূত হইয়া ভারত নির্ম্মল হইল কৈ? এতদিন জ্ঞানকাণ্ডে বিশেষরূপে নিযুক্ত ছিলাম, সংপ্রতি কর্ম্মকাণ্ডের মলকর্ত্তন করিব। দেখা যাউক, এ যাত্রায় কালী কুল-কুণ্ডলিনী কি করেন। জগদম্বে! সমস্তই তোমার ইচ্ছা। বীর পুত্র তব Theoretical (থিও-রেটিক্যাল) পরিত্যাগ করিয়া Practical প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্ষেত্রে অভিযানে উদ্যত হইয়াছে। মা গো! আশা সফল করিও। চৈতন্যরূপিণি! তোমার কৃপায় যেন অচৈতন্য ভারতের চৈতন্য সম্পাদনে আর বিলম্ব না ঘটে। পাঠকবৃন্দ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থকারের সহিত মিলিয়া একবার বলুন "জয় কালী মায়ীকি জয়।"

হায় রে! শাস্ত্র, তন্ত্র বা মন্ত্রাদি প্রায় সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু উহার প্রতি ভারতবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিন দিন অন্তর্হিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড বা Practical (প্র্যাক্‌টিক্যাল) খণ্ড লোপের উপক্রম দেখা যাইতেছে কেন? সবিশেষ বিচার করিলে, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিশেষ কোন মলের আবরণই সমস্ত দুর্দ্দশার মূলীভূত কারণ। ভাই সকল! দেশত্যাগে, বনবাসে, ঘোর অবসন্ন অবস্থায় অপিচ এই বৃদ্ধ বয়সে ভারতের মঙ্গল জন্য আমাকে আবার মলকর্ত্তন অর্থাৎ সুইপিং কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। মলকর্ত্তনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে কেহ সুই-পার বলিলে দুঃখ নাই। কিন্তু The great (দি গ্রেট) হইতে সক্ষম না হইলে বীর-হৃদয়ে দুঃখ উপস্থিত হয় বৈ কি!

মানব শরীর মলবাহী বিধায় ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সময়ে সুই-পার হইতে হয়। কিন্তু অন্যের মল কর্ত্তন না করিলে সমাজে সুই-পার নাম অর্জ্জন করা যায় না। ভারতের মঙ্গল এবং পৃথিবীর পরিত্রাণ জন্য বি. এন. রায় শেষ সুইপিং ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছে। পাঠক! কিছু কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। ভরসা করি, কালিকার কৃপায় বি. এন. রায় কি ভাবের মেথর এবং সমাজে কি প্রকার আদর ও সম্মান পাইবার যোগ্য ব্যক্তি এ যাত্রায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। সুই-পার সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ অনেকে সময়ে সময়ে আপন কর্ত্তব্য-বিচ্যুত হইয়া মল দূরীকরণের পরিবর্ত্তে মল লেপনপূর্ব্বক জীবের অভিশাপ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। জগদম্বার কৃপায় যেন বিপথে ধাবিত না হই এবং দি গ্রেট নাম অর্জ্জন পক্ষে কোন বাধা না জন্মে। ভাই সকল! আশীর্ব্বাদ করুন, অত্র অভিযানের ফলে বি. এন. রায় যেন The great sweeper of India during his Majesty, the Emperor Edward Seventh's reign নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতে পারে। সমস্তই আনন্দময়ীর ইচ্ছা। মাতঃ আনন্দময়ি! একবার সদয়া হও।

আমার আগম ও নিগমের বিষয় কেহ চিন্তা করিবেন না। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আবশ্যকীয় কয়েকটী কথা এবং আমাদের বংশ-বিবরণের পরিত্যক্ত কয়েক পৃষ্ঠা বর্ণনা করিতেছি। ভারতে প্রাচীন ভাবের অভাব হইয়াছে; কিন্তু নূতনটী আগত হয় নাই। উভয় সঙ্কটে পতিত ভারতবাসী নিরন্তর পরিত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে। অভাব শব্দের অর্থ (ন+ভাব=অভাব)। ভাবের ভিন্নতা অর্থাৎ ভাব ভিন্নরূপ দেখা গেলেই উহাকে অভাব বলে। অভাব দর্শনের একটী বিশেষ শব্দ, উহার যথেচ্ছ প্রয়োগ চলিতে পারে না। যাঁহারা অভাব শব্দের স্রষ্টা, তাঁহারা যে ভাব প্রকাশের জন্য উহার প্রয়োগ করিতেন, তদ্ব্যতীত ভিন্ন অর্থে কখনই উহার প্রয়োগ হইতে পারে না। অনু-

বাদকগণ ইংরেজী (The neccesity is the mother of invention) অনুবাদ স্থলে (অভাবই সৃষ্টির মূল) এবম্বিধ অনুবাদ করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষ শব্দ অভাবকে কলুষিত করিয়া প্রকারান্তরে অমূল্য দর্শন-শাস্ত্রকে কলুষিত করিয়াছেন। এই কৌতুকাবহ ভ্রমে নিপতিত বর্ত্তমান বঙ্গীয় লেখক-দলের অনেকে অভাব শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিতেছেন, ইহার সংশোধন নিতান্তই আবশ্যক। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র ২য় সংখ্যায়, ইহার বিস্তারিত আলোচনা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই। গতিকেই অত্রস্থলে সংক্ষেপে বলিতে হইল যে, কামই সৃষ্টির মূল। অভাব বা ভাবের ভিন্নতা স্থলবিশেষে সৃষ্টি ব্যতীত উহা কখনই সৃষ্টির মূল নহে। যাঁহারা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কেবল তাঁহার কাম বা ইচ্ছা-শক্তি প্রভাবেই জগতের সৃষ্টি হইতেছে। অপিচ জীবকৃত প্রত্যেক সৃষ্টির মূলেই কাম, কামনা বা ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। অতএব কামই সৃষ্টির মূল ব্যতীত অভাব সৃষ্টির মূল নহে।

অত্রস্থলে অপর একটী বিষয় বক্তব্য এই যে, বীরের ভাণ্ড কখনই গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদিরা ছাড়া নহে। চাপা দিতে ইচ্ছা করিলেও ভুর ভুর করিয়া গন্ধ উঠে। বীর-প্রদত্ত সুধা পান করিব। অথচ মাদকের সম্পর্ক দেখিলেই শিহরিয়া উঠিব, এ অতি অন্যায় আবদার। আমি অতঃপর বালক পাঠকবৃন্দের জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিলেও ঘটনার চক্রে যদি কিছু প্রকাশ পায়, বুদ্ধিমান্ পাঠক যেন ক্ষমা করেন।

পিতৃপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করিলে শুভাদৃষ্টের সঞ্চার হয়। এই প্রাচীন বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া বংশ-বিবরণের অপ্রকাশিত অংশ নিয়ে কীর্ত্তন করিতেছি। বঙ্গে কায়স্থসভা সংস্থাপিত হওয়ার পর চতুর্থ বর্ষ চলিতেছে। উক্ত মহাসভা, উহার মুখপত্র কায়স্থপত্রিকা বা সমাজতত্ত্বজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দের প্যাম্ফ্লেট (pamphlet) প্রভৃতি দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থের

পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা বা অনুসন্ধান হইয়াছে, উহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহাদের কুটুম্বাদি বা স্বজাতীয় অন্যান্য মহাত্মাদিগের মহিমা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা অনুসন্ধান করিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি-বিবরণ জানিতে পারা যায়। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থসভার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বারেন্দ্র, বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ী ও উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ মহাত্মাদিগের নিকট সুপরিচিত মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর কায়স্থসভার সভাপতি মুরহর দেবের বংশধর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ" নামক পুস্তক হইতে "হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের সহিত বারেন্দ্র কায়স্থগণের সম্বন্ধ" শিরোনামা বিশিষ্ট ষোড়শ অধ্যায় হইতে ভৃগু নন্দীর বংশ-বিবরণ সম্বন্ধে কতকগুলি কথা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ মন্তব্যও প্রকাশ করিলাম।

উক্ত পুস্তকের ১১৩ পৃষ্ঠা "৯৯৪ শকাব্দায় অর্থাৎ ১০৭২ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে বারেন্দ্র কায়স্থ সম্প্রদায়ের অন্যতম স্থাপয়িতা ভৃগু নন্দী মহাশয় মহারাজ বল্লাল সেনের সভায় আগমন করেন। তৎকালে সেন রাজবংশের প্রতাপ-ভাস্কর মধ্যাহ্ন গগন হইতে অধিক অপসৃত হয় নাই। ১০১০ শকাব্দায় অর্থাৎ ১০৮৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল পঠীবন্ধন ও মর্য্যাদা প্রথার সৃষ্টি করেন। তৎপূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভৃগু নন্দী বল্লাল সেনের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।" উপরোক্ত ভৃগুনন্দী মহাশয়ই আমাদের আদিপুরুষ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে বঙ্গে আগমনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত হন।

১১৫ পৃষ্ঠা "শিব নন্দীর বংশজাত মনোহর নন্দী মহাশয় দিল্লী সহরে বাদসাহী সেরেস্তায় মুন্সীগিরি কর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করত দেশে প্রত্যাগত হয়েন। দিল্লীর একজন সঙ্গতিপন্ন লালা কায়স্থ তাঁহার গুণপণায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করেন।

এ সম্বন্ধে ঢাকুরে সুস্পষ্ট উক্তি আছে। অতএব দেখিতে পাই এ সময়েও পশ্চিম প্রদেশীয় সদাচারসম্পন্ন লালা কায়স্থগণ বারেন্দ্র কায়স্থ-গণের সহিত স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতেন। এমন কি তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বংশধর-গণ অদ্যাপি সসম্মানে পোতাজিয়া গ্রামে বসতি করিতেছেন।" আমি স্বয়ং উপরোক্ত যুগলের বংশধর। শিব নন্দী, ভৃগু নন্দী মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ মনোহর নন্দী মহাশয় দাস সম্রাট্দিগের অধিকার কালে দিল্লীতে কার্য্য করিতেন। পারিবারিক জনশ্রুতিতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে ইঁহার সময়ে পিতৃপুরুষেরা আহারের জন্ম স্বর্ণথাল পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন।

১১৬ পৃষ্ঠা "১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মানসিংহ বঙ্গদেশে আগমন করত কাননগু দপ্তরের সৃষ্টি করেন। ভৃগুনন্দীর বংশধর গোপীকান্ত রায় ঐ কাননগু দপ্তরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজা মানসিংহ রায় মহাশয়ের কর্ম্মতৎপরতায় প্রীত হইয়া তাঁহার স্বগ্রাম অষ্টমুনিষা ও আরও কয়েক খানি গ্রাম তাঁহাকে মিলিক লিখিয়া দেন অর্থাৎ নাম মাত্র কর ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে ঐ কয়েক খানি গ্রাম জায়গীর স্বরূপ দান করেন। গোপীকান্তের বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতে-ছেন।" গোপীকান্ত রায় মহাশয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ না হইলেও ভৃগু নন্দীর বংশধর বটেন, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন।

১১৬ পৃষ্ঠা "যখন ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন শিবনন্দীর বংশজাত রূপরায় মহাশয় নবাব সায়েস্তা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বা কিছু পূর্ব্বে দেওয়ানী কার্য্যে বাহাল হয়েন।" আমি স্বয়ং ভৃগুপুত্র শিবনন্দীর শাখায় জাত। রূপরায় মহাশয় আমার পূর্ব্ব-পুরুষ বা তাঁহাদের জ্ঞাতি ছিলেন জানি না।

১১৬ পৃষ্ঠা "ভৃগুনন্দীর পুত্র কানুর বংশধরগণ মধ্যে রাজ্যধর রায়

নামে এক ব্যক্তি এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহ-সরকারে বাঙ্গলার উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আরবি ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।" রাজ্যধর রায় মহাশয় ভিন্ন শাখা হইলেও আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন।

১১৭ পৃষ্ঠা পূর্ব্বোক্ত দেওয়ান রূপরায়ের পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে * * * গোবিন্দরাম রায় মহাশয় ঢাকার নবাবের দেওয়ানী করিতেন। তিনি পোতাজিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নবরত্ন মন্দির সংস্থাপন করেন। তদ্বংশীয়গণ নবরত্নপাড়ার রায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বংশীয় দেবীদাস রায় মহাশয় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব বিভাগের প্রধান সচিব ছিলেন। পরে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করেন। দেবীদাসও নায়েব-দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ মহিমাপুরে আসিয়া বসতি করেন। নবাব-সরকারে দেবীদাসের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে খাঁ-বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।" গ্রাম্য জনশ্রুতিতে আমার যাহা ধারণা আছে, তাহাতে গোবিন্দরাম রায় মহাশয় নবাবের ক্রোড়ী ছিলেন। উপরোক্ত দুই ব্যক্তি মাধবের ধারা অর্থাৎ ভিন্ন শাখা হইলেও আমাদের জ্ঞাতি ছিলেন। ক্রোড়ী, কাননগু, রায়-রাঁইয়া, নায়েব-দেওয়ান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উচ্চ রাজপদে মাধবের শাখার অনেকে নিযুক্ত ছিলেন এবং উল্লিখিত পদগুলি অপেক্ষা নিম্নতর রাজপদেও বংশের অনেকেই নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান-অধিকার কালে মাধবের শাখা খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে অন্যান্য শাখাকে অতিক্রম করিয়াছিল।

১১৭ পৃষ্ঠা "এই সময়ে পোতাজিয়ার প্রসিদ্ধ রায় বংশের ভবানীশঙ্কর রায় মহাশয়, বাঙ্গলার রায়-রাঁইয়া পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায়-রাঁইয়া পদ আধুনিক সেশনজজের তুল্য পদ ছিল।" আমি উল্লিখিত ভবানী-

শঙ্কর রায়ের বংশধর। ভবানীশঙ্কর রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বংশের ইতিহাস মৎকর্ত্তৃক হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্বে মসীজীবির কার্য্যে এতদ্দেশে কায়স্থ জাতির বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ভৃগুবংশের অনেকে প্রাদেশিক রাজা ও মহারাজাদিগের প্রধান প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। যতই অনুসন্ধান হইবে ভৃগুবংশের অবস্থা বিস্তারিত রূপে জানা যাইবে। পিতৃপুরুষদিগের কটুম্বগণও রাজসরকারে প্রধান প্রধান রাজপদে কার্য্য করিতেন। আমাদিগের বংশবিবরণে উহা প্রকাশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

আমাদের বংশে ভবানীশঙ্কর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় নবাব-সরকারে কোন বড় চাকুরি করিতেন। কিন্তু উক্ত কার্য্য অপেক্ষা গুদিবাড়ি ষ্টেটের খরিদা অংশ দখল করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। তাঁহার সময়ে অন্যের জমিদারী দখল করা বিশেষ কঠিন কার্য্য ছিল। জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় গুদিবাড়ি ষ্টেটের খরিদা বহু অংশ দখল করিয়া একজন দুর্দ্ধর্ষ জমিদার নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রবণে পরগণার অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমার মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যুকালীন শেষ বাক্য এই যে "আমার সোণার ভানু কা'কে দিয়ে গেলাম।" মাতাঠাকুরাণী আমাকে ভানু বলিয়াই ডাকিতেন। অপর আমার প্রতিপালিকা বড় মাতৃষসা ঠাকুরাণী আমার সঙ্গে সঙ্গে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া বিগত ১৯ এ আশ্বিন রাত্রিতে চিথলিয়ার বাটী হইতে পরলোকগতা হইয়াছেন। তিনি চিরজীবন আমাকে শ্যামাচরণ বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রে প্রথম পাঁচ সংখ্যা একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পর বংশে

জন্ম ও মৃত্যুর বর্ণনা এবারে করিলাম না। এই কাল মধ্যে আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপদ রায়ের শুভ বিবাহ মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ রায় মহাশয়ের পৌত্রী অথবা উক্ত স্থলের জজ-কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত তরণীমোহন রায় বি. এল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হৈমবতীর সহিত এবং মেজ দাদা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র রায়ের শুভ বিবাহ জাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৌলিক বি. এল মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নালতার সহিত হইয়াছে।

ভৃগুবংশে মাধবের ধারা মহিমাপুরের শাখায় রণজিৎ রায় মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পৈত্রিক ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য্য হেতু তিনি বিশেষ কোন চাকুরি করেন নাই। উর্দ্দু, পারস্য ও বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত অপিচ পলাশী-যুদ্ধের সময়ে জীবিত ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, সিরাজউদ্দৌলা, মিরজাফর, লর্ড ক্লাইব, রাজা রাজবল্লভ এবং রাজা রায়দুর্লভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। বিশেষ কোন চাকুরি না করিলেও নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক অনেক স্পেশ্যাল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উহা উদ্ধার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। মহিমাপুরে বাস নিবন্ধন নিজ প্রতিভার গুণে জগৎশেঠের পরিবারে একপ্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিতেন। কলিকাতা-পতনের সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণেল ক্লাইব ও এড্মিরাল ওয়ার্টসন্কে পাঠাইয়া রায় মাণিক-চাঁদকে দূরীকরণপূর্ব্বক কলিকাতা পুনরধিকার করিলে পর পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজের যে সন্ধি হয়, তাঁহা এই রণজিৎ রায় মহাশয়ের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি উর্দ্দু ভাষায় ভৃগুবংশের বিশেষতঃ মাধবের ধারার এক বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মাধবের বংশ বঙ্গীয় নবাবগণের

সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্মিলিত থাকায় উহাকে বল্লাল সেনের সময় হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গের অর্দ্ধ ইতিহাস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই পুস্তক পাবনা টাউনের এক ক্রোশ উত্তরদিক্‌বর্ত্তী সিঙ্গা-নুরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের বাটীতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে উহার গতি কি হইয়াছে বলিতে পারি না।

অপর একটী কথা এই যে, বল্লাল সেনের অন্যতম মন্ত্রী ভৃগুনন্দীর পুত্রগণ মধ্যে কানু ও মাধব সম্ভবতঃ বল্লাল-পুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব-কালেই পোতাজিয়া গ্রামে বাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং পোতা-জিয়া গ্রাম অতি প্রাচীন পল্লী। হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের সময়েও উহার অস্তিত্ব ছিল। আমি অতঃপর ক্রমে মূল মন্তব্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

লর্ড কার্জ্জন ও লর্ড এমথিল বাহাদুর যাঁহাদের রাজপ্রতিনিধিত্ব কালে বর্ত্তমান সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

পিতঃ আরল মিণ্টো বাহাদুর! তোমার জয় হউক। তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন এই যে, বর্ত্তমান সংখ্যা আমাদের সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের পাদপদ্মে উৎসর্গ জন্য লিখিত হইয়াছে। অন্তরের উৎসর্গ বাকি নাই। কিন্তু শ্রবণ করিতে পাই যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত সম্রাটের পাদপদ্মে কিছু উৎসর্গ করা যাইতে পারে না। অতএব কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা এই যে, যথারীতি অনুমোদনের প্রার্থনা করিলে অনুমোদন করিয়া কৃতার্থ করিও। পিতঃ! প্রায় শতাব্দী কাল গত হইল, তোমার পূর্ব্বপুরুষ লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মঙ্গল জন্যই আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ তোমাকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমার পূর্ব্বপুরুষ লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ফরাসী ও ওলন্দাজ ব্যতীত

কখনও ভারতবাসীকে জ্বালাতন করেন নাই। তুমি পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে ভারতবাসীর চিন্তার কোন কারণ নাই। সম্ভবতঃ সমস্ত জ্বালা ও যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে। পিতঃ! ভারতের প্রকৃত শান্তিদাতা হও। বিধাতার কৃপায় তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালে ভারতে প্রকৃত শান্তির সূত্রপাত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালের উল্লেখযোগ্য একটী বিশেষ দিন। যিনি যাহাই বিবেচনা করুন, কৃপাময়ীর কৃপায় উহা ইতিহাসে সময়ে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবেই হইবে। কার্জ্জনের অধিকার কালেই ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগে ছিলাম। কিন্তু উহা ভগবানের ইচ্ছা নহে, নতুবা তিনি কাল পূর্ণ না হইতেই ভারতের ন্যায় সোণার সিংহাসন হইতে অপসৃত হইলেন কেন? সে যাহা হউক তোমার রাজপ্রতিনিধিত্বের আরম্ভেই ভারতের degenaration (অধোগতি) বিনষ্ট হইয়া regenaration এর (উর্দ্ধগতির) সূত্রপাত হইতেছে। আমার আনন্দের আর সীমা নাই। এতদিনে অন্তরের আশার সাফল্য সম্ভাবনা হইতেছে। আমি কৃতার্থন্মন্ত হইলাম। পিতা মাতা জন্মদাতা বটেন; কিন্তু হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র পাঠে লোকের পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি নিশ্চয়। ভারতে নবজীবন বা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্তির বীজ মহামেলাকালেই রোপিত হইয়াছিল। বিধাতার ইচ্ছায় এতদিন পরে অঙ্কুরিত হইল। নেত্রবিকার বশতঃ সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর না হইলেও প্রজ্ঞাচক্ষু সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মাগণ উহা অবশ্যই দেখিতে পাইবেন। এখন উদ্যান-রক্ষকের যত্নে কণ্টক বিদূরিত হইলে উল্লেখিত অঙ্কুর শাখা ও প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক মহামহীরুহে পরিণত হইয়া শান্তির সুশীতল ছায়া প্রদান করিতে পারে। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল, জঞ্জালগুলি কাটিয়া শেষ করিলাম। এখন শান্তিতরু নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইলেই মঙ্গলের বিষয়। মহীপাল! তোমার শুভাদৃষ্ট ধন্য, যে হেতু

তোমার রাজপ্রতিনিধিত্ব কালেই ভারতে শান্তিতরু অঙ্কুরিত এবং প্রকৃত নবজীবনের সূত্রপাত হইতেছে। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

পিতঃ মিণ্টো বাহাদুর! হিন্দু পরিবার, মহম্মদীয় পরিবার এবং Indian succession Act এর অধীন দেশী খৃষ্টান পরিবার প্রভৃতি Administration এর দোষে ভয়ানক কর্ম্মবিপাকে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। পুনরালোচনার বিশেষ ইচ্ছা নাই। অদৃষ্টের দোষে British administration দেশের জয়েণ্ট-ষ্টকসমূহকে without shareholder's council করিতেছে। সুতরাং ভারতের পরিত্রাণ নাই। রাজপুরুষগণ হিন্দু-ল, মহম্মদীয় ল এবং ইণ্ডিয়ান সাকসেসন্ আক্টের প্রভাবে সৃষ্ট জএণ্ট-ষ্টকের মেম্বরদিগকে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা যথেচ্ছ বিচরণের অধিকার দিয়া ভাবিতেছেন স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার জন্যই ভারতে নরক গুলজার হইতেছে। এবম্বিধ কৌতুকাবহ ভ্রম আর দেখা যায় না। বিস্তারিত জানা ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বের সংখ্যা গুলি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ভারতকে আমার লম্বোদরে পূর্ণ করিয়া রাক্ষসের গ্রাসে জীর্ণ করি নাই। বরং সিংহের সুতীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় সেই ছিদ্রপথে a joint stock without shareholder's council the ruin is inevitable এই করুণ আর্ত্তনাদটী বহির্গত হইয়াছে। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম উল্লিখিত মর্ম্মকথাটী ভারতীয় Legislature (লেজিস্লেচার) গৃহে যতদিন বিশেষরূপে আন্দোলন ও আলোচনা না হইতেছে, ততদিন কোনরূপেই ভারতের পরিত্রাণ নাই। উল্লিখিত বিষয়ে আন্দোলন, আলোচনা এবং পরিণামে সুমীমাংসা ব্যতীত প্রকৃতিপুঞ্জের আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে এককালেই অসম্ভব। হায় রে! ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান বা দেশী খৃষ্টান প্রকৃতিপুঞ্জ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত

হইল। মহীপাল! যদিও ল অব প্রাইম জেনিচারের উচ্ছেদ ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি সম্ভাবনা নাই তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় মন্দের ভাল, যদি আমাদিগকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করিতেই ইচ্ছা হয় তাহা হইলে ল অব প্রাইম জেনিচার এবং উহার আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত করিয়া হিন্দু, মুসলমান বা দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রকৃতিপুঞ্জের জাতীয় ধনাধিকার-ব্যবস্থা abolish (এবলিশ) করুন, আর যদি আমাদিগকে ভিন্ন ভাবে রক্ষা করাই আবশ্যক বিবেচনা হয়, তাহা হইলে The shareholder's of the joint stock companies must be under the share-holder's council এই ন্যায়সঙ্গত নীতি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধানপূর্ব্বক পরিবারগুলিকে systematic joint stock এ (সিস্‌টেমেটিক জএণ্ট-ষ্টকে) পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। শান্তি উপস্থিত হইবে। হিন্দু-ল, মহম্মদীয়-ল, ইণ্ডিয়ান সাকসেসন আক্ট এবং ল অব প্রাইম জেনিচার ইত্যাদির মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে কোন্‌টী অবলম্বন বাঞ্ছনীয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও আলোচনার যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে। উহার বিশেষ বিচার এবং আলোচনা ব্যতীত পৃথিবীর মঙ্গল নাই। ভারতেশ্বর! যদি বি. এন. রায়ের উক্তি পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা কর ও রাজত্বকাল উদাসীন ভাবে কাটাইয়া যাও, তাহা হইলে বুঝিতেছি যে, তোমার যশোভাগ্য নাই। পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিগণ যে উদাসীন থাকিবেন বা থাকিতে সক্ষম হইবেন বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখিতে পাইলেই সন্তুষ্টির কারণ হইবে। ভারতেশ্বর! পদাশ্রিত ত্রিশকোটী মানব রসাতলে যাইতেছে। কৃপাবলোকনপূর্ব্বক রক্ষা করুন।

হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান পরিবারের প্রত্যেক আশ্রম গৃহটী আপন আপন চতুঃসীমার মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র রাজত্ব। সন্ধি, বিগ্রহ, শাসন ও পালন ইত্যাদি সমস্তই উহাতে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান আছে।

কিন্তু রাজার রাজত্বই পরিবাররূপ রাজত্বের প্রাণ স্বরূপ। আমাদের ভাঙ্গা কপালের দোষে আমাদের রক্ষক এবং পালক রাজরাজেশ্বর পরিবাররূপ রাজত্বের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়াছেন ও করিতেছেন। হিন্দু-ল, মহম্মদ-ল আদি প্রচলিত রাখিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় পরিবার প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে আবার ঘোরতররূপে বিড়ম্বনা প্রদান করিতেছেন কেন? হায় রে! রাজ্যেশ্বরের এই কৌতুকাবহ ভ্রম কি কিছুতেই অপনোদন হইবে না? সভ্যতার আদিম অবস্থায় স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদিগের দুরাশা এবং অত্যাচার নিবারণ জন্যই ক্রমে দল ও দলপতির সৃষ্টি। পরিণামে প্রধান প্রধান দলপতিগণই রাজপদের সৃষ্টি করিয়া অধিকার করিয়াছেন। রাজা ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া থাকা হেতুই প্রকৃতিকুল আত্মকৃত যত্নের ফল ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয়। স্বার্থান্ধ কেহ অন্যকৃত যত্নের ফল হরণ করিতে পারে না। সমদৃষ্টিতে প্রজার ন্যায়ানুগত স্বার্থ রক্ষাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। ইংরেজ-রাজের বিবেচনার ত্রুটী ও প্রশ্রয় হেতু পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অস্থি ও মজ্জা প্রভৃতি দৃঢ়তররূপে অধিকার করিয়াছে এবং করিতেছে। সুতরাং আমাদের শান্তির লেশ মাত্র নাই। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিবার-দেহে সাংঘাতিক রোগ স্বরূপ। উহার প্রভাবে পরিবাররূপ রাজত্বে রাজার সহিত প্রকৃতিপুঞ্জের বিদ্রোহভাব কেবল মাস বর্ষ নহে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর কাল সমভাবেই বিরাজ করিতেছে। অতএব শান্তির অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? রাজবিধির প্রভাবে সৃষ্ট হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক পরিবার এক একটী জএণ্ট-ষ্টক হইলেও উহার অংশীদারগণ অংশীদারসভার আনুগত্যবিহীন হইয়াছে, প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-রোগগ্রস্ত এক একটা অদ্ভুত জীব হইয়াছেন। রাজপুরুষদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবলম্বন না করিলে পদে পদেই ঠকিতে হয়, আবার এদিকে

জএণ্ট-ষ্টকের মেম্বর হইয়া পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বিপথে ভ্রমণ হেতু সর্ব্বনাশ নিশ্চয়। আমার কথায় যাঁহার অশ্রদ্ধা করিতে হয় করুন; কিন্তু বিপথে ভ্রমণে মঙ্গল হয় ইহা কখনই সিদ্ধান্ত বা স্বীকার করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা administration এর গুরুতর দোষ আর কি হইতে পারে? কর্ম্মকাণ্ডে জীবের আহার; সর্ব্বাগ্রে যদি প্রকৃতিপুঞ্জের আহারের মূল বিনষ্ট হইল, তবে সর্ব্বনাশের আর বাকি কি থাকিল! আরল মিণ্টো বাহাদুর! সবিশেষ সূক্ষ্মরূপে বিচার ও আলোচনাপূর্ব্বক আমাদের অন্নমূল সংশোধন করিয়া রক্ষার পথ উন্মুক্ত করুন। পিতঃ! তোমাকে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক নিজ কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইতেছি।

পাঠকবৃন্দ! জগত্তারিণী জগদম্বার নাম স্মরণপূর্ব্বক আমি অতঃ-পর ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছি।

খাম্বাজ—একতালা।

"নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষিণী।
নীলনলিনী যিনি ত্রিনয়নী নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী॥
নিরমল নিশাকর-কপালিনী নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী।
নৃকর চারুকর সুশোভিনী লোলরসনা করালবদনী॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূলছাল নীলপদ্ম করে করি করবাল।
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকরে লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী॥
নিপতিত পতি শবরূপে পায় নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়।
নিস্তার পাইতে শিবের উপায় নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥"

মহারাজা শিবচন্দ্র।

যে সময়ে নবাব হাজি ইলিয়সের পৌত্র সুলতান গয়েসউদ্দিন পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ-নির্ম্মাতা আপন পিতা সেকেন্দর

সাহকে নিধন এবং নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের চক্ষু উৎপাটন করিয়া নবাবী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকাল বঙ্গদেশের পক্ষে বিশেষ দুর্দ্দিন। সুলতান গয়েসউদ্দিন সুশাসকরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বঙ্গে কিছুকালের জন্য ঘোর অবসন্ন দশা উপস্থিত হইল। উল্লিখিত সময়ে দিল্লির বাদসাহ হীনপ্রতাপ এবং বঙ্গীয় নবাবের পশুশক্তিও ক্রমেই হীন দশা প্রাপ্ত হইতেছিল। দিনাজপুরের অন্তর্গত বিঠুরের হিন্দুরাজা গণেশ বলপূর্ব্বক নবাবী সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার পৌত্রের রাজ্যভোগের পরে ক্রীতদাস ও হাবসিগণ অনায়াসে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং অল্পকাল মধ্যেই কতকগুলি নবাবের পরিবর্ত্তন হইল। ইতিহাসে উপর্য্যুপরি ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখা গেলে, রাজকীয় পশুশক্তির বিষম দৌর্ব্বল্যই প্রতীয়মান হয়। কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, দেশের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে পশ্বাচার শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রভা কোন নৈসর্গিক কারণে হীনদশা প্রাপ্ত হওয়ায় বীরাচার নামে অভিহিত কামচর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। তাহারা শুক্রসাধন বিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক শাস্ত্রের সদুদ্দেশ্য ভুলিয়া সমাজের বিশেষ উপদ্রবকারী হইয়াছিল। বঙ্গসমাজ ছারখার ও অধঃপাতে গিয়াছিল। দেশ মধ্যে ধর্ম্ম, নামে ব্যতীত কার্য্যে একপ্রকার ছিল না। রাজা গণেশের পুত্র হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। শাস্তির হেতু রাজা, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সমস্তই যেন কোন বিষম কালকূটে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা দেশমধ্যে এক প্রকার বন্ধ হইয়াছিল। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র নানাপ্রকার

এবং ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন, উহাকে মনুসংহিতা তাহাকে হারীত সংহিতা এবং অমুককে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে ব্যবস্থা দিয়াছি; গতিকেই ব্যবস্থা একপ্রকারের হয় নাই। এবম্বিধ উক্তিতে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা বিশেষরূপেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমস্ত দেশ মহাবিপ্লবের দশায় পতিত হইয়াছিল; ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায়, এই মহাবিপ্লবের সূত্রপাতে নবদ্বীপে বাসুদেব শর্ম্মা নামক একটী ব্রাহ্মণকুমার জন্মগ্রহণ করেন।* বয়ঃক্রম ছয় বৎসর অতীত না হইতেই নবদ্বীপস্থ কোন টোলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ করেন। অধ্যাপক মহাশয় তামাক সেবনের ইচ্ছাপ্রযুক্ত একদিন নিকটস্থ শিশু ছাত্র বাসুদেবকে অগ্নি আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। বাক্য পূর্ণরূপে নিঃসারিত হইবার পূর্ব্বেই শিশু বাসুদেব অন্তঃপুর অভিমুখে ছুটিলেন এবং অধ্যাপক-পত্নীকে উননের বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া গুরুর অভিপ্রায় জ্ঞাপনপূর্ব্বক কিছু অগ্নি প্রার্থনা করিলেন। অধ্যাপক-পত্নী একাগ্রচিত্তে নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বাক্যশ্রবণমাত্র একহাতা অগ্নি তুলিয়া বলিলেন, বাবা এই লও। ছয় বৎসরের শিশু বাসুদেবের পূর্ব্বে একবারও চিন্তা হয় নাই যে, অগ্নি গ্রহণের জন্য কোন পাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে। গুরু-পত্নীর বাক্য নিঃসারিত হইবামাত্রই বালক নিজ অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে নিকটস্থ ধূলিতে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া গুরু-পত্নীকে বলিলেন, মাতঃ! অগ্নি প্রদান করুন। অধ্যাপক-পত্নী বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে বিস্মিত হইয়া অগ্নি প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং আনন্দে

* ঘটনার চক্রে নবদ্বীপতত্ত্ব পূর্ণরূপে অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলাম, সুতরাং আশার তৃপ্তি হয় নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি এই দুইটী চরিত্রের কোন কোন কথা উল্টা পাল্টা হইয়াছে কি না, মনে সংশয় রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংস্কারের ইচ্ছা থাকিল।

গদ্গদ হৃদয়ে অবিলম্বেই সমস্ত বিষয় আপন পতির নিকট জ্ঞাপন করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, এই ছাত্রকে দর্শন-বিদ্যা শিক্ষা দিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। অতএব তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে বালককে দর্শনোপযোগী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শন-শিক্ষার উপযোগী বয়স হইলে বাসুদেব ন্যায় দর্শন শিক্ষা মানসে মিথিলায় গমন করিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে মিথিলাই সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন আর শুষ্ককাষ্ঠ চর্ব্বণ অনেকাংশে তুল্য। মুখস্থ করা বড়ই কঠিন। দশ বিশ বার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেও পাঁচটী পংক্তির তাৎপর্য্য স্মরণ রাখা অসাধ্য হইয়া উঠে। মৈথিল পণ্ডিতগণ বৈদেশিক ছাত্রদিগকে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন বটে, কিন্তু কাহাকেও পুস্তক নকল করিয়া লইতে দিতেন না। গতিকেই বিদেশী ছাত্রগণ বাটী প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সূত্রই ভুলিয়া যাইত। পল্লব-গ্রাহীর ন্যায়, যদিও দুই চারিটি মুখস্থ থাকিত, তাহাতে বিশেষ কোন কার্য্য হইত না। মৈথিল পণ্ডিতগণ এবম্বিধ অসদুপায় অবলম্বনে আপন দেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে বর্ত্তমান কালের ন্যায় পুস্তকপ্রাপ্তির সুবিধা না থাকায় বিদ্যার্থীদিগকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। বাসুদেব মৈথিল পণ্ডিতদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং মনের ভাব গোপন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন করাই সংকল্প করিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালীর এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি নবদ্বীপে পঁহুছিয়া ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। পরন্তু একটী টোল সংস্থাপন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে উহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গুরুর নিকট 'সার্ব্বভৌম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক রঘুনাথ

শিরোমণি এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্যদেব এই দুইটী মহাপুরুষই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন।

সংসার পাপভারাক্রান্ত হইয়া মহাবিপ্লবগ্রস্ত হইলে লোকে যখন নিরন্তর পরিত্রাহি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, তখনই ঈশ্বরের কৃপায় বা নৈসর্গিক নিয়মে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া মহা-বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ ও শান্তি আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় ধর্ম্মের সংস্থাপন, সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং দুষ্ক্রিয়াসক্তদিগের দমন করেন। এই সকল ব্যক্তির প্রতিভা অসাধারণ। প্রতিভার দিকে নিরীক্ষণ করিতে হইলে চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। আত্মবিশিষ্ট সকল ব্যক্তিই পুরুষ বা চৈতন্য বটে, কিন্তু ইহাঁরা মহাপুরুষ বা মহাচৈতন্য। এই সমস্ত মহাপুরুষ বা মহাচৈতন্য ব্যক্তি পরবর্ত্তীকালে ভক্ত বা শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরম পিতার আংশিক বা পূর্ণাবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আংশিক অবতারদিগকে কেহ কেহ ভগবানের সাঙ্গোপাঙ্গ বলেন। যিনি সাধারণ অবতার হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, ভক্তের প্ররোচনায় তিনি ঈশ্বরের পূর্ণাবতাররূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এস্থলে ভক্তির জয় ব্যতীত তর্কশাস্ত্রের জয় নাই! বঙ্গের পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের সূত্রপাতে নবদ্বীপে সার্ব্বভৌম মহাশয়ই প্রথম অবতীর্ণ হন। অব্যবহিত পরে নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য, লোকপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি কতকগুলি শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাপুরুষ কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ নবদ্বীপ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং শুভ সম্মিলন হেতুই পতিত বঙ্গভূমির উদ্ধার হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভক্তগণ নবদ্বীপের দ্যুতিমান্ মহাপুরুষ শচীনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবকে ভগবানের পূর্ণাবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে অন্যান্য সকলে সেই মহাচৈতন্যের নিজগণ বা সাঙ্গোপাঙ্গ

মাত্র। ইহাঁদের আবির্ভাবের পর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মহাবিপ্লব এককালেই বিদূরিত এবং বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটদিগের অধিকৃত হওয়ায় রাজশক্তিরও চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে দেশে যে মহাবিপ্লব উপস্থিত, তাহাতে সেই প্রাচীন বিপ্লবের একটী ইতিহাস সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে, সমাজের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার সেই প্রাচীন বিপ্লবের ইতিহাস বর্ত্তমান বঙ্গ সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক। পরন্তু সমস্ত ভারতের পক্ষেও উহা নিতান্ত সামান্য উপকার নহে। সে যাহা হউক, উল্লিখিত মহাবিপ্লবের ইতিহাস লিখিতে হইলে উক্ত মহাপুরুষ-দিগের কার্য্য ও জীবনী বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হয়। ক্ষীণ মস্তিষ্কবিশিষ্ট মাদৃশ লোকের আপাততঃ ঐ সকল গবেষণা ও অনুশীলন করা বিশেষ কঠিন। তথাপি দেশের বিশেষ উপকারপ্রত্যাশায় সেই সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ও উল্লিখিত মহাপুরুষচরিতের দুই চারি কথা যাহা অবগত আছি, সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইব। উহা দ্বারা আমাদের অধোগতির নিবৃত্তি হইয়া উর্দ্ধগতির সূত্রপাত হইলেই বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে।

প্রথমতঃ পূজনীয় রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয়ের কথা বলিতেছি। বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং তাঁহার প্রিয়ছাত্র রঘুনাথ, ইহাঁরা উভয়েই জ্ঞানরাজ্যে আশ্চর্য্য অবতার স্বরূপ। জ্ঞান বা দর্শন-শাস্ত্রই শাস্ত্র মধ্যে আলোক-শাস্ত্ররূপে পরিগণিত। উক্ত আলোকের সাহায্য ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের গুহ্যতম অংশ উৎকৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য সংসারে নানাপ্রকার অপলাপ দর্শন করে। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, পদার্থের অপলাপ দর্শন বিনষ্ট হইয়া প্রকৃত ভাবের দর্শন হয়, তাহাকে দর্শনশাস্ত্র কহে। যে অণু চর্ম্মচক্ষে ঈক্ষণ করা যায় না, দর্শনের সাহায্যে উহা অন্তরে স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। এতাবতা কেহ কেহ দর্শন

শাস্ত্রকে আন্বিক্ষিকী বিদ্যা বলিয়া থাকেন। দর্শন বা আন্বিক্ষিকী বিদ্যার নামান্তর জ্ঞানশাস্ত্র। প্রোক্ত গুরু ও শিষ্য বঙ্গদেশে জ্ঞানরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় মিথিলা প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনয়ন ও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে মিথিলায় গমন করেন। মৈথিল পণ্ডিতগণ, যে প্রণালীতে স্বদেশে ন্যায় শাস্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রধান অধ্যাপক দূরে থাকুক, তাঁহাদের ছাত্রদিগের সহিত বিচারেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ পরাস্ত হইতেন। ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে মিথিলাবিজয়ী পণ্ডিতই সেই সময়ে ভারতবিজয়ী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালীর ছাত্র অদ্ভুত প্রতিভাশালী রঘুনাথের সহিত বিচারে ন্যায়ের ছাত্রগণ সহজেই পরাস্ত হইলেন। পরিশেষে তদানীন্তন মিথিলাপ্রদেশস্থ ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক, দারভাঙ্গা ও ত্রিহুত্‌ রেলওয়ের বাঢ় নামক ষ্টেসনের অদূরবর্ত্তী বাজিতপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র মহাশয়ও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। রঘুনাথের বিজয়বার্ত্তা ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল। তখন দলে দলে ন্যায়-শিক্ষার্থী ছাত্রগণ নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মহাত্মা রঘুনাথ কর্ত্তৃক নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের জ্ঞানরাজ্যে ভ্রমণের পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তিনি ন্যায় শাস্ত্রের দুরূহ অর্থের বোধসৌকর্য্যার্থে "চিন্তামণি দীধিতি" নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। রঘুনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পরও অনেকানেক মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে নবদ্বীপ অদ্যাবধিও এক প্রধান স্থানরূপেই পরিগণিত

আছে। সুতরাং নবদ্বীপ বাঙ্গালী জাতির জ্ঞানগৌরবের স্থান সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা বলিতেছি। ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি রঘুনাথ শিরোমণি এবং চৈতন্য দেবের সমসাময়িক, কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র নহেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় রঘুনন্দন সর্ব্বসাধারণের নিকট 'স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য' নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি সমাজের অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি ও বিশ্বাস ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। এক অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান এবং উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমাকে মনু সংহিতা, তাহাকে হারীত সংহিতা ও অমুককে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা হইতে ব্যবস্থা দিয়াছি, ইত্যাকার উক্তি অজ্ঞ সাধারণের পক্ষে কোনরূপেই প্রীতিকর হইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস এইরূপে লোপ পাইতেছে দেখিয়া উহা দূরীকরণমানসে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রসাগর মন্থনপূর্ব্বক দায়তত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, আহ্নিকাচারতত্ত্ব ইত্যাদি অধ্যায় ভেদে 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' নাম দিয়া এক খণ্ড স্মৃতিসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্মসাধনের একটী সুগম পন্থা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। যদিও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী গোস্বামিগণ শাক্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে শিরোধার্য্য করা কষ্ট ও লজ্জাজনক বিবেচনা করিয়া 'হরিভক্তিবিলাস' নাম প্রদানপূর্ব্বক আরও একখণ্ড স্মৃতি-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের ব্যবস্থার সহিত স্থলবিশেষে সামান্য অনৈক্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বঙ্গের কর্ম্মকাণ্ড বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রায়ই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত ব্যবস্থানুসারেই চলিতেছে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা নহেন, একজন সংগ্রহকার মাত্র। কিন্তু তৎকৃত সংগ্রহই বঙ্গের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিগণিত আছে।

স্মার্ত্তসংগৃহীত ব্যবস্থাসমূহের অংশবিশেষের প্রতি দোষারোপ করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে দেশের একজন অনিষ্টকারী নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাঁহার অদ্ভুতপ্রতিভাবলে অধঃপতিত ও মহাবিপ্লব-গ্রস্ত প্রাচীন বঙ্গসমাজের কর্ম্মকাণ্ডের রক্ষা এবং উদ্ধার হইয়াছিল, আমার বিবেচনায় তাঁহাকে এবম্বিধ অনুযোগ করা অনুচিত। স্মৃতি-শাস্ত্রের কতকগুলি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের অযোগ্য, আর কতকগুলি কাল, দেশ বা পাত্র অনুসারে পরিবর্ত্তনার্হ হইয়া থাকে। স্মার্ত্তসংগৃহীত ব্যবস্থাগুলি তাঁহার সময়ে কাল, দেশ বা পাত্রগত অবস্থার বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। নতুবা সমগ্র বঙ্গদেশ উহা সাদরে শিরোধার্য্য করিবে কেন? বর্ত্তমান সময়ে যদি কাল, দেশ বা পাত্রগত কোন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা সম্পাদিত না হওয়া জন্য বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতবর্গই দায়ী। তজ্জন্য সেই স্বর্গগত মহা-পুরুষকে কখনই দায়ী করা যাইতে পারে না। হিন্দু বাঙ্গালী কি ছিল, কি হইয়াছে এবং কি হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় যাঁহারা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বিশেষ যত্নের সহিত টীকা ও অনুবাদ সহ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব এবং হরিভক্তি-বিলাস পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে প্রকৃত বিষয় উৎকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। *

তৃতীয়তঃ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলিতেছি। রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের সমকালেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নিজ সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত

* বর্ত্তমান সময়ে সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারিগণ নাম মাত্র মূল্য গ্রহণ করিয়া নানা উপাদের গ্রন্থ গ্রাহকদিগকে উপহার দিতেছেন। কোন মহাত্মা সটীক ও সানুবাদ বিশুদ্ধ সংস্করণ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব এবং হরিভক্তি-বিলাস উক্ত প্রকারে উপহার দিলে দেশের অদ্ভুত উপকার হইতে পারে।

নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র বীজ ভক্তবৃন্দের হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে 'বীরাচার' নামে অভিহিত কামচর সম্প্রদায় তন্ত্রাদি শাস্ত্রের সাহায্যে শুক্রসাধন ও কাম-তত্ত্বের নানা অঙ্গ শিক্ষা করিত। কিন্তু প্রকৃত পথ ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া বিপথে ধাবিত হইয়াছিল। অপিচ সমাজের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতেও আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া কুল-ললনাদিগকে পথভ্রষ্ট এবং ধর্ম্মে নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর কন্যা ও বধূ প্রভৃতি লইয়া নিরুপদ্রবে বাস করা কঠিন সমস্যার বিষয় হইয়াছিল। কোন অজ্ঞাত নৈসর্গিক কারণে দেশের পশ্বাচার শাক্তশক্তি এবং রাজ্যেশ্বরের মহান্ রাজশক্তি হীনদশা প্রাপ্ত হওয়ায় দুরাচারদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং উল্লিখিত কামচর সম্প্রদায় অসঙ্কোচে আপন দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিত। এবম্বিধ মহাবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় দেশের লোক যখন বিষম প্রমাদ গণিয়া হা হতোস্মি করিতেছিল, সেই সময়েই নিষ্কাম কুলতিলক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নিজ সঙ্গোপাঙ্গের সহিত নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া উল্লিখিত লোমহর্ষণকর অত্যাচার হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভগবান ধর্ম্মরক্ষা ও সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। উল্লিখিত মহাবিপ্লব হইতে বঙ্গদেশ রক্ষা করিয়াই মহাপ্রভু বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভগবানের অবতাররূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর জন্ম নবদ্বীপের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। সমস্ত বঙ্গের পক্ষেও বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট তিনি Lord গৌরাঙ্গ। আহার নিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি কতকগুলি ধর্ম্ম সকল মনুষ্যেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু প্রতিভার বল সকলের সমান নহে। যাঁহাদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে পাপভারাক্রান্ত ও

মহাবিপ্লবগ্রস্ত সমাজ শান্তিপথে প্রয়াণ করে, তাঁহারা সমাজের মহাগুরু। যাঁহাদের উচ্চ কীর্ত্তি-চূড়ার দিকে দৃষ্টি করিলে চর্ম্মচক্ষুর ধাঁধা লাগিয়া যায়, ভক্তগণ তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান না করিয়া ভগবানের অংশ বিশেষ বা অবতার কল্পনা করিলেই বা দোষ কি? ভারতে এবম্বিধ অবতার-কল্পনার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষেই অসাধারণ। তিনি মনুষ্যাকৃতি হইলেও দেবতা-নির্ব্বিশেষ। তাঁহার ন্যায় তেজ ও প্রতিভা সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব হয় না। যাঁহার আবির্ভাবে তদানীন্তন কালের তমসাবৃত ও মহাবিপ্লবগ্রস্ত সমাজ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাষিত হইয়াছিল। তাঁহাকে ঈশ্বরের অংশ বিশেষ বা অবতার কল্পনা করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। নবদ্বীপের উজ্জ্বলতম রত্ন, কলির অবতার স্বরূপ শচীনন্দন মহাপুরুষ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে প্রণাম করিতেছি। চৈতন্যদেবের শিষ্য প্রশিষ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান বঙ্গভাষার মূল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরও কিছুদিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের স্রোত দেশ মধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। অনেকানেক শাক্তসন্তান বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানকালে উক্ত স্রোতের আর ততদূর প্রাবল্য নাই।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বঙ্গদেশে যে সকল মহাপণ্ডিত ও মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে নবদ্বীপের ৺কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক আর এক ব্যক্তি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি কোন্ শ্রেণীর উপাসক বহুদিন পর্য্যন্ত ইঁহার সহোদরও কিছুই জানিতেন না। কাল সহকারে সমস্ত প্রকাশিত হয়। ইনি আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রতিবৎসর দীপান্বিতার

সময় আগমবাগীশের সংস্থাপিত আগমেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণের সাহায্যে ভোগের অন্নক্ষেত্র হইয়া থাকে। নবদ্বীপের উল্লিখিত মহল্লা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আগমেশ্বরীর পাড়া নামে খ্যাত আছে। আগমবাগীশ মহাশয় রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতির সমসাময়িক নহেন। অব্যবহিত পূর্ব্ব বা পরকালবর্ত্তী। বৈদিক দীক্ষা ও শিক্ষা ইত্যাদি কেবল দ্বিজদিগের সম্বন্ধেই উক্ত; কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে দ্বিজ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই দীক্ষা ও শিক্ষা হইতে পারে। এজন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্র-শাস্ত্রের একটী সার-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে "কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার" নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রচার করায় তিনি আগমবাগীশ নামে প্রসিদ্ধ হন। এই তন্ত্রসারের পদ্ধতি ও প্রকরণ অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশে অধিকাংশ স্থলে দীক্ষা, শিক্ষা, যজ্ঞ, পূজা, হোম, পুরশ্চরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হয়। উহার সাহায্যেই আবশ্যকীয় যন্ত্র ও কবচ ইত্যাদির রচনা চলিতেছে। সুতরাং আগম-বাগীশ মহাশয়ও প্রাচীন সংস্কারকদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। জাহ্নবী সলিল বিধৌতা ও পরিবেষ্টিতা নবদ্বীপ উপরোক্ত মহাপুরুষ-দিগের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই শ্রীধাম নামে খ্যাত হইয়াছে।

হিন্দুরাজত্বকালে নবদ্বীপ বঙ্গের রাজধানী ছিল। ঘটনার চক্রে পণ্ডরাজ আপন রাজপাট অন্যত্র উঠাইয়া লইলেও হিন্দুর জ্ঞান-রাজত্বে অতি প্রাচীন কাল হইতে নবদ্বীপ বঙ্গে আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ভাবেই রক্ষা করিয়া আসিতেছে। রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও চৈতন্যদেব প্রভৃতির তিরোভাবের পরও অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। নবদ্বীপে হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ উচ্চ-শ্রেণীর পণ্ডিতের সংখ্যা অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনায় অদ্যাপিও কম নহে। বর্ত্তমান সময়ে নবদ্বীপে ন্যূনাধিক এগার বা বারশত ঘর

ব্রাহ্মণের বাস আছে। তন্মধ্যে প্রায় এক হাজার ঘর শাক্ত এবং অবশিষ্ট বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইবেক। বঙ্গের বহুপল্লী এতাদৃশ অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস বলিয়া গর্ব্ব করিতে অসমর্থ। পোড়া মা নবদ্বীপের প্রাচীন অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্যদেবতা। তিনি উল্লিখিত ধামে সংস্থাপিত অন্যান্য বিগ্রহ সমূহকে প্রাচীনত্বে অতিক্রম করিয়াছেন। পোড়া-মা, মুসলমান অধিকারের বহুপূর্ব্বে সংস্থাপিত। রঘুনাথ, মহাপ্রভু, রঘুনন্দন প্রভৃতি সকল মহাত্মাই তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। স্থানীয় প্রথা অনুসারে হিন্দুদিগের বিবাহ অন্নাশন ও চূড়াকরণ প্রভৃতি যাবতীয় শুভকার্য্যে ক্ষুদ্র বা বিশেষ উপচারে অগ্রে পোড়া-মার পাদপদ্মে পূজা দিতে হয়। পোড়া-মার প্রাঙ্গণই নবদ্বীপবাসীদিগের সম্মিলনের সর্ব্বপ্রধান স্থান।

শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা এবং মূর্ত্তিবিশিষ্ট স্থাপিত নানা বিগ্রহে নবদ্বীপ পরিপূর্ণ। অপিচ গৌরচন্দ্র এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ দলের মূর্ত্তিও বহুল পরিমাণে সংস্থাপিত আছে। পোড়া-মার মন্দিরের পশ্চিম দিক্ দিয়া নবদ্বীপকে দুই ভাগে বিভক্ত করত যে বৃহৎ পথটী উত্তর হইতে দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, উহার পূর্ব্বাংশে বৈষ্ণব এবং পশ্চিমাংশে অধিকাংশ শাক্ত সম্প্রদায়ের বাস। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পোড়া-মার মন্দির পূর্ব্ব খণ্ডে আর মহাপ্রভুর মন্দির পশ্চিম খণ্ডে অবস্থিত আছে। যে স্থান উল্লিখিত বিগ্রহসমূহের ঘণ্টা ও কাঁসরাদির নিনাদে সর্ব্বদাই আমোদিত, জাহ্নবী যাহার তলবাহিনী হইয়া সর্ব্বদা পাপ ধৌত করিতেছেন, যে স্থান বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের চরণরজঃস্পর্শে সর্ব্বদাই পবিত্র হইতেছে এবং যে স্থানের মহিমাবলে প্রাচীন বঙ্গসমাজের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, সেই পবিত্র ভূমিতে এই সংখ্যার উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নবদ্বীপেই অত্র সংখ্যার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। মৃত্তিকার গুণে সুফল কিছু না কিছু অবশ্যই ফলিবে।

সম্প্রতি দেব, ব্রাহ্মণ এবং পিতৃলোককে ভক্তিভাবে প্রণামপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি। ভরসা করি তাঁহাদের কৃপায় ও আশী-র্ব্বাদে শাক্তসন্তানের কামনা এইবার সফল হইবে।

পাঠকবৃন্দ পূর্ব্বলিখিত সংখ্যাগুলি Theoretical (থিওরেটীক্যাল্) ব্যতীত Practical (প্রাকৃটীক্যাল্) হিন্দুত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। যদিও শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ পালনই প্র্যাক্‌টিক্যাল্ হিন্দুত্ব বা হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ড, তথাপি মর্ম্ম বুঝিতে হইলে অজ্ঞ সাধারণের পক্ষে কেবল উহাই যথেষ্ট নহে। ভাই পাঠকেরা যদিও সকলে জানেন না, তথাপি হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র প্রথম পাঁচসংখ্যা একত্রে পুস্তকাকারে ২য় সংস্করণ প্রকাশকালে একটী মন্তব্য লিখিয়া প্র্যাক্‌টিক্যাল্ হিন্দুত্ব সম্বন্ধে আরও একটী সংখ্যা লিখিতে এবং সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড বাহাদুরের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি। বাহুল্য বর্ণনা আমার অভ্যাস নাই। নিম্নে সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়টী আলোচনা করিতেছি। ভারতের মলাপকর্ষণ জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি। যে যে অংশের মলাপকর্ষণ অর্থাৎ সুইপিং এ যাত্রায় আবশ্যক বোধ হইল তাহা শেষ করিলাম। ভরসা করি, ভারত এইবার বল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে। পশুবধ শাক্তসন্তানের নিত্যকার্য্য। নিম্নলিখিত অধ্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও পরোক্ষভাবে প্রকাণ্ড পশুবধের সহায় হইবে। প্রকাণ্ড বা অপ্রকাণ্ড পশুত্ব বিনষ্ট হইতেছে, পাঠান্তে পাঠক অবশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। এবারে সুইপিং মূলকর্ম্ম হওয়ায় প্রকাণ্ড পশুবধ প্রবন্ধে ইহার নাম Sweeping (সুইপিং) পর্ব্ব রাখাই সঙ্গত বিবেচনা করিলাম।

ভাই পাঠক! বিগত দিল্লী-দরবারে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের অভিষেকবার্ত্তা ঘোষণার দিনে তাঁহার ও ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলকামনায় নবদ্বীপেশ্বরী পোড়া-মার পাদপদ্মে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি

দিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। মা অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। "জগত্তারিণী জগদম্বে ত্রাহি মাং শরণাগতং।"

জয় পোড়া-মাতঃ! নবদ্বীপেশ্বরি! তাপিত তনয়ে তরা মা তারা!
জানি না পূজন জয় যোগেশ্বরি! ভারতে তার মা মহেশদারা॥
জ্ঞানী বাসুদেব আর রঘুনাথ শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি ভবে।
আগমবাগীশ চৈতন্য নিতাই পূজিল তোমার চরণ সবে॥
হইলা কৃতার্থ তাঁরা মহাজন মহিমার গুণে ঈশানি বামা!
শীতল জানিয়া শরণ লয়েছি স্থান দে যুগল চরণে শ্যামা॥
মহাজন তরে আপনার গুণে তাঁসবে তারিলে মহত্ত্ব কোথা।
অভাজনে তার প্রচারি মহিমা পতিত তনয় যাইবে কোথা॥
লয়েছে আশ্রয় চরণে সন্তান ঠেলোনা অভয়া অভাগা বলে।
থাকিতে সন্তান দীনদয়াময়ি! ভারত ডুবিল অতলতলে॥
কারে কব ব্যথা শাক্তের তনয় মহাশক্তিপূজা করিনু কবে।
কৃপা কি করিবে? জগত জননি পূরে যাবে বিশ্ব দয়ার রবে॥
পূজ্য ছিল বঙ্গ পাঠানরাজত্বে মহাজন মেখে অঙ্গনমাটী।
জবা-বিল্বদলে চরণ পূজিল তবে ত বাঙ্গলা হইল খাঁটী॥
জবা-বিল্বদলে গঙ্গাজল সহ পূজেছি চরণ করুণাময়ি।
করুণা করিও পাষাণতনয়া ভরসা কেবল আনন্দময়ি॥
শুধু বঙ্গ নহে সমস্ত ভারত এবার ঈশাণি তারিতে হবে।
শ্যামা! তব দাস হইলে বিফল তারিণী নামেই কলঙ্ক রবে॥
অধম সন্তান ভজন জানি না ডাকিতেছি কালি কাতরস্বরে।
অপর্ণে অম্বিকে! জয় অম্বালিকে! বিজয়ী হইব তোমার বরে॥
করোনা বঞ্চনা কালি কাত্যায়নি! "দেহি মে" চরণ জগতে সার।
যাহার আশ্রয়ে ক্ষুদ্রতম আমি, অকূল সাগরে হইব পার॥

জয় জয় জয়	পোড়া-মার জয়	পার্ব্বতি বিজয়া	শঙ্করি শিবে।
বিদগ্ধ ভারতে	পতিতপাবনি।	নিরমল শান্তি	সুধা কি দিবে?
বরাভয়দাত্রী	ব্রহ্মাণ্ডে পূজিতা	কলুষনাশিনী	কালিকা তুমি।
বরাভয়দানে	কর মা উদ্ধার	প্রতীচ্যসঙ্কটে	ভারতভূমি॥
আমি ঝাড়ুদার	তব আঙ্গিনার	দুহাতে কাটিব	যে কিছু মল।
দয়াময়ি দুর্গে	কৃপায় পাইবে	ভারত এবার	অমিত বল॥
বিদগ্ধজননি!	বিদগ্ধ সন্তান	যাচে মাগো! তোর	চরণবল।
পবিত্র হইব	পবিত্র করিব	ভারতে ঢালিব	শান্তির জল॥
জাগ মা কালিকে!	কুলকুণ্ডলিনি!	হৃদয়ে ভবানী	বাঁধিব বল।
স্তম্ভিত মুগধ	মর্ত্ত্যলোকবাসী	দেখুক চরণ-	পূজার ফল॥
"বিবাদে বিষাদে	প্রমাদে প্রবাসে	জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।	
অরণ্যে শরণ্যে	সদা মাং প্রপাহি	গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥"	

"বরদা যদি মে দেবি দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।"

প্রকাণ্ড পশুবধ (সুইপিং পর্ব্ব)

যদিও পতিত "পৃথিবীর গুরু" ভারত জননি! কেঁদ না আর।
বরদা শুভদা কুলকুণ্ডলিনী অবশ্য সন্তানে করিবে পার॥

আপন আপন জীবনকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য প্রত্যেক জীবের যত্ন আছে, উহাকে জীবন-যোনি যত্ন কহে। জীবন-যোনি যত্ন নিবন্ধন দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদি বিধাতাপুরুষ উল্লিখিত ক্ষয়-নিবারণের উপায় সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে দেহ অবিলম্বেই ধ্বংসমুখে পতিত হইত। যাঁহার বিধানে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাঁহার ইচ্ছাপ্রভাবে সেই ক্ষয়নিবারণের উপায়ও সৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত উপায়কে আহার কহে। আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিলেই উহা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ (শ্লেষ্মা) এই তিনটী পদার্থের সাহায্যে

জঠরাগ্নি কর্তৃক পরিপক্ক হয়। পরিপাককার্য্যে পিত্তরসের সাহায্যই সর্ব্বপ্রধান। পরিপক্ক দ্রব্যের সারাংশ অর্থাৎ (আরক) যাহা দেহের ক্ষয়পূরণ জন্য গৃহীত হয়, তাহাকে রস কহে এবং অসার অংশ যাহা পরিত্যক্ত হয় তাহা মল-মূত্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাত সাত দিনে পারম্পর্য্য ক্রমে রস হইতে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই কয়টী ধাতু উৎপন্ন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতুর পূরণ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে দেহধারণের জন্য আহার জীবের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। আহার্য্যের অসার অংশ, মল-মূত্রাদি এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নানা মলের সংযোগ হইতে দেহকে মুক্ত করা আরও একটী অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্ম। শাস্ত্রকর্ত্তারা উহাকে নির্হার ধর্ম্ম বলিয়াছেন। উপরোক্ত শুক্র ধাতুর ব্যয় বা ক্ষয়ও একটী বিশেষ ধর্ম্ম। শাস্ত্রকর্ত্তারা উহাকে বিহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আহার, নির্হার ও বিহার এই তিনটীই জীবের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। প্রায় যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড উহার অন্তর্গত বা আনুসঙ্গিক। যদিও সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বিবিধ নামে আরও একটী অধ্যায় কল্পনা করিতে হয়, তথাপি আহার, নির্হার ও বিহার এই তিনটীই কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান অধ্যায়। উল্লিখিত অধ্যায়গুলি আবার গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা;—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। বিধিবিহিত বা বৈধ কর্ম্ম আবার তিন ভাগে বিভক্ত; যথা,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। প্রথমতঃ প্রধান কর্ম্ম আহারের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

বায়ু, পিত্ত ও কফের সাহায্যে আহার্য্য পদার্থ পরিপক্ক হয় বটে, কিন্তু কোন কারণে উহারা বৈষম্য দশা প্রাপ্ত হইলে পরিপাক ক্রিয়া উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন এবং আবশ্যকীয় রস-রক্তাদি জন্মিয়া দেহের পোষণ হয় না; সুতরাং শরীরে নানা প্রকার গ্লানি বা ব্যাধির পূর্ব্বরূপ উপস্থিত

হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফের সাহায্য ব্যতীত আহার্য্য পরিপাক হইয়া দেহের রক্ষা ও পোষণ হয় না। পক্ষান্তরে উহারা কোন কারণে বৈষম্য দশা প্রাপ্ত হইলেও পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া দেহের রক্ষা এবং পোষণ হয় না। এজন্য প্রাচীনেরা বায়ু, পিত্ত ও কফকে দেহের অভ্যন্তরস্থ মল বা দোষ নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিথ্যা অর্থাৎ ন্যায়-বিরুদ্ধ আহার, বিহারাদি দোষের প্রকোপ বা বৈষম্যপ্রাপ্তির কারণ; অতএব মিথ্যা আহার ও বিহারাদি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

আহার, নির্হার ও বিহার প্রভৃতি ধর্ম্ম পালনের সম্বন্ধে বিহিত পথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথে পাদচারণা করেন না এবম্বিধ সাধু পুরুষ সংসারে বিরল। কোন ব্যক্তির ভ্রমের মাত্রা বেশী, কাহারও বা কম। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, ভ্রমবশে কিম্বা অন্যের কৃতকার্য্যের ফলে যেরূপে হউক, দেহের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ হইলে দেহ যদ্রূপ দগ্ধ হইবেই হইবে, তদ্রূপ আহার, নির্হার ও বিহার ইত্যাদি ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে মিথ্যা বা অবিহিত আচরণ করিলে উহার দরুণ দাহ এবং কুফল ভোগ না করিয়া দেহের পরিত্রাণ নাই। মিথ্যা আহার ও বিহারাদি দ্বারা দেহস্থ দোষ সামান্যভাবে প্রকুপিত হইলে প্রকৃতিদত্ত ভেষজ জঠরাগ্নিই উহার সংশোধন করিয়া থাকে; কিন্তু দোষের প্রকোপ জঠরাগ্নি অপেক্ষা গুরুতর হইলে সহজে সংশোধন হইতে পারে না। তখন শুদ্ধি বা সংশোধন জন্য অন্য প্রকারের সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। দোষ প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে আবরণ করিতে আরম্ভ করিলে কোষ্ঠাগ্নির তেজ ক্রমে মান্দ্যদশা প্রাপ্ত হওয়ায় পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে এবং ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। যখন দোষ বিশেষ প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে এককালেই আবরণ করে, পরিপাক ক্রিয়া আর হয় না, তখন জ্বর উপস্থিত হয় বা উহাকে জ্বররোগ কহে। জ্বর অন্য সর্ব্ব রোগাপেক্ষা প্রধান ও বলবান্। উহা জন্মিলে দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ তাপযুক্ত

হয়। দোষ কর্তৃক অগ্নির অবরোধ বা জ্বর না জন্মিলে দোষজ অন্য কোন রোগ জন্মে না। অতএব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বর ব্যাধি রোগাগ্রজ অর্থাৎ সকল রোগের দাদা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জ্বর সর্ব্ব রোগাপেক্ষা প্রধান ও বলবান্। উহা জন্মিলে দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ তাপযুক্ত হয়। ব্যাধির রূপ কল্পনা করিলে অন্যান্য ব্যাধির প্রকৃতি এইরূপ অনুভূত হয় যে, তাহারা মনে করে, আমরা রোগীর শরীরে অঙ্কুরিত হইলাম, রোগী কুপথ্য করুক, শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া আমরা দুই দিন ভোগ ও সুখে অবস্থিতি করি। কিন্তু জ্বর জন্মমাত্রই ইচ্ছা করেন যে, রোগী কুপথ্য করুক, আমি অবিলম্বেই উহাকে সংহার করি। অন্যান্য রোগ ক্লেশদায়ক আর জ্বর সংহারক। যে দেহ জ্বর কর্তৃক আক্রান্ত হয় না তাহাকে নির্জ্জর কহে। নির্জ্জরত্বই নির্জ্জর অবস্থা বা দেবদেহপ্রাপ্তির পরোক্ষভাবে কারণ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষের মধ্যে কখন একটী, কখন দুইটী, কখন বা তিনটী দোষই প্রকুপ্ত হইয়া জ্বর উপস্থিত করে। দোষপ্রকোপের ন্যূনাধিক্য অনুসারে জ্বরেরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় যে প্রণালীর অত্যাচার করা যায়, সেই প্রণালীর নূতন ব্যাধি দেহে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে শাখা ও পল্লব বিস্তার করিয়া থাকে। ব্যাধি সকল এক, দুই বা ত্রিদোষজ অথবা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক (ত্রিদোষজ)। একদোষজ ব্যাধি অপেক্ষাকৃত সহজ, দ্বিদোষজ মধ্যম ভাবের এবং ত্রিদোষজ ব্যাধি অত্যন্ত কঠিন। বায়ুদুষ্টিতে জৃম্ভণ, পিত্তদুষ্টিতে নেত্রদ্বয়ের দাহ এবং কফদুষ্টিতে অন্নে অরুচি এই সামান্য লক্ষণ অনুভূত হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে ভিন্ন ভাবের বিশেষ লক্ষণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাধিসকল সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য ভেদে ত্রিবিধ। যাহা পথ্য ও ঔষধাদির সাহায্যে উন্মূলিত হইতে পারে তাহাকে সাধ্য, যাহা পথ্য ও ঔষধের সাহায্যে

দমিত থাকে, কিন্তু কোন প্রকার অত্যাচার হইলেই বৃদ্ধি বা প্রকাশ পায় তাহাকে যাপ্য এবং যাহার পথ্য ও ঔষধাদির সাহায্যে নিবারণ অসম্ভব তাহাকে অসাধ্য ব্যাধি কহে। যথাসময়ে চেষ্টা না হইলে সাধ্য ব্যাধি যাপ্যে এবং যাপ্য অসাধ্যে পরিণত হইয়া থাকে। এজন্য রোগের প্রথম অবস্থাতেই বিহিত পথ্য ও ঔষধাদি প্রয়োগ আবশ্যক।

ত্রিদোষের মধ্যে যে কোনটী প্রকুপ্ত হউক না কেন, জঠরাগ্নি সর্ব্বদাই উহাকে সাম্য করিতে চেষ্টা করে। জঠরাগ্নির শক্তি অপেক্ষা দোষের প্রকোপ অধিক হইলেই ঔষধের সাহায্য প্রয়োজন হয়। জঠরাগ্নি প্রকৃতি-প্রদত্ত ঔষধ, কিন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ মিথ্যা আহার বা বিহারাদি জনিত। জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে দেহের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। তখন বক্তব্যও কিছু থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ আছে, সামান্য পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিশেষ কঠিন পদার্থকেও অনায়াসে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। দোষপ্রকোপের কারণ মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্ধ হইলে উহা বৃদ্ধির কারণ থাকে না, সুতরাং জঠরাগ্নি সহ যুদ্ধের যত্ন নিবন্ধন ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেরূপ কোন অঙ্কুরসৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, উহার মূল শুষ্ক হইলে অঙ্কুরটী অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ রোগোৎপত্তির প্রথমেই উহার মূল বা নিদানস্বরূপ মিথ্যা আহার ও বিহারাদি পরিবর্জ্জন করিতে সক্ষম হইলে উৎপন্ন ব্যাধিটী অচিরাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় পথ্যাপথ্যের প্রতি বিবেচনা করিয়া চলিতে সক্ষম হইলে রোগনিবৃত্তি হয়। কিন্তু পথ্যাপথ্যবিচারহীন ব্যক্তির শত ঔষধ সেবনেও কোন ফল হয় না। ঘোর বলীয়সী তৃষ্ণা সদ্য প্রাণ বিনাশ করে, তদ্ধেতু তৃষিত ব্যক্তিকে প্রাণধারণের হেতু স্বরূপ পানীয় প্রদান করা উচিত। অপিচ তৃষিত ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হেতু প্রাণ পরিত্যাগ করে, অতএব রোগীর যে কোন অবস্থা হউক, বারিপ্রদান বন্ধ

করা উচিত নহে। কেবল অল্প মাত্রায় কিছু কিছু কালের ব্যবধান দেওয়া উচিত।

মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবম্বিধ সাধুপুরুষ সংসারে বিরল। মনুষ্য সর্ব্বদা বিপথে ভ্রমণ করিয়া নানা-প্রকারে দোষবৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করিতেছে। জীবের নানা অবিহিত আচরণ হেতু দোষ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বদাই জঠরাগ্নিকে আবরণ ও নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। অতএব মধ্যে মধ্যে মিথ্যা আহার ও বিহারাদি বন্ধ করিয়া সুসংযত ভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলে দোষের প্রকোপ সংশোধিত হইয়া যায়। ভ্রমপথে চলিলেও আবার কিছুকাল স্বচ্ছন্দ শরীরে অবস্থিতির কারণ জন্মে। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ উক্ত প্রকার সংযমের পক্ষে একাদশী তিথিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অন্য তিথিতে উপবাসের কোন ফল হয় না এরূপ নহে। অনেকে রবি বা সোমবারে উপবাস করিয়াও বিনষ্ট স্বাস্থ্য পুনরায় লাভ করিয়া থাকেন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিশিপালন করিলেও দেহের উপকার প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সহিত চন্দ্রকলার সম্বন্ধের ন্যায় দেহের জোয়ার ভাঁটার সহিতও উহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অতএব তিথিবিশেষে কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠান করিলে সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা। শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থা ব্যতীত অন্য অবস্থায় উপবাস করিলেই উপকার হয়। আর সেই উপবাস একাদশী তিথিতে করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বহুশাস্ত্রদর্শী এবং অদ্ভুতপ্রতিভাশালী মহর্ষিগণ বিশেষ গবেষণার পর একবাক্যে সংযম ও উপবাসের পক্ষে একাদশী তিথিকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নানা কুতর্কের অধীন হইয়া হঠকারিতা-প্রদর্শন অপেক্ষা বরং তাঁহাদের অনুশাসন পালনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল-জনক। স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে।

যেমন অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে উহা দগ্ধ হয়, এই স্মৃতি অগ্রাহ্য করিলে সমুচিত প্রতিফল অবিলম্বেই প্রাপ্ত হইতে হয়। তদ্রূপ সূক্ষ্মদর্শী মহর্ষিদিগের বিধি ও নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেই দগ্ধ হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোক্ত একাদশীর উপবাস দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে পরম পবিত্র ব্রত।

উপবাসের দিন আহারের সময় উপস্থিত হইলে চিত্তের বিশেষ উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু কিছুকাল সহ্য করিলেই দোষ-সংশোধনের সূত্রপাত হয়। সংযমের নির্দ্ধারিত কাল অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইলে দেহের দোষ অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া যায়। শাস্ত্র-কর্ত্তারা একাদশী প্রভৃতি সংযম ও উপবাসের দিনে অশক্তের সম্বন্ধে যথাশক্তি আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অশক্ত লক্ষণ দ্বারা তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুতর্কের দ্বারা লোভী ব্যক্তি আপনাকে অশক্ত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু শাস্ত্রকর্ত্তারা আট বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু, অশীতির ঊর্দ্ধবয়স্ক বৃদ্ধ, গর্ভিণী এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস, ক্ষয়, শোষ, যক্ষ্মা, ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের কাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অশক্ত সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশক্ত ব্যক্তির পক্ষেও সংযম ও উপবাসের দিনে সহ্য অনুসারে আহারের সময় হইতে এক বা দুই যাম অথবা অবস্থাবিশেষে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইলে মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। একাদশীর মধ্যে শয়ন, উত্থান এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তন এই তিনটীই সর্ব্ব-প্রধান। উক্ত দিবসত্রয়ে সহ্য হইলে নিরম্বু উপবাসই নিতান্ত আবশ্যক। উপবাসের পর পারণের পূর্ব্বে মলমূত্রাদির বেগধারণ বিশেষ দূষণীয়। পারণের সময় প্রথমে অতি সামান্য আহার্য্য লইয়া অতিশয় ধীরতা ও সতর্কতার সহিত উদরস্থ করিতে হয়। প্রথমে অধিক দ্রব্য উদরস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ গলদেশে ক্ষত বা শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু

পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। সংযতচিত্তে কার্য্য করিতে হইবে, ইহা মনে রাখিলে কোন বিপদ্ প্রায়শঃ উপস্থিত হয় না।

যেরূপ কোন ক্ষুদ্র অগ্নি লঘু ও অল্প পরিমাণ কাষ্ঠের সাহায্যে প্রবল হইলে উহা দ্বারা খাণ্ডব দাহন পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, এবং প্রবল হওয়ার পূর্ব্বে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ সমর্পণ করিলে হঠাৎ নির্ব্বাণের আশঙ্কা জন্মে, তদ্রূপ দোষের ক্ষয় হইয়া কোষ্ঠাগ্নি প্রবল ভাব ধারণের পূর্ব্বেই যদি লঘু আহারের পরিবর্ত্তে গুরুতর আহার করা যায়, তাহাতে অগ্নি প্রবল হওয়ার পরিবর্ত্তে পুনরায় তিরোহিত হইবার আশঙ্কা জন্মে; এজন্য উপবাসের পর পারণের সময় প্রথমে অল্পপরিমাণে লঘু ও বিশুদ্ধ ভাবের আহার্য্য গ্রহণ করাই বিধেয়। সংসারে এরূপ লোক অনেক আছেন, যে ব্যক্তির আহার্য্যসংগ্রহে দৈনিক চারি আনা ব্যয় হইয়া থাকে, উপবাসের পর পারণের সময় তিনি এক সন্ধ্যার জন্য আট, দশ আনা ব্যয় না করিয়া ক্ষান্ত হন না। ঈদৃশ ব্যবহার বিশেষ দূষণীয় ও ন্যায়বিগর্হিত। একাদশীব্রত আহার ও বিহার সম্বন্ধে সংযমের এবং নির্হার সম্বন্ধে বিশেষ নিরালস্যের দিন। লোভ ও কুযুক্তির বশে উহার ফল নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। যিনি মনের অকাপট্যে শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত সংযত ভাবে একাদশীব্রত পালন করিতে সক্ষম হন, তাঁহার শরীর ক্রমেই ব্যাধিমুক্ত হইতে থাকে এবং জীবনকাল স্ফূর্ত্তির সহিত কাটিয়া যায়। একাদশীব্রত নির্জ্জর বা দেব-দেহ লাভ করিবার প্রথম সোপান স্বরূপ।

দূষ্য পদার্থ আহারে দোষের প্রকোপ হয়, আবার পুষ্টিকর পদার্থ অবিহিত পরিমাণে গ্রহণ করিলেও দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। অতএব পরিমিত আহার সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মনুষ্যের মিতাহারী হইবার নানা উপায় আছে। তন্মধ্যে যে কিছু আহার্য্য এক-যোগে গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেব উদ্দেশে নিবেদন করিব এবং একযোগে

গৃহীত ও নিবেদিত সেই অন্ন ব্যতীত অন্ত কিছু গ্রহণ করিব না, অপিচ উচ্ছিষ্টও রাখিব না। ঈদৃশ সংকল্প, মিতাহারী হইবার একটী প্রধান উপায়। উল্লিখিত সংকল্প সাধনের চেষ্টায় মনকে দৃঢ় করিতে সক্ষম হইলে আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণের সময় মনুষ্য পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে। এইরূপে কিছুকাল স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে অনুষ্ঠান করিলেই মিতাহার আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। মিতাহার স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান উপায়। অতঃপর নির্হার ধর্ম্মের বর্ণনা করা যাইতেছে।

মলের সংযোগ ও অত্যাচার হইতে দেহকে মুক্ত করিবার জন্ত যে যত্ন ও ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকে নির্হারধর্ম্মপালন কহে। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে নির্হারধর্ম্মপালন দুই ভাগে বিভক্ত। বাহ্য মলশুদ্ধি পক্ষে গঙ্গা বা সলিলই সর্ব্বপ্রধান সহায়। মলাপসারণপূর্ব্বক পবিত্র হইবার প্রধান সহায় বলিয়াই বোধ করি, গঙ্গা মাতা শব্দে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। যোগশিক্ষা ব্যতীত আভ্যন্তরিক মলশুদ্ধির প্রণালী শিক্ষা হয় না। যোগসাধন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত উহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। বর্ত্তমানকালে বিশেষ শুভাদৃষ্ট ব্যতীত সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ ঘটিয়া উঠে না। গৈরিকধারী যোগাভ্যাসরত যে দুই চারিটী ব্যক্তিকে সমাজমধ্যে বিচরণ করিতে দেখা যায়, গুরুর কৃপায় হয়ত তাঁহারা দুই চারিটী ক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছেন; সকল বিষয়ের আগম ও নিগম উৎকৃষ্টরূপে অবগত নহেন। অথচ সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি আপনাকে একজন মহাযোগী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তোমাকে একটী ক্রিয়া শিক্ষা দিয়া সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত করিলেন; আশার কুহকে বৎসরের পর বৎসর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়াও তোমার আর কোন ক্রিয়াশিক্ষার সুবিধা হইল না। দেশে এবম্বিধ যোগীর সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, প্রকৃত মহাযোগীর অস্তিত্ব ভারত হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বোধ করি, তাঁহারা

লোক-কোলাহল হইতে দূরে নিবিড় জঙ্গল বা পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিতে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে জনস্থানে প্রবেশ করিলেও আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে ইঁহারা বড়ই বিমুখ। বিশেষ শুভাদৃষ্ট ব্যতীত এই সমস্ত মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় ঘটিয়া উঠে না। জনশ্রুতি আছে যে, প্রকৃত আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিলে ভগবান্ তাহার সদ্‌গুরু মিলাইয়া দেন। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত যোগমার্গে প্রয়াণ বিশেষ আশঙ্কাজনক; কোন যোগসঙ্কট উপস্থিত হইলে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল যোগশাস্ত্র পাঠ করিয়া যোগ-সংক্রান্ত কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই অনুচিত। যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি একজন পল্লবগ্রাহী মাত্র, সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শৈশবে প্রতিপালক শিবধাম কাশীতে শিবত্বপ্রাপ্ত মহাযোগী পিতৃব্য মহাশয়ের চিত্র সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত রহিয়াছে। সেই পূজনীয় সাধকচিত্রের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিতে সক্ষম হইলেই মদীয় অভীষ্ট সাধনের উপযোগী হইবে। অতএব সেই অদ্ভুত চিত্র দর্শন ও অন্যান্য প্রকারে যোগতত্ত্বানুসন্ধানের ফল নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

হিন্দুর যোগ-শিক্ষা যাঁহারা আবশ্যকীয় মনে করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে ষট্‌চক্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। যাঁহাদের হিন্দুর শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই, তাঁহারা হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের নিম্নলিখিত অংশ ইচ্ছা হইলে পাঠ না করিলেও পারেন। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র-পাঠককে এবম্বিধ অনুরোধ আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও করি নাই। সে যাহা হউক;——

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

"কোথায় সে জন, জানে কোন্ জন, যে জন সৃজন লয় করে।
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে, মস্‌জিদে গির্জ্জে কি মন্দিরে॥

শূন্যমার্গে স্বর্গে সাগরে সলিলে, ভূধরে ভূগর্ভে অনলে অনিলে,
বনে প্রস্রবণে শম্বে ভূমণ্ডলে, আলোয় কি অন্ধকারে।
পাতে পোতে পথে ঘাটে ঘোঁটে ঘটে, তপে জপে যোগে যাগে যোগিমঠে,
সরলে কি শঠে হোটেলে কি হাটে, পটে কি পাঁথারে প্রান্তরে॥
লণ্ডনে মার্কিনে ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ম্মায় বেঙ্গলে বোম্বে হিন্দুস্থানে,
নেপালে কি ভোটে কাবুলে গুজরাটে, ব্রহ্মাণ্ডে কি অণ্ডবাহিরে॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেড়ো নদিয়া মেদিনে,
রিভার জর্ডানে গার্ডেন অব ইডেনে, শ্মশানে সমাজে কবরে॥
ভারত অশক্ত যে ভার ধারণে, সাংখ্যে হয় না সংখ্যা অদর্শ দর্শনে,
বাইবেলে মিলটনে কোরাণে পুরাণে, বেদে কি তন্ত্র অন্তরে।
(তিনি)কর্ত্তা কি গৌরাঙ্গ নানক আল্লা বিশু,কালী কি কানাই বসু শিশুবাসু,
কোন্‌নামে কোন্‌ডাকে সাড়া দেন কাকে,স্বরূপ বলিতে সেই পারে॥
ব্রাহ্ম বলে ব্রহ্ম নিরাকারাকার, সহস্রশীর্ষে সাকারে স্বীকার,
সে যে কিমাকার বর্ণে সাধ্য কার, ওকারে আছেন কি ওঁকারে।
কে বলিতে পারে পরে কোন্ বাস, (তাঁর) কোঁচা পেণ্ট্‌লনে ইজেরে উল্লাস,
ব্যালে কি বাথালে গুধুড়ি কম্বলে, কৌপীনে কি বাঘাম্বরে॥
ব্র্যাণ্ডি কি জিনে, সেরি স্যাম্পিনে, রুটি বিস্কুটে পলাণ্ডু লশুনে,
মালপো মালসাভোগে ম'ষে মেষে ছাগে, পাকাপাতা বাত আহারে।
বেণু বীণা বোলে খমকে কি খোলে, তোপে কি ডাউসে জয়ঢাকে ঢোলে,
নেড়ানেড়ীদলে বাউলের পালে, শিঙ্গা কাড়া কাঁসী কাঁসরে।
শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী-সম্ভোগে, নরকনিকরে শূকরী-সংযোগে,
মহাদুঃখে মহাসুখে রাগে রোগে সমভাবে পাই ভেবে যাঁরে।
পণ্ডিতে পামরে সন্ন্যাসী শবরে, কাঁকরে আছেন কি রত্নের আকরে।
প্যারি বলে এমন কে আছে সংসারে, (যে) নিগূঢ় তাঁর নির্ণয় করে॥"

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

পাঠকবৃন্দ! তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তন্ময় কবির অন্তরের ধারণা শ্রবণ করিলেন। পরন্তু যোগশাস্ত্রপ্রণেতাগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধানের যে বিশেষ পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন।

যোগতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, সাধনা দ্বারা যোগমার্গে অগ্রসর না হইলে মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হয় না। সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে যোগের ক্রিয়াগুলি সত্য বা প্রলাপ, উহাতে বিশেষ কোন স্বার্থ আছে বা নাই, ধারণা হইতে পারে না। সুতরাং আদিতে শাস্ত্রে বিশ্বাসই যোগী হইবার প্রধান উপায়। যোগশিক্ষার প্রথম অবস্থায় ষট্‌চক্রের সঙ্গে সঙ্গে যোগ সম্বন্ধীয় কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, উহাতে বিশ্বাস স্থাপন ও সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণে নানা যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যথাযথরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতীত কেবল বাহ্য বাগাড়ম্বরে যোগ শিক্ষা হয় না। যাঁহারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ-পূর্ব্বক সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই যোগের অলৌকিক শক্তি এবং তৎকর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক উন্নতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যোগের নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। যথা ;—কোন বিশেষ বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হইলে তাহাকে যোগ বলা যায়। অনেকে কর্ম্ম সাধনের কৌশলকে যোগ বলেন। সাধকগণ যে ক্রিয়া দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হয়, তাহাকেই যোগ বলিয়াছেন। দার্শনিকগণ চিত্তবৃত্তি-নিরোধকে যোগ বলিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত যোগের আরও নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ফলতঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারাই জীবাত্মার পরমাত্মা সহ সংযোগ হইয়া থাকে। অতএব যোগের শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুইটীকে যোগতত্ত্বজ্ঞ অনেকেই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যোগীদিগের মতানুসারে আমাদের এই দেহ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। বিস্তৃত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অতি সূক্ষ্মভাবে দেহ-ভাণ্ডে বর্ত্তমান আছে। এজন্য তাঁহাদিগের মতে তীর্থভ্রমণ বিশেষ

আবশ্যকীয় নহে। যোগিগণ কেবল সাধু ও মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎ লাভের আশায় তীর্থভ্রমণ করিয়া থাকেন। ষট্‌চক্রকার গুহ্যদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সাতটী পদ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে গুহ্য ও লিঙ্গের ঠিক মধ্যভাগে চতুর্দ্দল মূলাধার পদ্ম অবস্থিত আছে। মূলাধার পদ্মে জীবাত্মা এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রভৃতি বাস করিতেছেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ব্রহ্মদ্বারের মুখ আবৃত করিয়া সর্পবৎ সার্দ্ধত্রয় বেষ্টনে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ম্ভু লিঙ্গের শিরোপরি শয়ন করিয়া আছেন। লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান পদ্ম; নাভিমূলে দশদল মণিপুর পদ্ম; হৃৎপ্রদেশে দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত পদ্ম; কণ্ঠদেশে ষোড়শদলসমন্বিত বিশুদ্ধসংজ্ঞক পদ্ম; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞানামক দ্বিদল পদ্ম। আজ্ঞাচক্রের উপরিভাগে শিরোদেশে যে শূন্যাকার স্থান আছে, তাহার নিম্নে প্রকাশমান সহস্রার পদ্ম বিরাজিত আছে। উল্লিখিত পদ্মসমূহে নানা প্রকার শক্তি ও দেব-দেবীর অধিষ্ঠান আছে। প্রত্যেকটী এক একটী কেন্দ্র বা (centre) স্বরূপ অথবা প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিত এক একটী অভেদ্য দুর্গনির্ব্বিশেষ। সহস্রার পদ্মের উপরে উপরোক্ত শূন্যাকার স্থানে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। শাক্ত ও শৈবের মতে উহা পরম শিবের স্থান, বৈষ্ণবের মতে উহা মহাবিষ্ণুর স্থান এবং ব্রহ্মবাদিগণের মতে উহা পরমব্রহ্মের স্থান ইত্যাদি। জীবাত্মা পত্নী এবং পরমাত্মা পতিস্বরূপ। যোগশাস্ত্রোক্ত এই সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস না জন্মিলে হিন্দুর যোগ শিক্ষা করা যায় না। যোগশাস্ত্রানুশীলন এবং গুরু উপদেশক্রমে যৌগিক নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমতঃ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়। তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদ্বার ছাড়িয়া দিলে, জীবাত্মা সহ কুলকুণ্ডলিনীকে উক্ত দ্বারে প্রবেশ করাইতে হয়। পরে যৌগিক নানা ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা উপরিস্থ অভেদ্য দুর্গস্বরূপ ষট্‌চক্র ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মস্থান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত

শূন্যস্থানস্থিত নিজ পতি পরমাত্মা পরমশিবের সহিত সঙ্গম করাইতে হয়। ইহা হইতে পূর্ণানন্দ পরম্পরা ভোগ করিতে করিতে ব্রাহ্মীমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাকেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাধারণ সংযোগ বলে। বিশেষ সংযোগের কথা পরে বলা যাইতেছে। সাধারণ সংযোগে পতি ও পত্নীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু বিশেষ সংযোগে যুগল এক হইয়া যায়।

একমাত্র চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ সাধিত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তি কত প্রকার? চিত্তবৃত্তি অসংখ্য হইলেও শাস্ত্রকর্ত্তারা উহাকে প্রধান পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা;—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যাহার মন সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নাম চিত্তবৃত্তির ক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়াছেন। যাহার মন পাষাণের ন্যায় কঠিন, কিছুই প্রবেশ করে না, ভ্রমেও সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় না, কেবল রাজসিক ও তামসিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিরাজিত থাকে, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নাম চিত্তবৃত্তির মূঢ় অবস্থা বলিয়াছেন। যাহার মন ক্ষিপ্তাবস্থায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে মধ্যে মধ্যে স্থির ভাব ধারণ করে, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহার নাম চিত্তবৃত্তির বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়াছেন। মন যখন কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নিষ্কম্প দীপ-শিখাবৎ স্থির বা একতান ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, অথবা রজস্তমঃ বৃত্তি অভিভূত হইয়া কেবল সুখময় ও প্রকাশময় সাত্ত্বিক বৃত্তিউদিত থাকে, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহাকে মনের একাগ্র বৃত্তি বলিয়াছেন। চিত্তের একাগ্র বা একতান বৃত্তিকালে কোন অবলম্বন থাকে, নিরুদ্ধবৃত্তিকালে তাহা থাকে না। চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিতে লীন হইয়া দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। নিরবলম্ব দগ্ধসূত্রের ন্যায় সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিত একাগ্রবৃত্তিকে

শাস্ত্রকর্ত্তারা চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধ অবস্থা বলিয়াছেন। চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধ বৃত্তিই যোগের প্রধান সহায়। ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা বিক্ষিপ্ত বৃত্তির দ্বারা যোগের কোন কার্য্য হয় না। চিত্তবৃত্তির নিরুদ্ধাবস্থা ব্যতীত আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একীভূত থাকায় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হয় না; সুতরাং যথার্থ আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিতে হয়। চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মা সহ সংযোগ করিতে হইলে শাস্ত্রাধ্যয়ন-পূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটী যোগাঙ্গের মর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত এবং সদগুরুর উপদেশ লইয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হয়। যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যোগশাস্ত্রের উক্তি কেবল কল্পনাবিজৃম্ভিত প্রলাপ নহে। অপিচ যাহাদের অনধিকার-চর্চ্চা, তাহাদের নিকট সমস্তই অন্ধকার স্বরূপ।

আমরা শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ ও বিরেচন করি, উহাই আমাদের জীবন ধারণের উপায় বা প্রাণস্বরূপ। দেহস্থ বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ হইলেও শাস্ত্রকর্ত্তারা অবস্থান ও ক্রিয়াভেদে উহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। যথা;—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশ প্রকার বায়ুর মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটীই প্রধান; উহার মধ্যে আবার প্রাণ ও অপান বায়ুই প্রধানতম। প্রাণবায়ু হৃদয়ে অবস্থান করে। আহার্য্য পদার্থের সারাংশ রস, রক্তে পরিণত হইবামাত্র উহা আবশ্যকীয় স্থানে প্রেরণ করিয়া দেহের ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। অপান বায়ু গুহ্যদেশে অবস্থিতি করিতেছে। কোন দ্রব্য উদরস্থ হইবামাত্র গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত করিবার জন্য উহা ভীমবেগে আকর্ষণ করে। মধ্যপথে যে অংশ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা রসরূপে পরিণত হয়, তদ্বাদে মলস্বরূপ অবশিষ্টাংশ আকর্ষণ করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত করে। গুহ্যদ্বারই মলোৎসর্গের

সর্ব্বপ্রধান দ্বার। সমান বায়ু নাভিমণ্ডলে পাকস্থলীতে অবস্থান করিয়া পিত্তরস ও শ্লেষ্মার সহিত যোগে ভুক্তান্ন পরিপাকের সহায়তা করে। উদান বায়ু কণ্ঠে অবস্থিতি করিয়া উদরস্থ পদার্থ ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করে। ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরে অবস্থান করিতেছে। এই বায়ুর প্রভাবে ইচ্ছামত দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারা যায়। নাগ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ুর মধ্যে নাগের কর্ম্ম উদ্গীরণ, কূর্ম্মের উন্মীলন অর্থাৎ (সঙ্কোচ ও প্রসারণ), কৃকরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেবদত্তের জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয়ের কর্ম্ম হিক্কা। বায়ুসমূহের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে অপান বায়ুর শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কোন কারণে অপান বায়ুর শক্তি হ্রাস হইলে আহার্য্য দ্রব্য উদরস্থ হইলেও যথাসময়ে যথাস্থানে নীত হয় না; সুতরাং পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রযুক্ত যথোচিতরূপে রস-রক্তাদি জন্মিয়া দেহের পোষণ হয় না। অপানের ক্রিয়া বন্ধ হইলে প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হয়। এই জন্য অপানই দেহমধ্যে শ্রেষ্ঠ বায়ুরূপে পরিগণিত। বৈদ্যক গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্যাধিবিশেষে অপানের শক্তি লোপ হইয়া মলদ্বার অনাবৃত অর্থাৎ রোগীর ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া যখন তখন মল নির্গত হইতে আরম্ভ করিলে সেই রোগীর আর চিকিৎসা করিবে না। যেহেতু অপানের শক্তিলোপ রোগের অসাধ্য লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে প্রণালীতে শ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ, ধারণ এবং ত্যাগ চলিতেছে, উহা পরিবর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশমতে গ্রহণ, ধারণ এবং ত্যাগ করিলে তাহাকে প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত। যথা;—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বায়ুগ্রহণের নাম পূরক, ধারণের নাম কুম্ভক এবং ত্যাগের নাম রেচক। প্রাণায়াম বিশেষতঃ কুম্ভক নানা প্রকার। শাস্ত্রোক্ত সহজ প্রাণায়ামের নিয়ম এই যে, পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রুদ্ধ করত কোন বীজের

চারিবার উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূরক করিতে হয়। পরে মধ্যমা এবং অনামিকার দ্বারা বাম নাসিকাও রুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীজের ষোড়শবার উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত কুম্ভক করিতে হয়। পরে অঙ্গুষ্ঠের আবরণ মোচন করিয়া বীজের আট বার উচ্চারণকাল পর্য্যন্ত পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিতে হয়। আবার পিঙ্গলা দ্বারা পূরক করিয়া উপরোক্ত নিয়মে বিপর্য্যস্ত ভাবে ইড়া দ্বারা রেচন করিতে হয়। ইহা-কেই প্রাণায়াম কহে। প্রাণায়াম কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্থ হইলে পূরক, কুম্ভক ও রেচক কার্য্যে বীজ উচ্চারণের কাল দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ ইত্যাদিরূপে বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রাণায়াম দ্বারা অপান বায়ুর গতি হয় এবং উহার স্থিরতা জন্মে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে অপানের শক্তি এত-দূর বৃদ্ধি পায় যে, দেহের আভ্যন্তরিক মল আকৃষ্ট হইয়া অনায়াসেই বহির্গত হইয়া যায়। যাহার প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সহজ যোগাঙ্গ অভ্যাস না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা অপান বায়ুব শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ুর কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে চলিতে আরম্ভ হয়। প্রাণবায়ুর কার্য্য বিনা বিঘ্ন-বাধায় চলিলে চিত্তের স্থিরতা জন্মে এবং নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহাদের দেহে মেদ ও শ্লেষ্মার আধিক্য আছে, তাঁহাদের কেবল প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। তাহাদের ঘট অর্থাৎ দেহ শোধন জন্য সম্যক্‌রূপে ষট্‌কর্ম্মানুষ্ঠান আব-শুক করে। শাস্ত্রকর্ত্তারা ঘট শোধনের জন্য ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক এবং কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম্মের শিক্ষা প্রচার করি-য়াছেন। ষট্‌কর্ম্ম অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে, বাত, পিত্ত ও কফজ নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়; রস-রক্তাদি ধাতু, ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃ-করণ সমস্তই প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। দেহের কান্তি এবং জঠরাগ্নিও বৃদ্ধি

পাইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর অধীন হইয়া যোগের নানা প্রকার ক্রিয়া,—মুদ্রা, আসন প্রভৃতি অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে সর্ব্ব ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া নির্জ্জর অবস্থা বা দেবদেহ লাভ করা যায়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া যোগানুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব ষট্‌কর্ম্মের নানা অঙ্গ বর্ণনা না করিয়া যোগশিক্ষার্থী, প্রথমে কি প্রকারে যোগমার্গে প্রবেশ করে, তাহাই বুঝাইবার জন্য কেবল মূলশোধন ধৌতি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বলিতেছি। প্রথমতঃ বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির নখ উত্তমরূপে কর্ত্তন করিয়া প্রস্তর বা তদ্বৎ কোন কঠিন দ্রব্যের উপর ঘর্ষণ করিয়া লইতে হয়। যেন অণুমাত্রও ধার না থাকে। মলত্যাগের পর জলশৌচের পূর্ব্বে স্থলে হউক অথবা জলৌকা কিম্বা অন্য প্রকার উপদ্রববিহীন নাভি পর্য্যন্ত মগ্ন হইতে পারে এরূপ জলাশয়ে উৎকটাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক উল্লিখিত অঙ্গুলি মলদ্বার দ্বারা প্রবেশ করাইয়া মূলাধার পদ্মের নিম্নভাগ নাড়িয়া দিতে হয় এবং মল নিঃসরণের জন্য পুনঃপুনঃ বেগ দিতে হয়। এই ক্রিয়া দ্বারা অনেক লুক্কায়িত মল মলদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে বহিষ্কৃত এবং দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়। পদাঙ্গুলিসমূহ ভূমিতে রাখিয়া গুল্‌ফদ্বয় ঊর্দ্ধে স্থাপনপূর্ব্বক উপবেশন করিলে উহাকে উৎকটাসন কহে। উৎকটাসনে উপবেশনপূর্ব্বক উল্লিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে কেবল যে বিষ্ঠাই নির্গত হয় এরূপ নহে, শ্লৈষ্মিক বা অন্য প্রকারের মলও গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত মলদ্বারের পিচ্ছিল ভাব দূর না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং ধৌত করিবে। ইহাকেই মূলশোধন ধৌতি কহে। *

* গুরুবিহীন অবস্থায় কেহ যেন এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না হন। যিনি

মূলশোধন ধৌতি শিক্ষা করিলে যোগশিক্ষার্থী অন্তর্ধৌত বা আভ্যন্তরিক মলশোধনের পথ দেখিতে পায় এবং তাহার যোগমার্গে ভ্রমণের সূত্রপাত হয়। ষট্‌কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিলে মলের ন্যায় দুষ্ট পিত্ত ও শ্লেষ্মাদিও দেহ হইতে দূর করা যায়। কিন্তু অত্রস্থলে আমি উহার বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। যাঁহার সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া ইচ্ছা আছে, তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া সবিশেষ অবগত হউন। মূলশোধন ধৌতি অভ্যাস করিলে অপান বায়ুর ক্রূরতা বিনষ্ট হয় এবং বহু প্রকার ব্যাধি দূরে পলায়ন করে। উল্লিখিত ক্রিয়া অভ্যাস করিলে রুগ্ন ব্যক্তি সামান্য পাতা-লতার রস প্রয়োগে যে উপকার প্রাপ্ত হয়, ক্রিয়াহীন লোকের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত মহামান্য মহৌষধেও তদ্রূপ উপকার পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। উদরাময় কিম্বা ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপান বায়ুর শক্তি হ্রাস হইবার পূর্ব্বে মূলশোধন ধৌতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যু আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং সহজেই আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

কেবল গুহ্যদ্বারই মলনিঃসারণের দ্বার নহে। নয়টী প্রধান দ্বার এবং অসংখ্য লোমকূপ দিয়াও দেহের মল নিঃসারিত হয়। প্রশ্বাস দ্বারাও বায়বীয় মল নিঃসারিত হইয়া থাকে। নির্হার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে সমস্ত প্রধান দ্বার এবং লোমকূপাদিকে, মলের সংযোগ হইতে মুক্ত করিতে হয়। দিবা বা রাত্রিমানকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিলে উহাকে যাম বা প্রহরকাল এবং উহার অর্দ্ধভাগকে যামার্দ্ধ কহে। রাত্রিশেষ যামার্দ্ধকে দুইভাগে বিভক্ত করিলে উহার প্রথম ভাগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এবং শেষ ভাগকে রৌদ্র মুহূর্ত্ত কহে। শাস্ত্রকর্ত্তাগণ শয্যা হইতে উত্থান এবং মলত্যাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সর্ব্বা-

বায়ুর উত্তেজনা নিবারণ করিতে অসমর্থ, তিনিও যেন মহাজন বাক্য লঙ্ঘন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির পরিবর্ত্তে অন্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইতে চেষ্টা না করেন।

পেক্ষা উৎকৃষ্ট সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কোন দোষের প্রাবল্য হেতু মল বিশেষরূপে আবদ্ধ না থাকিলে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তরূপ কালের সহায়তায় পরিষ্কাররূপে নির্গত হইয়া যায়। দেহের কোন প্রকার বিকৃতি নিবন্ধন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সামান্য ভাবে নির্গত হইলেও উহা ভবিষ্যৎ সংশোধনের পথ প্রশস্ত করে। এজন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মলত্যাগ অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। প্রধান মলদ্বার গুহ্যদ্বারের শুদ্ধি সমাধা হইলে অবশিষ্ট প্রধান আটটী দ্বার, লোমকূপ, কেশকূপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত বিধান এবং পর্য্যায় ক্রমে মলের সংযোগ হইতে মুক্ত এবং শুদ্ধি সাধন করিতে হয়।

মুখ দেহের একটী প্রধান দ্বার। এই দ্বার দিয়াই আহার্য্য পদার্থ গৃহীত হইয়া থাকে। মুখের কোন অংশ মলযুক্ত না থাকে, এ বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। মুখের শুদ্ধি সাধন করিতে হইলে জিহ্বা, দন্ত, কণ্ঠ প্রভৃতি সমস্তই শোধন বা পরিষ্কার করিতে হয়। শাস্ত্রকর্ত্তারা কে পত্র, করবী, আম্র, করঞ্জ, বকুল ও আসন এ৮ কয় বৃক্ষের শাখা দন্তধাবনের পক্ষে সুপ্রশস্ত বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত দুগ্ধের ন্যায় আঠা ক্ষরে বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষমাত্রের শাখাও দন্তকাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অপিচ তাল, হিন্তাল, গুবাক, খর্জ্জুর, নারিকেল, তাড়িয়াৎ ও কেতকীদল প্রভৃতির শাখা দন্তধাবনের পক্ষে এককালেই নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। দন্তকাষ্ঠ ঊর্দ্ধাধোভাবে ধাবন করাই উচিত। পরন্ত অজীর্ণ, বমন, হৃদ্‌রোগ, দন্তরোগ, নবজ্বর, অথবা যে প্রকারের কাসরোগ হউক, বর্ত্তমান থাকিলে দন্তশোধন চূর্ণ ব্যতীত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার উচিত নহে। দন্তমার্জ্জনের পক্ষে খদির একটী প্রধান উপাদেয় বস্তু;-দন্তমার্জ্জন সমাধা হইলে মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক তোয় অর্থাৎ জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া চক্ষুর মল ধৌত করিতে হয়। মুখ তোয় দ্বারা পূর্ণ না হইলে চক্ষুর মল ধৌত হইলেও দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে না। জিহ্বা

নির্লেখনের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা আয়স (লৌহ) নির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলাই উৎকৃষ্ট। অন্য ধাতুনির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলা ব্যবহার বিধেয় নহে। যোগিগণ কেবল আয়স নির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাই যৌগিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কণ্ঠ সংশোধনের জন্য তর্জ্জনী, মধ্যমা, এবং অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলির সাহায্যে জিহ্বা ও কণ্ঠমূল মার্জ্জনা করিতে হয়। উহা দ্বারা কণ্ঠের শ্লেষ্মা দোষ নিবারিত হয়। এই গুলি সমাধার পর জলে অবগাহনপূর্ব্বক দেহের সর্ব্বস্থান সলিলের সাহায্যে ধৌত ও পরিষ্কার করিতে হয়। পূর্ব্বকালে গুরুতর নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে ত্রিসন্ধ্যায়ই জলে অবগাহনপূর্ব্বক দেহের শুদ্ধি সম্পাদন করিতেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে প্রাতে ও সায়ংকালে যথাসম্ভব শুদ্ধির চেষ্টা করিয়া কেবল মধ্যাহ্নকালেই অবগাহনপূর্ব্বক দেহশুদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করিত। যোগীর পক্ষে প্রাতঃস্নান প্রশস্ত নহে। নবজ্বরে স্নান নিষিদ্ধ। দেহের মল এবং সাধারণ তাপ দূর করাই স্নানের উদ্দেশ্য। গাত্রমার্জ্জনী দূর জলে নিক্ষেপ করিয়া, উহা মগ্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বেগে জলে প্রবেশপূর্ব্বক দুই চারিটী ডুব দিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রস্থান, স্নান সম্বন্ধে বিশেষ দূষণীয় নীতি। নাভি পর্য্যন্ত মগ্ন হয় এরূপ জলেই স্নান করা সুবিধাজনক। স্নানান্তে কেশমল দূরীকরণ জন্য কঙ্কতি ব্যবহার আবশ্যক। কঙ্কতি কান্তি-জননী এবং কেশকীট উকুন দূর করে। পরন্তু উহা কণ্ডুঘ্ন ও মূর্দ্ধরোগজিৎ। শয়ন, আহার, উপবেশন প্রভৃতি বিবিধ নিত্য বা নৈমিত্তিক কার্য্যে দেহে অকারণে বাহ্য মলের সংশ্রব না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। পুস্তকের পত্র সঞ্চালন জন্য অঙ্গুলিতে থুথু গ্রহণ বা পের্ন, পেন্সিল ইত্যাদি মুখে ধারণ হিন্দু-নীতির অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান হইতে রাত্রিকালে শয়ন পর্য্যন্ত পারম্পর্য্যরূপে আহার, নির্হার বা বিহার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে যে কার্য্য যে

প্রণালীতে নিত্যই অর্থাৎ প্রতিদিন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের আহ্নিকাচারতত্ত্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাম্য ও নৈমিত্তিক বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি অন্যান্য তত্ত্বাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। অতঃপর বিহার ধর্ম্মের বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিহারধর্ম্ম বর্ণনায় প্রচলিত রুচিবিগর্হিত দুই একটী বিষয়ের আলোচনা হইতে পারে। তন্নিবন্ধন বুদ্ধিমান্ পাঠকের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অধ্যাত্ম ধনের মধ্যে শুক্র ধাতুই সর্ব্বপ্রধান। উহাই রস-রক্তাদি সপ্ত ধাতুর শেষ পরিণতি। শিবসংহিতায় উক্ত আছে যে "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দু-ধারণম্॥" বিন্দু অর্থাৎ শুক্র পাতেই জীবের মরণ এবং উহার ধারণেই জীবন। এতদ্ধেতু অতি যত্নের সহিত বিন্দু ধারণ করিবে। শিবসংহিতার এই মহাবাক্যই শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি উপাসকগণ শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। শুক্রধাতু পারদের ন্যায় চঞ্চলপ্রকৃতি বিশিষ্ট; সহজেই নির্গত হইয়া যায়। স্ত্রী-সংসর্গের দ্বারা শুক্রক্ষয় না করিলেই যে বীর্য্যের ধারণ হয় এরূপ নহে। মূত্রাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া অনেক সময়ে উহা নির্গত হইয়া যাইতেছে। অতএব শুক্র বা বিন্দুধারণ ব্যাপারটি বড় সহজ নহে। বিন্দুধারণ-সাধনা সম্বন্ধে সকাম ও নিষ্কামগণের প্রণালীগত পার্থক্য আছে। সকামের প্রণালী রসাল আর নিষ্কামের প্রণালী শুষ্কভাবযুক্ত। হিন্দুসাধনার মধ্যে বিন্দুধারণ বিষয়টী বিশেষ গুহ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ সকল গুহ্য বিষয়ের উপদেশ বর্ণিত আছে। অপিচ বাজীকরণ-বিষয়ক নানা উপদেশ এবং ঔষধাদির তালিকাও আছে। ঘটশুদ্ধির জন্য যৌগিক ক্রিয়াগুলি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে প্রোক্ত উপদেশ পালন ও ঔষধাদি ব্যবহার করিলে শুক্র বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ গুহ্য বিষয়গুলি সাঙ্কেতিক ভাষায়

লিখিত আছে। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত, কেবল ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে উহার ভাব পরিগ্রহ করা যায় না। সদ্গুরুর কৃপাই সবিশেষ অবগত হইবার একমাত্র উপায়।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর শাক্তধর্ম্মের চর্চ্চা বিশেষরূপে রুদ্ধ হইয়াছিল। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাল ব্যতীত পরবর্ত্তী কালে উল্লেখযোগ্য শাক্তধর্ম্মের বিশেষ কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। পূর্ব্বের রচিত যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও প্রায়ই সংস্কৃতে লিখিত। কিন্তু বৈষ্ণব উপাসক-দিগের সাহায্য জন্য মহাপ্রভুর জন্মের পর নানা গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অনেক গ্রন্থ আবার বঙ্গভাষায় রচিত। বৈষ্ণব মহাজন-গণও শৃঙ্গাররস-বিষয়ক গুহ্য বিষয়গুলি বর্ণনা করিতে সাঙ্কেতিক ভাষার আশ্রয় লইয়াছেন। সদ্গুরুর সাহায্য ব্যতীত উহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন।

মনুষ্যের শৈশব অবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রথম সঞ্চার-কালে পশু পক্ষী ইত্যাদির সম্ভোগ দর্শন, অপিচ কামতত্ত্বের নানা আলোচনা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কামবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কাম-বীজ অঙ্কুরিত হইলেই কামিনী-সম্ভোগের স্পৃহা ক্রমেই প্রবল হইতে আরম্ভ করে। শৃঙ্গার রসের সমস্ত কথাই মনুষ্যের নিকট স্বতঃসিদ্ধ গুহ্য; মনুষ্য পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় প্রকাশ্যে উহার কোন অনুষ্ঠান করিতে পারে না। গতিকেই কামিনী-সম্ভোগের অভিলাষ জন্মিলেও অভিলষিত পদার্থ সহ সংযোগ সকলের ভাগ্যে সহজে ঘটিয়া উঠে না। কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে সকলের সংযত ভাবে বিহিত পথে বিচরণ সাধ্য হয় না। সুতরাং নানা আপদ্ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত আপদ্ হইতে রক্ষার জন্য এতদ্দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব-দিগের যে নীতি এবং শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, ইংরেজ-রাজত্বে উহা অনেকাংশেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যথেচ্ছাচারের স্রোত প্রবলবেগে

বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং দেশমধ্যে সৃষ্টিপ্রবাহ নানা প্রকারেই দোষযুক্ত হইতেছে। সৃষ্টিপ্রবাহে বিশুদ্ধিরক্ষার মূলীভূত কামতত্ত্ব পর্য্যালোচনার পথ বিলুপ্তপ্রায়, অতএব নানা আপদ্ উপস্থিত না হইবে কেন? পিতৃপুরুষগণ উল্লিখিত তত্ত্বানুসন্ধানে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহারা তন্ত্রাদি শাস্ত্র ও করচাগ্রন্থ প্রভৃতি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। উহা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমরা সহজে সাফল্য লাভের আশা করিতে পারি। সে যাহা হউক, মনুষ্য জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার আশায় নিম্নে কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে চিন্তা, অনাহার এবং অযোনিসঙ্গমই শুক্রধাতুর ক্ষয় বা বিকৃতির প্রধান কারণ। পরন্তু শুক্রনাশক পদার্থ আহার করিলেও শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে। চিন্তা দ্বারা শুক্রক্ষয় সম্বন্ধে বক্তব্য পরে বলিব। অনাহার বা উপবাস শুক্রক্ষয়ের একটী কারণ। উপবাস দ্বারা শুক্রক্ষয় হইলে পরিমিত বৃষ্য পদার্থ আহার করিলেই সংশোধন হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে অযোনিসঙ্গমই শুক্রক্ষয় বা বিকৃতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। দূষিত বা বিকৃত যোনি কিম্বা ভিন্ন জীবের যোনি অযোনিমধ্যেই পরিগণিত। হস্তমৈথুন বা যোনি ব্যতীত অন্য কোন ছিদ্রে রেতঃপাতন অযোনিসঙ্গমের মধ্যে প্রধানতম। অযোনিসঙ্গম শুক্রধাতুর বিকৃতি এবং ক্লীবত্বপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। যোনি ব্যতীত অন্য কোন ছিদ্রে বা হস্তমৈথুন দ্বারা রেতঃপাত করিলে শুক্রমেহ রোগ উপস্থিত হইয়া ক্রমে ধ্বজভঙ্গে পরিণত হয়। স্ত্রীসম্ভোগজনিত হর্ষবোধ ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে থাকে। শতবার হস্তমৈথুন করিলেও অনেকের তৎক্ষণাৎ বিশেষ কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু উহা এতদূর দুষ্কার্য্য যে, একবার মাত্র হস্তমৈথুন

করিয়াও লোকে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতে পারে। একবার স্ত্রীসংসর্গ করিলে দেহের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, প্রাচীনেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে একবার হস্তমৈথুন দ্বারা উহার আট-গুণ অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। যাহারা হস্তমৈথুন কার্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত, তন্মধ্যে সকলের তৎক্ষণাৎ বিশেষ ক্ষতি দেখা না গেলেও দুই চারি বৎসর পরে হঠাৎ অবসন্ন এবং স্ফূর্ত্তিহীন হইতে দেখা যায়।

যাহারা হস্তমৈথুন করে না, অথচ দূষিত বা বিকৃত যোনি কিম্বা ভিন্ন জীবের যোনিতে উপগত হইতে ইতস্ততঃ করে না, তাহাদেরও শুক্রধাতু ক্ষয় বা বিকৃতির সূত্রপাত হইয়া থাকে। প্রভেদের মধ্যে এই যে হস্তমৈথুনকারীদিগের ন্যায়, তাহাদের স্ত্রীসংসর্গে হর্ষবোধশূন্যতা উপস্থিত হয় না। যোনিসঙ্গমের ভ্রমজনিত বিকার প্রমেহ এবং হস্ত-মৈথুনজনিত শুক্রমেহ এতদুভয়ের ক্রিয়া শুক্রক্ষয় হইলেও উভয় ব্যাধির প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য আছে। যৌবনের প্রথম সঞ্চারে কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে যাহারা সংযমে অসমর্থ তাহারা বিহিত বা প্রতিষেধক যে কোন পথ হউক অবলম্বন করে। কামেন্দ্রিয়-সঞ্চালনের যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহাতে প্রবৃত্ত হইলে বিহিত পথেও অনিষ্ট হয়, আর প্রতিষেধক পথে বিশেষ অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কুসঙ্গ এবং উপদেষ্টার অভাবে লোকে প্রায়শঃ বিপথে ধাবিত হয়। যৌবনসমাগমে অনেকে অবিহিত সঙ্গম দ্বারা শুক্রক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে দয়িতার আধিব্যাধিও স্বশরীরে আকর্ষণ করিয়া থাকে। কুষ্ঠ, প্রমেহ, উপদংশ প্রভৃতি নানাব্যাধি এই কারণে দেহে সংক্রমণ করে। বোধ করি, বিধবার সহিত বিবাহ এবং বেশ্যাসংসর্গ ইত্যাদি, এই কারণেই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুর্ম্মতিবশতঃ লিঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া বৃহত্তর করিবার চেষ্টায় কেহ কেহ শূকদোষ জন্মাইয়া থাকে। যাহারা মূত্রত্যাগ করিয়া জল গ্রহণ করে না বা দুর্ম্মতিবশে স্নানের

প্রাক্‌কালে বস্ত্রমধ্যে মূত্র ত্যাগ করে কিম্বা অবগাহনসময়ে মূত্র ত্যাগ করিয়া স্নানের জল অপবিত্র করে, মূত্ররূপ গরলের প্রভাবে তাহাদের শরীরে অশেষ ক্লেশদায়ক কণ্ডুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফলতঃ যৌবন-সঞ্চারে দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ লোকে নানা অবিহিত পথে বিচরণ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে।

যৌবন বড় বিষম কাল। সৎসঙ্গ এবং সদুপদেশ দ্বারা পরিচালিত না হইলে যে কতপ্রকার বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পশুপক্ষ্যাদি কতকগুলি নৈঃসর্গিক বাধা লঙ্ঘন করে না। কিন্তু মনুষ্য উহা অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতে পারে। অতএব মনুষ্যের শাসন ও প্রকৃত পথানুসরণ জন্য বিধি-ব্যবস্থা বিশেষ কঠোর হওয়া আবশ্যক। হস্তমৈথুন অবলম্বনে অনেকে আপনার পরকাল নষ্ট করিয়া থাকে। তাহাদের পিতা বা অন্য অভিভাবকগণ কামতত্ত্বে পুত্র বা প্রতিপাল্যের প্রকাশ্য অত্যাচার অদর্শন হেতু মনে করেন যে, আমার তত্ত্বাধীন ছেলেটি বেশ শুদ্ধ ও শান্ত। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বাধান ছেলেটী যে গোপনে আপন মস্তকে কুঠারাঘাত করিতেছে, ইহা স্বপ্নেও ভাবেন না। বাস্তবিক এদিকে অভিভাবকদিগের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন কার্য্যে অভ্যস্ত বালকদিগের চক্ষুর নিম্নভাগে কালির ন্যায় দাগ পড়ে এবং সর্ব্বদা অলস, স্ফূর্ত্তিহীন ও শয়নে অভিলাষ-যুক্ত দেখা যায়। উক্ত কর্য্যে বিশেষ অভ্যস্ত হইলে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মলের সহিত নির্গত হইয়া থাকে এবং শরীরের নানাস্থান স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে। পুনঃপুনঃ হস্তের তাড়নে লিঙ্গের রগগুলি শিথিল হইয়া রগঢিলা লিঙ্গশৈথিল্য বা ধ্বজভঙ্গ রোগ উপস্থিত হয়। দেহের আনন্দপ্রদ পদার্থ শুক্রধাতুর ক্ষয় এবং বিকৃতিবশতঃ অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই হু হু ধু ধু করে। দাউ দাউ জ্বলিতে থাকে। মনে মনে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয় এবং বিশেষ স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। কামিনী দর্শন বা

স্পর্শ মাত্রেই শুক্র স্খলিত হয়। অভিভাবকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত এই সমস্ত হতভাগ্য বালকের ভবিষ্যৎ রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাকে সদুপদেশে উল্লিখিত দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যায় না বরং স্ত্রীসংসর্গের সুবিধা ঘটাইয়াও তাহাকে হস্তমৈথুনরূপ মহাপাপের হস্ত হইতে মুক্ত করা উচিত। যাহাদের উল্লিখিত অত্যাচারে শুক্রক্ষয় এবং লিঙ্গ-শৈথিল্যের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাদের অনেকে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীসংসর্গে সাধ্য নাই ভাবিয়া নানা দুশ্চিন্তায় কাল হরণ করে। মৈথুন ত্রিবিধ, যথা,—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহারা তখন কেবল মানস মৈথুন করিয়া কাল ক্ষেপণ করে। মানস মৈথুন, অযোনিসঙ্গম-সুতরাং অনিষ্টকর হইয়া থাকে। চিকিৎসকদিগের এবম্বিধ অবস্থায় উল্লিখিত ব্যক্তির ভ্রমাপনোদন জন্য সাহস দিয়া ভামিনীসংযোগের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। ভ্রমাপনোদন জন্য দুই একবার মাত্র ভামিনীসংযোগ ব্যতীত শুক্রক্ষয় রোগে শুক্রক্ষয়ের ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে না।

প্রাচীনেরা স্ত্রীজাতিকে পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী এবং পুরুষ জাতিকে শশ, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। শশজাতীয় পুরুষের লিঙ্গ এবং পদ্মিনী স্ত্রীর যোনির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পারম্পর্য্যরূপে ক্রমেই বৃহৎ। অশ্ব ও হস্তিনী জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রাকৃতিক নিয়মে কতকগুলি দোষ ও গুণ ইহাদের স্বভাবজাত। শশ জাতির সহিত পদ্মিনীর, মৃগ জাতির সহিত চিত্রাণীর, বৃষ জাতির সহিত শঙ্খিনীর এবং অশ্ব জাতির সহিত হস্তিনীর মিলন সুখ-সম্মিলন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। চারি জাতি স্ত্রীর সহিত চারি জাতি পুরুষের যতই অদূরে সম্মিলন, উহা অপেক্ষাকৃত সুখ-সম্মিলন, আর দূরে হইলেই অপেক্ষাকৃত দুঃখ-সম্মিলন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কর্ম্মকর্ত্তার দূরদর্শিতা ও যথাসাধ্য অনুসন্ধানের ফলে সুখের সম্মিলনই

বাঞ্ছনীয়। এই সমস্ত নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপর ভবিষ্যৎ বংশের শুভাশুভ নির্ভর করে। কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সবিশেষ বিচার করিতে পারে না, সুতরাং অধোগতির পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে।

পদ্মিনীর নেত্রযুগল কমলদলের ন্যায় আয়ত এবং মৃগীলোচনবৎ সুদৃশ্য। নাসারন্ধ্র ক্ষুদ্র, তনু কৃশ, কেশ দীর্ঘ, অঙ্গ মনোহর, দেহ পদ্মগন্ধ, বেশ সুন্দর, কুচদ্বয় ঘনসন্নিবিষ্ট। অপিচ ইহাদের বাক্য মৃদু ও মধুর কণ্ঠ কোকিলের ন্যায় শ্রুতিসুখকর। মুখ সদাই হাস্তে পরিপূর্ণ, অঙ্গসমূহ সুলক্ষণে লক্ষিত। পদ্মিনীর স্নেহ সমভাবে সকলের প্রতি বিরাজমান। ইহারা পতিগতপ্রাণা এবং কটাক্ষে ভুবন মোহিত করে। এবম্বিধ মঙ্গলময়ী রমণী ধরাতলে দৃষ্ট হয় না। যে গৃহে পদ্মিনী বিরাজ করে, শোক ও দুঃখ তথা হইতে দূরে প্রস্থান করে। ভাগ্যফলেই এবম্বিধ রমণীরত্ন লাভ হইয়া থাকে। পদ্মিনী প্রথমা রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

চিত্রাণী নারীর স্তনযুগল কঠিন ও ঘনসন্নিবিষ্ট। দেহ নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব, নয়নযুগল কমলদলের ন্যায়। নাসা তিলপুষ্পসদৃশ। এই নারী মনোজ্ঞা, রতিরসজ্ঞা, লোভহীনা এবং সুশীলা হইয়া থাকে। ইহাদের দয়া এবং ক্ষমাগুণ শরীরে বিদ্যমান আছে। ইহারা মিষ্ট-ভাষিণী সত্য ও প্রিয়বাদিনী, পতিপরায়ণা, দেব ও দ্বিজে ভক্তিবিশিষ্টা। মতি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দিকে এবং অল্পমৈথুনেই প্রীতিযুক্তা হয়। পদ্মিনীর নিম্নেই চিত্রাণীর স্থান। চিত্রাণী দ্বিতীয়া রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

শঙ্খিনী নারীর নয়ন কমলদলের ন্যায়। দেহ দীর্ঘ ও স্তনদ্বয় কঠিন, বাক্য মধুর এবং কণ্ঠদেশ রেখাত্রয়ে বিভূষিত থাকে। ইহারা চঞ্চল-স্বভাবা, অপিচ দেহে ক্ষারগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। শঙ্খিনী নারী আলাপরসিকা মদনাতুরা। পতি বা গুরু প্রভৃতিকে ভয় করে না।

ইহারা কামাতুর হইয়া পরপুরুষের সহিত সর্ব্বদাই রতি বাসনা করে। শঙ্খিনীর নাসিকা উন্নত, সর্ব্বদা ক্ষুধার্ত্তা ও পিপাসাতুরা হইয়া অবস্থান করে। ইহারা অতিশয় উচ্চ হাস্য করে। চিত্রাণীর নিম্নে শঙ্খিনীর স্থান। শঙ্খিনী তৃতীয়া রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

হস্তিনী নারী সর্ব্বদাই কামবাণদগ্ধাবস্থায় বিরাজ করে। ইহাদের কেশ অল্প, দেহ এবং নাসারন্ধ্র স্থূল। নেত্র অগ্নিবৎ রক্তবর্ণ এবং গাত্রে মদ্যগন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার কদা-চারে রত ও পরপুরুষের সহিত মৈথুনে অভিলাষিণী রূপে সর্ব্বদা বিরাজ করে। শঙ্খিনীর নিম্নেই হস্তিনীর স্থান। হস্তিনী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা এবং চতুর্থা রমণী বলিয়া কথিতা হইয়াছে।

শশকজাতীয় পুরুষ সুশীল, গুণবান্, প্রিয় এবং সত্যবাদী। বাক্য সর্ব্বদাই মৃদু ও কোমল হইয়া থাকে। ইহাদের দেহে সর্ব্ব সুলক্ষণ লক্ষিত হয়। শশকজাতি পুরুষ শ্রীমান্, দেবপূজা ও সাধুসঙ্গ লাভে সর্ব্বদা অনুরাগী হইয়া থাকে। ইহাদের দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, ইহারা পরহিতে রত। পরদারবিমুখ. গুরু ও দ্বিজপরায়ণ, অপিচ প্রকৃতি শান্ত, বচন গম্ভীর এবং মন পাপের পথে প্রবৃত্ত হয় না। শশক জাতি পুরুষের প্রথম শ্রেণীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মৃগজাতীয় পুরুষের বদন সর্ব্বদা হাস্যে পরিপূর্ণ, গাত্র স্নিগ্ধ ও অঙ্গ দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহারা বলবান্ ও নৃত্যগীতপ্রিয়। ইহাদের দৃষ্টি মৃগের দৃষ্টির ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল। ইহারা ভগবানের গুণ কীর্ত্তনশ্রবণে নিতান্ত অভিলাষী। অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি পূজা ও সৎকারপরায়ণ হইয়া থাকে। মৃগজাতি পুরুষের দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বৃষজাতীয় পুরুষের অঙ্গ শোভাযুক্ত। ইহারা গুণবান্ ও শীলবান্। ইহাদের শরীরে পুগগন্ধ অনুভূত হয়। রসনা দীর্ঘ হইয়া

থাকে। বৃষজাতি পুরুষের চরণদ্বয় হ্রস্ব, কলেবর হৃষ্টপুষ্ট। ইহারা স্বভাবতঃ লজ্জাবিহীন। ইহাদিগের নারী দর্শনমাত্রেই মন উৎফুল্ল হয় ও পাপের ভয় নাই। এই জাতীয় পুরুষ নিদ্রাপ্রিয় নহে। পরন্তু সর্ব্বদাই মৈথুনপ্রিয় হইয়া থাকে। বৃষজাতি পুরুষের তৃতীয় শ্রেণী-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অশ্বজাতীয় পুরুষের অঙ্গ দীর্ঘ ও কর্কশ। গমন দ্রুত, মন নির্ভীক এবং সর্ব্বদা কদাচারে রত থাকে। ইহারা প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ, মহাপাপী, ধর্ম্মবুদ্ধিবিহীন। পরনিন্দাপরায়ণ এবং সর্ব্বদা মদনবাণে সন্তপ্ত অব-স্থায় কালযাপন করে। অশ্বজাতীয় পুরুষ প্রায়ই স্থূলকায়, সর্ব্বদা উগ্র-স্বভাব এবং দিবারাত্রি কেবল নারীদর্শন লালসায় ব্যাকুল থাকে। নারীকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই পুনঃপুনঃ সঙ্গম করে। শতনারীতে শতবার উপগত হইলেও ইহাদের আন্তরিক তৃপ্তির সঞ্চার হয় না। অশ্বজাতীয় পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও পুরুষের চতুর্থ শ্রেণীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যোগ্য পুরুষের সহিত যোগ্যা নারীর সম্মিলনের ন্যায় কামতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ঋতুবিবরণ, সহবাসবিধি, স্ত্রী-সম্ভোগের কালাকাল, কাল ও কারণ ভেদে নারীসহবাসের ফলাফল, সন্তানের অকালমৃত্যুর কারণ, সহবাসদোষে, সন্তানের অবস্থা, কোন্‌জাতীয়া নারীর কোন্‌জাতীয় শয্যা আবশ্যক ও তাহাদের চিত্তরঞ্জনের উপায়, অপিচ গর্ভাবস্থায় কোন পীড়া হইলে তাহার ঔষধনিরূপণ ইত্যাদি শাস্ত্রের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হয়। যিনি শাস্ত্রের আদেশ পালনে যে পরিমাণে ভ্রম করেন, তদ্দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ সেই পরিমাণে দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

নারীজাতি রজস্বলা হইলে প্রথম তিন দিবস বর্জ্জনীয়া। চতুর্থ দিবসে স্নানপূর্ব্বক বিশুদ্ধা হইলে সম্ভোগের যোগ্যা হইয়া থাকে।

যাহার নারীগমনের কালাকাল বিচার নাই, তাহার জন্য নরকের পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীর দিনে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে আয়ুক্ষয় হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রসাধিক্য-কারিণী তিথিদ্বয়, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিদ্বয়, রবিবার এবং সংক্রান্তি দিনে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। কোন শুভ কার্য্যে যাত্রার প্রাক্কালে স্ত্রীসংসর্গ মহাপাপরূপে পরিগণিত। উহা সংকল্পিত কার্য্যের পদে পদে বিঘ্নজনক বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। ঋতু-কালে কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হইতে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে যে সন্তান জন্মে তাহারা অল্পায়ু ও চিররোগী হইয়া থাকে। দিবাসঙ্গমে আয়ুক্ষয় হয়। উহাতে পুত্রাদি জন্মিলে তাহারা মহাপাপী হইয়া থাকে। পুষ্পহীনা বৃদ্ধানারীর সহিত সংসর্গ সম্পূর্ণ অনুচিত। নিশাকালে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে যাম অর্থাৎ প্রহর ভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম প্রহর স্ত্রীসম্ভোগের পক্ষে একেকালেই নিষিদ্ধ। রোগার্ত্তা বিশেষতঃ কোন ব্যাধি কর্ত্তৃক দূষিত বা বিকৃতযোনি স্ত্রীর সহিত রমণ নিতান্তই হেয় ও অনুচিত। উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাল ভিন্ন ঋতুপ্রাপ্তির পর ষোল দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী-সংসর্গ করা যাইতে পারে। পরন্তু পুনরায় রজস্বলা না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না। প্রকৃত সংযমী লোকের পক্ষে ঋতুস্নানের পর একদিন মাত্র স্ত্রী-সংসর্গ করা উচিত। পুনরায় ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত আর সেই নারীর সহিত সঙ্গম করিবে না।

প্রথম ঋতুদর্শনদিনে কামিনীর পদাঙ্গুষ্ঠে কামের উদয় হয়। প্রাচীনেরা চন্দ্রকলার ন্যায় কামের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি ক্রমে কলা বিভাগ করিয়াছেন। ঋতু উৎপত্তির প্রথম দিন শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, ক্রমে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ইত্যাদি। শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্ণয়

করিয়াছেন যে কাম শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিনে পদাঙ্গুষ্ঠে বাস করে। দ্বিতীয়ায় গুল্ফে, তৃতীয়ায় উরুদেশে, চতুর্থীতে ভগদেশে, পঞ্চমীতে নাভিস্থানে, ষষ্ঠীতে কুচমণ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে কক্ষদেশে, নবমীতে কণ্ঠদেশে, দশমীতে স্কন্ধদেশে, একাদশীতে গণ্ড-দেশে, দ্বাদশীতে নয়নে, ত্রয়োদশীতে শ্রবণে, চতুর্দ্দশীতে ললাটে এবং পৌর্ণমাসীতে শিখা স্থানে অবস্থান করেন। কৃষ্ণপক্ষে বিপর্য্যয় ভাবে ক্রমে নিম্নে আসিয়া অমাবস্যার দিনে পদাঙ্গুষ্ঠ হইয়া অস্ত যায়।* অন্যান্য নিষিদ্ধ দিনের ন্যায় কামের একাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে সহবাস নিষিদ্ধ। পুরুষের কামকলা প্রকৃত চন্দ্রকলার সহিত সমভাবে উদয় ও অস্ত যায়। কামের গতিপথে কর্ণ অতি প্রধান স্থানরূপে পরিগণিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্পবয়সেই কামপ্রবৃত্তি চঞ্চল হয়। বোধ করি উহা সাম্যের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ যৌবনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই কর্ণবেধ করা বা চূড়াকরণ প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন। মুসলমান ব্যবস্থাপকগণও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কামচাঞ্চল্য নিবারণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুন্নত অর্থাৎ শিশ্নত্বকচ্ছেদের প্রথা দৃষ্টিতে উহাই প্রতীত হয়। কাম যে দিন যে স্থানে অবস্থিতি করেন, কামতত্ত্বজ্ঞ গুরুদিগের উপদেশ মত সেই বিশেষ স্থান পীড়ন বা অন্য আবশ্যকীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিলে কামিনীর দ্রাবণ হইয়া থাকে। কামিনীর দ্রাবণ না হইলে রমণজনিত হর্ষের পূর্ণোদয় হয় না, সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহ দোষযুক্ত হয়। প্রাচীন কালে কামতত্ত্বদর্শিগণ স্ত্রীজাতিকে দ্রব করিবার জন্য বহুবিধ বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গমকালে আবশ্যক মত বন্ধের ক্রম অনুসারে নারীকে আবদ্ধ করিয়া সুরত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চিতরূপেই সেই স্ত্রী দ্রব হইয়া থাকে। শয়ন, উপবেশন, প্রভৃতি নানা অবস্থায় স্ত্রীদিগকে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। বন্ধের ক্রম অনুসারে নারীকে

আবদ্ধ করিয়া শৃঙ্গার করিলে শশক জাতীয় পুরুষও হস্তিনীকে দ্রব করিতে পারে। পক্ষান্তরে পদ্মিনীও অশ্বজাতীর সহিত রমণে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে না। কামতন্ত্রের যে ভাগেই দোষ আচরিত হউক, অনুপাতানুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এতদুভয়ের মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষিত নাম গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। কামশাস্ত্রে মনুষ্যের শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত থাকা নিতান্তই উচিত। প্রাচীন কালে শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ গুহ্য ছিল, এখনও আমাদিগের গুহ্যভাবই রক্ষা করা উচিত। পিতৃপুরুষগণ আমাদিগের রক্ষাউদ্দেশ্যেই তন্ত্রশাস্ত্র সকল এবং করচা গ্রন্থ প্রভৃতি অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। যদিও উহা পাঠ মাত্রে মূল গুহ্য বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না, কিন্তু ভাগ্যফলে সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ হইলে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কামতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক প্রচারে ইংরেজরাজের অনুরাগের ত্রুটী আছে। বরং বিরাগ থাকা হেতু মুদ্রিত গ্রন্থ পূর্ব্বে বিশেষ দুষ্প্রাপ্য ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালে দুই একখান পুস্তক মুদ্রিত পাওয়া যায়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদাৎ কালে এই সমস্ত অসুবিধা দূর হইবে। মূলতত্ত্ব জানার জন্য যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ আছে, তাঁহারা অনুসন্ধান করিলে হস্তলিখিত বহু গ্রন্থ পাইতে পারেন। শুক্রধাতুর ক্ষয় ও বিকৃতি নিবারণ, অপিচ অচল, অটল ও বিশুদ্ধভাবে রক্ষার প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই তন্ত্রশাস্ত্র-প্রকাশক মহর্ষিদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বিহার ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই স্থানেই শেষ হইল।

হিন্দুসন্তানগণ আহার, নির্হার ও বিহার এই তিনটী ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধের নিকট সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে এই সমস্ত বিধি ও নিষেধগুলি বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বিহারবিধি অতি সংক্ষেপে

বর্ণিত, কিন্তু তন্ত্রাদিশাস্ত্র ও করচাগ্রন্থ প্রভৃতিতে উহার বিস্তারিত উপদেশ আছে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ জাতি হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্মৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। কঠিন সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা ছিল। হেতুনির্দ্দেশ স্মৃতিলঙ্ঘনের পন্থা স্বরূপ। অতএব ব্রাহ্মণগণ হেতুনির্দ্দেশপূর্ব্বক স্মৃতিলঙ্ঘনের পরিবর্ত্তে পাপ স্পর্শ করিবা মাত্র, ক্রতপদে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি সাধন করিতেন; নতুবা তিনি সমাজে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন। কেহ মূত্র ত্যাগ করিয়া জল গ্রহণ করিল না, অন্যে দূরে থাকুক, পিতা মাতা সহোদর প্রভৃতিও তাহার স্পর্শ করা আহার্য্যগ্রহণ বন্ধ করিতেন। সুতরাং দোষীকে ব্যকুলতা সহকারে শুদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইত। শুদ্ধাচাররহিত দোষী ব্যক্তির সহিত সংশ্রবে, স্বশরীরে দোষ সংক্রমণের আশঙ্কায় ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধাশুদ্ধবোধশূন্য হীনাচার ব্যক্তির সহিত কদাচ মিশিতেন না। আহারের বিশুদ্ধতা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ব্রাহ্মণগণ পবিত্রাপবিত্র-বোধশূন্য যে, সে লোকের হস্তে পাকক্রিয়ার ভার ন্যস্ত না করিয়া স্বপাক বা নিজের তুল্য সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্নই গ্রহণ করিতেন। উক্ত কার্য্যে ইতর শ্রেণীর সহিত সংশ্রব, তাঁহাদের অভ্যাস এবং জাতীয় রীতির বিরুদ্ধ ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের অনুকরণে আপন সম্প্রদায় অপেক্ষা হীনক্রিয় শ্রেণীর হস্তে অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না।

যদিও মনুষ্য মাত্র স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কর্ম্মকাণ্ডে শুরু ও মহাজনদিগের বিধি ও নিষেধের নিকট সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকাই উচিত; তথাপি সকলে সর্ব্বদা অবনত মস্তকে থাকে না। অনেকের বহুবিধ শিথিলতাও আছে। অনেকে আপন ক্ষীণ বুদ্ধিতে হেতুনির্দ্দেশ দ্বারা স্মৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জাতি হেতুনির্দ্দেশ দ্বারা স্মৃতির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেন না। স্মৃতিশাস্ত্রের Loyal subject (লয়্যাল সাবজেক্ট) ছিলেন বলিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রাপ্ত

হইতেন। কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি জাতি শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিলেও ব্রাহ্মণের সহিত তুলনায় কিঞ্চিৎ শিথিলতাও আছে। পরস্পর তুলনা করিলে তিলী, মালী, কামার, কুমার প্রভৃতি জাতির শিথিলতা কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক। হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতির শিথিলতা যৎপরোনাস্তি অধিক। যে সম্প্রদায় শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ পালন সম্বন্ধে যতদূর অগ্রসর, তাহারা পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় অপেক্ষা অনুপাতানুসারে উচ্চতর পদ ও সম্মানে অবস্থিত। স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ পালন হেতুই ব্রাহ্মণজাতি সমাজের শীর্ষস্থানে এবং উহার অপালন হেতুই হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নতম স্থানে অবস্থিত আছে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে স্মৃতিশাস্ত্রের Loyal subject (লয়্যালসাবজেক্ট) গুলি সমাজের উচ্চতম পদ এবং Lawless gallant (ললেস গ্যালাণ্ট) গুলি নিম্নতম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র পদদলন করিলে সমাজে পদদলিত হইতে হয় জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু-জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অবিচলিত ভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চারিটী মাত্র জাতি ছিল, এখন শত শত জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে বর্ণসঙ্করের সংখ্যাও যথেষ্ট। কিন্তু এই সকল জাতি, শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন ও অপালনের অনুপাতে সমাজে পূজ্য বা হেয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। জনক ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়াও কেবল শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশ পালন করিয়াই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন আরম্ভ করিলে এখনও সমাজে ক্রমে ক্রমে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করা যায়। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন না করিয়া কোন সম্প্রদায় গায়ের জোড়ে ডবল প্রমোশনের জন্য লালায়িত হইলেই বিষম সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালনই সামাজিক সম্মান লাভের এক মাত্র উপায়।

হিন্দুগুরুগণ কোন ব্যক্তিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত (Baptize) করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। যেহেতু আত্মজ্ঞানমূলক সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যেক জীবই দীক্ষিত আছে। সকাম বা নিষ্কাম মতের দীক্ষা ব্যতীত "হিন্দুধর্ম্মে" দীক্ষা দেওয়া বা (Baptize) (ব্যাপ্-টাইজ) করিবার নিয়ম হিন্দুর শাস্ত্রে নাই। অপর মধ্যভাগে একটী কথা এই যে, "মহিলাকুল পিতার কি পতির?" এই পূর্ব্ব পক্ষের মীমাংসা এই যে, পতির। এই বাক্যের উপর হিন্দুর জাতিত্ব প্রতিষ্ঠিত। উহা রাজধর্ম্মের অন্তর্গত এবং রাজার পোষণে পরিপুষ্ট। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু জাতি দুইটী পৃথক্ কথা। * সকাম ও নিষ্কামো প্রণালী বিভিন্ন হইলেও স্বমতের গুরু এবং মহাজনদিগের বিধি ও নিষেধের নিকট অবনত মস্তকে থাকিতে হইবে। উহাতে প্রকৃত হিন্দু। কোন আপত্তি নাই বা হইতে পারে না। ইহাই হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ড। বঙ্গীয় হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে একটী বিষয় ধারণা হয় যে, কর্ম্মে নিবিষ্ট হইবার প্রথমেই দৈনিক পঞ্জিকা দর্শন অর্থাৎ (দৈনিক রুটিন) আলো-চনা ও কামনা নির্ণয় করিয়া পরে অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কেবল পাঁচ ঘণ্টা কাল রুটিন ডিউটী করিয়া থাকে, কিন্তু এ রুটিন দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পাঠ করিলে ইহাও হৃদ্বোধ হয় যে, বিহিত উপায়ে রুটিন ডিউটী অর্থাৎ সময় নিরূপণপূর্ব্বক কর্ত্তব্যগুলি বিহিত পথে সম্পাদন করিলেই স্বধর্ম্ম পালন

---

* যেদিন মণিরাম কলিতা vs কেশ্রী কলিতানীর এক্স পার্টি প্রিভিকৌন্সিল আপিলের মোকর্দ্দমায় প্রিভিকৌন্সিল হতভাগ্য মণিরামের বা প্রকৃত পক্ষে সমস্ত হিন্দুজাতির বক্ষে তীক্ষ্ণধার রাজকীয় ছুরিকা বসাইয়া দেন, হায় রে! সেই দিন হিন্দুর জাতি-পাত হইয়া গিয়াছে। কোন জাতির মূল সূত্র বিনষ্ট হইলে প্রকৃতির নিয়মে সেই জাতির অস্তিত্ব-লোপ অবশ্যম্ভাবী।

করা হয়। বাটীর প্রত্যেক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট রুটিন অনুসারে বিহিত উপায়ে যথাসময়ে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে দেখিলেই স্বধর্ম্মপালন করিতেছে, আর ব্যভিচার দৃষ্ট হইলেই অধর্ম্মের প্রশ্রয় হইয়াছে, বুঝিতে হয়। শিশুদিগকে রুটিন ডিউটী করিতে শিক্ষা দেওয়াই স্বধর্ম্মপরায়ণ করিবার একমাত্র উপায়। কিন্তু রুটিন দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। অতঃপর মুক্তি ও সাধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রস ধাতুই দেহরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বিবিধ রোগসমুদ্র হইতে পরিত্রাণ অর্থাৎ পার হওয়া যায় জন্যই উহার অন্য নাম পারদ হইয়াছে। বস্তুতঃ পারদ পার—দ পদার্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ রস ধাতুকে মহাদেবের বীর্য্যস্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। রস বা পারদ ধাতুতে নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, বিষ, গিরি, চাঞ্চল্য ও অসহ্যাগ্নি এই আটটী নৈসর্গিক এবং সপ্ত কঞ্চুক দোষ বর্ত্তমান আছে। শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে উল্লিখিত দোষগুলি বিদুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত পারদের ন্যায় দেহের অনিষ্টকর পদার্থ আর নাই। শুদ্ধি, মূর্চ্ছা, বন্ধ ও মারণ এই চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্মের দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে পারদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ জগতে আর নাই। মনুষ্য জাতিকে রক্ষার জন্যই শিবশাস্ত্র তন্ত্রে মঙ্গলময় রসকর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। যথাশাস্ত্র চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম সম্পাদিত হইলে পারদের অমোঘ রোগনাশক শক্তি সঞ্চার হয়। হিন্দু চিকিৎসকগণ উহার সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। পারদের বন্ধ ও মারণ প্রণালী বুঝি বা লোপ হইয়াছে। সাধকলোকের অভাবে এখন আর উক্ত কার্য্য হয় না। শুদ্ধি ও মূর্চ্ছাপ্রণালী এখনও প্রচলিত আছে। রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর, ষড়্‌গুণ বলিজারিত সাধারণ বা সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রভৃতি পারদের মূর্চ্ছাপ্রণালীর অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রানুসারে পারদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধরূপে পরিগণিত।

আহার্য্য পদার্থের সারাংশ যাহা দেহের ক্ষয়পূরণ জন্য গৃহীত হয়, তাহাকে রস কহে। উক্ত রসধাতুর শেষপরিণতি শুক্রধাতুই প্রকৃতপক্ষে দেহের সর্ব্বপ্রধান রস। যোগিগণ শুক্ররসকে দেহস্থ পারদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। গুরুর নিকট দেহস্থ পারদের শুদ্ধি, মূর্চ্ছা, বন্ধ ও মারণ এই চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম বিদিত হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলে দেহরক্ষার জন্য অন্য ঔষধের প্রয়োজন হয় না। কেবল স্ত্রীসংসর্গ বন্ধ করিলেই বীর্য্যধারণ সাধন হইয়া দেহের পারদ প্রকৃত পার-দরূপে পরিণত হয় না। বীর্য্যধারণের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রণালীর সাধন-শিক্ষা আবশ্যক। এই সকল বিশেষ গুহ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে রজঃ মহাশক্তি এবং বিন্দু মঙ্গলময় শিবস্বরূপ; আনন্দদ্বার যোনি ও লিঙ্গে প্রকাশিত হইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটী বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রচার শুনুন। "বীজঁ ঔর ফুল দুনিয়াকা মূল।" বীজ এবং ফুল এই দুইটী সাধনার প্রধান উপাদান। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের স্থূলতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম ভাবে রজঃ ও বীর্য্যের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। পাঠক! এই স্থানে আমার লেখনী অচল হইল। যাঁহার ইচ্ছা আছে, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ এবং সদ্গুরু অবলম্বনে বিস্তারিত অবগত হউন।

রসের সাধনে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ। শাস্ত্রে পৌরাণিক প্রমাণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, ভূতভাবন ভবানীনাথ শ্যামা-পদতলে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধার চরণে পতিত হইয়াছিলেন। সকাম-সাধনা কালে আদ্যা বা অর্দ্ধাঙ্গিনীর চরণে শরণ লইতে হয়। স্ত্রীজাতি কখন বাঘিনীরূপে পুরুষের কণ্ঠচ্ছেদ করে; আর কখনও বা মহাশক্তিরূপে সাধনসঙ্গিনী হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে। পুরুষ সাধনার দ্বারা উর্দ্ধরেতা হইয়াছে এবং তাহার বীর্য্য অমোঘ ভাব ধারণ করিয়াছে কি না একমাত্র স্ত্রীজাতিই উহার অগ্নি-পরীক্ষার স্থল। গুরুর কৃপায় যিনি সাধনা দ্বারা এই অগ্নিপরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ধন্য। সাধনা দ্বারা শুক্র-ধাতুর স্থিরতা না জন্মিলে মনের স্থিরতা জন্মে না। মন প্রাণ-বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া একাগ্র হইলে অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারে বটে কিন্তু অগ্রে সাধনার দ্বারা দেহের পারদ সিদ্ধ না হইলে সমস্তই বিফল। প্রবল ধ্যান (চিন্তা) করিলে শুক্রক্ষয় হয়, উহাতে একাগ্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া একাগ্রতা নষ্ট করে। সাধনা দ্বারা শুক্রধাতু অচল, অটল, এবং সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত একাগ্র ধ্যান অসম্ভব। শুক্রসিদ্ধি হইলে আর ক্ষয় বা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না; অচল ও অটল অবস্থায় থাকে। শিব ও শক্তি উপাসকদিগের মতে যোনি ও লিঙ্গ, ধ্যেয় ব্যতীত হেয় পদার্থ নহে। কামেন্দ্রিয় সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়ায় গুহ্যভাব রক্ষা করা আবশ্যক বটে, তদ্ব্যতীত আনন্দদ্বার রক্ষায় যাহার যত্ন নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উদাসীন সে যে একজন মহাদুঃখী ও মহামূর্খ তাহাতে সন্দেহ নাই। স্নানের পূর্ব্বে লিঙ্গ ও অণ্ড প্রভৃতিতে সর্ষপ বা করঞ্জ তৈল প্রভৃতি অভ্যঞ্জন এবং গুরূপদিষ্ট অন্যান্য পরিচর্য্যাও নিতান্তই আবশ্যক; ভ্রম করিলে আনন্দযন্ত্র বিকৃত হয় এবং রসাতলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নানান্তে শাক্তের ল্যাঙট ও রুমালী এবং বৈষ্ণবের পক্ষে ডোর ও কৌপীন অন্তর্ব্বাসরূপে ব্যবহার মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। আহারে মুখ, নির্হারে গুহ্য, এবং বিহারে যোনি বা লিঙ্গ এই তিনটীই প্রধান দ্বার। উহার কোনটীই উপেক্ষার বস্তু নহে।

আহার, নির্হার ও বিহার-ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে গুরু ও মহাজনদিগের বিধি এবং নিষেধের নিকট পূর্ণরূপে অবনতমস্তক হইলে দেবদেহ বা নির্জ্জর অবস্থা লাভ করা যায়। উক্ত কার্য্যে ব্রাহ্মণজাতি সকলের শীর্ষ-স্থানীয় থাকায় হিন্দু সাধারণ কর্ত্তৃক ভূদেব নামে অভিহিত হইতেন। ভারতীয় ভূদেবগণের বিশুদ্ধমস্তিষ্ক-প্রসূত শাস্ত্ররূপ রত্নরাজি পৃথিবীর

প্রভৃত উপকার করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। হায় রে! পৃথিবীর "মহাগুরু" ব্রাহ্মণ জাতি কোন্ অজ্ঞাত পাপের ফলে ইংরেজ-রাজত্বে সংসার হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, ব্রাহ্মণকৃত পৃথিবীর উপকার কখনই ভুলিবার যোগ্য নহে। বৃটিশসিংহের রাজত্বে মানবের মহান্ এবং অত্যুচ্চ আদর্শস্বরূপ ব্রাহ্মণ জাতির পতন একটী বিশেষ শোচনীয় দুর্ঘটনা। হা বিধাতঃ! সমাজযন্ত্র এবং সংসারতন্ত্রের মূলীভূত পৃথিবীর বিশেষ উপকারক ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা কর।

দেব অবস্থা হইতে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব হইবার চেষ্টাই হিন্দুসাধনার চরম উদ্দেশ্য। তন্ত্রে উক্ত আছে যে, যত জীব, তত শিব। মনুষ্য চেষ্টা করিলে সাধনা দ্বারা শিবত্ব লাভ করিতে পারে। শিবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে বিভিন্ন মুখে ধাবিত কামের গতি নিরোধপূর্ব্বক "শিবোহং" অন্তরে এই কামনা দৃঢ়তর রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সকামসাধনার এই অংশকে অনেকে নিষ্কাম বলেন। যেহেতু মহাদেব সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের অবতার। তিনি ধ্যেয় বস্তু হইলেই প্রকারান্তরে নিষ্কামধর্ম্ম যাজন করা হইল। যাঁহারা শক্তি-উপাসক, তাঁহারা জানেন যে শিব-উপাসনা ব্যতীত শক্তির উপাসনা হয় না। তন্নিবন্ধন সকামত্ব দূর হয় না। মহাদেব হইতে হইলে 'আমি শিব হইব' তখন অন্তরে ইহাই বিশেষ কামনা। কোন বিশেষ কামনা সাধনার ইচ্ছা হইলে, বিপরীত-মুখী কামনা সংযত করা স্বতঃসিদ্ধ কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ক্রিয়াগুলি কোন কোন অংশে নিষ্কামের স্থায় হইলেও উহা সকাম ব্যতীত নিষ্কাম ধারণা করা সঙ্গত নহে। সকামধর্ম্মে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা ছাড়া নাই।

দেহের প্রধান রস শুক্র বা পারদই আনন্দের আধারস্বরূপ, আনন্দ নাশই জীবের মৃত্যু। সুতরাং আনন্দের আধার শুক্র ধাতুই জীবাত্মার আসনরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সাধনা দ্বারা শুক্রের ক্ষয় ও বিকৃতির পথ রুদ্ধ করিয়া অচল ও অটল অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হইলে সদানন্দ বা

মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। তখন ধ্যান, ধারণা ও সমাধির পক্ষে সু-অবসর উপস্থিত হয়। কুম্ভকের সাহায্যে প্রধানতঃ বিন্দুসিদ্ধি হইয়া থাকে। যোগী তখন পরিচয় অবস্থা হইতে অন্যান্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমে নিষ্পত্ত্যবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অল্পাহার, অল্পমল প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যাত্মিক উন্নতি তখন স্বতঃসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। বিন্দু সিদ্ধি হইলে আহার পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক করে। আহার পরিবর্জ্জন করিতে হইলে একখণ্ড নারিকেলাস্থি গ্রহণ করিতে হয়। উহার যে অংশ পর্য্যন্ত তণ্ডুল বা ময়দায় পূর্ণ করিলে জীবের পরিতোষপূর্ব্বক আহার হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিয়া অতিরিক্ত ভাগ বিনষ্ট করিতে হয়। পরে অভ্যাস মতে তণ্ডুল বা ময়দার দ্বারা উহা পূর্ণ করিয়া সেই পরিমাণবিশিষ্ট আহার্য্য মাত্র প্রতিদিন গ্রহণ করিতে হয়। অপিচ একটী কষ্টি পাথর রাখিয়া প্রতিদিন নির্দ্ধারিত সময়ে প্রোক্ত নারিকেলাস্থিকে উহার উপর একবার ঘর্ষণ করিতে হয়। প্রতিদিবসের ঘর্ষণে নারিকেলাস্থি অতি সূক্ষ্মভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আহারও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অথচ ক্লেশ হয় না। আহার-জয়ের জন্য সঙ্গে সঙ্গে খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করা আবশ্যক।

জিহ্বার অংশবিশেষ নিম্নে তন্তুবৎ পদার্থ দ্বারা আবদ্ধ আছে। প্রথমে গুরু-উপদেশমত সেই তন্তুবৎ পদার্থের কিয়দংশ কাটিয়া দিতে হয়। ক্ষত শুষ্ক হইলে নবনীত দ্বারা জিহ্বা মালিশ করিয়া আয়স-নির্ম্মিত জিহ্ব-ছোলার সাহায্যে উহার নির্লেখন করিতে হয়। ইহা নিয়ম পূর্ব্বক অভ্যাস করিলে জিহ্বা কিঞ্চিৎ দীর্ঘত্ব ও কোমলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন গুরূপদিষ্ট খেচরী মুদ্রা অভ্যাসের ক্রম অনুসারে জিহ্বাকে তালুস্থিত রন্ধ্রে, প্রবেশ করাইতে হয়। প্রথমে জিহ্বায় লবণ ইক্ষু প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের রস অনুভূত হয়। পরে যখন জিহ্বাগ্রভাগ রন্ধ্র পথে ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্ম পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তখন

উক্ত পদ্ম হইতে নিঃসৃত চন্দ্রামৃতধারা পান করিতে আরম্ভ করে। জিহ্বাগ্রভাগ উল্লিখিত চন্দ্রামৃতধারা পান করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষুৎ-পিপাসার উৎপত্তি আর থাকে না। কোন প্রকার আহার্য্য বা পানীয় গ্রহণ আবশ্যক হয় না। আহার-জয়ের পূর্ব্বে শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সিদ্ধ করিতে হয়। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আণ্ডামানবাসী উলঙ্গ মানবগণ রন্ধন, গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কোন কার্য্যই জানে না; অথচ শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি নানা দ্বন্দ্ব সহ্য করিয়া বিনা ক্লেশে অন্যান্য পশুর ন্যায় প্রকৃতির ক্রোড়ে বিচরণ করিতেছে। যোগী পুরুষ ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা উল্লিখিতরূপ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা সিদ্ধ করিতে পারেন। দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সিদ্ধ হইলে পৌষের শীতে জলাশয়ে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মে অগ্নিবেষ্টিত স্থানে অবস্থান করিলেও কোন ক্লেশের উৎপত্তি হয় না। বিন্দুসিদ্ধির পর আহার্য্যগ্রহণ বন্ধ এবং দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা সিদ্ধ হইলে মনুষ্য মৃত্যুঞ্জয় হয়। মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ধ্যান, ধারণা ও সমাধির সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সহ জীবরূপিণী প্রকৃতির সহস্রার পদ্মের উপরিস্থ আপন পতি পরমশিবের নিকট গমন সম্বন্ধে অবারিত দ্বার হয়। কেবল লয়-যোগে পরমব্রহ্মে লীন হইয়া দুঃখাগ্নির মহানির্ব্বাণ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, অন্যান্য কামনা ক্ষয় অর্থাৎ বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত পরমব্রহ্মে একাগ্র হওয়া যায় না। যে কামের অস্তিত্বটুক থাকে, তাহাই তাহাকে একাগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশান্তরে লইয়া যায়। সুতরাং পুনরায় অধোগতি হয়। জন্মান্তরপরিগ্রহ ব্যতীত সেই জন্মে তাহার প্রকৃত মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। সকাম গুরুগণ ইহা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, শিব ও শক্তির লীলাই তদীয় ভক্ত এবং উপাসকবৃন্দের আদর্শস্থল। কাম-

তত্ত্বের প্রথমাবস্থায় মহাশক্তিস্বরূপা সতী নিজ পিতা দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞে যাইতে স্বামীর অনুমতি না পাইয়া কত কি করিলেন। ভয়নাশিনী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভীত ও স্তম্ভিত শিবকে অনুমতি দিতে বাধ্য হইতে হইল। সতী পিত্রালয়ে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। পরে আবার পতিনিন্দায় দেহত্যাগ করিয়া চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। এদিকে ভোলানাথ সংবাদ পাইবামাত্র সদানন্দমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মহারুদ্ররূপে শ্বশুরভবনে উপস্থিত হইলেন। ভূত-প্রেতাদি অনুচরগণের নানা বীভৎস অনুষ্ঠান ও সমস্ত লণ্ডভণ্ড করার পর ঈঙ্গিতে শ্বশুর-বেচারার মুণ্ডটা পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দেব ধূর্জ্জটি কামতত্ত্বের প্রথমাঙ্ক সমাধা করিলেন। পরে শাশুড়ীর অনুনয়ে শ্বশুরের পুনর্জীবন দান করিলেও মনের আবেগ পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হওয়াতে নৃমুণ্ডের পরিবর্ত্তে ছাগমুণ্ড যোজনা করিয়া দিলেন এবং দস্তুর মত Apology (এপলজি) না পড়াইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। পরে আবার মৃত পত্নীর দেহ স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বাবা ভোলানাথের এই অবস্থা মোচন জন্য দেবতাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। বিষ্ণু ছিলেন, তাই চক্রীর চক্রে সমস্ত গণ্ডগোল শেষ হইল।

বাবা ভোলানাথ অতঃপর কামতত্ত্বের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন তিনি অখণ্ড, অচল ও অটল মহাযোগী। মন্মথ কুসুম-শরসাহায্যে মহাদেবের মন মন্থন এবং ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়া নিমেষে ভস্ম হইলেন। মহাদেবের কপাল হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে কামদেবকে অঙ্গারে পরিণত করিল। শাক্ত উপাসকগণ কামতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে আবশ্যক হইলে পিতৃদৃষ্টান্তের অনুকরণে শ্বশুরের মুণ্ড পর্য্যন্ত ছিঁড়িতেও ইতস্ততঃ করেন না। উক্ত তত্ত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাদেবের ন্যায় নিমেষে কামকে ভস্ম করেন। দেহস্থ রস বা পারদের চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, মদনের

আশ্রয়স্থান শুক্রধাতুর ভস্ম বা মারণ অতি সহজেই সম্পাদিত হয়। এজন্য ইহাকে সহজ ভজন কহে। যাঁহারা বিবিধ মসলা মিশ্রিত করিয়া গুরূপদেশ মত শুক্রধাতুর ভিয়ান দিতে অশক্ত তাঁহারা চতুর্ব্বিধ রসকর্ম্ম-বিশিষ্ট আকরিক পারদের সাহায্য লইয়া অথবা খণ্ড জন্মগ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য সাধনের পথ সুগম করিতে পারেন। যোগী ভ্রাতাদের সহিত আলাপে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ মতে রস-কর্ম্মবিশিষ্ট পারদ অপেক্ষা তান্ত্রিক মতে রসকর্ম্মবিশিষ্ট পারদই অভীষ্ট-সাধনের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আকরিক পারদের রসকর্ম্ম সম্পাদনে কোন ভ্রম থাকিলে উহার কুফল ভোগ না করিয়া দেহের নিস্তার নাই। এ জন্য গুরুর নিকট দৈহিক পারদের ভিয়ান শিক্ষাই বিশেষ বাঞ্ছনীয়। বিবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা নানা প্রকার বিভূতি লাভ হইলে নিষ্কামগণ শুষ্ক উপাসনা দ্বারা শত বৎসরে যে কাম ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না, সকাম উপাসকগণ তাহা শতমাস, শত সপ্তাহ বা শত দিন মধ্যে অনায়াসেই ক্ষয় করিতে সমর্থ হন। সকাম গুরুদিগের উপদেশ এই যে, যাঁহারা সাধক নহেন, নানা মোহে মুগ্ধ এবং বদ্ধজীবরূপে পরিগণিত তাঁহা-দিগের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান ও সাধনরূপ অঙ্কুশ দ্বারা মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে প্রকৃত পথে চালাইতে সমর্থ, তাঁহাদিগের অনর্থক দীর্ঘকাল শুষ্ককাষ্ঠ-চর্ব্বণ বা নিষ্কামপথাবলম্বনে সংসার-কর্ত্তনের প্রয়োজন দেখা যায় না।

যাঁহারা সাধনা দ্বারা শিবত্ব বা মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আহার্য্যগ্রহণ বা মল-মূত্রাদিত্যাগ প্রয়োজন হয় না। তখন তাঁহাদের আত্মা সর্ব্বদাই জাগ্রত; পরন্তু স্বপ্ন ও সুষুপ্ত থাকে না। অপিচ মূর্চ্ছা বা মৃত্যুও উপস্থিত হয় না। প্রায় সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি এবং জিহ্বার নিগ্রহ প্রাপ্তি হয়। কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহপ্রাপ্তি হইলেও তখনও মনের নিগ্রহ হয় না। ব্রহ্মেন্দ্রিয় মন। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়

উভয়াত্মক অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশটী ইন্দ্রিয়ের যাহা কিছু বিষয় বা অবলম্বন তৎসমস্তই মনে বর্ত্তমান আছে। অতএব মনের নিগ্রহ ব্যতীত চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না; মন জগৎপ্রপঞ্চে ভ্রমণপূর্ব্বক প্রকৃত মোক্ষের জন্য একতান হইতে পারে না। সাধনা দ্বারা সহজ-শিবত্ব লাভ হইলে পরম-শিবত্ব লাভের জন্য "শিবোহং" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার ধ্যান ব্যতীত, অন্য কোন মন্ত্র জপ আবশ্যক হয় না। এই সময়ে পরমাত্মার ধ্যানও অনাবশ্যক। আমি স্বয়ং শিব, আবার কোন্ শিবের ধ্যান করিব? ইহা নিশ্চয় করিয়া মনকে দৃঢ় করিতে হয়। 'শিবোহং' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র নিশ্চয়তা হেতু সেই যোগীর অন্তর্ভাগ ব্রহ্মময় হয়। বহির্ভাগও সর্ব্বদাই ব্রহ্মময় আছে। কেবল মনের লয় বা নিগ্রহ না হওয়া হেতু, মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি হয়, সুতরাং প্রকৃত মোক্ষপ্রাপ্তি তখনও দূরে থাকে।

শাস্ত্রকর্ত্তারা মনোলয় বা চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ জন্য নাদ-অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাম্ভবী মুদ্রার দ্বারা কতিপয় ইন্দ্রিয় নিরোধ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণবিবরদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা মুখ ও নাসিকা প্রভৃতির বিবরগুলি রুদ্ধ করিলে কর্ণে ঝিল্লী রবের ন্যায় অস্ফুট নাদ শ্রুত হওয়া যায়। উহা ঝিল্লী বা তদ্রূপ কোন কীটের নাদ নহে। প্রকৃত পক্ষে দেবদুন্দুভি-নাদ। উল্লি-খিত নাদের সহিত মনের লয় করিতে আরম্ভ করিলে উত্তরোত্তর ঝিল্লীর ন্যায় ক্ষুদ্র নাদ বিদূরিত হইয়া তান ও লয়বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীর ন্যায় এবং নানা প্রকার গম্ভীর নিনাদ সকলও শ্রুত হইতে আরম্ভ হয়। উহা দ্বারা অন্তঃকরণে বিশেষ পুলক জন্মে। নাদের সহিত মনের লয় করিতে আরম্ভ করিলে প্রোক্ত পুলক হেতু উহা অন্যত্র যাইতে চাহে না; ক্রমে উহার সহিত লয় হওয়ায় আপনার জন্মস্থান প্রকৃতিতে লয় পাইতে আরম্ভ

করে এবং কালে লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের সর্ব্বপ্রধান (General) (সেনাপতি) ব্রহ্মেন্দ্রিয় মন এইরূপে নিগৃহীত হইলে, উহার অধীন চক্ষু প্রভৃতি (Colonel) অধীন সেনাপতিগণও সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন তত্ত্বের পর তত্ত্ব লোপ পাইতে থাকে। চক্ষু আছে অথচ রূপগ্রহণ করে না। কর্ণ আছে কিছু শ্রবণ করে না। ইত্যাদি-রূপে লোপ পায়; অথচ মৃতের ন্যায় দেহে পূতিগন্ধ উপস্থিত হয় না। এইরূপে সমস্ত তত্ত্ব বিলুপ্ত হইলে উহাকেই হিন্দুশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তির নিরোধ কহে। এই সময়ে প্রকৃত নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়। কৈবল্যলাভ নিকটবর্ত্তী হয়। জীব ক্রমে সমস্ত প্রকার প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রকৃত আত্মজ্ঞানলাভের সুসময় উপস্থিত হয়। নিরবলম্ব সমাধির ফলে, যখন সেই যোগীর অন্তঃকরণে "সোহং" এই অদ্বৈত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তখন সেই জীব পরম ব্রহ্মে লয় অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইল, বলা যাইতে পারে। "সোহং" অর্থাৎ পরমাত্মা আর কেহ নাই, আমিই সেই পরমাত্মা। জীব পরমব্রহ্মে লীন হওয়ার পূর্ব্বে উল্লিখিত অদ্বৈত জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। পরম ব্রহ্মে সম্পূর্ণ লীন হইলেই উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। উল্লিখিত সময়ে পরমাত্মা এবং জীবাত্মারূপ পতি ও পত্নীর প্রকৃত যুগল-মিলন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সময়ে সর্ব্ববিধ তাপ চিরনিবৃত্ত হয় জন্য ইহাকে নির্ব্বাণ মুক্তি বা যোগের চরম সমাধি বলিয়া থাকে। মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য না করিয়া মহানির্ব্বাণলাভ অপেক্ষা দুর্লভ মনুষ্যজন্মে উচ্চ আশা আর হইতে পারে না। যে সাধক শুভাদৃষ্টবলে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র শিবকে পরমশিবে পরিণত করিয়াছেন এবং নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ বা চরমসমাধিস্থ হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ধন্য। তিনি আত্মতত্ত্ব বিদ্যা এবং আত্মজ্ঞানের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। অন্যের পক্ষে উহা কেবল কল্পনাবিজড়িত দাম্ভিকপ্রলাপ মাত্র।

অত্র স্থলে অপর একটী কথা বক্তব্য এই যে, মহাপুরুষ চণ্ডীদাস, জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে বাসুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজক ছিলেন। তিনি শাক্তসন্তান। উক্ত গ্রামে অন্যান্য বহুসংখ্যক শাক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ঘটনার চক্রে মন্দিরের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রামাণী ধোপানী-নাম্নী একটী বালিকার সহিত চণ্ডীদাসের সংযোগ হয়। অল্পকালমধ্যেই উহা সাধারণের গোচর হইল। প্রথমে শাসন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় গ্রামবাসীর চেষ্টায় তিনি পূজকের কার্য্য হইতে দূরীভূত হইলেন। বিগ্রহপূজার বন্ধন দূর হইলে চণ্ডীদাস সেই ধোপানীর চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু ধোপানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ, তাঁহার অন্তরে প্রীতিপ্রদ না হওয়ায় নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শাক্তসন্তানের নিকট নিষ্কাম ধর্ম্মের শুষ্ককাষ্ঠ-চর্ব্বণ প্রীতিজনক না হওয়ায় রসকর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রযুক্ত, বোধকরি চণ্ডীদাসই সর্ব্ব প্রথমে নিজ অদ্ভুত প্রতিভাবলে শুষ্ক নিষ্কাম ধর্ম্মের মধ্যে রসের উপাসনা প্রচলিত করেন। * রসিক বৈষ্ণবের ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে সকাম ধর্ম্ম। উহাকে নিরপেক্ষ ভাবে নিষ্কাম ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। উপরে মহাজনপ্রদত্ত একটী নিষ্কামের আবরণ আছে মাত্র। রসিক বৈষ্ণবের ধর্ম্মকে সকাম ও নিষ্কাম ধর্ম্মের খিচুড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকাম ধর্ম্মকে নিষ্কামের আবরণে আচ্ছাদন করিয়া চণ্ডীদাস নিজ অদ্ভুত প্রতিভার বল দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে রসের উপাসনা বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। কিন্তু চণ্ডীদাস ও পরবর্ত্তী মহাজনদিগের চেষ্টায় বৈষ্ণব-উপাসকদলের মধ্যে উহা বিশেষরূপেই প্রচলিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-উপাসকগণ যাঁহারা

* অনেকে বলেন, জয়দেব গোস্বামী বৈষ্ণবধর্ম্মে রসের সাধনার প্রথমপ্রবর্ত্তক। তাঁহার সময়ে উহা বীজরূপে রোপিত, কিন্তু চণ্ডীদাসের সময়ে উহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখা ও পল্লব বিস্তার করে।

পূর্ব্বে শুষ্ককাষ্ঠ-চর্ব্বণে কালাতিপাত করিতেন, তাঁহারা রসের ধর্ম্ম বা প্রকারান্তরে রসগোল্লার আস্বাদ পাইয়া দলে দলে রসের সাধনে ভক্ত হইতেছেন। সহজ-ভজন শাক্তের প্রণালী, উহাতে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা আছে। সুতরাং তিন জন্মে অর্থাৎ অল্পকালে আর বৈষ্ণবধর্ম্মে সাত জন্মে অর্থাৎ দীর্ঘকালে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। সহজ-ভজন পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কতিপয় মহাজন ও মহাপুরুষের প্রতিভাবলে আংশিক রূপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভাই পাঠক! আমি একজন বন্ধনদশাবিশিষ্ট প্রকৃত সংসারকীট। সাধকত্ব বা সিদ্ধির অবস্থা আমাতে কিছুই নাই। বিদ্যাও অতি সামান্য। আত্মতত্ত্ব হিন্দুজাতির পরম রমণীয় মহাগৌরবের বিদ্যা। আত্মতত্ত্বের সমালোচনা মাদৃশ ক্ষুদ্রের পক্ষে এককালেই অসম্ভব। ঘটনার চক্রে এবং বিধাতার ইচ্ছায় সংসারে বদ্ধ হইয়াও নির্লিপ্তের ন্যায় আত্মতত্ত্ব সমা-লোচন জন্য একাগ্র হইয়াছিলাম। উহার ফলেই যথাসাধ্য সমালোচনা প্রকাশ করিলাম। আমার এই গ্রন্থ প্রাচীন আত্মতত্ত্ব নহে, উহার একটী সমালোচনা মাত্র। কল্পনাবিজড়িত করিয়া প্রলাপ-উক্তি ইচ্ছার বাহিরে ছিল। যাহা সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। সংস্কৃতে আমার জ্ঞান অতি সামান্য; সুতরাং আত্মতত্ত্ব সমা-লোচনায় পদে পদেই ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা। কেহ কৃপা করিয়া ভ্রম দেখাইয়া দিলে, পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংস্কার করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। যে সমস্ত মহাজন ও মহাপুরুষগণ আত্মতত্ত্ব বিদ্যা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম জয়যুক্ত হউক। হিন্দুশাস্ত্রকার-দিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি।

সুইপিং ত খতম হুয়া। চারো তরফ ঘুম ঘুম কর, যো কুছ ময়লা

নজর আয়া, সব একদম সাফ ও সুথরা কর ডারা। মগর মেহনত কী মজদুরী নহি চাহতে, মুফ্‌তমে ভারতকী খিদমৎ কিয়া। তা হম জরাসা শরাবকে লিয়ে কেতনা চিল্লায়া কোই শুনা নহি। কোই শুন্‌তা নহি, ন কোই দেখ্‌তা হৈ; আহা ক্যা হুয়া রে। ভারত ঐসি বেইমানী অচ্ছি নহি। মেহত্তর বহুত হয়রান হুয়া; অব জরা আরাম করনা চাহতা হৈ, কোই হম্‌কো থোড়াসা দারু দেবে। আনন্দসে মস্ত হোনেকে লিয়ে আনন্দময়ী মাকো ভোগ লগাবেগে, মেহেরবান্ ভারত বি. এন. রায়কো থোড়া দারু দেবে। মেথরকো থোড়া দারু দেবে, দারু দেবে, দারু দেবে।

অব ভাইলোগ জরা বিচার কর দেখে কি নীচে কা দস্তখৎ ঠিক হৈ কি নহি।

B. N. Ray

The great sweeper of India. During His Majesty, The Emperor Edward Seventh's Reign.

অগর ঠিক নহি ত বি. এন. রায় কিস্ টাইটেল পানেকা লায়েক হৈ?

হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র পাঠকগণ! বি. এন. রায় আপনাদের বিবেচনায় কি উপাধি পাইবার যোগ্য?

ভারতসন্তানগণ! ভারতের মঙ্গল অন্তরের কামনা বটে, কিন্তু আশার সাফল্য ত কিছুই দেখি না। ভারতের মঙ্গলচিন্তায় জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্যে শান্তি ভোগ করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু হায় রে! শান্তির অস্তিত্ব আর কোথায়? কর্ম্মকাণ্ডে আহার সর্ব্বাগ্রে। আহারাভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল ও আনন্দ বিনষ্ট হয়। ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের আহারের মূল এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ যেরূপে বিনষ্ট হইতেছে, উহার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছি। পুনরাবৃত্তি বিরক্তির কারণ। অথচ এ দিকে অন্নমূলসংশোধন ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা

হইতে পারে না। সুতরাং পুনরাবৃত্তি না করিয়াই বা উপায় কি? হিন্দু, মুসলমান এবং দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জ যদি কোন দিন "A joint stock without shareholder's Council, the ruin is inevitable. (অংশীদারসভা-বিহীন জএণ্ট ষ্টকের পতন অবশ্যম্ভাবী) এই সূক্ষ্মতম "The point" আন্দোলন ও আলোচনায় মত্ত হইয়া আমাদের সম্রাট্ এবং দেবভাবাপন্ন প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের অন্নমূলসংশোধনের সূত্রপাত হইতে পারে। ভারত যে কোন হুজুকে মত্ত হউক না কেন, আমার বিশ্বাস যে, উপরোক্ত "The point" (দি পয়েণ্ট) আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই। যাহারা শ্রমজীবী বা যে ব্যক্তি শ্রমজীবীর শ্রেণী হইতে প্রথমেই কেবল Capitalist (ক্যাপিট্যালিষ্ট) পদে উন্নীত হইয়াছেন অথবা পোষ্যপুত্রগণ উপরোক্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য্য উৎকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও ক্যাপিট্যালিষ্ট (ধনী) সন্তানগণ যে কি জন্য বুঝিলেন না, অন্তরে বিশেষ আক্ষেপ রহিয়া গেল। যাঁহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশকে ধনশালী করিবার জন্য লালায়িত, দেশের ধনবান্‌গণ কি জন্য রসাতলে যাইতেছে, তাঁহারা কিন্তু কেহ প্রণিধান করিলেন না। ধনবান্ পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ করিলেই উহার অধঃপতনের কারণ পরিস্ফুটরূপে দেখা যাইতে পারে। হায় রে! অন্নাভাবে ভারত সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল! যে সমস্ত মূঢ় ব্যক্তি সূক্ষ্মতম বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু যাঁহারা সবিশেষ বুঝিয়াও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে বালুকাপূর্ণ গণিকা কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া পৈত্রিক তড়াগে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক পাপদেহের অবসান করাই উচিত।

বৃটীশদ্বীপসমূহ কেবল দানবে পরিপূর্ণ নহে। দেবপ্রকৃতি মহাত্মা পুরুষও যথেষ্ট আছেন। দানবের অধিকার অক্ষুণ্ণ হইলে মহাশক্তি

প্রবুদ্ধা হইয়া দনুজদলনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সমস্ত সংহার করেন ও করিতেন। দেবতার অস্তিত্ব আছে জন্ত অদ্যাপি বৃটীশদ্বীপবাসী "বৃটিশসিংহের রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না" এই অভিমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইতেছেন। হতভাগ্য ভারত যদি বৃটীশ-দ্বীপস্থ দেবতাদিগের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে, মঙ্গলের স্রোত বহিতে পারে, নতুবা সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। নিন্দুকে নিন্দনীয় বিষয়গুলি প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিলে জগতে কলঙ্কের ভয়ে দেব-প্রকৃতি মহাত্মাদিগের বিপথে ভ্রমণ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত হয় না। প্রাণ কাঁদিয়াছিল, পরিশ্রমও যথেষ্ট করিয়াছি, কিন্তু দেবতাদিগের কর্ণ-গোচর অথবা ভারতের চৈতন্য পর্য্যন্তও সম্পাদন করিতে সক্ষম হইলাম না। অন্তরে বিশেষ আক্ষেপ রহিয়া গেল। কোন স্বার্থত্যাগের।কথা বলিতেছি না, ইংরেজ বিজেতা এবং আমরা বিজিত। আমাদিগের কোন ভাষায়, ভ্রমেও তাঁহাদিগের অভিমান দলিত হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কোন প্রকারের Brutal (ব্রূট্যাল) বা Brutality (ব্রূট্যালিটী অর্থাৎ পাশব) আচরণ নিতান্তই অসঙ্গত। একা সাধ্য নাই, আইস ভাই, সকলে একত্র মিলিত হইয়া আমাদের মর্ম্মব্যথা সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুর এবং বৃটিশদ্বীপের দেবতাদিগকে জানাই।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র সংখ্যা সংখ্যারূপে প্রকাশকালে দেশী সংবাদ বা সাময়িক পত্রে সংখ্যাগুলির দুই চারিটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম পাঁচ সংখ্যা একত্রে পুস্তকাকারে প্রকাশ হইলে, সমালোচকগণ স্তম্ভিত-ভাবাবলম্বন করিলেন কেন বুঝিতে অক্ষম। কেবল পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-মহারথী শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু হায় তিনিও মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে একটী কথাও না বলিয়া চতুর-তার সহিত কেবল অবান্তর কথায় পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। সানুকূলে

বা প্রতিকূলে হউক, তজ্জন্য কোন অনুরোধ নাই, বরং সমালোচকগণ ভ্রম দেখাইয়া দিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে দূষিত অংশ সংস্কারের সুবিধা হয়, সুতরাং উহা দেখিতে পাওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রে যাহা কিছু প্রকাশ করা ইচ্ছা ছিল, যতদূর স্মরণ হইয়াছে, সংক্ষেপে বলা কিছুই বাকি রাখি নাই। দেশত্যাগে ও বনবাসে দীর্ঘকাল অবস্থিতির দরুণ দেহ ও মন বিশেষ অবসন্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিন্তায় সাধ্য নাই, কর্ম্মেও সামর্থ্য নাই। সর্ব্বদা কেবল বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেই ইচ্ছা করে। আমি অতঃপর পাঠক ও অনুগ্রাহকের সাহায্যে হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রের একবার সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক দূষণীয় অংশগুলি দেখাইয়া দিয়া কেহ পুস্তকসংস্কারের সহায় হইবেন কি ?

এই পাগলার সমর্থন জন্য ভারতে লোক মিলিল না। কোন ভ্রাতা আমার বাহুরূপে দণ্ডায়মান হইলে, লাভবান্ ব্যতীত কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না। আমাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ বোধ করে, এরূপ লোক কি ভারতে নাই ? হায় রে ! যদি কোন যোগ্য ভ্রাতাকে আমার ডমরুদাররূপে পাইতাম, তাহা হইলে এত দিন "A joint stock without shareholder's council, the ruin is inevitable" এই মহাবাক্যটী হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং সলিমান ও হালা পর্ব্বতশ্রেণী হইতে ব্রহ্ম ও চট্টগ্রামের পাহাড় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রতিধ্বনিত হইত। অপিচ এতদিন প্রতীচ্য দেশেও আন্দোলনের উদ্যোগ শেষ হইত। ভাই ভারত ! কদাচ ভুল করিও না। ভ্রম বুঝিলে নিস্তার নাই। আমার একটী বিশ্বাসের কথা বলিতেছি যে, হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র ইংরেজিতে অনূদিত হইলে বৃটিশদ্বীপের দেবগণ, সংস্কৃতে অনূদিত হইলে পৃথিবীর যেখানে যে কোন সংস্কৃতজ্ঞ নরাকৃতি দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই জাগ্রত হইয়া ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন। তাঁহাদিগের নিন্দার বেগ অসহ্য বোধে

সভ্যতাভিমানী বৃটিশসিংহ administration (এডমিনিষ্ট্রেসন) এর আমূল সংস্কার করিতে বাধ্য হইবেন। পরন্তু জগদ্গুরু হিন্দুজাতির আত্মজ্ঞানের মর্ম্ম সর্ব্বত্র ঘোষিত এবং আন্দোলিত হইয়া পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় দৃশ্য উপস্থিত করিতে পারে। ইংরেজজাতি হিন্দুস্থানকে ম্লেচ্ছস্থানে পরিণত করিবার জন্য যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু হায়! মুষ্টিমেয় হিন্দুসন্তান একাগ্র হইয়া ধীর ও স্থিরভাবে চেষ্টা করিলে, একমাত্র লিপ্ মহাস্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই ম্লেচ্ছস্থান বৃটিশদ্বীপসমূহ হিন্দুস্থানে পরিণত হইতে পারে। ইংরেজজাতির গুণগ্রাহিতায় কোন ত্রুটী নাই। হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র হিন্দীতে অনূদিত হইলে সমগ্র ভারত একাগ্র বা একতান হইয়া শুভাদৃষ্টের অন্বেষণে বদ্ধ-পরিকর এবং সাধনের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে পারে। যিনি যাহাই বিবেচনা করুন "গিয়াছে সকল ভয় নাহি কিছু ভাবনা। দিন, মাস, পক্ষ, বার নাহি করি গণনা।" আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমার সমর্থনের জন্য লোক মিলিবে এবং আমার চিতাভস্মের উপর গাঁজা, ভাঙ্গ ও মদিরা উপহার দিয়া লোকে আপনাকে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করিবে। কিন্তু জীবিত বি. এন. রায়ের ভাগ্যে কিছুই হইল না। কবি নানা উদ্যান হইতে কুসুম চয়নপূর্ব্বক হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের প্রত্যেক সূত্রে মালা স্তবক অলঙ্কার ইত্যাদি গাঁথিয়া ভারতীর নানা অঙ্গ সাজাইবে। অদৃষ্টে নাই, তাই বুঝি সূত্রপাত দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। বিধাতার লীলা বুঝে কাহার সাধ্য? বিধাতঃ! ভারত দুঃখসাগরে ডুবিয়াছে, এখনও কি তোমার ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয় নাই? হায় রে! সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম, কূলে বুঝি বা প্রাণ গেল!

"চঞ্চল অতি, অতি ধাওল মতি, নাথ তরে ভব ভুবনে।
শশী ভাস্কর, তারানিকর, পুছত সলিল পবনে॥
(ও কেউ দেখেছ নাকি) (আমার হৃদয়নাথে)

হে সুরধুনি, সাগরগামিনী, গতি তব বহুদূরে। (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝুরে॥
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু, দিটি তব বহুদূরে।
(গগন মাঝে যে থাকে) (বললে বলতেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন পুরে॥"

ভগবন্! স্বর্গে, ভেস্তে, কৈলাসে, গোলোকে, বৈকুণ্ঠে বা প্যারাডাইজে যে স্থানেই থাক, একবার অবতীর্ণ হইয়া ভারত রক্ষা কর।

জয় জয় কালি, তারা ব্রহ্মময়ি, ধরি মা গো তোর, দুখানি পায়।
বুভুক্ষু ভারতে, অন্ন দে অন্নদে, প্রণাম করিল, ভবানী রায়॥

"কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎ কৃতং ময়া।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হর দেবি হরপ্রিয়ে॥

ব্যূহভেদ সাঙ্গ হইল। জয় কালী মায়ীকি জয়, জয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরের জয়, জয় মাতৃরূপিণী সম্রাজ্ঞী আলেক্জেন্দ্রার জয়, জয় রাজপ্রতিনিধি আরল মিণ্টো বাহাদুরের জয়, কি ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয়। পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি।

Good bye all, Good bye all, Good bye all.

আমি বিদায় হইলাম।

"শঙ্কর মুরহর কুরু ভব পারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতিভারং॥" *

---

* অত্র সংখ্যার পাণ্ডুলিপি প্রথমে নবদ্বীপে লিখার সূত্রপাত হয়, পরে চিপলিয়া ও চণ্ডীপুর গ্রাম, পাবনা টাউন এবং কলিকাতা মহানগরীতে অবশিষ্টাংশ লিপিবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিগত শ্রাবণের শেষভাগে লিখা সমাধা হয়। মূল বিষয়টী লর্ড কার্জ্জনকে উপলক্ষ করিয়া আরম্ভ করা হয় এবং শেষ কর্ত্তব্য সমাধার জন্য বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়কে আহ্বান করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছিলাম। ভাদ্র মাসের প্রথমেই হিন্দী বঙ্গবাসী পাঠে অবগত হইলাম যে, তাহা যোগেন

আর ইহ সংসারে নাই। তাড়িৎগতিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হিন্দীতেই বলিলাম, ওহোত্তও সত্যানাশ হুয়া, সব বরবাদ কিয়া, সব একদম বিগাড় দিয়া। পর সপ্তাহেই অবগত হইলাম যে, লর্ড কার্জ্জনও পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং যে মূর্ত্তিটী গঠন করিয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া চূরমার হইল। ৺ শারদীয়া পূজার পরে পাণ্ডুলিপির আংশিক পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক বর্ত্তমানরূপে যন্ত্রস্থ করিয়াছি। প্রায় এক বৎসর হইল ভারত স্বদেশের আন্দোলনে মত্ত হইয়াছে। আমার আন্দোলনেও স্বদেশ সম্বন্ধেই বটে, কিন্তু ২৩।২৪ বৎসরের পুরাতন। ঘটনার চক্রে আমার আন্দোলন ভারতের মহা আন্দোলনের সময়েই সমাপ্ত হইল। ইহা দ্বারা ভারতের সামান্য উপকার হইলেও সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিশিষ্ট।

(ক) আমার পিতামহ এবং নিত্যানন্দ নাগ মহাশয় শেলবর্ষ পরগণার মুসলমান জমিদার মৃত আসাদ জমান চৌধুরী সাহেবের সাহায্য পাইয়া দস্যুপ্রধান পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। (৫ম সংখ্যা)

(খ) নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত রাজা দর্পনারায়ণরায় বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের বিবাদে সম্রাট জাহান্দার সার সময়ে সৈয়দ উজীরের আধিপত্যকালে সম্ভবতঃ নাটোররাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সময়ে বার ভূঁইয়ার অন্যতম সাঁতৈলরাজ ন্যূনাধিক ৬.৭ সহস্র সৈন্য প্রতিপালন করিতেন। যুদ্ধকালে দ্বিগুণ পরিমাণে সৈন্য উপস্থিত করিতে পারিতেন। তিনি বিনা যুদ্ধে পৈত্রিক সম্পত্তি বিসর্জ্জন করেন নাই। সাঁতৈলরাজ সবংশে নিপাতিত হইলে আর কোন জমিদার রাজা রামজীবনের সহিত বিবাদে সাহসী হন নাই। (৫ম সংখ্যা)

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যা পর্য্যন্ত একত্রে (২য় সংস্করণ) সডাক ১।০ দেড়টাকা মূল্যে চিথলিয়া গ্রাম, মিরপুর পোষ্ট, জেলা নদিয়া ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়। ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া থাকি। বিক্রেতা অন্য এজেণ্ট নাই।

শ্রীরেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী।

———o———

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র

"মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?"

পবিত্র হিন্দুত্ব সাধন।

কেন?

তবে শুনুন্।

মূল্য কত?

এখন বিনামূল্যে।

সময়ান্তে?

পরার্দ্ধ মুদ্রা।

মূল্য এত কেন?

এতৎ হিন্দু-বিজ্ঞানসত্রং।

শ্রীবিশ্ব নিন্দুক রায় ওরফে বি, এন, রায়
প্রণীত।

কলিকাতা,
২৫নং রায় বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩১৫

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র

বা

আত্মতত্ত্ব।

অগ্রহায়ণ ৭ম সংখ্যা} {সন ১৩১৫ সাল

পাঠকগণ! আত্ম-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শেষ হইলেও অংশ বিশেষের বিস্তৃতি সর্ব্বদাই সম্ভব হইতে পারে। ঘটনার চক্রে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাকে অংশবিশেষের বিস্তৃতি সম্পাদন করিতে হইল। প্রকাণ্ড পশুবধ এখনও সমাধা হয় নাই। কতদিনে যে হইবে তাহাও বুঝিতে অক্ষম। কার্য্যোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত বি, এন, রায়ের লেখনী কখনও উহার গুহ্য এবং গুপ্ত রহস্য ভেদ চেষ্টায় বিরত হইতে পারে না। সুতরাং পুস্তকের সংখ্যা বা অধ্যায় বৃদ্ধি অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সংখ্যাকে প্রকাণ্ড পশুবধ প্রবন্ধের আরও একটা পক্ষ বলিলে দোষ হয় না। দুঃখ নিবারণোপায় নির্ণয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ায় প্রকাণ্ড পশুবধ প্রবন্ধে লিখিত অধ্যায়ের নাম দুঃখ নিবারণোপায় পর্ব্ব রাখিলাম।

পাঠকবৃন্দ আপনারা জানেন যে পুস্তকের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ কালে শেষ কর্ত্তব্য সমাধার জন্য বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহোদয়কে আহ্বান করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছিলাম। কিন্তু অনুরোধ পত্র ছাড়িবার পূর্ব্বেই তিনি জন্মের মত ফাঁকি দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। যোগযুক্ত তন্ময় অবস্থায় লিখিত বিষয় কি জন্য পুস্তক

হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলাম ভাবিয়া আক্ষেপ হয়। কিন্তু সমস্তই বিধাতার ইচ্ছা বুঝিয়া প্রবোধ পাইয়া থাকি। উক্ত বিষয় অন্য কাহাকে না বলা হেতু পুস্তকের খুঁত রহিয়া গিয়াছে। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিদ্রিতপ্রায় ছিলাম। বিশেষ কোন ঘটনায় চৈতন্যের সঞ্চার হইল। বসু ভায়াকে যাহা বলিয়াছিলাম ও বলা ইচ্ছা ছিল, তাহা বঙ্গবাসীকে জ্ঞাত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর এবং পুনরায় লেখনী ধারণ করিলাম। হিন্দু-বিজ্ঞান সূত্রের আরও একটী সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। জগদম্বার কৃপায় অগ্রে বঙ্গবাসীর চৈতন্য সম্পাদিত হইয়া সমস্ত ভারতে চৈতন্যের সূত্রপাৎ হউক। দীন তারিণি! দীন ভারতে কবে দিন দিবি মা? পাষাণি! এখনও দয়া নাই। মা তুই নিদ্রিত, জাগ্রত না হইলে অধম সন্তানদিগকে মহাপ্রলয়ে কে রক্ষা করে? মাতঃ জাগ্রত হইয়া মুক্তির পথ পরিস্কার কর।

প্রায় ২৫।২৬ বর্ষকাল গত হইল আমি আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে অত্যল্প লোকে মত্ত হইলেও বিধাতার কৃপায় বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত-দেশ আত্মতত্ত্ব বা আপনতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেশের নেতৃ-পদে অবস্থিত কতিপয় ব্যক্তির ভ্রম বশতঃ আত্মতত্ত্ব চিন্তার স্বদেশ বা স্বরাজতন্ত্র ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছে। স্ব-তত্ত্ব বলিলে অর্থ যতদূর ব্যাপক হয়, স্বদেশ বা স্বরাজতত্ত্ব বলিলে ততদূর হয় না। স্বদেশ ও স্বরাজতত্ত্ব স্ব-তত্ত্বেরই অন্তর্গত। দেশ ও রাজ শব্দের যোগে অর্থের সঙ্কোচ ব্যতীত প্রসারণ হয় না। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে সমস্ত ভারত এখন স্ব-তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় উন্মত্ত হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয়ে প্রাচীন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আত্মতত্ত্ব নামই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচিন। উহা পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। আপন শুভাদৃষ্টের মূল অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে একাগ্রভাবে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাই কর্ত্তব্য।

আমি আত্মতত্ত্ব সমালোচনায় সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা মানসে আত্ম-জ্ঞান রূপ যে অলৌহ নিশিত শস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছি, উহার ফল অব্যর্থ। যদিও ভ্রাতার দল উপেক্ষার চক্ষে দেখিলেন এবং পাগলের ন্যায় গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন, কিন্তু যে দিন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে প্রয়াণ করিব, সেই দিন সন্তানের দল প্রবুদ্ধ হইয়া উল্লিখিত সুতীক্ষ্ণ করবাল বা অমোঘ সুদর্শনের সাহায্যে ম্লেচ্ছাদি নানা উপধর্ম্মের মস্তকচ্ছেদন করিতে সক্ষম হইবে এবং হিন্দু-ধর্ম্ম আপন মহিমায় মস্তকোত্তলন করিবে। হিন্দুর চক্ষু ফুটিবে, সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু ফুটিবে। এই ক্ষুদ্রের প্রার্থনা শ্রবণ করিতেই হইবে। অহো! কি দুর্দ্দৈব, সুরূপাৎ দেখা বুঝি বা বিধাতা অদৃষ্টে লিখেন নাই।

অত্রস্থলে অপর একটী কথা বক্তব্য এই যে, এক ঘেয়ে Conserva tive idea (রক্ষণশীলভাব) হৃদয়ে পোষণ করিলে সকল সময়ে সুবিধা হয় না। মহর্ষি ও মহাজনদিগের মহাবাক্য এবং অনুশাসন ইত্যাদি সকলেরই শিরোধার্য্য করা আবশ্যক বটে, কিন্তু কাল, দেশ ও পাত্রের অবস্থানুসারে যে সকল স্মৃতি পরিবর্ত্তনার্হ তাহা সম্পাদন জন্য কালের মহাজন ও মহাপুরুষদিগের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আহার, নিহার ও বিহার এই ত্রিবিধ কর্ম্মে বিহিত পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া আপন মস্তিষ্ক বিকৃত করেন নাই এবম্বিধ সু-ব্রাহ্মণ বা অন্য সাধু পুরুষ এখন অত্যন্ত বিরল। বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যতীত বিশুদ্ধ মস্তিষ্কের অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অনেকে বলিবেন যে উল্লিখিত দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান উশৃঙ্খল সমাজে পরিবর্ত্তনের কোন অধিকার প্রদত্ত হইলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের আশঙ্কাই বেশী। উহা স্বীকার করিলেও কাল, দেশ, পাত্রোচিত স্মৃতির সংস্কার সম্বন্ধে কালের মহাজনবর্গই একমাত্র শরণ্য। ইহা আমরা ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে বাধ্য। সে যাহা হউক, যদি

কতকগুলি মুক্ত পুরুষ একাগ্র হইয়া এক-খণ্ড স্মৃতি সংগ্রহ পূর্ব্বক নবীন হিন্দু বা Modern Hindu নাম দিয়া একটী দল গঠন করেন এবং হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয়-তলে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছুক পৃথিবীর যে কোন মনুষ্যকে প্রবেশ পন্থা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দিগের উপদ্রব নিবৃত্তি হইতে পারে। ইয়ুরোপ খণ্ডে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাজন বিশেষের কতকগুলি নীতি ও উপদেশ অন্ধ বিশ্বাসের সহিত পালন করা ব্যতীত সাধনা-মূলক কোন কার্য্য বিদ্যমান থাকা জানি না। পক্ষান্তরে ইয়ুরোপীয় দিগের গুণ-গ্রাহিতা বিলক্ষণ রূপেই বর্ত্তমান আছে। সাধনা মূলক সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইতে সক্ষম হইলে উহা অনায়াসেই তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। আমার বিবেচনায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয়দিগের অত্যাচার নিবৃত্তির ইহাই এক বিশেষ উপায়। কোন দল গঠিত হইলে কাল, দেশ ও পাত্রের উপযোগী সংশোধিত স্মৃতি সংগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রাদির অনুসরণ নিতান্তই কর্ত্তব্য। স্মৃতি-শাস্ত্র-সংগ্রহ এবং সংস্কার হিন্দু জাতি রক্ষার একমাত্র উপায়। ইহা অন্তরে স্থির রাখিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে বিচরণ আবশ্যক। পরন্তু সিদ্ধ ও মুক্ত-ভাবাপন্ন মহান্ মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতীত ইহাতে বিড়ম্বনার আশঙ্কাও যথেষ্টই আছে। কিন্তু ইহাও আমার স্থির বিশ্বাস যে উল্লিখিত ভাবের কোন দল গঠিত হইলে বিধাতার কৃপায় মহাপুরুষের আবির্ভাব বাকি থাকিবে না।

মাতঃ জন্মভূমি! আশীর্ব্বাদ কর, যত দিন দেহে প্রাণ আছে, ততদিন তোমার অবৈতনিক সেবার অধিকারে বঞ্চিত না হই। আমাদিগের ধর্ম্মের দিকে চক্ষু ফুটিবে, কিন্তু হায়! অন্নাভাবে বুঝিবা ভারত উৎসন্ন হইল। হায়রে সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম, কূলে বুঝিবা প্রাণ যায়। আলোচ্য জাতীয় তত্ত্ব সমূহের মধ্যে উদরের তৃপ্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্র-গণ্য। অন্নাভাবে শীর্ণ ভারত সন্তানদিগের অন্ন-সঙ্কট

নিবারণের অবিসম্বাদিত উপায় নির্দ্ধারণ করিব, এ হেন সৌভাগ্যের উদয় কি আমার হইবে? জগদম্বে! সকলই তোমার ইচ্ছা! মাতঃ তোমার আশীর্ব্বাদই একমাত্র ভরসা।

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

প্রবন্ধারম্ভে ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি আরল মিণ্টো বাহাদুরকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেছি। মহীপাল! তোমার অধিকার কালেই আত্মতত্ত্ব সমালোচনায় দুঃখ-নিবারণোপায় পর্ব্ব লিখিলাম। ভারতীয় প্রজার দুঃখ নিবৃত্তির সূত্রপাত হইয়া তোমার এড্‌মিনিষ্ট্রেশনের অক্ষয় যশঃ পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করুক। বর্ত্তমান সংখ্যা সাম্রাজ্ঞী মাতা এলেক জেন্দ্রার পাদপদ্মে উৎসর্গ জন্য লিখিত হইয়াছে, অন্তরের উৎসর্গ বাকি নাই, যথারীতি অনুমোদনের প্রার্থনা করিলে অনুমোদন করিয়া কৃতার্থ করিও। আরল মিণ্টো বাহাদুরের জয় হউক।

——o——

প্রকাণ্ড পশু-বধ।

(দুঃখ নিবারণোপায় পর্ব্ব)

জাগ, জাগ, জাগ ভারত সন্তান আর কত দিন নিদ্রিত রবে।
মন্ত্রণা গ্রহণ যদি কর ভাই নিশ্চয় নাচিবে আনন্দে সবে॥

সংসারে জীবের আহারই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। আহার্য্যসংগ্রহ অসম্ভব হইলে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, অন্য কোন দুঃখ তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। উদরজ্বালা নিবৃত্তির জন্যই মনুষ্য নানা কর্ম্মে নিযুক্ত এবং সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। আহার্য্যসংগ্রহ অসম্ভব হইলে সর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসের কারণ উপস্থিত হয়। উহার ন্যায় আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয় আর কিছু নাই। উদর পূরণ অসম্ভব হইলে গৃহে আধি-ব্যাধির অত্যাচার অনিবার্য্য, সুতরাং ক্রমিক লোপ অবশ্যম্ভাবী। আহারের সর্ব্বপ্রধান সহায় কৃষিকার্য্য। আমাদের দেশে উহা উৎকৃষ্ট সার এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে সম্পাদিত হইলে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমি ভারত বিশেষ রূপেই সুজলা ও সুফলা, প্রকৃতই স্বর্ণভূমি। নানা ত্রুটী সত্ত্বেও যাহা জন্মে ভারতসন্তান দিগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। উহা দ্বারা আমাদের সম্বৎসরের উদর পূর্ণ হইয়াও দেশে বহু শস্য সঞ্চিত থাকিতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ খাদ্যদ্রব্য সকল রপ্তানীর প্রভাবে বিদেশী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া যায়। বিদেশীগণ শস্যাদি দস্যু বা তস্করের ন্যায় গ্রহণ না করিয়া মূল্য দিয়াই গ্রহণ করেন সত্য বটে, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য যেরূপেই হস্তচ্যুত হউক আমরা অনাহারে ছট ফট করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। প্রতিযোগীর বেশে দণ্ডায়মান হইয়া বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীর গ্রাস হইতে খাদ্য শস্য রক্ষায় আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। উহা এক প্রকার সর্ব্ববাদী-সম্মত।

যদি আমাদের অর্থবল থাকিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বিদেশী কর্ত্তৃক খাদ্য লুণ্ঠন নিবারণ করিতে সক্ষম হইতাম। চিন্তার কারণ কিছুই ছিল না। আমাদের অর্থবল আর নাই, সুতরাং খাইতে পাই না। হায় রে আমাদিগকে সবংশে অনশনে লয় করাই কি বিধাতা-পুরুষের অভিপ্রেত ?

প্রকৃত পক্ষে আমাদের বিষম অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত। অর্থ-সঙ্কট দূর হইলে অন্ন-সঙ্কট থাকে না। জাতীয় অর্থ-সঙ্কটের কারণ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে জাতীয় অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্র বিশেষ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। জাতীয় অর্থব্যবহার শাস্ত্রকে আমাদের দেশে সংক্ষেপে ব্যবহার শাস্ত্র কহে। আমাদের জাতীয় ব্যবহার শাস্ত্র নানা কারণে ঘোরতর বিকৃত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন দেশে ভয়ানক ব্যবহার-বিপ্লব উপস্থিত। উহার গতি রোধ না হইলে আমাদিগের পরিত্রাণের আশা নাই। ভারতবাসীর দুরদৃষ্টের ফলে রাজ্যেশ্বর বিপথে ধাবিত হইয়াছেন। আমরাও ব্যবহার বিপ্লবের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। গতিকেই দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায় ?

প্রায় ২০।২৫ বৎসর কাল গত হইল হাবড়া কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মাখন লাল সিংহ মহাশয় ব্যবহার বিপ্লব নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা এবং মুদ্রিত করিয়াছিলেন; উহা ব্যতীত বঙ্গভাষায় ব্যবহার বিপ্লব বিষয়ক আর কোন বিশেষ পুস্তক বা প্রবন্ধ আমার নয়নগোচর হয় নাই। * শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবহার শাস্ত্র অবলম্বনে, কেবল বঙ্গীয় ব্যবহার বিপ্লবের বর্ণনাই করিয়াছিলেন। কেমনতর অত্যাচারে আমাদের জাতীয় ব্যবহার শাস্ত্র যে প্রকারে কলুষিত হইয়াছে, আড়ম্বর বিহীন ভাষায় অতীব সুন্দর নক্সা প্রস্তুত করিয়া বঙ্গীয়

* ৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'স্বর্ণলতা' ব্যবহার বিপ্লবের একটী বিশেষ অংশ বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যেই লিখিত ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

হিন্দুর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। বঙ্গীয় হিন্দু-ল সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইতে হইলে নিম্ন লিখিত বাক্যটী ব্যবহার করিলে অনেকাংশে ঠিক হয়। যথা ;—"হুঁকা সেইটীই কেবল খোলটী আর নলিচাটী মাত্র বদলান হইয়াছে।" শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় অবিকল এবম্বিধ উক্তি না করিলেও স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, কেসলর অত্যাচারে বঙ্গীয় হিন্দু-ল চূর্ণ ও বিচূর্ণ হইয়াছে। উহার চূর্ণগুলি মাদুলী বা পদকে পূর্ণ করিয়া গলদেশে ঝুলাইয়া রাখিলে শান্তির লেশ মাত্র সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ তিনি বঙ্গীয় হিন্দু-ল সম্বন্ধে ইংরেজ রাজের অবলম্বিত নীতি যে বিশেষ দূষণীয় ইহা সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অরণ্যে রোদন ফললাভ হইয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দু তাঁহার আবেদন শ্রবণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই।

আমি আত্মতত্ত্ব বা আমার তত্ত্ব লিখিয়াছি। কতকগুলি আমির সমষ্টি লইয়াই ভারত। আমাদের তত্ত্ব সমষ্টিই ভারতের তত্ত্ব। আমার হ্রাস বা পতনের কারণ বর্ণনায় ভারতের পতনের কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছি। ব্যবহার বিপ্লবের যথাসাধ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেষ্টাও করিয়াছি, পরন্তু উহা মুদ্রিত করিয়া দেশের রাজা, মহারাজা ও জমীদার; উকীল, ব্যারিষ্টার ও বিচারপতি; লেখক, শিক্ষক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত; সংবাদ বা সাময়িক পত্রের সম্পাদক; বহু পুস্তকালয় ও বার লাইব্রেরী প্রভৃতি এক কথায় বলিতে হইলে প্রথম সংস্করণ সহস্র কাপি বিনা মূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে দেশের বহু সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিকে উপহার দিয়াছি, কিন্তু ভাগ্যে আমারও কেবল মাখন বাবুর ন্যায় অরণ্যে রোদন ফললাভ হইয়াছে। হায় রে জাতীয় ব্যবহার শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাও অনুসন্ধান ব্যতীত বর্ত্তমান ভয়ানক ব্যবহার-বিপ্লব নিবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের কৃপায় উদাসীনতা দূর হইলে ভারত-রক্ষার পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। হিন্দু জাতির হ্রাস বা পতনের কারণ

পূর্ব্বেই গ্রন্থ-মধ্যে সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছি, সে সম্বন্ধে নূতন বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু নিবারণোপায় বর্ণনা সম্বন্ধে অন্তরের তৃপ্তি না হওয়ায়, কতকগুলি বিষয় পুনরাবৃত্তির সহিত কয়েকটী নূতন কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি।

পৃথিবীতে ধন-বিনিয়োগের দ্বিবিধ প্রণালী দৃষ্ট হয়। যথা;— ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শরিকী সম্পত্তির ধন-বিনিয়োগ প্রণালী। শরিকী সম্পত্তিকে ইংরেজীতে জয়েণ্টষ্টক কহে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিনিয়োগে কেবল ধনস্বামীর ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইয়া থাকে, পরন্তু জয়েণ্টষ্টকে অংশীদারদিগের সভায় একত্রিত হইয়া পরস্পরের ইচ্ছার একীকরণ পূর্ব্বক উহার গুরুত্ব অনুসারে বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তন করিতে হয়। কর্ম্ম-কর্ত্তা সেই সমস্ত বিধি ও নিষেধের আনুগত্য করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। অংশীদার সভায় নির্ণীত বিধি ও নিষেধের আনুগত্যই জয়েণ্টষ্টক রক্ষা সম্বন্ধে পবিত্র নীতি। জয়েণ্টষ্টকের অংশীদারগণ সভায় ইচ্ছার একীকরণ পূর্ব্বক কর্ম্মের বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তন না করিয়া প্রত্যেকে যথেচ্ছভাবে কর্ম্ম পরিচালনা আরম্ভ করিলে সেই কর্ম্মক্ষেত্র বা ষ্টক অচিরে বিনষ্ট হয়। আত্মতত্ব গ্রন্থে আমাদিগের আর্থিক সর্ব্বনাশের মূল কারণ নির্ণয়ে আমি বলিয়াছি যে "A joint stock without Share-holder's Council; the ruin is inevitable"— (অংশীদার সভা বিহীন জয়েণ্টষ্টকের পতন অবশ্যম্ভাবী।) সূক্ষ্মদৃষ্টি করিলে ভারতবাসী প্রত্যেক প্রজাই জয়েণ্টষ্টকের অংশীদার, কিন্তু ঘোর দুর্দ্দৈবের বিষয় এই যে উহাতে অংশীদার-সভা বা উহার আনুগত্য আর নাই। প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি বিচার করিলে অবশ্যই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে উহা অপেক্ষা আমাদের অর্থ-সঙ্কট-বৃদ্ধি সুতরাং আহার্য্য-সংগ্রহ অসম্ভব হওয়ার গুরুতর কারণ আর নাই, আহার্য্য-সংগ্রহ অসম্ভব হওয়াতে আমরা অনুদিন বিশেষ রূপেই হ্রাস হইতেছি।

হিন্দুর জাতীয় ধন জয়েণ্টষ্টক বটে, কিন্তু চা, রেল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ইউরোপীয় জয়েণ্টষ্টকের ঠিক অনুরূপ নহে। অংশীদার গঠনের প্রণালী-গত বিশেষ পার্থক্য আছে। উল্লিখিত কোম্পানির অংশীদারগণ নানা স্থানবাসী, নানা সম্প্রদায় ভুক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন পিতার পুত্র। পক্ষান্তরে হিন্দুষ্টকের অংশীদারগণ একই পিতার পুত্র বা উত্তরাধিকারী, একই সম্প্রদায় ভুক্ত এবং অধিকাংশ স্থলে একত্রে একস্থানে বাস করেন। পাশ্চাত্য জয়েণ্টষ্টক কোম্পানির ন্যায় অংশ ও অংশীদার নিরূপণ, ডিভিডেণ্ড বণ্টন; সভার অধিবেশন; উহাতে নানা রিপোর্ট ও রিজলিউশনের প্রসঙ্গ ও বিচার; মূলধন ও দায় এবং সম্পত্তি ও স্থিতির বিশেষ বিবরণ সম্বলিত উদ্বর্ত্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট গ্রহণ; নানা প্রকার বিধি ও নিষেধের প্রবর্ত্তন ইত্যাদি ইত্যাদি হিন্দু জয়েণ্টষ্টকে বিদ্যমান থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু একান্ন বা পৃথকান্নভুক্ত পরিবার হউক একত্রে বা পাশাপাশি বাস নিবন্ধন কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় বিবেচ্য আছে। ঐ সমস্ত আবশ্যক বটে কিন্তু হায়! কার্য্যতঃ আমাদের কিছুই নাই। হিন্দুর জয়েণ্টষ্টকে কোন প্রকার প্রণালী বন্ধন না থাকাই সমস্ত অনিষ্টের মূলীভূত কারণ।

আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থায় কি কোন প্রকার প্রণালী-বন্ধন নাই বা ছিল না? যাঁহারা মিতাক্ষরা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য যে বহু বিষয়ে আমাদের প্রণালী-বন্ধন ছিল; কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের ব্যবহার শাস্ত্র সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। আমাদের ব্যবস্থা শাস্ত্রে যে সমস্ত নূতন প্রণালী-বন্ধন বা সংস্কার আবশ্যক, উহা কে সম্পাদন করিবে? প্রথমতঃ রাজ্যেশ্বর যদি প্রজা-রক্ষার শুভ সংকল্পে দণ্ডায়মান হইয়া কতকগুলি বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক হিন্দুষ্টকের প্রণালী বন্ধন করিয়া দেন সমস্ত আপদ উন্মূলিত হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ রাজা তাহা করিবেন কি? আমার বিশ্বাস

যে দোষের মূল পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে সক্ষম হইলে বৃটিশ সিংহ কখনও ভারতীয় প্রজার সংহার অনুমোদন করিতে পারেন না। অনেকে বলিবেন যে বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে দানবীয় আধিপত্যই সম্পূর্ণ প্রবল সুতরাং রাজা বা রাজ জাতির কৃপা প্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ বৃথা। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে তবে কি দেবতার অস্তিত্ব এককালেই বিলুপ্ত হইয়াছে? উত্তর এই যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে দেবতা বা মহাপুরুষ এখনও বিদ্যমান আছেন আমরা সন্ধান করিয়া ধৃত করিলেই হইতে পারে। সে যাহা হউক যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে রাজা বা রাজজাতির কৃপা-প্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ বৃথা তাহা হইলে উপায় কি?

যাঁহাদের ষ্টকের স্বার্থে নিজের স্বার্থ, ক্ষতিতে নিজের ক্ষতি, যাহারা প্রকৃত ভুক্তভোগী, সদিচ্ছা ও সুমতির উদয় হইলে তাহারা পরস্পরে এগ্রিমেণ্ট করিয়াও স্বার্থ বা আত্ম রক্ষার পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন। বিশেষ সাবধান হইয়া এগ্রিমেণ্টের মুসাবিদা করিলে ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। তাহারা সভায় মিলিত হইয়া কতকগুলি বিধি ও নিষেধ প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক পরিবারকে কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত বন্ধনে আবদ্ধ করিলেই শুভাদৃষ্টের সঞ্চার ও উদ্ধারের উপায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অমি স্থলে আমরা হইলেই রাজশক্তির সাহায্য ব্যতীত অংশীদারদিগের সম্মিলন একপ্রকার অসম্ভব। যদিও সম্ভব হয় উহা ক্ষণভঙ্গুর এবং প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য নিবৃত্তির উপায় নাই। কিন্তু রাজার কৃপা আমাদের পক্ষে দুরাশা জন্য প্রথমে কতকগুলি লোকে সদিচ্ছা ও সুমতির বশে এগ্রিমেণ্ট দ্বারাই আদর্শ পরিবারে আবদ্ধ হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। পরে শিক্ষা ও প্রচার অপিচ উপদেশ ও মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেকের সুমতির উদয় হইতে পারে; পরন্তু রাজধানী কেন্দ্র হইলে সাধারণের পক্ষে ফলভোগ যেরূপ সুবিধাজনক অন্যত্র তাহা হয় না। সুতরাং কলিকাতা মহা নগরীতে সর্ব্বাগ্রে আদর্শ হিন্দুপরিবার সংস্থাপনের চেষ্টা হইলে

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর এলাকা মধ্যে ঠাকুর বংশ, লাহা, শীল ও মল্লিক বাবুদিগের বংশ, ভূ-কৈলাস শোভাবাজার এবং পাইক পাড়ার রাজবংশ প্রভৃতি সঙ্গতিশালী বহু গণ্য মান্য পরিবার বাস করিতেছেন। ঘোরতর ব্যবহার বিপ্লবের ফলে তাঁহাদের অনেকেই এখন টলমল করিতেছেন; কোন কোন পরিবারে বা কেবল টলমল ভাবের সূত্রপাত হইতেছে মাত্র। উল্লিখিত সম্রান্ত পরিবার গুলির মান, সম্মান ও ক্রিয়া কাণ্ড ইত্যাদি সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ভাবেই রক্ষা হওয়া উচিত। আমরা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির কারবার সংস্থাপন করিয়া দেশে ধনবানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা ও কল্পনা করিতেছি কিন্তু দেশের ধনবানগুলি কিজন্য উৎসন্ন ও অধঃপাতে যাইতেছে তাহা ভ্রমেও ভাবি না। যে মহাবিপ্লব উপস্থিত উহার গতিরোধ না হইলে ভারতের পক্ষে বড়ই দুর্দ্দিন। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এখনও যদি আমরা ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রাদির সহিত প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতুষ্পুত্রত্ব ইত্যাদি সংস্থাপন করিতে পারি সমস্তই রক্ষা হইতে পারে। আদর্শ হিন্দুপরিবার সংস্থাপন সম্বন্ধে আপন মন্তব্য ক্রমে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ মনে করুন যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র সমাবেশের চরম দৃষ্টান্ত। আদর্শ হিন্দুপরিবার-সংস্থাপন-কার্য্যে তাঁহারাই কি সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে পারেন না? যদি পারেন এই অধঃপতিত জাতির শুভাদৃষ্ট সঞ্চারের পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইতে পারে। তাঁহারা কি A joint stock without Share-holder's Council; the ruin is inevitable (অংশীদার সভা বিহীন জয়েণ্টষ্টকের পতন অবশ্যম্ভাবী।) ক্ষুদ্রের এই নিবেদন শ্রবণ-

যোগ্য বিবেচনা করেন না? এই সুপরামর্শ উপেক্ষা করা যত দূর সহজ বিপথে চলিয়া আত্ম রক্ষা করা তত্দূর সহজ নহে। একান্ন বা পৃথগন্ন-ভুক্ত পরিবার হউক ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রাদির সহিত পাশাপাশি বাস করিলে বা বিহিত প্রণালীতে তাহাদের পরামর্শের অধীন হইলে যে কি অনিষ্ট হয় বুঝিতে পারি না। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত সম্পত্তির ছাহাম চিহ্নিত করিয়া মনে করিতেছেন যে আপদ শেষ হইয়াছে, কিন্তু আপদ শেষ করিবার সুপ্রণালী বিশ্বাসে যদি উল্লিখিত ভাবে আর অগ্রসর হন, তাহা হইলে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের মান সম্ভ্রম ইত্যাদি বর্ত্তমান ধনস্বামীদিগের পৌত্রদিগের অধিকার কালেই সম্ভবতঃ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। প্রপৌত্রদিগের অধিকার কালে নিশ্চয় বিনাশ-সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ নাই। মূলধন ভাগে পরিণত হইতে আরম্ভ করিলে ষ্টেটের বিরাট ও বিশাল অবস্থা ক্রমেই ক্ষুদ্র হইয়া দৃষ্টি-পথের অতীত হইবে এবং প্রতিযোগীর বেগধারণে অশক্ত হইয়া ক্রমেই লয় প্রাপ্ত হইবে। ঠাকুর পরিবার ধ্বংস, বিধ্বস্ত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলে স্বদেশহিতৈষী কোন ব্যক্তি পরিতাপযুক্ত না হন? শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রভৃতি সহ পরিবারে একটী দায়াদসভা সংস্থাপন করিয়া উহার নিকটে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করিতে সক্ষম হইলে এখনও সমস্তই রক্ষা হইতে পারে। তাহারা যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে Real estate (রিয়েল ষ্টেট) ভগ্ন করিয়া কখনই মূলধনের বল কমাইব না বরং মূলধন যাহাতে অনুদিন বিবৃদ্ধি লাভকরে তাহারই চেষ্টা করিব, তাহা হইলে উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইবে না। জাপানের অধিবাসী সম্রাট মৎস্যহিতের চরণে ধন, মান ও সম্ভ্রম ইত্যাদি সমস্ত সমর্পণ করিয়া, অচির কাল মধ্যে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত ঠাকুর পরিবারের দায়াদগণ, দায়াদ সভার অর্থাৎ Share-

holder's council এর আনুগত্যে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিতে সক্ষম হইলে অচির কাল মধ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন এবং এই অধঃপতিত জাতির আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হইবেন সন্দেহ নাই।

আদর্শ হিন্দু পরিবার সংস্থাপন করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ দায়াদ সভার আনুগত্যই মঙ্গলের নিদান, উহা ক্রীড়ার সামগ্রী হওয়া উচিত নহে। আত্মীয় কুটুম্ব বা যে ভাবের হিতৈষী হউন না কেন, তিনি দায়াদ সভায় বসিবার অধিকারী নহেন। সভার সম্মান ও অধিকার সর্ব্বতোভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে ঋণ একটী মহাপাপ মধ্যে পরিগণিত। সভার অনুমোদিত সম্পত্তি ক্রয় বা আগন্তুক অরক্ষণীয় আপদ ব্যতীত হিন্দু পরিবারে ঋণ গ্রহণ বিধেয় নহে। কোন অরক্ষণীয় বিপদে ঋণ হইলেও অবিলম্বে পরিশোধের সুবন্দোবস্ত করা উচিত। তৃতীয়তঃ পরিবারে ভবিষ্যৎ শুভাদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য প্রতিবর্ষে ষ্টেটের খরচা বাদে প্রকৃত মুনাফার উপর শতকরা ১৫।২০ বা সভার অনুমোদিত টাকা Reserve অর্থাৎ সঞ্চিত ধন রক্ষা করা আবশ্যক। চতুর্থতঃ ষ্টেটের চিহ্নিত কার্য্যালয়ে আবশ্যকীয় কাগজ পত্র সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা এবং তাহা আবশ্যক মত অংশীদারদিগের দেখিবার সম্পূর্ণ সুবিধাও থাকা আবশ্যক। পঞ্চমতঃ প্রতি বৎসর প্রত্যেক দায়াদকে মূলধন এবং দেনা যাহা কিছু থাকে তাহা এবং সম্পত্তি ও স্থিতির বিস্তৃত বর্ণনা সম্বলিত ব্যালান্স সিট বা উদ্বর্ত্ত পত্র, আয় ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত জমা খরচ, ষ্টেটের সহিত আবদ্ধ প্রধান কর্ম্মচারী, অডিটার ও ডিরেক্টর প্রভৃতির রিপোর্ট এবং সভায় আলোচিত বিষয়ের কার্য্য-বিবরণ ইত্যাদি দেওয়া আবশ্যক। ষষ্ঠতঃ যথাসময়ে ডিভিডেণ্ড অর্থাৎ লভাংশ বিতরিত হওয়াও আবশ্যক। সপ্তমতঃ ষ্টেট ও পরিবারের কার্য্য পরিচালন এবং ভবিষ্যৎ শুভাদৃষ্ট-

বৃদ্ধির জন্য সভা কর্ত্তৃক স্মৃতি বা আইন সংগ্রহ অর্থাৎ নানা প্রকার বিধি ও নিষেধের প্রবর্ত্তন এবং উহা পরিবারের প্রত্যেক আশ্রিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যথাযথরূপে প্রতিপালিত হওয়াও আবশ্যক ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ধারণায় অনেক ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সভায় বিচার এবং আলোচনা হইলে ভ্রম অনেকাংশে দূর হইবার সম্ভাবনা। উহাতেই মঙ্গলের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ষ্টেটের সহিত যাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই তাহারা আত্ম মঙ্গলের উপায় উদ্ভাবন ব্যতীত, অমঙ্গল জনক কার্য্যের সমর্থন বা প্রশ্রয় দান করিতে পারে না। ভ্রম বা দুর্ব্বুদ্ধির উদয় সভাস্থ সকলের একযোগে হওয়াও সম্ভবপর নহে। যদি প্রতিবৎসর সঞ্চিত ধন রক্ষায় দৃঢ়তা থাকে, এবং অংশিদারগণ সংযতভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে কিছু কাল পরে সভার অনুমোদন লইয়া উহার কিয়দংশ দ্বারা নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের পত্তন বা প্রাচীন কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। উহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বাবুর দল, যাঁহারা অনুদিন বকাউল্লা সম্প্রদায়ের দল-পুষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা করাউল্লা, অর্থাৎ প্রকৃত কর্ম্মবীরে পরিণত হইয়া পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারেন।

কলিকাতা মহানগরীতে কেবল ঠাকুর বংশ কেন, যদি অন্যূন পাঁচ বা দশটী গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত বংশ আদর্শ হিন্দু পরিবার সংস্থাপন করিতে অগ্রসর হন, অপিচ কতকগুলি শিক্ষিত ও প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মা একাগ্র ও একত্রিত হইয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে আরম্ভ করেন, পতনের কারণ দূর হইয়া আমাদের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হইতে পারে। দায়াদগণ পারিবারিক সভার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে শরিকী বিবাদ (Share-holder's dispute) প্রায় থাকে না। শরিকী বিবাদ হ্রাস বা এককালেই বিনষ্ট হইলে মামলা মোকর্দ্দমায় দেশ উৎসন্ন যাইবে না। উহাদ্বারা দেশের অনেক অর্থ রক্ষা হইতে

পারে এবং আদালতও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। জীবিত লেখক সম্প্রদায় এই কার্য্যের সহায়তায় মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিলে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান পূর্ব্বক হিতাহিত বিষয়গুলি সর্ব্ব সাধারণের গোচর করিলে আমাদের পতনের গুহ্য রহস্য বিদিত হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং সলিমান ও হালা পর্ব্বত শ্রেণী হইতে ব্রহ্ম সীমার পাহাড় পর্যন্ত সমস্ত ভারত জাগরিত হইয়া পন্থা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সাধন-মার্গে শান্তিধামে যাত্রা করিতে পারে। দেশের capitalist (ক্যাপি-টালিষ্ট) সম্প্রদায় রক্ষার পথ উন্মুক্ত হইলে ভারত অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে। প্রথমে সামান্য সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হইলেও ক্রমে অধিক সংখ্যক লোক দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে। আমরা অনুদিন জাপানের ন্যায় ক্রমেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটিশ সিংহের কৃপাদৃষ্টি আপাততঃ অসম্ভব হইলেও ভবিষ্যতে অনুগ্রহ লাভ বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার বিশেষ হেতু এই যে অংশীদার সভার অস্তিত্ব না থাকায় আমাদের ন্যায় মুসলমান ও দেশী খ্রীষ্টানগণও বিনষ্ট হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ হিন্দু-জাতি ইংরেজরাজের চক্ষুঃশূল হইলেও মুসলমান এবং দেশী খৃষ্টানের উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে; মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রজা রক্ষা করিতে হইলেই বিনাশের কারণ এক হওয়ায় আমরাও রক্ষা পাইতে পারিব। ভারতে এখনও বহুসংখ্যক করদ ও মিত্ররাজ আছেন। ফরাসী প্রজাতন্ত্র, পর্টুগীজ গবর্ণমেণ্ট ও স্বাধীন নেপাল প্রভৃতিও আছেন। ইঁহাদের সকলেই দানব প্রকৃতির নহেন। দেব তুল্য ভূপতির অস্তিত্বও যথেষ্টই আছে। উল্লিখিত দেববর্গের কেহ বিপ্লব-রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইলে অনায়াসেই প্রজা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন। বৃটিশ সিংহের পক্ষেও ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই।

পরন্তু ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রজার রাজত্ব। প্রজার দুঃখে উক্ত গবর্ণমেণ্টের হৃদয় বিদীর্ণ এবং অবিলম্বে প্রতিকারের পথ অবলম্বন বাঞ্ছনীয় বিষয় হওয়া উচিত। ভারতীয় অধিরাজ বৃন্দের যে কেহ অগ্রসর হইলেই আমাদের রক্ষারপথ উন্মুক্ত হইতে পারে। যদি ভারতের কতিপয় দেশ-হিতৈষী মহাত্মা একাগ্র ও প্রাণপণে চেষ্টা করেন, ভারতীয় অধিরাজ বৃন্দের দুই একটীকে জাগ্রত করা কিছুই অসম্ভব নহে। অপর, মুসলমান জাতি কেবল ভারতবর্ষেই বাস করেন না, কাবুল, পারস্য, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যেও তাঁহাদের বাস আছে। ভারতীয় মুসলমানগণ বিপ্লব রহস্য যদি উল্লিখিত দেশ সমূহের প্রজা এবং নৃপতি বৃন্দকে বুঝাইতে পারেন, অপিচ আমরাও যদি উহাতে একাগ্রভাবে যোগদান করি, তাহা হইলে উল্লিখিত রাজন্য বর্গ, পাশ্চাত্য জাতির করাল গ্রাস হইতে আপন আপন দেশের মুসলমান প্রজাদিগকে অনায়াসেই রক্ষা করিতে পারেন। পরন্তু ভারতীয় মুসলমান প্রজাদিগকে সংশোধিত ব্যবহার শাস্ত্রের সাহায্যে রক্ষার জন্ম বৃটিশ সিংহকেও অনুরোধ করিতে পারেন। চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা জয়েণ্টষ্টক সিষ্টেম মূলক কিনা জানি না, যদি তাহাই হয় উল্লিখিত দেশ সমূহের অধিরাজ বৃন্দও আমাদিগের আশানুরূপ ফল প্রাপ্তির সহায় হইতে পারেন। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এসিয়া খণ্ডের কোন দেশের প্রজা, তদ্দেশীয় রাজার চেষ্টায় জ্ঞান ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং সিষ্টেমেটিক জয়েণ্টষ্টকের প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে তাহা হইলে বর্ত্তমান শিল্প ও সম্পদের যুগে পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহ সময়ে জ্ঞান ও সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইবেই হইবে, আমরাও সিষ্টেমেটিক জয়েণ্টষ্টকের প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্ম রক্ষার পথ উন্মুক্ত করিতে পারিব সন্দেহ নাই।

দার্শনিক ভাবে দুঃখের অনুসন্ধান করিতে হইলে দুঃখ, দুঃখ মূল,

দুঃখ নিবারণোপায় ও দুঃখ নিবৃত্তি এই চারিটী বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা করিতে হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে ভারতীয় হিন্দু মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রজার সর্ব্বপ্রধান দুঃখ কি? উত্তর এই যে আমরা উদর পূরণে সম্পূর্ণ অশক্ত। কোন প্রকার চেষ্টায় পোষ্য ও প্রতিপাল্যের উদরান্ন সংস্থান করিতে সমর্থ নহি। ইহাই আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ। দ্বিতীয় প্রশ্ন, উল্লিখিত দুঃখের মূল কি? উত্তর এই যে আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থা জয়েণ্টষ্টক সিষ্টেম মূলক। অংশীদার সভার আনুগত্য ব্যতীত কখনও উহা রক্ষা হইতে পারেনা। কিন্তু British administration (বৃটিশ এডমিনিষ্ট্রেশন) বিপথে ধাবিত হইয়া প্রত্যেক প্রজাকে স্বাতন্ত্র্য শিক্ষা দিতেছে, অংশীদার সভার আনুগত্যের ব্যবস্থা একবারেই নাই, ইহাই দুঃখের মূলকারণ স্বরূপ। তৃতীয় প্রশ্ন, আমাদিগের দুঃখ নিবারণের উপায় কি? উত্তর এই যে আমরা আমাদের সম্পত্তি যদি জয়েণ্টষ্টক বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উহা রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় জয়েণ্টনীতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার সভা গঠন ও উহার আনুগত্য করিতে পারি, আমাদিগের দুঃখ নিবারণোপায় প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, চতুর্থ প্রশ্ন, কোন কার্য্য করিলে আমাদিগের দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে? উত্তর এই যে আমরা যদি আমাদিগের সম্পত্তিকে জয়েণ্টষ্টক বুঝিয়া বিশুদ্ধ Joint principle (জয়েণ্ট প্রিন্সিপল) অবলম্বনে সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারি আমাদের দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে। অন্যথায় দুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক আত্মরক্ষা সম্ভবপর নহে।

হিন্দু-ল, মহম্মদীয়-ল, ইণ্ডিয়ান সকসেশন য়াক্ট এবং ল অব প্রাইমোজেনিচার প্রভৃতির মধ্যে মনুষ্যের পক্ষে কোনটী অবলম্বন বাঞ্ছনীয় দোষ ও গুণ বিচার করিয়া নির্ণয় করিবার যথাযোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে; মনুষ্য যদি উল্লিখিত বিচার সমাধা করিয়া একমাত্র

প্রবেশ করিতে অশক্ত। বিষয়টী তাঁহাদের এককর্ণে প্রবেশ করিয়া তদ্দণ্ডেই অন্যকর্ণ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। শুভাশুভ ফলাফলের অনুভূতি তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কষ্টসাধ্য বিষয়। স্বদেশে বা বিদেশে শ্রমজীবির দল ক্যাপিটালিষ্ট পদ প্রাপ্তির জন্য অন্তরের সহিত সর্ব্বদাই লালায়িত। এজন্য দলের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিকরা প্রয়োজনীয় নহে, সামান্য কিছু বিশেষ বিধি থাকিলেই চলিতে পারে, প্রথমে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন তাঁহারা ক্যাপিটালিষ্ট সন্তান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সৃষ্টিনাশ যদি ভগবানের অভিপ্রেত না হয় মুষ্টিমেয় লোক একাগ্র হইলেই সমস্ত দেশকে জাগ্রত এবং ঘোরতর ব্যবহার বিপ্লবের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে পারেন। বিধাতার কৃপায় আমরা যদি জাগ্রত হই, সঙ্কটের মুলরহস্য বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি, অচিরে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কিছুই অসম্ভব নহে, নৈরাশ্যের সম্পূর্ণ দশা এখনও আমাদের উপস্থিত হয় নাই, সুমতির উদয় হইলে এখনও সমস্ত বিপদ দূরীভূত হইতে পারে।

আমি কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করি নাই। প্রমাণ স্বরূপে যদি কেহ ইতিহাসের সহিত মিলাইতে ইচ্ছা করেন, আমার সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য সপ্রমাণ হইবে। ভগবান ভারতসন্তানদিগকে সুমতি প্রদান করুন। হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রজাগণ প্রত্যেকে আপনাকে জয়েণ্টষ্টকের মেম্বর বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। অংশীদার সভার অস্তিত্ব এবং আনুগত্য ব্যতীত জয়েণ্টষ্টক রক্ষা হইতে পারে না এই সিদ্ধান্ত অবিসম্বাদিত রূপে গ্রহণ করুন। যদি এরূপ কোন শাঙ্কর্য্য স্থল উপস্থিত হয় যে যাহাতে ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্বার্থ উভয়ের কোন একটীর sacrifice (বলিদান) অনিবার্য্য, তদ্রূপ স্থলে ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদানই শ্রেয়স্কর। ইহাও অবিসম্বাদিত রূপেই গ্রহণ করুন। কনষ্ট্রাক্‌শন ও কনষ্টিটিউশন প্রভৃতি সমস্তই ঠিক করিয়া পরিবারকে ন্যায় সঙ্গত বন্ধনে আবদ্ধপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

দেশের অর্থসঙ্কট বা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে অন্নকষ্ট নিবৃত্তি হইতে পারে। অন্নকষ্ট নিবৃত্তি হইলে অন্য কোন কষ্টই ভারতবাসীকে অভিভূত করিতে পারিবে না। জাতীয় ব্যবহার শাস্ত্রের মৌলিক দোষ সংশোধিত হইলে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি ধনাগমের উপায় অবলম্বনের জন্য কাহাকেও বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে হইবেনা। ভারত-সন্তানগণ স্বতঃসিদ্ধ ঐ সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবে। পাগলের প্রলাপ বোধে ভ্রাতার দল মৎগাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে পারেন, কিন্তু ভাই ভারত! এই ক্ষুদ্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বিপথে ভ্রমণ যদি এখনও বন্ধ না হয় সমস্তই অতল তলে ডুবিল।

হিন্দু-ল, মহম্মদীয় ল ও ইণ্ডিয়ান সাক্‌সেশন আক্ট প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ব্যবহারশাস্ত্র সকল দগ্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ল অব প্রাইমজেনিচার দেশে আনয়ন বাঞ্ছনীয় কি না একটী বিশেষ আলোচ্য বিষয়। যদি উহা ভারতে আনয়ন করা যায়, আমরা সত্বরেই বিদেশীর অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে পারি। আমরা নাবালক থাকা পর্য্যন্ত বিদেশীগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী চপেটাঘাত করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সাবালক হইলে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কথায় কথায় দেশীয়দিগের প্লীহা ফাটাইয়া দিতে কৃতকার্য্য হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। জ্যেষ্ঠাধিকার ব্যবস্থা দেশে আগত হইলে, শতাব্দীকাল গত না হইতেই সমস্ত ভারত design (ডিজাইন) করা ফুলবাগানে পরিণত হইতে পারে। হর্ম্মামালা বৃদ্ধির ত কথাই নাই। দীঘি, পুষ্করিণী রাস্তা ঘাট প্রভৃতিও পঙ্কিল বা অপরিষ্কার থাকে না। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি কোন পদার্থেরই অভাব থাকে না। কিন্তু উল্লিখিত ব্যবহার শাস্ত্র সম্পূর্ণ রূপেই সাম্য ও শান্তির হন্তারক। মুষ্টিমেয় লোকে দেশের সার শোষণ করিতেছে। অপরে হা হতোস্মিরূপে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার করিয়া ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে কেবল তাকাইয়া দেখিতেছে।

প্রতিকারের কোন বিহিত উপায় না থাকায় দেশ মধ্যে নিহিলিষ্ট, আনার্কিষ্ট সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি ভয়াবহ সম্প্রদায়ের মুল পত্তন হওয়া অনিবার্য্য। যিনি স্তন্য দিয়া নানা কষ্ট সহ্য করিয়া আমাকে বড় করিয়াছেন, সেই পরম পূজনীয়া জননী বাটীতে শুভাগমন করিলে, আহার্য্যের মূল্যবাবত বিল হাজির, নিজের রাজার ন্যায় অবস্থা হইলেও অন্ধ এবং পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম সহোদর দিগকে ভিক্ষার জন্য রাজপথে ফেলিয়া রাখা ইত্যাদি ল অব প্রাইম জেনিচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইয়রোপীয়গণ আপনাদিগকে যতই সভ্য ও সুখ সম্পদ বিশিষ্ট মনে করুন না কেন, সেই সভ্যতা এবং সুখ সম্পদকে আমাদের দূর হইতেই নমস্কার করা উচিত। ফলতঃ ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক প্রসূত ল অব প্রাইম জেনিচার দগ্ধ বা এবলিস না হইলে, পৃথিবীতে মনুষ্যের শান্তির লেশ মাত্র সম্ভাবনা নাই। আমরা যাহার ছায়াতলে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছি তাহাই আমাদিগের পক্ষে ভাল। তবে একটি কথা বক্তব্য এই যে, আমাদিগের জাতীয় ধনাধিকার ব্যবস্থার কোন অংশ সংস্কারের যোগ্য স্থির হইলে উহা অবশ্যই সংস্কার হওয়া উচিত।

আত্মকৃত যত্নের ফল নিরুপদ্রবে ভোগ করা সকলের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব এই যে উহা নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে দিতে সম্মত নহে। সুযোগ ও সুবিধা হইলে অনেকেই অন্যায় রূপে অপরের স্বার্থ হরণের চেষ্টা করে। ইহা নিবৃত্তি অর্থাৎ ন্যায়ানুগত স্বার্থরক্ষার জন্যই রাজপদের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজ্যেশ্বর প্রকৃতিপুঞ্জের ন্যায়ানুগত স্বার্থরক্ষার সহায় ও যত্নবান জন্যই রাজকর দেয়। যে রাজা প্রজাশক্তিকে দুর্ব্বল বুঝিয়া বা নিজ অন্যায় খেয়াল তৃপ্তির দুরভিসন্ধিতে আশ্রিত প্রজার স্বার্থে অকুন্ঠিত চিত্তে পদাঘাত করিতে পারেন তিনি রাজা নামের অযোগ্য। যে সমস্ত রাজা, মহারাজা বা সম্রাট প্রভৃতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে, তাঁহারা প্রত্যেকে

দানবের অবতার নহেন। তন্মধ্যে দেববৎ পূজনীয় ভূপতিও যথেষ্ট আছেন। যদি সেই দেবগণ প্রসন্ন হন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যের ফলেই দানবের অত্যাচার প্রশমিত হইতে পারে। বৃটিশ সিংহ যে বিপথে চলিয়াছেন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রটী করি নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ফল কিছুই হয় নাই। ভারতেশ্বর বিপথে দৌড় হেতু কেবল হাঁপাইতেছেন। কোনরূপেই প্রজার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। প্রকৃত রাজভক্ত প্রজাও শাস্তিদাতার আসন প্রদান করিতেছে না। মন্ত্রীসমাজ একপ্রকার স্পষ্টতই ভ্রমের দিগ্‌গজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই লোকে উদরান্নের সংস্থান পূর্ব্বক সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু ভারত সন্তানগণ সম্পূর্ণ অশক্ত। উহা যে এডমিনিষ্ট্রেশনের দোষ সম্ভূত, বৃটিশ সিংহ বা তাঁহার মন্ত্রীসমাজ স্বীকার করিতে অসম্মত। তাঁহারা অনেক সময় প্রজার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া থাকেন। অপিচ জাগ্রত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, বৃটিশ শাসনের গুণে ভারতীয় প্রকৃতি বৃন্দ "সদা আনন্দ সে চৈন করতা হৈ।" দেশ জএণ্টষ্টকময়, অথচ উহাতে অংশীদার সভার অস্তিত্ব নাই। ইহাতে যে ভারতের কি অনিষ্ট হইতেছে, বুঝিয়া দেখিবার কি কেহ নাই? এবম্বিধ কৌতুকাবহ ভ্রম আর দেখা যায় না। প্রজার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ ইত্যাদি রাজকৃত ন্যায়ের সম্মান রক্ষার ফল। ন্যায় পদদলিত হইলে উল্লিখিত ফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। আমি বৃটিশ সিংহের সম্পূর্ণ আশ্রিত প্রজা, অস্থি দগ্ধ না হইলে মহামহিম মন্ত্রী সমাজের কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করা কোন প্রয়োজন ছিল না। অস্থিদগ্ধ হইলে আশ্রিত প্রজা বৃটিশ সিংহ ব্যতীত আর কাহাকে মর্ম্মব্যথা জানাইবে? ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের বিষম ভুল এই যে, বৃটিশ এডমিনিষ্ট্রেশন দেশে ভয়ঙ্কর ব্যবহারবিপ্লব উপস্থিত করায়,

প্রজার সুখ ও শান্তি যে প্রকারে বিনষ্ট হইতেছে, বিশ্লেষণ পূর্ব্বক কোন দিন দেশাধিপতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, উহাই আমাদের সম্পূর্ণ ক্রটী। রাজা পরিণাম ফল যাহাই প্রদান করুন না কেন তাঁহাকে একবার সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করা উচিত। অংশীদার সভার অস্তিত্ব ও আনুগত্য ব্যতীত, জএণ্টষ্টক রক্ষা হইতে পারে না। চেষ্টা করিলে বৃটিশ সিংহ এই ন্যায় এবং সত্যের নিকট অবনত মস্তক হইতে পারেন। কিন্তু হায়! রাজার ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জও অন্ধভাবে বিপথে চলিয়াছেন।

কলিকাতা মহানগরীতে বাল্যকালে যে সমস্ত বৃহৎ ভবন দেখিয়াছি বার্দ্ধক্যে এখন উহা বহুস্থলে খণ্ড খণ্ড অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি, বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারিগণ বিশেষ স্থাপত্য বুদ্ধির সহায়তায় বৈঠকখানাকে পাইখানা এবং পাইখানাকে বৈঠকখানায় পরিণত করিয়া কোনরূপে বাসের যোগ্য করিয়া লইয়াছেন। পরপুরুষে স্থাপত্য বা ইঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধির প্রভাবেও যে কুল পাওয়া যাইবেনা তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? মাঠ পরিদর্শন করিলে দুই এক বিঘা ব্যতীত পঞ্চাশ বা ষাইট বিঘার প্রশস্ত কৃষিক্ষেত্র আর প্রায়ই দেখা যায় না। হায়! কি হইল রে। অন্নপূর্ণার দেশে বাস করিয়া আমরা হা অন্ন, হা অন্ন, শব্দে সর্ব্বদাই রোরুদ্যমান। ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈবের বিষয় আর কি আছে। মহাশক্তির জাগরণের পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়াছে, লোকে মা বলিতে শিক্ষা করিয়াছে, উমার চরণ প্রান্তে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে আর অধিক বিলম্ব নাই, মহাশক্তির কৃপায় নেংটী বা ডোর কৌপীনের দৌরাত্ম্য ভারত হইতে অনেকাংশেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় দেশ ও বিদেশের দেবতাদিগকে জাগ্রত করিতে সক্ষম হইলেই মহাশক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রবুদ্ধা হইবেন। তাঁহার হুঙ্কারেই দানব ভস্ম হইয়া যাইবে।

ভারত সন্তানগণ যদি Share holders of the joint stock companies must be under the share holder's

council (জয়েণ্টষ্টকের অংশীদারগণ অবশ্য অংশীদার সভার আনুগত্যের অধীন হইবে) এই সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সাধনপথে অগ্রসর হয় উহার জয় অনিবার্য্য। কোন রাজা বা মহারাজা ভ্রমবশতঃ প্রথমে বিরুদ্ধাচারী হইলেও পরিণাম রক্ষা করিতে পারিবেন না। দেবপ্রকৃতি কোন রাজা বা মহারাজার সহায়তায় বলীয়ান হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জ সাধন মার্গে একাগ্র ও অগ্রসর হইলে যখন পৃথিবীর একাংশ ন্যায় এবং সত্যের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, তখন পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সমূহ অবিলম্বেই উহার অনুগমন করিবে। কোন রাজাই সেই সময়ে বিষ্ণু শর্ম্মার লিখিত শৃগাল বন্ধুর ন্যায় "ইদং পাশা স্নায়ু নির্ম্মিতা কথং ভট্টারক বাসরে দন্তৈঃ স্পৃশামি" বলিয়া দূরে থাকিতে সক্ষম হইবেন না দেশের ব্যবহার বিপ্লব বিনষ্ট না হইলে আমাদের মঙ্গল নাই, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতীয় অধিরাজ বৃন্দ ব্যতীত যদি অন্য কোন মহীপালকে জাগ্রত এবং তাঁহার কৃপা আকর্ষণ আবশ্যক হয়, আমার বিবেচনায় মাননীয় ও মহামহিম তুর্ক সম্রাট সা এরুম খলিফা শ্রীল শ্রীযুক্ত সুলতান আব্দুল হামিদ খাঁ বাহাদুরই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। ভরসা করি দেশ হিতৈষীমাত্র একাগ্র ও একত্রিত হইয়া ব্যবহার বিপ্লব ধ্বংসপূর্ব্বক ভারতের চৈতন্য সম্পাদনে প্রাণপণে যত্ন করিবেন! বিধাতার কৃপায় ভারত রক্ষা হইবে।

হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক পরিবারের বাসস্থান আপন আপন চতুঃসীমার মধ্যে এক একটি রাজত্ব। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট, ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট বা প্রভিন্সিয়াল গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতির আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও শাসনে শৃঙ্খলা প্রাপ্ত। রাজত্বের সমস্তই উহাতে অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সর্ব্বসাধারণ প্রজার পরিবাররূপ রাজত্বের সহিত যে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল বা প্রভিন্সিয়াল গবর্ণমেণ্টের সহিত তদ্রূপ নহে। বহুব্যক্তি একত্রে স্বামী প্রযুক্ত

ইংরেজীতে উহার কমন ওয়েল্থ নাম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে উল্লিখিত কমন ওয়েল্থ সমূহে কোন প্রেসিডেণ্ট বা তাঁহার কোন কৌন্সেল সভা নাই। সুতরাং প্রকৃতি পুঞ্জের দুর্দ্দশার সীমা ও সংখ্যা নাই। বৃটিশ সিংহ এডমিনিষ্ট্রেশনের এই গুরুতর দোষ বুঝিতে না পারা হেতু, হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক পারিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন সর্ব্বদাই দগ্ধ হইতেছে। রাজার প্রতি প্রকৃতি পুঞ্জের ভক্তি হ্রাস এবং অসন্তোষ বৃদ্ধির ইহাই মূল নিদান। মূলের দোষ সংশোধিত না হইলে প্রজার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ অসম্ভব। মহামহিম মন্ত্রীবর্গ সাবধান না হইলে একটী খণ্ডপ্রলয় ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। যে কঠিন সময় উপস্থিত তাহাতে ব্যাধির নিদান দূরীভূতপূর্ব্বক সংশোধনের চেষ্টা না হইয়া যদি কেবল রাজা ও প্রজার বল ও কৌশলের পরীক্ষাই আরম্ভ হয়, উহাতে বর্ত্তমান প্রবল রাজ শক্তির প্রভাবে বহুপ্রজা মিউনিসিপাল অধিকারের বাসেন্দা স্বাধীন কুকুরগুলির ন্যায় মৃত্যু আলিঙ্গন করিবে। আর যদি অচিন্তিত কোন দৈব কারণে প্রজাশক্তি প্রবল হয়, উহাতে যে কত বীভৎস ও লোমহর্ষণকর কার্য্যের অভিনয় হইতে পারে ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বৃটিশসিংহ বহু জ্ঞানবানের সাহায্যে পরিচালিত, বিশেষ সতর্ক হইয়া কার্য্য করিলে এখনও সমস্ত বিপত্তির মূলোচ্ছেদ হইতে পারে।

হিন্দু-ল, মহম্মদীয়-ল এবং ইণ্ডিয়ান সাক্‌সেশন আক্ট প্রভৃতি বৃটিশ সিংহের কৃত কার্যের ফলেই ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে। মন্ত্রীবর্গ যদি উহা কেবল মূর্খ ও বর্ব্বরের মস্তিস্ক প্রসূত বলিয়া স্থির নিশ্চয় করেন, এবলিস করিলেই আমরা উপস্থিত মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে পারি। পরন্তু মহাজন কর্ত্তৃক অবলম্বিত নীতি ও প্রণালী সমূহের মধ্যে কোনটী বাস্তবিক শান্তিপ্রদ পরীক্ষা (Experiment) করা উদ্দেশ্য হইলে

বিহিতপথে ও বিহিত প্রণালীতে পরীক্ষা হইতে দেওয়াই উচিত। আমাদের ব্যবহার শাস্ত্রগুলি দগ্ধ বা এবলিস হইবার পূর্ব্বে বিজাতীয় ও বিপরীত মুখী সভ্যতা এবং ব্যবস্থাকে সকল স্থলে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করা যায় না। এই ন্যায় এবং সত্য কি জানি কি জন্য বৃটিশ মন্ত্রীবর্গের মস্তিষ্কে স্থান পায় না। ইংরেজের ও অধিকাংশ ইউরোপীয়ের বিশ্বাস এই যে তাঁহাদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তই দেবতুল্য। অতএব হিন্দু ও মুসমলমান প্রভৃতির অবশ্যই অনুকরণীয়। এই অন্ধ বিশ্বাসে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতিকে তাহারা পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইত্যাদি শিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন উহা এককালেই অসহ্য এবং উহার প্রভাবে পরিবারে শান্তির লেশমাত্রও নাই। 'বিধাতার কৃপা এবং স্বদেশ হিতৈষিগণের প্রাণপণ চেষ্টা একত্রিত হইলে ভারত সন্তান জাগ্রত এবং উল্লিখিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রবল হইলে পরিবারের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুখ ও শান্তি লাভ ত দূরের কথা। রাজ্যেশ্বর কর্ত্তৃক পরিবার সৃষ্টির পথ রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পারিবারিক ন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের চেষ্টা বড়ই বিষম অহম্মুখতা। মঙ্গলময় পিতা স্বদেশ হিতৈষিবর্গের এই সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন কি? বিধাতঃ ভারত রক্ষাকর!

ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সংঘর্ষে তাঁহাদের বিপরীত মুখী আচার ও, ব্যবহার ইত্যাদি, প্রথমে আমাদের সমাজে বিশেষরূপে প্রবেশ লাভ করে নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সিংহ যখন ভারতবর্ষকে খাস তত্ত্বাবধানে লইলেন এবং আইনের পর আইন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শীর্ষস্থানস্থিত ইংরেজের অদূরদর্শিতার ফলে বিপরীত মুখী ইয়ুরোপীয় ব্যবহার শাস্ত্রের ভাব অলক্ষ্যে আমাদের ব্যবহার শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি

প্রস্তুত করিল। ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের উহা জীর্ণ করা অসাধ্য হওয়ায় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইয়ুরোপের আমদানী অনিষ্টকর পদার্থ সমুহের মধ্যে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত অন্য কিছু তুলনীয় হইতে পারে না। উহাই হিন্দু জাতি রক্ষার মূল ভিত্তি "গুরু আজ্ঞার আনুগত্য" বিনষ্ট করিয়াছে। মুসলমানগণ "বেআদব" কথাটীর প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রবেশ লাভ করিল এবং রাজ্যেশ্বর উহার প্রশ্রয়দাতা হইলেন, সেই সময় হইতেই ভারত সন্তান "বে আদব" হইতে আরম্ভ করিল। পিতামহ মহাশয়কে কথায় কথায় "নাতি ছেলের কেন দাদা ?" প্রশ্নের সদুত্তর করিতে না পারিলে কার্য্য অচল হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বক্তিগত স্বাধীনতা যে প্রকার প্রবল ভাবে পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে "গুরু আজ্ঞার আনুগত্য" প্রায় সম্পূর্ণই বিনষ্ট হইয়াছে। "গুরু আজ্ঞার অনুগত্য" পরিবার দেহে প্রাণ স্বরূপ ছিল। উহা বিনষ্ট প্রায় সুতবাং আমাদের প্রাণও ওষ্ঠাগত হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা প্রথমে চিরন্তন সংস্কার নিবন্ধন গুরু আজ্ঞার আনুগত্য পরিত্যাগে পাশ্চাত্য ব্যক্তি গত স্বাধীনতা অবলম্বন জন্য প্রলুব্ধ হন নাই, সমাজে তাঁহারা মূর্খ ও বর্ব্বর এবং যাঁহারা অন্তরে পাশ্চাত্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেমে বিহ্বল হইয়া প্রকাশ্যে নানা কুটিলতার আশ্রয়ে দায়াদ দিগকে বহু বিষয়ে বঞ্চনা পূর্ব্বক আপনার স্বার্থ অবিক্ষিত উপায়ে ফাজিল দাঁড় করাইতে সক্ষম হইলেন, সেই সমস্ত অভিশপ্ত দুরাত্মাই সমাজে চতুর ও বুদ্ধমান আখ্যা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু এই অবস্থা সমাজে আর দীর্ঘ কাল বর্ত্তমান থাকিতেছে না। যে হেতু এখন বহু পরিবারেই পিতার আদ্যশ্রাদ্ধের পর পার্থক্য বা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে পরিবার চূর্ণকরা আর বাকি থাকিতেছে না। কোন কোন স্থলে বা পিতৃদেহ শ্মশানে যাইবার পূর্ব্বেই একটা মীমাংসা

না হইলে চলিতেছে না। পরিবার চূর্ণ হওয়ার পর যদি আর কাহাকে পুনরায় পরিবারে আবদ্ধ হইতে না হইত, তাহাতে তত ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু যে পরিবারে আবদ্ধ না হইয়াই উপায় নাই, তাহা চূর্ণ করিয়া পুনর্গঠনের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিড়ম্বনা এবং ক্ষতির ত কথাই নাই। আমার শিক্ষা ও শক্তি অতি সামান্ত। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়া স্বদেশবাসীকে দেখাইতে অশক্ত। সকলেই ভুক্তভোগী, আপন চেষ্টায় বিপ্লব রহস্য সবিশেষ বুঝিলেই সুখী হই।

দেশহিতৈষী মহাত্মাদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টে যে সমস্ত উকীল বা ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা সকলেই ব্যবহার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। প্রকৃতিপুঞ্জ যে প্রকারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ও রাজধানীর কতিপয় সুবিজ্ঞ ক্যাপিটালিষ্ট সন্তানকে একত্রিত করিয়া একটী সভা সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইলে জাতীয় উদ্ধারের পথ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রথমে উকীল বা ব্যারিষ্টার দিগের মধ্যে কোন মহাত্মা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আত্মতত্ত্ব সমালোচনা বা হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। আপনি সবিশেষ বুঝিয়া সহকারিদিগকে বুঝাইবার জন্য একটী বক্তৃতা করুন। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রে আমার পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি ভারতের পতনের কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমার কোন বিপত্তির সংশোধন ইচ্ছা করিলে আদালতের আশ্রয় লইতে হয়। অপিচ ভারতের কোন বিপত্তির সংশোধন ইচ্ছা করিলে সপার্লিয়ামেণ্ট ভারতসম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। উপরোক্ত সভার সভ্য উকীল বা ব্যারিষ্টার প্রভৃতি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারতের পতন রহস্য সম্বন্ধে সম্রাটের নিকট একখান আবেদন পত্র লিখিয়া দেন এবং আপন সঙ্কল্পকে রক্ষার জন্য প্রাণের সহিত যত্ন করেন, ভারতে শুভাদৃষ্টের সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। একা সাধ্য নাই,

আইস ভাই, সকলে মিলিয়া বিপ্লব রহস্য আমাদের পালন কর্ত্তা সপার্লিয়ামেণ্ট সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড বাহাদুরকে জানাইব। পরন্তু বর্ত্তমান সংখ্যা যাঁহার পাদপদ্মে উৎসর্গ জন্য লিখিত; আমাদের সম্রাটের যুগল বা অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সেই মহাশক্তি স্বরূপা ডেনিশ রাজদুহিতা সাম্রাজ্ঞী মাতা এলেক জেন্দ্রাকে বৃটিশ এডমিনিষ্ট্রেশন সমুদ্ভূত ব্যবহার বিপ্লবের ফলে বিদীর্ণ-বক্ষ দেখাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিব, Mother! strike but hear. ইষ্ট দেবতা সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিবেন।

ভারত সন্তানগণ ঘোরতর মোহনিদ্রায় নিদ্রিত, কোন প্রকার চেষ্টায় এপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিতে সক্ষম হই নাই। ব্যবহার বিপ্লব রহস্য ভেদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কাহাকে জাগাইতে পারিলাম না। জীবন ব্যাপি সাধনায় বিফল মনোরথ হইতে হইল। না জানি কি ক্রুটী রহিয়া গিয়াছে। আমি এখন বৃদ্ধ ও অবসন্ন। কর্ম্মবীরের আসন গ্রহণ করা আর সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু যতদিন জীবিত আছি ভারতের মঙ্গল চিন্তায় বিরত হইব না। বহুকাল পর্য্যন্ত পৈত্রিক দেহ ও সম্পত্তি ক্ষয় করিয়া একাগ্রভাবে নিযুক্ত থাকিলেও কোন দেবতা বা মহাপুরুষকে জাগ্রত বা তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হই নাই। সুদীর্ঘ চিন্তার ফল কি শেষে এই হইল? সমস্তই কি ভুল বুঝিয়াছ? যাহার সমর্থন জন্য লোক মিলে নাই, সাধরণে তাহা ভ্রান্তি মূলক অনুমান করা বিচিত্র নহে, কিন্তু ভারতের ভুল কি আমার ভুল, ভারতীয় অধিরাজ বৃন্দ ও তাঁহাদিগের পারিষদ বর্গের ভুল, বা আমারই ভুল এই সংশয় মনে মনে অটুট রহিয়া গেল। যাহা সত্য বা মিথ্যা তাহা ইতিহাস সময়ে সপ্রমাণ করিবে কিন্তু আপাততঃ মীমাংসকের দৃষ্টি ও সুবিবেচনার উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।

অপর, একটী কথা,—অনেকে বলিয়া থাকেন যে ম্যালেরিয়া ইত্যাদিতে বৎসরে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বিধবা বিবাহ

না থাকা হেতু ক্রমেই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, এই বিষয়ে যে চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা এই যে মনুষ্য সমাজে অর্থ সঙ্কট দূর হইলে ব্যাধি সৃষ্টির মূলীভূত দূষিত জল বায়ু বা আহার্য্য ইত্যাদির সংস্রব হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে হিন্দু জাতির ধর্ম্মে দৃঢ়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও ধর্ম্ম জ্ঞানে পরিপক্কতা ইত্যাদি জন্মিলে অকাল মৃত্যু প্রায়শঃ ঘটে না সুতরাং ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যে পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিধবা বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন, উল্লিখিত সামান্য ক্ষতি নিবন্ধন সেই স্বর্গীয় মহান্ পবিত্রতা বিনষ্টের চেষ্টাও উদাম প্রশংসার যোগ্য নহে। দূষিত জলবায়ুর সংযোগ ও ধর্ম্ম হীনতা ইত্যাদি হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসের নৈমিত্তিক কারণ। সংখ্যাহ্রাস সম্বন্ধে মৌলিক দোষ সংশোধন বা নিদান পরিত্যাগের চেষ্টা নাই, কিন্তু বিধবা বিবাহের প্রশ্রয় দিতে হইবে, ব্রাহ্মণ কখনও ইহা অনুমোদন করিতে পারেন না এবং অন্যান্য অনেক জাতির পক্ষেও ইহা অনুমোদনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমার মূল বক্তব্য অত্র স্থলেই শেষ হইল।

পাঠকবৃন্দের সহিত শেষ সাক্ষাতের পর আমাদের পরিবারে প্রথমতঃ দুর্ঘটনা এই যে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৺রাধামাধব বিগ্রহের মূর্ত্তিটী ভগ্ন হওয়ায় পুনরায় নবীন কলেবর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, দ্বিতীয়ত: পরিবারের শিরোভূষণ পাবনার সুপ্রসিদ্ধ উকীল গিরিশচন্দ্র রায় দাদা মহাশয় সন ১৩১৩ সালের ১২ই ফাল্গুন এবং তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর রাখাল দাস রায় বিগত ৯ই আশ্বিন তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।* উপর্য্যুপরি এই সকল ঘটনা বিধি নিগ্রহের সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

* পরিবারে মৃত্যু বা জন্মের অন্যান্য বর্ণনা এ যাত্রায় স্থগিত থাকিল। বংশের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞানকৃত কোন ভুল নাই। কেবল বংশ তরুতে ৺চন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পুত্র দুইটীর নাম অতি দুর্ব্বল প্রমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রকৃত নাম কি ছিল মনে মনে বিশেষ সংশয় রহিয়া গিয়াছে। ভবি-

তাঁহার মনে আর কি আছে তিনিই জানেন, দাদা মহাশয় সম্পত্তির প্রধান কেন্দ্র স্থান পাবনা টাউনে অধিষ্ঠান করা হেতু শরিকগণ জয়েণ্ট ষ্টেট সম্বন্ধে অনেকাংশেই নিরুদ্বেগ ছিলেন। এখন ষ্টেট সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সীমা নাই। বর্ত্তমান সময়ে পরিবারে আমিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! পুরুষের মধ্যে আমার প্রণম্য আর কেহ নাই কিন্তু আমি প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল মাঠে মাঠে বা বনে বনেই বেড়াইতেছি। ভ্রাতাগণ কোন দিন আমার পরামর্শ শ্রবণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই, এখনই যে শ্রবণ করিবেন তাহার ভরসা স্থল কোথায়? ভ্রাতা বা ভ্রাতষ্পুত্রগণ আমার প্রস্তাব শ্রবণযোগ্য বিবেচনা করিলে এখনও সমস্তই রক্ষার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু হায়! কোন রূপেই বিপ্লবস্রোতে বাধা দিবার শক্তি ও সাধ্য হইল না। শ্রীমান তারানাথ রায় প্রভৃতি সম্পত্তি বাঁটওয়ারার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, সম্পত্তি ও পরিবার অচিরেই চূর্ণীকৃত হইবে। হায়রে রাজসাহী বিভাগে সুপরিচিত পোতাজিয়া গ্রামের রায়পাড়ার রায় পরিবারের দেহ, মুণ্ড, হস্ত, ও পদ প্রভৃতি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া স্থানে স্থানে পতিত হইতেছে। আমরা সমূলে বিনষ্ট হইলাম। হিন্দুদের অধীন থাকিতে হইলে যে পরিবার গঠন না করিয়া উপায় নাই দুর্ম্মতি বশে উহা ভগ্ন এবং চূর্ণ করিয়া দায়াদবৃন্দ প্রত্যেকে নূতন পরিবার সংস্থাপনের চেষ্টা করে কেন? হায়রে! চক্ষের ছানি কোন রূপেই কাটিল না।

বাল্য জীবনে সংবাদ পত্র পাঠে সহসা একদিন অবগত হইয়া ছিলাম যে ঢাকার খাঁজে আব্দুল গণি মিঞার পরিবারে পার্থক্য উপস্থিত সুতরাং চূর্ণীকৃত হইতেছে। সম্ভবতঃ এই সময়ে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি সংবাদ পাইবা

মাত্র সংস্করণে নাম দুইটী ক, খ ইত্যাদি রূপে নির্দ্দেশ বা ফুট নোটে বিবরণ লিখিয়া রাখাই সঙ্গত মনে করি।

মাত্র তদানীন্তন কালের ঢাকার সব জজ ৺গঙ্গাচরণ সরকার প্রমুখ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া সমস্ত বিবাদ আপোষে মীমাংসা পূর্ব্বক পরিবার রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমাদের পরিবার রক্ষার জন্য লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর অথবা বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষিত হইবার সম্ভাবনা স্থল কোথায়? পরন্ত ঢাকার সব জজ সুপ্রসিদ্ধ গণি মিঞার পরিবার রক্ষা করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ফলে পাবনার সব জজ কর্ত্তৃক অবিলম্বেই নিজ এলাকাধীন পোতাজিয়া রায়পাড়ার রায় পরিবারের Limb অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সম্ভবতঃ প্রকারান্তরে খণ্ডিত (Dismembered) হইবে। হায়রে! আমরা খণ্ড বিখণ্ড বা চূর্ণে পরিণত হইলাম। হা বিধাতঃ! অশেষ-সদনুষ্ঠানরত জেলা পাবনার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামের রায় পাড়ার পতনোন্মুখ রায় পরিবারকে মধ্যস্থতা পূর্ব্বক জয়েণ্ট নীতি ও প্রণালী অবলম্বন করাইয়া রক্ষার পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন, এবম্বিধ মহানুভব ব্যক্তির অস্তিত্ব কি এই দগ্ধ বঙ্গভূমিতে নাই?

অপর, সন ১৩১৪ সালের ২৩শে মাঘ তারিখে আমি পুত্র কয়েকটী এবং তৃতীয় জামাতা মুরহর দেবের বংশধর (মেদোবাড়ী শাখা) শ্রীমান বিন্ধ্যমাধব রায়ের সহিত বঙ্গীয় কায়স্থসভার অনুমোদিত ক্ষত্রিয়াচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছি। কায়স্থসভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগ ও কর্ত্তৃত্বে প্রেরিত শ্রীযুক্ত রজনীকুমার বিদ্যাকল্পতরু, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়গণ গ্রাম্য পুরোহিত শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

আমাদের ষ্টেট কমন ওয়েলথ্‌ বিধায় প্রেসিডেণ্ট স্বরূপ কমন ম্যানেজার ব্যতীত কার্য্য অচল। জেলার জজ সাহেব নূতন প্রজা ও

ভুম্যধিকারী বিষয়ক আইনের বিধান অনুসারে ষ্টেটের কমন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ সম্পত্তি ম্যানেজারের তত্ত্বাধীন হইলেও ঘটনার চক্রে নিজ তদারকেও কিছু অবশিষ্ট আছে। মূল সম্পত্তি হস্তচ্যুত অথচ সামান্য কিছু হস্তগত থাকায় শরিকদিগের প্রত্যেককে বাধ্য হইয়া আর একদফা আফিস-ব্যয় বহন করিতে হইতেছে। এদিকে ম্যানেজার জজের আনুগত্য ব্যতীত অংশীদারদিগের আনুগত্যের অধীন নহেন। আয় ব্যয়ের জমা খরচ বা ব্যালান্স শিট ইত্যাদি অংশীদার-দিগকে দিতে হয় না। কোন অংশীদার ইচ্ছা করিলে নিজের লোক পাঠাইয়া সেরেস্তার কোন কাগজ নকল করাইয়া লইতে পারেন বটে কিন্তু ঠোঁট ও মুখ চাটিয়া আত্মসম্বরণ করিতে হয় ইহার মধ্যে এবম্বিধ স্থলও যথেষ্টই আছে। নিজ সম্পত্তির কোন তত্ত্ব জানা ইচ্ছা বা কোন অন্যায় আচরণের প্রতীকার করিতে হইলে এক একটী মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উকীল, মোক্তার, এটর্ণি বা তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর জমাখরচ মঞ্জুরের চিন্তা করিতে হয়। ইংরেজের আদালতে মোকদ্দমায় যে লাভালাভ তাহা ভুক্তভোগীর অবিদিত নাই। ম্যানেজারের অন্যায় আচরণের প্রতীকার বহু স্থলেই ব্যয় এবং কষ্টসাধ্য। বঙ্গবাসীর সম্পত্তি বিনষ্টপ্রায়। যাহা কিছু দেখা যায় উহা লর্ডকর্ণওয়ালিশ কৃত দশশালা বন্দোবস্তের ফল। গবর্ণমেন্টের কৃত কার্য্যের ফলে বঙ্গের ভুম্যধিকারগণ কমন ম্যানেজারের হস্তে সাক্ষীগোপাল ও ক্রীড়াপুত্তল হইতেছেন। যে একটিং বিধি প্রচলিত হইয়াছে উহাদ্বারা ধনস্বামী কখন সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ভারতের পিতা মাতা থাকিয়াও যেন নাই। সুতরাং দুর্দ্দশার কথা কাহাকেই বা বলি আর কেই বা শ্রবণ করে!

যে অগ্নিতে ভারত দগ্ধ হইতেছে তদ্দ্বারা পোতাজিয়া গ্রামের রায় পাড়ার রায় পরিবারও দগ্ধ হইতেছে। গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমস্তই পড়িয়া ছারখার হইল. প্রতীকারের কোন বিহিত উপায় না থাকা হেতু

কেবল ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে তাকাইয়া দেখিলাম, ইহাতে মন ক্ষিপ্ত না হইবে কেন? ঘোর ক্ষিপ্ত অবস্থা সত্ত্বেও আত্মদহন বৃত্তান্ত বা প্রকারান্তরে বলিতে হইলে সমস্ত ভারতের সর্ব্বনাশ কাহিনী ভারতসন্তান দিগের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম, ঘোরতর বিষাদের মধ্যে ইহাই একমাত্র সান্ত্বনা! ভ্রাতৃবৃন্দের ধূলিবৃষ্টি সহ্য করিয়া স্বদেশহিতৈষী কতিপয় মহাত্মার সাহায্যে কলিকাতা মহানগরীতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ব্যবহার-বিপ্লবের ফলে টলটলায়মান পাঁচ বা দশটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের দ্বারদেশে জ্বলন্ত অক্ষরে চৈতন্য বা জাগরণের মন্ত্র স্বরূপ A joint stock without share-holder's council the ruin is inevitable (অংশীদার সভাবিহীন জয়েণ্টষ্টকের পতন অবশ্যম্ভাবী) এই বাক্যটী লিখিয়া দিতে সক্ষম হইলে অন্তরের শেষ আশা পূর্ণ হয়। উহা দ্বারা ইষ্ট দেবতা, ইষ্টসিদ্ধির পথ মুক্ত করিলেও করিতে পারেন। কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্রের যে সমস্ত পাঠক আছেন তাঁহারা এই শুভকার্য্যে সহায় হইতে পারেন কি? উপরোক্ত বাক্যটী হিন্দু, মুসলমান ও দেশী খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্যেক প্রজার দ্বারদেশে লিখিত হওয়া আবশ্যক বটে কিন্তু সন্তানসম্প্রদায় ব্যতীত ঐ কার্য্য এই বৃদ্ধের নহে। ভারতের পাপভোগ শেষ হইয়া থাকিলে সন্তানের দল প্রবুদ্ধ হইয়া স্বতঃসিদ্ধ উল্লিখিত কার্য্যে অগ্রসর হইবে। সবিশেষ বুঝিয়াও যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে বিধাতাপুরুষ তাহাকে যশোভাগ্য প্রদান করেন নাই। বিধাতঃ ভারত রক্ষা কর।

Shame to them, children of India!
lingering idly at home,
When B. N. Ray tries his last
to extinguish the fire at home.

ভারতের কর্ণধার পিতঃ আরল মিণ্টো বাহাদুর! তোমাকে কিছুই

বলি নাই। রাজপ্রতিনিধিরূপে ভারতে পদার্পণ করিয়া উৎকৃষ্ট ভাবে রোগের নিদান অবগত না হইতেই প্রস্থান ইহাই ভারতের প্রচলিত রাজনীতি। সুতরাং রোগ উন্মুলনের সম্ভাবনা কোথায়? পিতঃ আমাদের উদর অচল, গতিকেই শান্তির লেশ মাত্র ও নাই। বৃটিশ শাসনে পালিত কিন্তু ভাগ্য ফলে নিষ্পেষিত এই ক্ষুদ্র প্রজার নিষ্পেষণ কাহিনী অধ্যয়ন করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারিত। কিন্তু হায়! সে আশা সাফল্যের সম্ভাবনা কোথায়? ভারতেশ্বর! যদি নির্ম্মল যশো-লাভের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে A joint stock without share-holder's council the ruin is inevitable এই কথাটী ভারতীয় হিন্দু মুসলমান ও দেশী খৃষ্টান প্রজার ধনলগ্নে কি প্রকার শনি গ্রহ রূপে বিরাজ করিতেছে একবার Legislature (লেজিসলেচার) সভায় প্রসঙ্গ বা কমিশন বসাইয়া তদন্ত করুন, সমস্ত রহস্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন। তুমি বা তোমার পরবর্ত্তী যিনিই এই কার্য্য করিবেন, তাঁহার রাজত্ব কালের যশোস্মৃতি ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবেই হইবে। ভগবান তোমাকে সেই অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী করুন। পিতঃ! তোমাকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিতেছি।

পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি।

Good bye all, good bye all, good bye all. আমি বিদায় হইলাম।

শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারং।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতিভারং॥